ভারতীয় বালকদের জন্য স্কাউটিং

লর্ড বেডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল

কর্ত্তৃক প্রণীত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ

Publisher :—
M. MAJUMDER
Asst. Provincial Scout Commissioner
on behalf of
Assam Boy Scout Association

ভারতীয় বালকদের জন্য স্কাউটিং

ভারতীয় বালকদের জন্য স্কাউটিং

শ্রীউমেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক অনুবাদিত

নিম্নলিখিত কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত

রায় বাহাদুর শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট
হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার…কমিটির অধ্যক্ষ

মৌলবী মফিজুর রহমান বি, এ ; বি, টি,
হেডমাষ্টার, শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ দাস এম, এ ; বি, এল, হেডমাষ্টার,
রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট

শ্রীসিতাংশুশেখর দাস এম, এ, হেডমাষ্টার
এডেড হাই স্কুল, শ্রীহট্ট

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী এম, এ, হেডমাষ্টার,
প্যারীমোহন পাবলিক একাডেমী, শ্রীহট্ট

শ্রীসুরেশচন্দ্র কর, স্কাউট-মাষ্টার, ex-officio সভ্য

শ্রীউমেশচন্দ্র চৌধুরী—অনুবাদক

সহযোগী অনুবাদক সুনামগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট জুবিলী হাই স্কুলের
সহকারী হেডমাষ্টার শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মার
তত্ত্বাবধানে পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত।

ভূমিকা

আসাম বয়স্কাউট এসোসিয়েসনের প্রাদেশিক কমিশনার মিষ্টার **জি. এ. স্মল**, এম. এ. ; ডি. সি সি. ; এ. কে. এল. এবং আসাম শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার ও তদানীন্তন সহকারী প্রাদেশিক স্কাউট কমিশনার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম, এ. (লণ্ডন) মহাশয়গণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় "Scouting for Boys in India" বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় একটি উপযুক্ত কমিটি গঠন করিয়া উহার উপর পুস্তকখানি পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিবার ভার অর্পণ করেন। আমাদের বর্ত্তমান প্রাদেশিক কমিশনার মিষ্টার স্মল পুস্তক ছাপিবার অর্থ ও কাগজের ব্যবস্থা করায় উহার প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ৺ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম. এ., বি টি. মহাশয় সহকারী প্রাদেশিক স্কাউট কমিশনর থাকাকালে পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

সুখের বিষয় "ভারতীয় বালকদের জন্য স্কাউটিং" প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বঙ্গভাষাভাষী স্কাউট ভ্রাতাদের স্কাউট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের অসুবিধা দূর হইল।

শ্রীমনোমোহন মজুমদার
সহকারী প্রাদেশিক স্কাউট
কমিশনার
আসাম।

শিলচর
মার্চ্চ, ১৯৪৮ ইং

অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক

ভারতীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের আশ্রয়

মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজের নামে

উৎসর্গীকৃত

ভারতীয় স্কাউট বালক কখনও দমে না ;

কখনও সাহস হারায় না।

ভারতীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘ

ভারতীয় বালকদের জন্য

স্কাউটিং

(অরণ্য কলার সাহায্যে উৎকৃষ্ট নাগরিক জীবন গঠনের শিক্ষা-সহচর)

লর্ড বেডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল

জি. সি. এম্. জি., জি. সি. ভি. ও., কে. সি. বি., এল্এল্. ডি., প্রভৃতি

কর্তৃক প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণের বঙ্গানুবাদ

লণ্ডন : সি, আর্থার নিয়ার্সন লিমিটেড্

কলিকাতা ও সিমলা : থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানী

বোম্বাই : থ্যাকার এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড

মাদ্রাজ : হিগিন বোথামস্ লিমিটেড।

১৯৩১

বালকদিগের জন্য স্কাউটিং

প্রথমে ছয়টি পাক্ষিক অংশে প্রকাশিত

জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ, ১৯০৮।

প্রথম সম্পূর্ণ সংস্করণ	মে ১৯০৮
দ্বিতীয়বার মুদ্রণ	জুন ১৯০৮
তৃতীয়বার মুদ্রণ	জুলাই ১৯০৮
চতুর্থবার মুদ্রণ	আগষ্ট ১৯০৮
পঞ্চমবার মুদ্রণ	নভেম্বর ১৯০৮
ষষ্ঠবার মুদ্রণ	ফেব্রুয়ারী ১৯০৯
সপ্তমবার মুদ্রণ	এপ্রিল ১৯০৯
দ্বিতীয় ও সংশোধিত সংস্করণ	জুন ১৯০৯
দ্বিতীয়বার মুদ্রণ	আগষ্ট ১৯০৯
তৃতীয়বার মুদ্রণ	ডিসেম্বর ১৯০৯
তৃতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ	জুলাই ১৯১০
দ্বিতীয়বার মুদ্রণ	আগষ্ট ১৯১০
তৃতীয়বার মুদ্রণ	জানুয়ারী ১৯১১
চতুর্থ সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, সংশোধিত)	অক্টোবর ১৯১১
পঞ্চম সংস্করণ	নভেম্বর ১৯১২
ষষ্ঠ সংস্করণ	এপ্রিল ১৯১৩
সপ্তম সংস্করণ	ডিসেম্বর ১৯১৩
দ্বিতীয়বার মুদ্রণ	নবেম্বর ১৯১৪
তৃতীয়বার মুদ্রণ	আগষ্ট ১৯১৫

অষ্টম সংস্করণ	জানুয়ারী ১৯১
দ্বিতীয়বার মুদ্রণ	জুলাই ১৯১৬
নবম সংস্করণ	মে ১৯১৮৬
দ্বিতীয়বার মুদ্রণ	জুলাই ১৯১৯
তৃতীয়বার মুদ্রণ	আগষ্ট ১৯২০
দশম সংস্করণ	জুলাই ১৯২২
একাদশ সংস্করণ	জুন ১৯২৪
দ্বাদশ সংস্করণ	এপ্রিল ১৯২৬
ত্রয়োদশ সংস্করণ	জানুয়ারী ১৯২৮
চতুর্দ্দশ সংস্করণ	এপ্রিল ১৯২৯
পঞ্চদশ সংস্করণ	জুলাই ১৯৩০

এই পর্য্যন্ত মোট বিক্রয় ৪৭০,০০০

ভারতীয় বালকদের জন্য স্কাউটিং

প্রথম সংস্করণ	১৯২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ	১৯৩১

স্যার রবার্ট এস্ বেডেন পাওয়েল বিটি (ব্যারিষ্টার) কর্ত্তৃক কপি-রাইট প্রাপ্ত, ১৯০৮।

সর্ব্ব-স্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনা

আমি এই বলিয়াই আমার পরিচয় দিতে চাই যে আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপূর্ণ দশটি বৎসর কাটিয়াছে ভারতবর্ষে ; যেখানে আমার বন্ধু জুটিয়াছিল সর্ব্বস্তরের ভারতবাসীর মধ্যে—রাজা হইতে রায়ত পর্য্যন্ত।

আজ যে আমি ইংলণ্ডে বসিয়া এই আরম্ভবাণী লিখিতেছি, আজও আমি এই দেশের একস্থানে ভারতবর্ষেরই একটি চিন্ময় রূপ যেন দেখিয়া আসিয়াছি : স্থানটি সুপবিত্র ; বহু ভারতীয় সৈন্য বিগত মহাযুদ্ধে আমাদের সাম্রাজ্যের জন্য জীবন আহুতি দিয়া এইখানে সমাধিশয্যা লাভ করিয়াছে।

একটি সযত্নে পালিত উদ্যানে তাহারা সম্মানের সহিত শায়িত। প্রত্যেকের উপরে একখণ্ড শ্বেত মর্ম্মরের স্মৃতিফলক ; তাতে খোদা আছে তার নাম, এবং কোরাণের একটি সরল বাণী : "আমরা আল্লারই জন্য, এবং আল্লার কাছেই ফিরিয়া যাইব।"

তাহাদের কাছে শুইয়া, তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের সাথী—এই ধরণীব্যাপ্ত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশ—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, কানাডা, নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আগত বীরবৃন্দ ; যেমন সাথী ছিল তারা যুদ্ধক্ষেত্রে, তেমনি সাথী আজ এই সমাধিভূমিতে। কোরাণের সেই একই বাণী তাহাদেরও সমাধি-ফলকে খোদিত হইলে সমানভাবেই সার্থক হইতে পারিত।

আর বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য এই বাণীকেই কি আমাদের কল্যাণকর নীতিরূপে গ্রহণ করিব না?— "আমরা পরম দেবতার জন্য।" যাই হউক না কেন আমাদের ধর্ম্ম—মত,

বা দেশ,—ভগবানের সেবকরূপে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, ভগবানে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্ব পর্যন্ত যে কয়দিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকি, তাঁহারই ইচ্ছা প্রাণ দিয়া পালন করিয়া যাই।

তারপর ভগবানের সেবা। জনসাধারণের কাছে ইহার অর্থ কি? সর্ব্ববিধ গ্রন্থ ও শাস্ত্রমতের কথা ছাড়িয়া দাও, আমাদের সহজ শুভবুদ্ধি কি একথার অর্থ বলিয়া দেয় না? সে কি বলিয়া দেয় না যে মানুষের পক্ষে মানুষের সহায়তা ও কল্যাণ কামনাই হইতেছে পরমপিতার শ্রেষ্ঠ সেবা—আত্মপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ উৎস।

এই সেবা-ব্রত পালনের অর্থ আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দমন, এবং সেবাধর্ম্মের নীচে সেই সব আকাঙ্ক্ষার স্থানদান;—তাহা ক্ষমতার জন্যই হউক, বা ধনের জন্যই হউক, বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই হউক। যখন "আল্লার নিকটে আমরা ফিরিয়া যাইব" তখন ইহাদের মূল্য কিছুই থাকিবে না। তাই আমাদের লক্ষ্য হইবে নিষ্ক্রিয় মঙ্গল চিন্তন তত নয়, যত সক্রিয় মঙ্গলসাধন। ইহাই সব সত্যধর্ম্মের মূলে। তাহা হইলে কোন সাম্প্রদায়িক মতভেদ আমাদিগকে বিভক্ত করিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা সকলেই আশা করি যে দেশের সব লোক মিলিত হইয়া এক মহাজাতি গঠিত করিবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ন্যায্য, এবং এই বিরাট দেশকে সুখ, শান্তি ও সম্পদের আবাসভূমি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা তাহার ভগবৎ-সেবার একটি অঙ্গ। কিন্তু এর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত লাভ বা উন্নতির চিন্তা করিতে পারিবে না। তা' ছাড়া, জাতীয় উন্নতিকে অতি মাত্রায় বড় করিয়া দেখিবার একটি বিপদ আছে; তাহাদ্বারা দেশের বৃহত্তর আন্তর্জ্জাতিক সত্ত্বাটি ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়—আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা নির্দ্দেশ করি-

য়াছেন। এটা যে কত বড় প্রশ্ন, ভারতের অতীত ইতিহাস তাহা বলিয়া দিতেছে। আবার সেই ইতিহাসই প্রাচীন ভারতীয়দের, বিশেষতঃ রাজপুতদের জলন্ত কাহিনীদ্বারা বর্ত্তমান ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে ছবির মত দেখাইয়া দিতেছে, যে কত বড় কাজ একজন চরিত্রবান, বীর্য্যবান ও সংকল্পবান পুরুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়, আর তাহাদের চিত্ত উৎসাহে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু স্বার্থগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা এবং ন্যায়দলনী শক্তি রাজ্যমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া কতবার যে দেশমাতৃকার মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে একথাও ইতিহাস বিবৃত করিয়া যথেষ্টভাবে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রাশ্রিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের অঙ্গীভূত হইয়াছে, আজ শত বৎসরেরও অধিক কাল হইল। সেই অবধি এদেশ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমপরিমাণে শান্তি, নিরাপত্তা, এবং ন্যায় বিচারের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে। দেশের সুস্থিতি রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যগণ আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের বৃটিশ সহ-যোদ্ধগণের পাশাপাশি লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়াছে। এত ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, বর্ণ এবং অবস্থার সমাবেশ যেখানে, সীমান্ত প্রদেশ ও অরণ্যাঞ্চলের উচ্ছৃঙ্খল জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ সভ্যতা ও কৃষ্টির মধ্যে বর্দ্ধিত নাগরিক পর্য্যন্ত নানা বৃত্তির লোক যে বিরাট দেশে বাস করে,—তার পক্ষে এই অবদান খুব সামান্য বস্তু নহে।

দেশের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য যদিও এখনো অনেক কিছুই বাকী, তবু বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান প্রতিকার রহিয়াছে সু-নাগরিক গঠনের জন্য ভারতবাসিগণের নিজেদের চেষ্টার মধ্যে। যাঁহাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ আছে, তাঁহাদের অনেকে পাশ্চাত্ত্যভাব গ্রহণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র। অপরেরা একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীতভাব পোষণ করেন;

তাঁহাদের মতে অপরাপর দেশের কাছে ভারতবর্ষের কিছুই শিখিবার নাই।

কিন্তু বাস্তবিক, আমরা সকলেই একে অন্যের নিকট হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিতে পারি, এবং সেই গ্রহণ আমাদের কল্যাণেরই হেতু হইবে। স্কাউটিং-এর আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা, দীক্ষা ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া সর্ব্বদেশের ভবিষ্যৎ পুরুষগণ পৌরাধিকার (Citizenship) সম্বন্ধে এক নূতন ধারণা লইয়া মানুষ হইতেছে।

পৌরাধিকার রাজনীতি বা শিল্প বা বাণিজ্যের দান নহে ; চরিত্র এবং সমাজসেবার জ্ঞান হইতে ইহার জন্ম। অর্থাৎ ইহার জন্য পুরুষোচিত আত্মমর্য্যাদা, আত্মসংযম, বীরত্ব এবং উদারদৃষ্টি থাকা চাই, যার ফলে আমরা পরের প্রয়োজনকে নিজের ভাবনার উপরে স্থান দিয়া থাকি। স্কাউটদের শিক্ষা এই লক্ষ্যের দিকেই পরিচালিত, তাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত। তাদের অস্তিত্ব শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই দেশে দেশে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীময় সব সভ্যদেশেই বর্ত্তমান ; সর্ব্বত্রই তারা একই প্রকার আদর্শ, একই বিধান এবং একই প্রতিজ্ঞাদ্বারা অনুপ্রাণিত।

ভারতবর্ষ স্কাউট-ব্রত গ্রহণ করিয়া এই আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃসঙ্ঘে আপন ন্যায্য স্থান অধিকার করিতেছে ; এ সঙ্ঘ কোন যুদ্ধের "উদ্যোগ পর্ব্ব" হিসাবে গঠিত হয় নাই ; কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়া জন্মে নাই, অথবা কোনরূপ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি কামনা লইয়া কোন বিশেষ দেশের মধ্যে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করে নাই, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য সদিচ্ছা ও মানবের সেবাদ্বারা পৃথিবীময় একটি সুবৃহৎ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা।

প্যাক্স্ হিল, বেণ্টলি।
হ্যান্ট্স্, ইংলণ্ড।
জুন ১৯২৩।

আর, বি, পি,

স্কাউটের প্রতিজ্ঞা ও বিধি

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্য্যাদার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ঃ—

পরমেশ্বরের প্রতি, ও রাজার প্রতি
আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে,
সর্ব্বদাই অপরকে সাহায্য করিতে,
এবং স্কাউট বিধান মানিয়া চলিতে
আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব।

(অভিপ্রেত হইলে প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশকে নিম্নলিখিত রূপ দেওয়া যাইতে পারে) ঃ—

"পরমেশ্বরের প্রতি, রাজার প্রতি ও দেশের প্রতি আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে"

(বৌদ্ধ ট্রুপগণ "পরমেশ্বরের" পরিবর্ত্তে "ধর্ম্মের" শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন)

স্কাউট বিধি

১। স্কাউটের আত্মমর্য্যাদা (অথবা সত্যানুরাগ) নির্ভরযোগ্য।

২। স্কাউট রাজার প্রতি, দেশের প্রতি, নিজ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণের প্রতি, মাতা-পিতার প্রতি, যার কাজে সে নিযুক্ত তার প্রতি এবং যারা তার অধীন তাদের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ।

৩। কাজের লোক হওয়া ও পরোপকার করা স্কাউটের কর্ত্তব্য।

৪। স্কাউট সকলেরই বন্ধু; আর স্কাউট মাত্রেই সামাজিক পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে স্কাউটের ভাই।

৫। স্কাউট মাত্রেই বিনয়ী।

৬। স্কাউট জীবের বন্ধু।

৭। স্কাউট পিতামাতার, প্যাট্রোল-লীডার বা শ্রেণীনায়কের এবং স্কাউট-মাষ্টারের আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে।

৮। স্কাউট সকল বিপদ হাস্যমুখে ও প্রফুল্লচিত্তে বহন করে।

৯। স্কাউট মিতব্যয়ী।

১০। কি কথায়, কি কার্য্যে, কি চিন্তায় স্কাউট সর্ব্বথা নির্ম্মল।

স্কাউটিঙের ব্যাখ্যা

[দশম অধ্যায় ও দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই পুস্তকের দুইটি তারকা [* *] চিহ্নদ্বারা বাক্যসমূহ স্কাউট-মাষ্টারগণের (উপদেষ্টাগণের) উদ্দেশ্যে লিখিত।

* * "স্কাউটিং" শব্দটি দূরারণ্যবাসী, অনুসন্ধানী এবং সীমান্তবাসীদের বিশিষ্ট গুণ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বালকদিগকে এই সকল বিদ্যার আদি তত্ত্বটুকু শিখাইবার জন্য এমন সব ক্রীড়া ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহা একদিকে যেমন শিক্ষাপ্রদ, অপরদিকে তেমনই তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও রুচির অনুরূপ।

বালকদের দিক হইতে দেখিতে গেলে, স্কাউট-ব্রতের ভিতর দিয়া তাহারা একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘ স্থান লাভ করিবার সুযোগ পায়;—ক্রীড়া-ক্ষেত্রেই হউক, নষ্টামিতেই হউক, অথবা খোসগল্প করিয়া আলস্যে দিন কাটানতেই হউক, দল বাঁধিয়া চলাই বালকদের স্বভাব। এই ব্রত গ্রহণ করিয়া, তাহারা যে-পোষাক ও সাজসজ্জা ধারণা করে তা'তে তাদের দেখায়ও বেশ 'চটপটে'; কাজেও করে তৎপর। স্কাউটিং তাহাদের কল্পনা ও বৈচিত্র্যপ্রীতির তারে ঘা দেয়। এবং তাহাদিগকে মাঠে-ময়দানে, খোলা বাতাসে কর্ম্মশীল জীবনযাপনে রত রাখে।

পিতামাতার দিক হইতে দেখিতে গেলে, স্কাউটিং সন্তানদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধন করিতেছে; ইহা তাহাদিগের উদ্যম ও শক্তি দিতেছে; উদ্ভাবনী প্রতিভা জাগ্রত করিতেছে এবং শিল্প-কুশলতা শিক্ষা দিতেছে। বালকদের মনে ইহা বিনীতি (discipline), বীরোচিত পৌরুষ (chivalry), নির্ভীক

প্রচেষ্টা (pluck) এবং স্বদেশ-বাৎসল্যের বীজ বপন করিতেছে। এক কথায় ইহা চরিত্রের বিকাশ সাধন করে ; এই চরিত্রের বলই বালকের জীবন-পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়।

স্কাউটিং-ব্রত-সাধনের মূলনীতি হইল বালকের মানসিক ভাবধারা বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা এবং পরের মুখে শোনা তত্ত্ব নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ না করিয়া নিজের বিদ্যা নিজেই অর্জ্জন করিবার জন্য তাহাকে উৎসাহ দান।

এই সাধননীতি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক আচার্য্যদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর অনুরূপ। এই শিক্ষা কিণ্ডারগার্টেন ও মোণ্টিসোরি প্রণালীরই পর্য্যায়গত সম্প্রসারণ মাত্র।

উল্‌ফ কাবস্‌, ৭ হইতে ১২ বৎসর : বালকেরা ব্যক্তিগতভাবে আপন আপন শারীরিক ও মানসিক বিকাশে উৎসাহ পায়।

বয়স্কাউটস্‌, ১১ হইতে ১৮ বৎসর : চরিত্রের এবং সেবাধর্ম্মবোধের বিকাশ সাধন করে।

রোভার স্কাউটস্‌, ১৭ অথবা ১৮ হইতে : পৌর জীবনে (citizenship) স্কাউট আদর্শ সাধনের জন্য।

রাষ্ট্রের দিক হইতে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য দেশের উদীয়মান যুবসমাজকে কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকরূপে গঠন করা।

বালকদের ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, আমরা তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করি না ; বরং তাহাদের বিশ্বাসের অনুরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উৎসাহ দেই।

আমাদের শিক্ষাবিধান চারি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

১। ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশ,—স্কাউটের নিশানা লাভের জন্য

উদ্ভাবনশক্তি (Resourcefulness), পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও আত্মনির্ভরশীলতা (Self-reliance), সাধনের ভিতর দিয়া।

২। গৃহশিল্প অথবা সখের শিল্প—(Handicrafts or Hobbies) যাহা বালকের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সহায় হইতে পারে। ইহার পুরস্কারস্বরূপ আমরা কৃতিত্বের নিশানা দিয়া থাকি।

৩। শারীরিক স্বাস্থ্য,—বালককে উৎসাহ দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করিতে ও নিজের শরীরের যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করা।

৪। রাষ্ট্রের সেবা,—অগ্নি নির্ব্বাণ, প্রাথমিক প্রতিবিধান অ্যাম্বুলেন্স, নৌচালনা, জীবনরক্ষা ইত্যাদি সঙ্ঘবদ্ধ হিতসাধনে ট্রুপকে নিয়োজিত রাখা।

স্কাউট নীতি সকল শ্রেণীর বালকেরই চিত্তাকর্ষক; এবং সহরে বা গ্রামে সর্ব্বত্রই স্কাউটিং চলিতে পারে।

কোন এক বিশেষ বিষয়ে যদি স্কাউট-মাষ্টারের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে তিনি সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনও বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহার দ্বারা ট্রুপের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করাইতে পারেন।

স্কাউটগণ তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্কাউট তহবিল গড়িয়া তুলিবে, ভিক্ষাদ্বারা নয়। অর্থোপার্জ্জনের নানা প্রকার পন্থা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

উল্‌ফ কাব্‌ প্যাক, স্কাউট ট্রুপ এবং রোভার ক্রু-দ্বারা গঠিত দলকে গ্রুপ (Group) বলে; ইহা একজন গ্রুপ স্কাউট-মাষ্টারের অধীন থাকে। ইনি বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগসাধন করিয়া থাকেন।

উল্‌ফ কাবগণ। ইহাদের শিক্ষাপ্রণালী আরণ্যক জীবনের বিচিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং স্কাউটের শিক্ষা হইতে ইহাকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, একদিকে যেমন স্কাউটেরা

অনুভব করিবে যে তাহারা নিতান্ত শিশুর খেলা খেলিতেছে না, অপরদিকে তেমনি কাবগণও আশার সহিত চাহিয়া থাকিবে যে তাহারাও, উপযুক্ত বয়স হইলে ও প্রমোশনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে, স্কাউট-ট্রুপের নূতন পরিবেষ্টনী ও অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিবে।

উল্‌ফ্‌ কাবের গঠনপ্রণালী ও শিক্ষাসম্বন্ধে সুবিস্তৃত বিবরণ "উল্‌ফ্‌ কাবের হ্যাণ্ডবুক" (The Wolf Cub's Handbook : মূল্য দুই শিলিং) এবং "উল্‌ফ্‌ কাবস্‌" (Wolf cubs : মূল্য দেড় শিলিং) নামক পুস্তকদ্বয়ে পাওয়া যাইবে।

রোভার স্কাউটগণ—১৭ অথবা ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক স্কাউটকেই "রোভার স্কাউট" বলে। কোন গ্রুপের অধীনে রোভার স্কাউটদের যে-সব দল গঠিত হয় তাহাদিগকে রোভার ক্রু বলে।

শিশুকাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত যে প্রগতিশীল শিক্ষা উল্‌ফ্‌ কাব ও স্কাউট ব্রতের ভিতর দিয়া চলে, তাহারই পরিণতি সাধনের জন্য এই রোভার প্রতিষ্ঠান।

কাব ও স্কাউটদের শিক্ষা প্রধানতঃ সেবা-ব্রত সাধনের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করে ; আর রোভারের কর্ম্মময় সাধনায় সেই শিক্ষা পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করে। অধিকাংশ স্থলেই এই সেবাধর্ম্ম গ্রুপের পরিচালনায় ও শিক্ষাদানে সহায়তারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে 'ক্রমোন্নতি চক্র' কাব্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাউট-মাষ্টারে সমাপ্ত হয়। এই প্রকারে স্কাউট-মাষ্টার একদিকে যেমন যুবকের বয়ঃসন্ধির সঙ্কটকালে তাহাকে একটি কল্যাণকর প্রভাবের দ্বারা সুরক্ষিত করেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার নিজের কার্য্যেও তাহাদের যে-সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন তাহাও মূল্যবান্‌ ; আর তিনি যাহাদিগকে যোগ্য

বলিয়া মনে করেন তাহাদিগের মধ্য হইতে স্কাউট-মাষ্টারের পদের জন্য আরও নূতন কর্ম্মী গড়িয়া তুলেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া যুবকদের ভিতর হইতে একদল উৎকৃষ্ট কর্ম্মক্ষম নাগরিক সৃষ্টি করেন।

হেড কোয়ার্টারস্ হইতে প্রকাশিত "রোভার স্কাউটস্" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রোভারগণের গঠনপ্রণালী ও শিক্ষার পদ্ধতিবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে। এবং "রোভারের জয়যাত্রা" (Rovering to Success) নামক পুস্তকে ইহার মূল ভাব ও নৈতিক আদর্শের কথা লিখিত হইয়াছে।

গার্ল গাইডগণ—"গার্ল গাইড সমিতি" বালিকাদের জন্য একটি সমধর্ম্মী ও সমপন্থী প্রতিষ্ঠান। তবে উভয়ের মধ্যে খুঁটিনাটিতে পার্থক্য আছে বটে।

ক্লাব, স্কুল ও শিক্ষা-তরণী (Training ships) প্রভৃতি প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও স্কাউটিং সাধনা কাজে লাগান যাইতে পারে। মৃগী রোগাগার (Epileptic Homes), খঞ্জ বিদ্যালয় (Cripples School) এবং শিল্পবিদ্যালয়ে বিশেষভাবে স্কাউটিংএর-দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। এফিলিয়েসন ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য আবেদনপত্র ও যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য চিঠিপত্র নিকটবর্ত্তী স্থানীয় সমিতির সম্পাদকের নিকট অথবা—এরূপ কাহাকেও জানা না থাকিলে—প্রাদেশিক কিংবা ভারতীয় হেড কোয়ার্টারসের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।* *

বিষয় সূচী

	পৃষ্ঠা মূলগ্রন্থ	পৃষ্ঠা বঙ্গানুবাদ
প্রস্তাবনা	৭	৮
স্কাউটিং-এর ব্যাখ্যা	১১	১৪
প্রথম অধ্যায়—স্কাউট সাধনা		
ক্যাম্প ফায়ারী কথা। ১ম—স্কাউটের কার্য্য	১৯	৬
,, ,, ২য়—স্কাউট শিক্ষাকল্পের সংক্ষিপ্তসার	২৬	২১
,, ,, ৩য়—পরীক্ষা	৩৭	৪৪
,, ,, ৪র্থ—উর্দ্দি, প্যাট্রল শ্রেণীপ্রথা	৪৪	৫৬
দ্বিতীয় অধ্যায়—শিবির অভিযান (Campaigning)		
ক্যাম্প ফায়ারী কথা। ৫ম—মুক্তস্থানে জীবনযাপন	৫৯	৮১
,, ,, ৬ষ্ঠ—সাগর-স্কাউট	৭৪	১১০
,, ,, ৭ম—সঙ্কেত ও আদেশ	৭৬	১১৬
তৃতীয় অধ্যায়—মেঠো-জীবন (Camplife)		
ক্যাম্প ফায়ারী কথা। ৮ম—আটবিকতা (Pioneering)	৮৬	১৩৬
,, ,, ৯ম—শিবির-আবাস (ক্যাম্পিং)	৯৮	১৫৯
,, ,, ১০ম—ক্যাম্পের রান্না	১১১	১৮৪
চতুর্থ অধ্যায়—পদচিহ্নের অনুসরণ (Tracking)		
ক্যাম্প ফায়ারী কথা। ১১শ—চিহ্ন-পর্য্যবেক্ষণ	১১৫	১৯২
,, ,, ১২শ—মানুষের পদচিহ্ন	১২৭	২২৫
,, ,, ১৩শ—চিহ্ন-পরিচয় অথবা অনুমান	১৪০	২৪০

পঞ্চম অধ্যায়—আরণ্য-কথা অথবা জীবজন্তু ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান

ক্যাম্প ফায়ারী কথা।	১৪শ—গোপনাভিগমন	১৪৮	২৫৭
,, ,,	১৫শ—জীবজন্তু	১৫৫	২৭১
,, ,,	১৬শ—উদ্ভিদ্	১৬৭	২৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়—স্কাউটদের সহনশীলতা অথবা সবল হইবার পন্থা

ক্যাম্প ফায়ারী কথা।	১৭শ—কিরূপে সবল হইতে হয়	১৭২	৩০৫
,, ,,	১৮শ—স্বাস্থ্যপ্রদ অভ্যাস	১৮৭	৩৩১
,, ,,	১৯শ—রোগ নিবারণ	১৯৫	৩৪৭

সপ্তম অধ্যায়—ক্ষত্রিয়োচিত (নাইটদের) বীরধর্ম্ম

ক্যাম্প ফায়ারী কথা।	২০শ—অন্যের প্রতি বীরোচিত সেবাধর্ম্ম পালন	২০৭	৩৭০
,, ,,	২১শ—আত্মশাসন	২১৭	৩৯১
,, ,,	২২শ—আত্মোন্নতি	২২৮	৪১৩

অষ্টম অধ্যায়—জীবনরক্ষা অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার

ক্যাম্প ফায়ারী কথা।	২৩শ—আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাক	২৩৮	৪৩২
,, ,,	২৪শ—দুর্ঘটনা ও তাহার প্রতিকার	২৪৩	৪৪৩
" "	২৫শ—অপরকে সাহায্যদান	২৫২	৪৬১

নবম অধ্যায়—স্বদেশপ্রীতি অথবা পৌরজনরূপে আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

ক্যাম্প ফায়ারী কথা।	২৬শ—বৃটিশ সাম্রাজ্য	২৬৪	৪৮৪
,, ,,	২৭শ—পৌরজন নীতি	২৭০	৪৯৭
,, ,,	২৮শ—একতায় প্রতিষ্ঠা—বিরোধে পতন	২৭৪	৫০৫
দশম অধ্যায়—উপদেষ্টাদের প্রতি ইঙ্গিত		**২৮০**	**৫১৬**

ভারতীয় বালকদের জন্য

স্কাউটিং

প্রথম অধ্যায়

স্কাউট সাধনা

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত।

* * স্কাউটিং শিক্ষাদান যথাসম্ভব অনুশীলন, খেলা ও প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া চালাইতে হইবে।

প্রধানতঃ সঙ্ঘবদ্ধভাবে খেলার (Team matches) রীতি অনুসারে খেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক প্যাট্রল একটি টীম-রূপে গণ্য হইবে। প্রত্যেক বালক খেলায় যোগ দিবে, কেহই দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

বিধি-ব্যবস্থা যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়, বিনীতি (discipline) শিক্ষার জন্য তাহা সকল সময়ে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে।

এই পুস্তকে খেলা সম্বন্ধে যে নিয়ম-প্রণালী লিখিত হইল, সেইগুলি বিশেষ বিশেষ স্থানের অবস্থানুসারে স্কাউট মাষ্টারগণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এই পুস্তকে যে-আদর্শ উপস্থিত করা গেল তাহা ইঙ্গিতমাত্র। আশা করা যায়, উপদেষ্টাগণ ইহার উপর নির্ভর করিয়া আরও বহুপ্রকার খেলা, প্রতিযোগিতা এবং নৈপুণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ভারতীয় স্কাউট মাষ্টারগণ নিশ্চয়ই বহুপ্রকার ভারতীয় খেলা জানেন। এই পুস্তকে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার খেলা সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সকল খেলার অধিকাংশগুলিতেই ভারতীয় বালকেরা আমোদ পাইয়াছে এবং কতকগুলি টম্‌সন্ সিটন্ সাহেবের "বার্চ্চবার্ক রোল অব দি উড্‌ক্র্যাফট্ ইণ্ডিয়ান্‌স" (Birchbark Roll of the Woodcraft Indians) নামক পুস্তকে বর্ণিত "স্পিয়ারিং দি ষ্টারজিয়ন্" (তিমি-শিকার), "কুইক্ সাইট" (চিত্রমুখ), "স্পট দি র‍্যাবিট", "ব্যাঙ্ দি বেয়ার", "হস্‌টাইল স্পাই" (চোর-ঠেকানো) ইত্যাদি গল্পকে ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত।

"সোসিয়েল টু সেইভ" (Social to Save) নামক পুস্তক হইতে অনেকগুলি খেলার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি স্কাউটিং খেলার অন্তর্ভুক্ত নহে।

প্রথম সপ্তাহের জন্য কতকগুলি কর্ম্মবিভাগের সঙ্কেত প্রদত্ত হইল; এইগুলি **ইঙ্গিত** মাত্র;—এতৎ সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে বালকেরা স্কাউটের দলে যোগ দিয়া তৎক্ষণাৎই স্কাউটিং আরম্ভ করিয়া দিতে চায়। তাহাদের মনের

এই তীব্র আগ্রহকে সতেজ রাখিতে হইবে। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রাথমিক ব্যাখ্যাদি-দ্বারা (যাহা অনেক সময় করা হইয়া থাকে) তাহাদিগকে দমাইয়া দিবে না। তাহাদের আকাঙ্ক্ষা স্কাউটিং সাধনা দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। উপদেষ্টার কাজ যতই অগ্রসর হইয়া চলিবে, ততই একটু একটু করিয়া প্রাথমিক খুঁটিনাটিগুলি বালকদের মনে ঢুকাইয়া দিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—স্কাউটিং পুস্তকের ইংলণ্ডীয় সংস্করণে উপরোক্ত কথাগুলি আছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে স্কাউট মাষ্টারগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন; ফলে তাঁহাদের শিক্ষাদানকার্য্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অল্প কয়েকটি লইয়াই কাজ সুরু করিতে হইবে। বিশেষভাবে পরীক্ষিত ছয়টি কি আটটি বালকই আরম্ভের পক্ষে যথেষ্ট। এক মাস কি দুই মাস স্কাউটরূপে শিক্ষালাভ করিলে এরাই, নূতন বালক যে-যখন ভর্ত্তি হয়, তাকে পরিচালিত করিতে এবং শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে।

প্রথম সন্ধ্যা

গৃহমধ্যে.

বালকদিগের নিকট "স্কাউট বিধান" বিষয়ে উপদেশ দিবেন। এই অধ্যায়ে লিখিত সম্পূর্ণ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, আদর্শ প্রদর্শন (demonstration) কিম্বা ছায়া-চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবেন।

প্যাট্রল গঠন করিবেন এবং স্কন্ধ-গ্রন্থি (shoulder-knot) দিবেন।

অপরাপর দিনের কার্য্য

হাতে কলমে শিক্ষা ঃ—শিক্ষার স্থান যথাসম্ভব ঘরের বাহিরে হইবে। সহরে কি পল্লীতে, গৃহমধ্যে কি বাহিরে, অবস্থানুসারে বিকল্প। কুচকাওয়াজ, ইউনিয়ন জ্যাক্ উত্তোলন এবং অভিবাদন।

স্কাউটিং খেলা ঃ—যথা—স্কাউটে স্কাউটে সাক্ষাৎ (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৪নং দ্রষ্টব্য) অভিবাদন, গুপ্ত সঙ্কেত, প্যাট্রলের ডাক, স্কাউটের কোরাস ইত্যাদির অভ্যাস।

ছড়ি অথবা খড়িমাটির দ্বারা মাটিতে বা দেয়ালে স্কাউট-সঙ্কেত আঁকার অভ্যাস (পরে তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে)।

গ্রন্থি-বন্ধন (Knots)।

রসদের থলিয়া, চামড়ার বোতাম প্রভৃতি তৈয়ার; কুচকাওয়াজ, (সম্ভব হইলে) প্রার্থনা।

শারীরিক ব্যায়াম (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—১৭ নং দ্রষ্টব্য)।

ড্রীল (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—১৯ নং দ্রষ্টব্য)।

প্রত্যেক স্কাউটের নিজে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ গ্রহণ, যথা বিতস্তি (span বা হাতের বুড়ো আঙ্গুল হইতে ছোট আঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তার), হাত, অঙ্গুলী-সন্ধি, দীর্ঘ পদক্ষেপ (Stride) প্রভৃতি (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৮ নং দ্রষ্টব্য)।

স্কাউটদিগকে একজন একজন করিয়া অথবা দুই-দুইজন করিয়া কোন একটা উপকার করিতে প্রেরণ করা। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কে কিরূপে কাজ করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিবে। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—২০ নং দ্রষ্টব্য)।

প্যাট্রলকে লইয়া প্রতিবেশ দর্শনে বাহির হওয়া। (নিকটবর্ত্তী গ্রাম, মাঠ, জঙ্গল ইত্যাদি দেখিতে দেওয়া)।

স্কাউটগণ কোন্‌দিকে যাইতেছে তাহা তাহাদিগকে দিয়া কম্পাসের সাহায্যে, বাতাসের গতি অথবা সূর্য্যের অবস্থিতি দর্শনে নির্ণয় করান। ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৫ নং দ্রষ্টব্য)।

দৃষ্টবস্তুর বিস্তৃত বিবরণ প্রশ্ন দ্বারা আদায় করা এবং (যাহা দেখিয়া পথ চেনা যায় এমন) অভিজ্ঞান দৃশ্য (landmarks)গুলি ধরাইয়া দেওয়া। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—১১ নং দ্রষ্টব্য)।

স্কাউট-পদক্ষেপ অভ্যাস করান। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—১৯ নং দ্রষ্টব্য)।

দূরত্ব-বিচার (অনুমানের উপর দূরত্ব নির্ণয় করান)। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৮ নং দ্রষ্টব্য)।

সম্প্রসারিত স্কাউটিং ক্রীড়া। ("গেম্‌স" ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৪ নং দ্রষ্টব্য)।

অথবা বৃষ্টি হইলে গৃহমধ্যে,—"জিউজুৎসু", স্কাউটের সমর-নৃত্য, মুষ্টি-যুদ্ধ, স্কাউটের সমতান সঙ্গীত, র‍্যালি ইত্যাদি।

এই পুস্তকে অথবা অনুমোদিত অন্য কোন পুস্তকে লিখিত ক্যাম্প-ফায়ারী কথা। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—১নং দ্রষ্টব্য)।

অথবা কোন স্কাউট অভিনয়ের প্রস্তুতি (rehearsal) কিংবা আলোচনা সভা, কিম্‌স্ গেম্ (Kim's Game) ইত্যাদি।

সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া প্যাট্রলগণ এই সকল অভ্যাস করিবে; তাহারা নিজের অবসরমত অথবা স্কাউট মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া এই সকল সাধনা করিতে পারে। পরবর্ত্তী শনিবারের অপরাহ্ণে শেষ খেলা (final) অথবা অপরাপর অনুশীলন। সপ্তাহ মধ্যে যদি একাধিক সন্ধ্যা পাওয়া

যায়, তবে পর্য্যায়ক্রমে এক এক সন্ধ্যায় এক এক বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হইতে পারে; এবং "পকাহন্টাস" (Pocahontas) এর মত কোন অভিনয় প্রদর্শনের প্রস্ততি চলিতে পারে। ("স্কাউটিং গেম্‌স" —মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স; বাঁধাই ২শিলিং ৬ পেন্স—দ্রষ্টব্য)। * *

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—১ম

স্কাউটের কার্য্য

শান্তি স্কাউট—"কিম্‌"—মাফিকিং বয়স্কাউট।

শান্তি স্কাউট

আমার মনে হয় প্রত্যেক বালক কোন না কোন উপায়ে স্বদেশের সেবা করিতে চায়।

একটি উপায় আছে যাহাতে সে সহজেই তাহা করিতে পারে; সে উপায় 'স্কাউট হওয়া'।

তোমরা সকলেই জান যে সৈন্যবাহিনীতে সাধারণতঃ এমন একজন সৈন্যকেই স্কাউট মনোনীত করা হয়, যে তাহার সাহস ও চতুরতার বলে সৈন্যবাহিনীর আগে আগে গিয়া শত্রু কোথায় আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে।

কিন্তু সমর-স্কাউট ছাড়া আর এক প্রকার শান্তি-স্কাউটও আছে; (অর্থাৎ সমর-স্কাউটদের যে-সকল গুণ ও ক্ষমতা আছে, শান্তির সময়

সেই সকল গুণ ও ক্ষমতার কাজ যাহারা করিয়া থাকে)। এই প্রকার স্কাউট আমাদের সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশের সীমান্তবাসিগণ। উত্তর-আমেরিকার কূট-যন্ত্রী বা ট্রাপারগণ, মধ্য আফ্রিকার মৃগয়াজীবিগণ, ভারতীর অরণ্যের শিকারীর দল, এশিয়া মহাদেশে ও পৃথিবীর যাবতীয় দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যমান পথাবিষ্কারকগণ, দেশানুসন্ধানিগণ, সেবাব্রতিগণ, অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলী (বুশম্যান) ও পশু ব্যবসায়িগণ, উত্তর-পশ্চিম কানাডার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কন্ষ্টেবল ফৌজ—ইহারা সকলেই শান্তি-স্কাউট। মানুষ বলিতে যা' বুঝায় ইহারা ঠিক তাই এবং স্কাউট-কলায় ইহারা সম্পূর্ণ তৎপর; অর্থাৎ তাহারা অরণ্য মধ্যে কি প্রকারে বাস করিতে হয় জানে; যে-কোন স্থানে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে; অতি ক্ষুদ্রতম চিহ্ন এবং পদাঙ্করেখার অর্থ আবিষ্কার করিতে পারে। কোন চিকিৎসক হইতে বহুদূরে অবস্থানকালেও তাহারা আপনাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে। তাহাদের দেহের বল ও বুকের পাটা বড়; তাহারা যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত। দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের হাতে প্রাণপিণ্ডটাকে উপড়াইয়া লওয়া এবং দ্বিধাহীন চিত্তে স্বদেশ সেবার জন্য তাহা ছুড়িয়া মারা তাহাদের অভ্যাসগত।

তাহারা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত পরিত্যাগ করে। কোন প্রকার আমোদের জন্য যে তাহারা সর্ব্বত্যাগী হয় তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের রাজা স্বদেশবাসী অথবা মনিবদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধেই এরূপ করিয়া থাকে।

বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রের ইতিহাস বৃটনের অভিনব কর্ম্মোদ্যমী ও আবিষ্কারক বীরপুরুষদের শত শত বর্ষব্যাপী কৃতকর্ম্মের ইতিহাস। ইহারাই বৃটিশ জাতির স্কাউট।

বৃটেনের রাজা আর্থারের 'নাইট'মণ্ডলীর ন্যায় ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণও বীরোচিত পৌরুষের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতেন। সম্রাট অশোকের ধর্ম্মচারী পরিব্রাজকগণ ন্যস্ত কর্ত্তব্যের সম্পাদনে অপরিচিত দেশের অপরিজ্ঞাত বিপদরাশির সম্মুখীন হইতেন। রাজপুত বীরগণ প্রজাদের জন্য দেশ নিরাপদ রাখিতে প্রবল শত্রুগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার বিপদ জানিয়া শুনিয়া বরণ করিতেন।

বেইকার এবং লিভিংষ্টোন্ আফ্রিকার অসভ্য জাতিপরিবৃত মরুভূমি ও ভীষণ অরণ্যানীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ডেভিস ফ্রেঙ্কলিন্ এবং রস (Ross) উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফের ও তুষারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন ; এবং তৎপরবর্ত্তীকালেও স্কট্ এবং শেকলটন্ দক্ষিণ মেরু প্রদেশে অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপন আপন জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। যে শত শত স্কাউট সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সকল যুগে পৃথিবী জুড়িয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুনাম ও শক্তি বিস্তার করিয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র এই কয়েকজনের নাম করা গেল।

ভারতে ধাত্রী পান্না পিতৃমাতৃহীন শিশু রাজপুত্র উদয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিজ পুত্রকে ছদ্মবেশ পরাইয়া ঘাতকের হাতে তুলিয়া দিল ; এবং নিদ্রিত রাজপুত্রকে এক ঝুড়ির ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়া দুঃখবিপদের রুদ্রঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের বন্ধুর পথে তাহাকে নিরাপদ আশ্রয়ে লইয়া গিয়াছিল—শুধু প্রভু-ভক্তির প্রেরণায়।

নারী জাতির মধ্যেও স্কাউটের অভাব নাই। তাহাদের মধ্যে অপর দুইজন সীতা ও দ্রৌপদী। ইহারা স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া তাঁহাদের বনবাসকালে সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আফ্রিকার দেশান্বেষিণী মিস কিংস্লী আফ্রিকা ও আলাস্কার ল্যাডী লুগার্ড-

প্রভৃতি মহিলার এবং আমাদের সাম্রাজ্যের সকল দেশের বহু ভক্তি-পরায়ণা পরিচারিকাও শুশ্রূষাকারিণীর কথা শুনিয়াছ? আশা করি তোমরা গ্রেস ডার্লিং, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি মহিলার নাম শুনিয়াছ। গ্রেস ডার্লিং এক জাহাজ-ডুবি হইতে নাবিকগণকে বাঁচাইবার জন্য আপন জীবন বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন এবং ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈন্যের সেবা করিয়াছিলেন।

এইরূপ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, বালকের মত বালিকারাও সমভাবে শৈশবেই স্কাউটিং শিক্ষা করিতে পারে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু যে মনে করে ইহা তার বেশ ভাল লাগে সে ইচ্ছা করিলেই হঠাৎ এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারে না। এর জন্য পূর্ব্ব হইতেই নিজেকে প্রস্তুত করা চাই। যাহারা বাল্যকাল হইতেই স্কাউটিং শিক্ষা করে, তাহারাই এই বিষয়ে সকলের চাইতে বেশী কৃতকার্য্য হয়।

তা'ছাড়া জীবনযাত্রার যে-কোনও পথই তুমি অবলম্বন করিতে চাও না কেন,—সৈন্যই হইতে চাও বা সহরে থাকিয়া বাণিজ্যই করিতে চাও—এই বিদ্যা সর্ব্বত্র সমভাবে তোমার কাজে লাগিবে। স্যার উইলিয়াম্ ক্রুক্স বলেন যে-ব্যক্তি বিজ্ঞানচর্চ্চায় ব্রতী, স্কাউট-কলা তাহারও পক্ষে খুব মূল্যবান। ইহা দ্বারা বাতাস, আলো প্রভৃতি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য আবিষ্কার করার সাহায্য হয়। একজন ডাক্তার বা অস্ত্রচিকিৎসকের পক্ষে স্কাউটের মত অতি সামান্য একটি লক্ষণ দেখিয়া তার রহস্য উদ্ঘাটন করা যে কত প্রয়োজনীয়, স্বর্গীয় স্যার লডার ব্রুণ্টন্ তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কাজেই আমি এখন তোমাদিগকে দেখাইব, কি করিয়া তোমরা নিজে নিজেই স্কাউট-বিদ্যা শিখিয়া বাড়ীতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পার।

ইহা শিক্ষা করা খুব সহজ এবং ইহার ভিতর ঢুকিতে পারিলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। এই বিদ্যা অর্জ্জন করার শ্রেষ্ঠ পন্থাই হইতেছে, 'স্কাউট-সঙ্ঘে' যোগ দেওয়া।

ভারতীয় বীরগণই ভারতবর্ষের ইতিহাস গঠন করিয়াছেন ; ইহারাই পুরাতন যুগের স্কাউট। শিবাজীর জীবন পাঠ কর। নিজে আওরঙ্গ-জেবের মুষ্টিগত থাকিয়া কেমন চতুরভাবে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্য-দলকে দিল্লী হইতে অপসৃত করিলেন এবং তাহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হইলে পর নিজে এক মেঠাইর চুপড়িতে লুকাইয়া, সরিয়া পড়িলেন। অতঃপর তাঁর দুঃসাহসের কাজ, পদব্রজে দীর্ঘপথ ভ্রমণের দুঃখবরণ স্কাউট-উদ্যমের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

সাধুর ছদ্মবেশে তিনি মথুরা, এলাহাবাদ ও বারানসী হইয়া অবশেষে হায়দরাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পৌরুষ, ভক্তি, সহিষ্ণুতা, উদ্ভাবনী প্রতিভা ও দৈহিক বল ছাড়াও একটা গুণ ছিল বিশেষভাবে স্কাউটজনোচিত—তাহা তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা।

মিবারের রাণা প্রতাপসিংহ আর একজন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন বীর-পুরুষ। দেশের অভাব ও সর্ব্বনাশের দিনে সাধারণ রাজকীয় জীবনের ভোগবিলাস তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রজাগণকে আদিযুগের মত অরণ্যবাসী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফলে যে সব শত্রু ইতিপূর্ব্বে মিবারভূমি লুণ্ঠন করিয়াছিল, তারা রাজ্য বিস্তারের জন্য সেখানে আসিয়া দেখিল, এক জনশূন্য মরুভূমি হাহাকার করিতেছে। এইভাবে কুড়ি বৎসর কাটাইবার পর মিবারের লোকেরা তাহাদের নষ্টশক্তি উদ্ধার করিয়া নিজের দেশ আবার অধিকার করিতে পারিয়াছিল।

যুদ্ধের সময় তাঁহার বিখ্যাত অশ্ব চৈতকের পিঠে চড়িয়া তিনি যে

পরম বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ গজারূঢ় যুবরাজ সেলিমকে যে-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাকাব্যেরও যোগ্য উপাদান।

"কিম্"

একজন স্কাউট কতটুকু করিতে পারে, তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত রুডিয়ার্ড কিপলিংএর গল্প "কিম্"।

কিম্ অথবা তার সম্পূর্ণ নামটি বলিতে গেলে, কিম্বল ও'হারা ভারতবর্ষের আইরিশ বাহিনীর একজন সার্জ্জেনের পুত্র। শৈশবেই তাকে এক পিসীর হাতে রাখিয়া তার মা-বাপ ম'রা যান। এই পিসী ভারতবর্ষে অতি দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাহারই আশ্রয়ে কিম্ বাল্যজীবন যাপন করে।

তার খেলার সাথী ছিল সব ভারতীয় বালক; কাজেই সে তাদের ভাষা ও রীতিনীতি অপর যে-কোন ইউরোপীয়ের অপেক্ষা সুষ্ঠুতরভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। এই সময় একজন বৃদ্ধ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সহিত তাহার খুব ভাব হয়। ইনি ভারত ভ্রমণ করিতেছিলেন; এবং সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিম্ উত্তর ভারতের সমুদয় স্থান পরিভ্রমণ করে। অবশেষে ঘটনাক্রমে একদিন তাহার পিতা যে সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করিতেন, সেই বাহিনীর অভিযানের পথে তাহাদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। কিম্ তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিতে গিয়া চৌর্য্যের সন্দেহে ধৃত হয়। কিমের শরীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার জন্ম ও জাতির পরিচয়পত্র পাওয়া গেল। তাহা পড়িয়া বাহিনীর লোকেরা জানিতে পারিল, কিম্ তাহাদের দলের একজনের পুত্র। তখন তাহারা তাহার তত্ত্বাবধানের ভার নিল, এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল। কিন্তু কিম্ যখনই ছুটি উপলক্ষে বাহির হইবার সুযোগ পাইত, তখনই ভারতীয়

পোষাক পরিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে গিয়া তাহাদেরই একজনের মত হইয়া যাইত।

কিছুকাল পরে মিঃ লুর্গান নামক একটি মণিমুক্তা ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য বস্তুর ব্যবসায়ীর সঙ্গে কিমের পরিচয় হয়। সরকারী গুপ্ত সংবাদ বিভাগেও এই লোকটি কাজ করিত।

সে ভারতীয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিমের এরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান আছে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে বিদেশীয় লোকেরও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে কিম্ খুব কাজের লোক হইবে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে কিম্‌কে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে লুর্গান দুই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল কিমের যথেষ্ট সাহস ও মনের বল আছে কি-না।

কিমের মনের বল পরীক্ষা করিবার জন্য লুর্গান তাহার উপর যাদু-মন্ত্র বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিল; অর্থাৎ লুর্গানের মনের যাহা চিন্তা কিমের চিন্তাকে তদনুযায়ী করিতে চেষ্টা করিল। যাদের মনের বল বেশী তাদের পক্ষে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিকে এরূপ অভিভূত করা সম্ভব। লুর্গান একটা জগকে (জলপাত্র) এমনভাবে ফেলিয়া দিল যে জগটি টুক্‌রো টুক্‌রো হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর লুর্গান কিমের গলায় অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া আপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কিম্‌কে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করিল যে, জগটি আপনা-আপনি জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার চিন্তা বালকের মনে অনুপ্রবিষ্ট করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কিম্ জগটি ভাঙ্গিতে দেখিয়াছে, সে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে সেই ভাঙ্গা আবার জোড়া লাগিয়া গিয়াছে, যদিও মাঝে একবার সে তার কথায় প্রায় সায় দিয়া ফেলিয়াছিল, কারণ সে চোখের উপর একটা ছবির মত দেখিয়াছিল যে জগটি জোড়া লাগিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই সেই ছবি আবার মিলাইয়া গেল। অনেক বালকই তাদের মন ও চোখ দুটিকে

ঘুরিয়া বেড়াইতে দিত, এক বিষয়ে দীর্ঘকাল মন ও চক্ষুকে স্থির রাখিতে পারিত না। এই প্রকৃতির বালকগণই সহজে ওই লোকটির দ্বারা মেসমেরাইজড বা বশীকৃত হইয়া পড়িত।

লুর্গান যখন দেখিল যে কিম্ খুব দৃঢ়চিত্ত এবং যে-কোন বিষয়ই সে সহজে শিখিতে পারে, তখন সে তাকে সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিবার ও তাহা মনে রাখিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিল। স্কাউট-সাধনার ইহা একটি অতি আবশ্যক অঙ্গ। ইহা এমন একটি জিনিস যা তার সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বকালে শিখা এবং অভ্যাস করা উচিত। এই বিষয়ের সাধনা কিম্‌কে আরম্ভ করাইতে গিয়া লুর্গান্ প্রথমে তাকে এক খানা থালায় কতকগুলি বিভিন্ন রকমের মূল্যবান জহরত রাখিয়া মিনিট খানেক দেখিতে দিল, তারপর থালাখানা কাপড়ে ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে কত রকমের কতটি জহরৎ আছে। কিম্ প্রথমে দেখিল, কয়েকটিমাত্র নাম তার মনে আছে ; এবং তাও সে ভাল রকম বর্ণনা করিতে পারিল না। কিছুদিন অভ্যাসের পর সে অল্পদিনের মধ্যে সব-গুলিই সম্পূর্ণরূপে মনে রাখিতে শিখিয়া ফেলিল। এই রকম অন্য অনেক প্রকারের জিনিসও তাকে এইভাবে দেখান হইল এবং সেই সবও এই ভাবেই সে আয়ত্ত করিল।

তারপর একজন চমৎকার বৃদ্ধ কাবুলিওয়ালা অশ্বব্যবসায়ীর সঙ্গে কিম্ দেশের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করিল। সেই লোকটির প্রতি সে খুবই অনুরক্ত ছিল। কিম্ একবার সেই কাবুলিওয়ালার একটি আবশ্যকীয় সংবাদ গুপ্তভাবে বহন করিয়া তাহার খুব উপকার করিয়াছিল। আর একবার সেই আফগানকে পথিমধ্যে হত্যা করিবার জন্য কতকগুলি বদ্‌মায়েসের ষড়যন্ত্র গোপনভাবে শুনিয়া সে তার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। ঐ দুষ্ট লোকেরা যখন ষড়যন্ত্র করিতেছিল তখন কিম্ ঘুমের ভান্ করিয়া তাহা-

দের সকল কথা শুনিয়াছিল। তারপর যেন দুঃস্বপ্নের তাড়নায় নিশায়-চরার মত সেই ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িল এবং উপযুক্ত সময়ে তাহার বন্ধুকে সংবাদ দিতে ও সাবধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কিম্ একবার রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতে করিতে একজন ভারত-বাসীর সাক্ষাৎ পাইল। গাড়ীতে উঠিবার সময় লোকটিকে বেশ একটু ভীতিবিহ্বল দেখাইতেছিল এবং তাহার মাথায় ও হাতে একটু খারাপ রকমের আঘাতের চিহ্ন ছিল। লোকটি অন্যান্য যাত্রীদিগকে বুঝাইল যে, ষ্টেশনের দিকে আসিবার সময় এক গরুর গাড়ী হইতে পড়িয়া তাহার শরীরে নানাস্থানে আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু কিম্ অভিজ্ঞ একজন স্কাউটের মত দেখিল যে গাড়ী হইতে পড়িলে আঘাতগুলি যেমন থেৎলাইয়া যাওয়ার আকার ধারণ করে, এ আঘাতগুলি সেরূপ নয়, এগুলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মত দেখাইতেছে। সে তাই তার কথায় বিশ্বাস করিল না। কিম্ সঙ্কেতে বুঝাইল যে সে তাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। সুতরাং লোকটি তাকে লইয়া গাড়ীর এক কোণায় গিয়া বলিল যে সে একজন সরকারী গুপ্তচর, কোন বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গন্তব্যস্থানে যাইতেছিল। সরকারের শত্রুগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার পেছন নিয়াছিল, এবং তাকে একরকম মারিয়াই ফেলিয়াছিল। সম্ভবতঃ এখন তাহারা জানে যে, সে এই গাড়ীতেই আছে। কাজেই তাহারা পরবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে দলের লোকের নিকট তার করিয়া জানাইবে যে, এই লোকটি এই গাড়ীতেই আসিতেছে। সে তার সংবাদ শত্রুকে লুকাইয়া কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু শত্রুরা আগেই খবর পাইয়া থাকিলে কিরূপে যে তাহা সম্ভব হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার কাহিনী শুনিয়া কিম্ তাহাকে ছদ্মবেশ পরাইবার ফন্দী করিল।

সে কিছু ময়দা ও এক কল্‌কে হইতে কিছু কাষ্ঠের ছাই লইয়া মিশ্রিত করিল, এবং তাহার বন্ধুর গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সেই ভস্ম লেপন করিল। কিমের কাছে একটি ছোট রঙের বাক্স ছিল। সকলের শেষে সেই রঙের সাহায্যে সে লোকটির কপালের বিশিষ্ট চিহ্ন গুলি ঢাকিয়া দিল। আঘাতের স্থানগুলিতে ময়দা ও ছাই লেপন করিল, কতকটা আঘাতগুলি যেন না দেখা যায়, আর কতকটা সেগুলি শুকাইতে যেন সাহায্য হয় এই উদ্দেশ্য। চুলগুলি এলোমেলো এবং ঝাকৃড়া ঝাকৃড়া করিয়া এবং তাহাতে ধুলা মাখাইয়া সে তাহাকে এমন এক প্রকৃত ভিক্ষুকবেশে সাজাইল যে, সেই লোকটির মাও তাহাকে চিনিতে পারিতেন না। শীঘ্রই তাহারা এক বড় ষ্টেশনে পৌছিল এবং যাহার কাছে সংবাদ দিতে হইবে সেই উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকেই প্ল্যাটফরমে দেখিতে পাইল। ভিখারীবেশী লোকটি সাহেবের গা ঘেসিয়া চলিল, তাহাতে সাহেব রাগ করিয়া তাহাকে গালি দিল। সে-ও পাণ্টা গালি দিতে গিয়া কতগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করিল। যদিও কর্ম্মচারীটি হিন্দু-স্থানী বুঝেন না এইরূপ ভাণ করিলেন, তবুও বিষয়টি ভালরূপেই বুঝিয়া নিলেন এনং ভিক্ষুকটি যে গুপ্তচর তাহা ওই সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ জানিতে পানিলেন। সুতরাং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ছলে থানায় লইয়া গেলেন, এবং সেখানে তাঁহারা নিরালায় কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ পাইলেন। এই প্রকারে ষ্টেশনভর্ত্তি লোকের মধ্যে কেহই জানিতে পারিল না যে ইহারা পরস্পর সহকর্ম্মী অথবা এই ভিক্ষুকটি একটি শত্রু হস্ত হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত গুপ্তচর। সর্ব্বশেষে কিম্ ঐ বিভাগের একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর নিকট পরিচিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গুপ্তচরের কার্য্যে ব্রতী দুইজন বিদেশীয় কর্ম্মচারীকে পাকড়াও করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিল।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি এই বলিয়া সেই বিদেশীয় কর্ম্মচারীদের কাছে ছলনা করিলেন যে, তিনি নিকটবর্ত্তী এক রাজপুত্রের ম্যানেজার। এই রাজপুত্র ইংরাজ-বিদ্বেষী। তাঁহার প্রতিনিধিরূপে তিনি ইহাদের সঙ্গে কিছুকাল একত্রে ভ্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি জানিয়া লইলেন, তাহাদের গোপনীয় কাগজপত্রগুলি কোন্ পুটলীতে রহিয়াছে। অবশেষে একজন সাধুর সহিত গুপ্তচরদ্বয়ের বিবাদ বাধিল এবং তাহারা সাধুকে মারপিট্ করিল। ইহাতে কুলীদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্ট হয় এবং তাহারা গুপ্তচরদ্বয়ের পুট্‌লিটি লইয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। কিম্ এই কুলীদের মধ্যেই ছিল। সে পুট্‌লিটি খুলিয়া গোপনীয় কাগজপত্রগুলি পাইল এবং তাহা বিভাগীয় হেড-কোয়ার্টারে, পৌঁছাইয়া দিল। কিমের এই সকল দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য্য বিশেষভাবে পাঠ করা প্রয়োজন। কারণ ইহা হইতে দেখা যায় একজন স্কাউটবালক উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ও বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিলে দেশের কতই উপকার সাধন করিতে পারে।

ম্যাফেকিং স্কাউটদল

১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ম্যাফেকিং রক্ষার জন্য বালক-সৈন্য গঠন করা হইয়াছিল। তাহাদের কর্ম্মের দৃষ্টান্তদ্বারাই বুঝা যায় যুদ্ধের সময়ও বালকগণের দ্বারা কত মূল্যবান কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে ম্যাফেকিং একটি অতি ছোট সামান্য সহর। কেহই অনুমান করিতে পারে নাই যে, এই ছোট স্থানটিও আক্রান্ত হইতে পারে। এই জন্যই প্রথমতঃ ইহাকে রক্ষা করিবার কোন উপায় করা হয় নাই।

কিন্তু তোমরা এই অবস্থা হইতেই দেখিতে পাইতেছ, শুধু যাহা খুবই ঘটিতে পারে তার জন্য নয়, যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা মাত্র আছে, তার জন্যও তোমাদের প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষেও আমাদের শত্রুর জন্য তৈরী থাকা উচিত। কারণ, আক্রমণের কোন সম্ভাবনা না

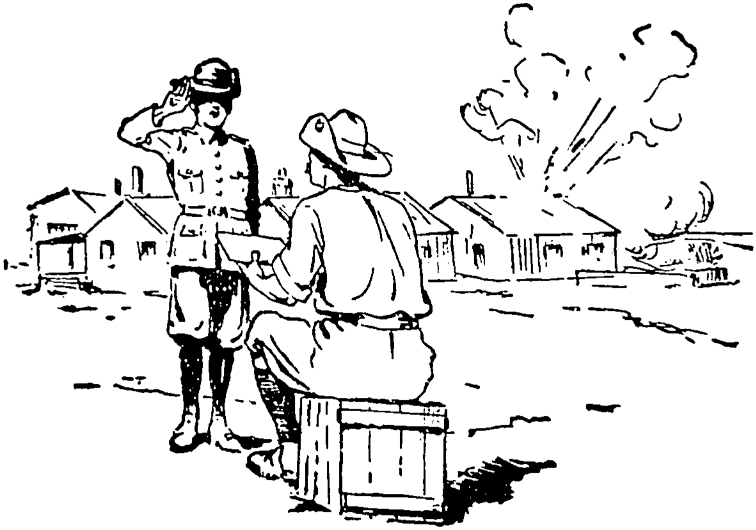

লর্ড এডোয়ার্ড সিসিল এবং মাফেকিং বয়স্কাউট

থাকিলেও মাফেকিংএ যেমনটি ঘটিয়াছিল, এদেশেও তেমনটি ঘটিতে পারে এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেক বালককে দেশ রক্ষায় যোগ দিতে মাফেকিংএর বালকদের মত প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

যখন জানিতে পারা গেল, মাফেকিং আক্রান্ত হইবে, তখন সৈন্য-দলকে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে তাহাদিগকে সহর রক্ষা করিতে হইবে। সুশিক্ষিত সৈন্য, পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধমাত্র ৭০০ জন হইল। তারপর আমরা সহরের ৩০০ জন লোককে ধরাইলাম।

২

এই ৩০০ জনের মধ্যে কেহ কেহ সীমান্তবাসী প্রাচীন যোদ্ধা। ইহারা কার্য্যক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত। কিন্তু অবশিষ্টেরা ছিল দোকানদার, কেরাণী প্রভৃতি। ইহারা জীবনে কখনও বন্দুক দেখে নাই, যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে অথবা বন্দুক ছুড়িতে কখনও চেষ্টা করে নাই। এইজন্য প্রথমতঃ ইহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ইহা একটি তামাসার কথা নহে যে, যে-শত্রু তোমার প্রাণবধ করিতে প্রস্তুত, তুমি গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে; অথচ তুমি বন্দুক ধরিতে ও ছুড়িতেই শিখ নাই।

প্রায় পাঁচ মাইল বৃত্তাকার স্থানে ৬০০ ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা এবং প্রায় ৭০০০ আফ্রিকাবাসী বাস করিত। এই স্থানকে রক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র এক হাজার সৈন্যের সমাবেশ করা হইল।

সুতরাং প্রত্যেকেরই সাহায্য মূল্যবান্ হইয়া পড়িল। তদুপরি যখন শত্রুর গুলিবর্ষণের ফলে হত ও আহত হইয়া সৈন্য সংখ্যা কমিতে লাগিল, তখন অবশিষ্ট সৈন্যের পক্ষে যুদ্ধ করা এবং রাত্রে পাহারা দেওয়া আরও দুরূহ হইয়া উঠিল। এই সময় সৈনিক কর্ম্মচারীদের প্রধান লর্ড এডওয়ার্ড সেসিল সেইস্থানে বালকদিগকে একত্রিত করিয়া এক শিক্ষার্থী দল (cadet corps) গঠন করিলেন। তাহাদিগকে যথা-যোগ্য পোষাকে সজ্জিত করিলেন এবং তাহাদিগকে কুচ্‌কাওয়াজ শিক্ষা দিলেন। শীঘ্রই তাহারা বেশ উল্লাসী, চট্‌পটে এবং কাজের লোক হইয়া দাঁড়াইল। এই দল গঠনের পূর্ব্বে সৈন্যদল হইতে অনেক লোককে আদেশ-পত্র বাহন, সংবাদ প্রেরণ, সতর্ক পাহারা দেওয়া ও আর্দ্দালীর কাজ প্রভৃতিতে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এখন এই সমুদয় কর্ত্তব্য এই সমর-শিক্ষার্থী বালকদের উপর অর্পিত হইল এবং বড়োদের মুক্ত করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে যোগ দিতে ও লড়ায়েদের দল পুষ্ট করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই শিক্ষার্থীর দল তাহাদের সার্জ্জেণ্ট-মেজর গুড্‌ইয়ার নামক বালকের নেতৃত্বে খুব চমৎকার কাজ দিয়াছিল, এবং যুদ্ধান্তে যে-সব পদক পুরস্কার পাইয়াছিল তারা সে-গুলির যথার্থই যোগ্য। ইহাদের অনেকেই সাইকেল চড়িত। সাইকেলে চড়িয়া বিভিন্ন স্থানে, সহরে ও দুর্গে দুর্গে চিঠিপত্র বিলি করিত। ইহাতে সহরবাসিগণ শত্রুর গোলা গুলির মধ্যে না গিয়াও বন্ধুদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিত। এই চিঠি প্রেরণের জন্য আমরা ডাকটিকিটও প্রস্তত করিয়াছিলাম। তাহাতে সাইকেল-চড়া একটি শিক্ষার্থী বালক-আর্দ্দালীর ছবি ছিল।

ম্যাফেকিং পদক

একবার এদের একজন বালককে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ভীষণ গুলিবর্ষণের ভিতর দিয়া তুমি যে-ভাবে যাওয়া-আসা কর, কোন্ সময় গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হইতে হইবে।" বালকটি উত্তর করিল, "না মহাশয়, আমি এত জোরে সাইকেল চালাই যে, আমার গায়ে কখনই গুলি লাগিতে পারে না।" এই সব বালক বন্দুকের গুলিকে গ্রাহ্যই করিত না বলিয়া মনে হয়। তাহারা সর্ব্বদাই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করিত,—যদিও পদে পদে তাহাদের জীবন নাশের আশঙ্কা ছিল।

তোমাদের কেহ কি এইরূপ কাজ করিতে প্রস্তত আছ? যদি কোন শত্রু সহরের এই রাস্তা দিয়া গুলি চালাইতে আরম্ভ করে, এবং আমি তোমাদিগকে পথের এ-পাশের বাড়ী হইতে ও-পাশের বাড়ীতে সংবাদ লইয়া যাইতে বলি, পারিবে কি? আমার মনে হয় পারিবে; কিন্তু কাজটা অনেকেরই ভাল লাগিবে না।

কিন্তু এর জন্য পূর্ব্ব হইতে নিজেকে প্রস্তত করা তোমাদের প্রয়োজন। এ যেন ঠিক জল-ভীরুকে শীতল জলে ঠেলিয়া দেওয়া। যাহার স্নান

করার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে শীতল জলকে সে গ্রাহ্য করে না। যাহার অভ্যাস হয় নাই সে ভয়ে পিছাইয়া যাইবে।

যে বালকের যখন-তখন আদেশ পালনের অভ্যাস জন্মিয়া গেছে, তার পক্ষেও আদেশ পালনটা তেমনি সহজ—বিপদ থাক আর না-ই থাক। এরূপ বালককে যখনই কোন আদেশ করা হয়, ভয়, বিপদ, বাধাবিঘ্ন সম্মুখে দেখিয়াও সে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিবে। কিন্তু যে-বালক কোনদিন আদেশ-পালনের তোয়াক্কা রাখে নাই, তাহাকে কোন কিছু করিতে বলিলেই সে আপত্তি করিবে, এবং তাহার পূর্ব্ব বন্ধুগণই তখন তাহাকে ভীরু বলিয়া ঘৃণা করিবে।

কিন্তু স্কাউট হইয়া দেশের কাজে লাগিবার জন্য তোমাদিগকে কোন যুদ্ধের আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। যেখানেই থাক, আর যে-কোন সময়েই হউক, শান্তি-স্কাউটরূপে অনেক কাজই করিতে পারিবে।

পাঠের উপযোগী গ্রন্থসমূহ

প্রথম অধ্যায়ের বিষয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত বহিগুলি উপকারে লাগিতে পারে। এই পুস্তকগুলি যে-কোন পুস্তকবিক্রেতা তোমাকে আনাইয়া দিতে পারে।

"Rob the Ranger", by Herbert Strange.
"Kidnapped", by R. L. Stevenson.
"Kim", by Rudyard Kipling.
"Two Little Savages", by E. Thompson Seton.
"Parents & Children", by Miss Charlotte Mason.
"The Romance of Everyday", by L. Quiller-Couch.
"Heroes of Pioneering", by Edgar Sanderson.

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—২য়

স্কাউট শিক্ষা-কল্পের সংক্ষিপ্তসার

যদি তোমার বয়স ৮ বৎসরের বেশী এবং ১১ বৎসরের কম হয়, তবে উল্ফ্ কাব্দের দলে যোগ দাও। বয়স ১১ বৎসরের অধিক হইলে স্কাউট দলে ভর্ত্তি হও। স্কাউট হইতে হইলে ঃ—

(১) নিকটতম স্থানীয় সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) তুমি যে-স্থানে বাস কর, তাহার নিকটে কোন ভদ্রলোক যদি প্যাট্রোল অথবা ট্রুপ গঠন করিয়া থাকেন, তবে তোমার পিতার (বা মাতার) লিখিত অনুমতি-পত্রসহ সেই ভদ্রলোকের গঠিত দলে যোগদান কর।

এক প্যাট্রোলের সকলেরই প্রায় এক বয়সী হওয়া প্রয়োজন। বালকগণের মধ্যে একজনকে দল পরিচালনার জন্য লীডার নিযুক্ত করিতে হয়, তাহাকে প্যাট্রোল-লীডার বলে। সে দলের আর একজনকে সেকেণ্ড-রূপে মনোনীত করে। দুই দল প্যাট্রোলে এক ট্রুপ হইতে পারে। ট্রুপের অধিনায়কের নাম স্কাউটমাষ্টার। যদি নিকটে কোন স্কাউটের দল না থাকে, তবে তুমি স্বতন্ত্রভাবে একক-স্কাউট (Lone Scout) হইতে পার এবং নিজে নিজেই স্কাউট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার।

টেণ্ডারফুটের শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া তুমি স্কাউট-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবে; অর্থাৎ তোমার যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে, তারি নামে প্রতিজ্ঞা করিবে যে তুমি প্রাণপণ যত্নে—

(১) পরমেশ্বরের প্রতি এবং রাজার প্রতি (অথবা পরমেশ্বর, রাজা ও দেশের প্রতি) আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে।

(২) সর্ব্বদাই সকলের সাহায্য করিবে।

(৩) স্কাউট-বিধি সর্ব্বদাই পালন করিবে। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৩নং দ্রষ্টব্য)।

স্কাউটের গুপ্ত সঙ্কেত (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৩নং দ্রষ্টব্য) এবং তোমার প্যাট্রোলের ডাক শিক্ষা করিবে (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৪নং দ্রষ্টব্য)।

প্রত্যেক প্যাট্রোল কোন জীবের নামে পরিচিত হয়। প্রত্যেক স্কাউটকে সেই জীবের মত ডাক অভ্যাস করা আবশ্যক, যাহাতে সে দলের লোককে চিনিতে এবং তাহাদের সহিত খবরাখবর করিতে পারে। বিশেষতঃ রাত্রিকালে এই সঙ্কেতগুলি অতীব কার্য্যকরী। এইরূপে তোমাদের ইচ্ছামত তোমরা "বাঘ", "দাঁড়কাক", "বাজপাখী" অথবা "ময়ূর" প্রভৃতি যে-কোন নাম গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু "বানর প্যাট্রোল" হইতে যাইও না। কারণ বানরেরা কেবল খেলা করিয়া বেড়ায়; তাহাদের মধ্যে শাসন-শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা নাই; সুতরাং "বানর প্যাট্রোল" হইয়া কোনরূপ নিশানা লাভ করিতে পারিবে না। কোন স্কাউটই নিজের ডাক ব্যতীত অপর দলের ডাক কখনই ব্যবহার করিবে না। স্কাউট-বিধি অনুসারে তোমরা বিশ্বাসী, দয়ালু, আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং সদানন্দ হইতে বাধ্য। সুতরাং তোমাদের অধিকাংশ কার্য্যই হইবে স্কাউটিং সম্পর্কিত ক্রীড়া এবং অনুষ্ঠানসমূহ অভ্যাস করা। ইহার দ্বারা তোমরা স্কাউটরূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবে। যখন তোমরা যথেষ্টরূপে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তখন সেই শ্রেণীর নিশানা লাভ করিতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণীর নিশানায় একটি তীরের অগ্রভাগের ন্যায় চিহ্নের নীচে একটি ক্ষুদ্র পট্ট (Scroll), তাতে "BE PREPARED" (প্রস্তুত থাক) এই কথাটি লিখিত থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নিশানায় কেবল মাত্র "প্রস্তুত থাক" বাণীটি থাকে। "স্কাউট-ব্যাজ" তীরের অগ্রভাগের আকৃতি বা চিহ্ন। এই প্রকার চিহ্নদ্বারা মানচিত্রের অথবা কম্পাসের উত্তর দিক দেখান হয়। ইহা সৈন্যবাহিনীর স্কাউটদের ব্যাজ। কারণ স্কাউটগণ সৈন্যদলের পথ-প্রদর্শন করাইয়া থাকে। এই প্রকারের শান্তি-স্কাউটদলও কর্ত্তব্য সাধনের দৃষ্টান্ত এবং অপরকে সাহায্য করিবার পথ প্রদর্শন করে।

ইহার উপর অঙ্কিত আদর্শবাক্য স্কাউটেরই আদর্শবাক্য "BE PREPARED" (প্রস্তুত থাক)। ইহার অর্থ প্রত্যেক স্কাউটকে যে কোন মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে; এবং সকল মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। পট্টপ্রান্ত স্কাউটের হাসিমুখের মত উপরের দিকে বাঁকান, কারণ সে সর্ব্বদাই স্বেচ্ছায় হাস্যমুখে আপন কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়া থাকে।

গ্রীবাবস্ত্রে **(Scarf)** যে গ্রন্থিবন্ধন থাকে, তাহা স্কাউটকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যেন সে প্রতিদিন কোনও ব্যক্তির কোন প্রকার উপকার করে।

আদর্শবাক্যের ভাবার্থ এই: প্রত্যেক স্কাউট যেন পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া-চিন্তিয়া এবং অভ্যাস করিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, যেন কোনও দুর্ঘটনা বা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে কি প্রকারে তাহা সামলাইয়া লইতে হইবে; এবং কোন্ সময় কোন্ আকস্মিক ঘটনায় কিরূপ কাজ করিতে হইবে; কোন দুর্ঘটনা যেন তাহাকে অপ্রস্তুত পাইয়া কাবু করিতে না পারে।

স্কাউটিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, স্কাউটগণের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন:—

অরণ্যকলা (Wood craft)। ইহার অর্থ পশুপক্ষী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞানার্জ্জন। এই জ্ঞান লাভের উপায়, তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা;

হামাগুড়ি দিয়া তাহাদের খুব নিকটে গিয়া তাহাদের স্বাভাবিক চালচলন লক্ষ্য করা; পশুপক্ষীর বিভিন্ন জাতি এবং তাহাদের বিবিধ আচার আচারণ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা। স্কাউটগণ কেবল খাদ্যের জন্যই পশুপক্ষী মারিতে পারে। অনিষ্টকর জীব ব্যতীত অন্যান্য কাহাকেও বিনাকারণে বধ করা কিছুতেই উচিত নহে।

পশুপক্ষীগণকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে দেখিতে তাহাদের প্রতি মনের এমনই এক আকর্ষণ হয় যে কেহ আর তাহাদিগকে বিনা কারণে বধ করিতে ইচ্ছাও করে না।

মৃগয়া-বিলাসের সমস্তটাই হইতেছে গোপনে গোপনে পশুদের অনুসরণ, তাদের নিধন নয়।

অরণ্যকলার অর্থ শুধু পশুপক্ষীদিগের পদাঙ্ক ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখিতে পারা নয়, তদুপরি তাহাদের অর্থও গ্রহণ করিতে পারা। যেমন পশুপক্ষীগুলি কত বেগে চলিতেছে, তাহারা ভীত কি নিঃশঙ্ক ইত্যাদি। ইহা শিকারীকে অরণ্যমধ্যে এবং মরু-প্রান্তরে গন্তব্যপথ খুঁজিয়া বাহির করিতে শিক্ষা দেয়; তাহার নিজ খাদ্যের জন্য কোন্ কোন্ বন্য ফলমূল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কোন্ জাতীয় ফলমূল কোন্ কোন্ পশুপক্ষীকে আকর্ষণ করে, তাহাও সে এই অরণ্যকলা হইতে শিখিতে পারে।

ঠিক সেই প্রকার সভ্যদেশে স্কাউটিং করিবার সময় মানুষের, ঘোড়ার অথবা সাইকেল ইত্যাদি যানবাহনের গমন-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া বুঝিতে পার, দেশে কি ব্যাপার চলিতেছে। কোন এক স্থানে হয়ত বৃক্ষ হইতে পাখীর ঝাঁক উড়িল, ইহা দেখিয়া দূরে থাকিয়াও তুমি অনুমান করিতে পার, ঐ বৃক্ষের নীচে কোথাও লোক আছে; যদিও সেই লোকটিকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না।

পথে কত ছোট ছোট জিনিস পড়িয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় তুমি হারান দ্রব্যাদি পাইতে পার এবং যাহার জিনিস তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আনন্দলাভ করিতে পার।

যদি পথে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ঘোড়ার লাগাম ঠিকভাবে লাগান নহে, অথবা তাহার জিন কিংবা অন্যান্য সাজসজ্জা ফিট্ করিবার দোষে ঘোড়াটির কোন প্রকার কষ্টের কারণ হইয়াছে, তখন তুমি তাহা যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিয়া পশুটির কষ্ট অপসারিত করিতে পার।

লোকের আচরণ ও সাজসজ্জা লক্ষ্য করিয়া এবং দুটি চারিটি কার্য্য-কলাপ ও ঘটনা মিলাইয়া দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় তাহারা কোন কুকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতেছে কিনা; এবং সময়ে সাবধান হইলে অনেক পাপকার্য্য রোধও করা যায়; অথবা কে আর্ত্ত, এবং সাহায্য ও অনুকম্পার পাত্র তাহাও বুঝিয়া নেওয়া যায়—তাহা হইলে তুমি যে-কোন সম্ভব উপায়ে বিপন্নকে সাহায্যদান করিয়া স্কাউটের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য সাধন করিতে পার।

স্কাউটগণের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাহারা সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখিবে। জনসমাগম মধ্যে, উর্দ্ধে, নিম্নে কি চতুষ্পার্শ্বে দর্শনযোগ্য, লক্ষ্য করিবার বিষয় যাহা কিছু ঘটিবে তাহা সর্ব্বাগ্রে যেন স্কাউটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎপূর্ব্বে অপর কেহ তাহা দেখিলে স্কাউটের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

শিবির-স্থাপন (Camping)। স্কাউটগণকে উন্মুক্তস্থানে বাস করিবার অভ্যাস করিতেই হইবে। নিজেদের জন্য কি প্রকারে তাঁবু খাটাইতে ও আশ্রয়-নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহা প্রত্যেক স্কাউটকে শিখিতে হইবে। কি প্রকারে অগ্নি-স্থাপনা এবং অগ্নি-প্রজ্জ্বালন করিতে হয়, কি প্রকারে রন্ধন করিতে হয়, বাঁশ বা কাঠের টুকরা একত্র বাঁধিয়া কিরূপে

সেতু ও ভেলা গঠন করিতে হয়, বিদেশে অপরিচিত স্থানে, দিনেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, কি প্রকারে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়,—এরূপ নানা বিষয়ে স্কাউটগণের শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

যে-সকল স্থান শিক্ষায় ও সভ্যতায় অগ্রসর সেই সকল স্থানে অতি কম লোকই এই সকল কাজ জানে; কারণ তাহাদের জন্য আরামদায়ক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াই রহিয়াছে এবং তাহাদের খাদ্যও অন্যেরাই প্রস্তুত করে।

যখন এই শ্রেণীর কোন বালক জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে যায়, অথবা স্কাউটের কাজে চলিতে ইচ্ছা করে, তখন সে উল্লিখিত কোন কাজই করিতে পারে না। এজন্য তাহাকে নানা অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

সর্ব্বদা মনে রাখিও, স্কাউটের বিদ্যা মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। ফুটবল খেলাতে একটা আনন্দ ও উত্তেজনা আছে সত্য,—ইহাতে চক্ষুচালনা, স্নায়ুগঠন এবং প্রবৃত্তি দমন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু পরিমাণ শিক্ষাও হইতে পারে। কিন্তু সে-শিক্ষা স্কাউটিঙের তুলনায় অতি তুচ্ছ! স্কাউটিংএর কাছে ইহা কিছু নয়, কারণ স্কাউটিং মানুষের মনুষ্যত্ব গঠন করে।

* * [স্কাউটদলের প্রত্যেক বালককে অগ্নি-প্রতিষ্ঠা ও অগ্নি-প্রজ্জ্বালন করিতে দিবেন। কোন বালক ইহা করিতে অক্ষম হইলে, তাহাকে কৌশলটি শিখাইয়া দিবেন এবং তাহাকে দিয়া পুনরায় করাইবেন! (শুক্না কাঠ বা বাঁশের চাঁচি, চল্‌টা, কাঠি ইত্যাদি আল্‌গাভাবে পিরামিডের মত স্তূপাকারে সাজাইয়া আগুন ধরাইতে হয়)। কি প্রকারে গ্রন্থিবন্ধন করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দিবেন। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।] *

পৌরুষ (Chivalry)। পুরাকালে নাইটগণ বৃটেনের স্কাউট ছিলেন। তাঁহাদের বিধি-ব্যবস্থা অনেকটা বর্ত্তমানের স্কাউটদলের বিধি-ব্যবস্থার ন্যায়ই ছিল। তাহারা ভারতের প্রাচীন রাজপুতগণেরই অনেকটা সমধর্ম্মী।

তাঁহারা আত্মমর্য্যাদাকেই সকলের চাইতে পবিত্র ও আলম্বনীয় মনে করিতেন, এবং মিথ্যা ও চৌর্য্যকে মর্য্যাদার হানিকর জানিয়া ঘৃণাভরে পরিহার করিয়া চলিতেন।

বাস্তবিক এইরূপ অপকর্ম্ম অপেক্ষা মৃত্যুই ছিল তাহাদের বরণীয়। রাজার জন্য, ধর্ম্মের জন্য এবং আত্মমর্য্যাদার জন্য তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

বৃটেনে প্রত্যেক 'নাইট'এর অল্প কয়েকজন সহচর এবং কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত,—ঠিক যেমন প্যাট্রোল-নায়কের সহচর চার পাঁচজন করিয়া স্কাউট থাকে। ইহারা "নাইট"এর সকল আপদ-বিপদে তাঁহার সঙ্গী হইয়া থাকিত এবং নেতা যে-মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতেন তাহারা সেই আদর্শ অনুসরণ করিত। যথা :—

(১) তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা পবিত্র বস্তু।

(২) তাঁহারা সর্ব্বদাই পরমেশ্বর এবং রাজা ও দেশের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ রক্ষা করিয়া চলিতেন।

(৩) সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে এবং বালক-বালিকা ও অশক্ত লোকের সঙ্গে তাঁহারা সবিশেষ নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করিতেন।

(৪) তাঁহারা সকলের প্রতি সাহায্য-পরায়ণ ছিলেন।

(৫) যে-স্থলে প্রয়োজন হইত তথায় তাঁহারা অর্থ ও খাদ্য দান করিতেন; এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন।

(৬) তাঁহারা ধর্ম্ম ও দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

(৭) এই সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহারা দেহ-মনে শক্তি সঞ্চয় করিতেন, স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া চলিতেন এবং সর্ব্বদাই কর্ম্মশীল জীবন যাপন করিতেন।

নাইটগণের একটা লক্ষ্য ছিল, প্রতিদিন কোন না কোন সৎকাজ সম্পাদন করা। স্কাউটদলেও এই নিয়ম প্রচলিত। প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া সর্ব্বপ্রথম মনে করিবে, আজিকার দিনের মধ্যে তোমাকে কোন না-কোন ব্যক্তির কিছু উপকার করিতেই হইবে। তোমার রুমালে অথবা ধুতিতে একটি বিশেষ গিঁট বাঁধিয়া রাখ, যেন সকল সময় তাহা দেখিয়া স্মরণ করিতে পার যে তোমাকে কাহারও উপকার করিতেই হইবে। অবশেষে দিবসের কার্য্যাবসানে যখন ঘুমাইতে যাইবে, তখন মনে করিয়া দেখিও, কাহার জন্য কোন্ হিতকর কার্য্যটি করিয়াছ।

যদি কোন দিন কোন কারণে এই সদনুষ্ঠান করিতে ভুলিয়া যাও, তবে মনে করিয়া রাখিও যে পরদিন তোমাকে এইরূপ দুইটি কাজ করিতেই হইবে। স্মরণ রাখিও, তুমি যে স্কাউট-প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে এইরূপ হিতকর কাজ না করিলে তোমার আত্মমর্য্যাদা রক্ষা হয় না।

এই সৎকাজ খুব সামান্য হলেও চলে। যেমন কোন ভিখারীকে পয়সা বা আধপয়সা দান করা, কোন বৃদ্ধ বা পঙ্গুকে পথ চলিতে একটু সাহায্য করা, বাসে (bus) অথবা গাড়ীতে চলিবার সময় কাহারও বসিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া, কিম্বা তৃষ্ণার্ত্ত মানুষ, গরু বা ঘোড়া প্রভৃতিকে পানীয় জল দেওয়া, অথবা রাস্তা হইতে কলার ছোবড়ার মত—যাহাতে পা পিছলাইয়া যায় ;—এমন কোন জিনিস অপসারিত করা—এ সবই

সৎকাজ। মূল কথা এই যে তোমাকে প্রত্যহই এরূপ সামান্য কোনও কিছু করিতেই হইবে ; কিন্তু তজ্জন্য কোন প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণ করিবেনা ;—করিলে তাহা আর সদনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না।

জীবন রক্ষা। তারপর বর্ত্তমান সময়ের ভারতীয় বীরগণের কথা বলা যায়। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতীয় সৈন্যগণ "ভিক্টোরিয়া ক্রস্"-নামক যুদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট-প্রদত্ত পুরস্কারের মধ্যে ইহাই নির্ভীকতার শ্রেষ্ঠ সম্মান। ব্রোঞ্জ ধাতু-নির্ম্মিত এই ছোট ক্রসটি যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ গোলাবর্ষণের মধ্যে অনন্যসাধারণ তৎপরতার জন্য সৈনিক ও নাবিকদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে।

২৮শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ১০১২ নং সৈন্য ঈশ্বর সিংহ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে ওয়াজিরিস্থানের হায়দরী কোচ নামক স্থানে অত্যদ্ভূত সাহসিকতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য একটি 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' লাভ করিয়াছিলেন। ইহার সরকারী বিবরণ এই ঃ—রক্ষীদল যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল তখন ঈশ্বর সিংহ লুই কামান শাখার (Lewis Gun Section)১নং সৈন্য ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ঈশ্বর সিংএর বুকে বন্দুকের গুলি লাগে, এবং সে তাহার লুই কামানের পার্শ্বেই আহত হইয়া পড়ে। তৎপর হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তাহার দলের সমুদয় ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ, ভারতীয় সেনা-নায়ক এবং সমুদয় হাবিলদার মৃত কিম্বা আহত হইয়া পড়িল, এবং ঈশ্বরের লুই কামান শত্রুগণের করতলগত হইল।

ঈশ্বর সিংহ অপর দুইজন সৈন্যকে ডাকিয়া নিকটে আনিল। তাহাদের সাহায্যে উঠিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিল, তাহার কামান শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিল এবং পুনরায় গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

কতক্ষণ পরে জমাদার আসিয়া ঈশ্বর সিংএর নিকট হইতে কামান

গ্রহণ করিল এবং তাহাকে ফিরিয়া গিয়া আহত স্থানে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে আদেশ করিল। ঈশ্বর সিং সোজা হাসপাতালে না গিয়া, আহতগণ যে-স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল সেই স্থানে ডাক্তারকে লইয়া গেল; তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিল ও আহতগণের জন্য পানীয় জল আনিয়া দিল। নিকটবর্ত্তী স্রোতঃস্বতী হইতে জল আনিবার জন্য তাহাকে অনেকবার আসা-যাওয়া করিতে হইয়াছিল। এক সময়ে যখন শত্রুগণ ভীষণভাবে গোলাবৃষ্টি করিতেছিল, তখন ঈশ্বর সিং একজন আহত সৈনিকের বন্দুক লইয়া এমন ভাবে গুলি চালাইতে লাগিল যে, সে শত্রুগণের গোলা চালান বন্ধ রাখিতে বাধ্য করিল। অন্য এক সময়ে যখন ডাক্তার অন্য একজন সৈন্যের আহত-স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহা বাঁধিয়া দিতেছিলেন, তখন ঈশ্বর সিং নিজের শরীর দ্বারা ডাক্তারকে রক্ষা করিতেছিল, যেন ডাক্তারের উপর শত্রুর গুলি না পড়ে। এইরূপে, নিজে আহত হইয়াও প্রায় তিন ঘণ্টা ঈশ্বর সিং নানা প্রকারে অন্যদের সাহায্যে রত ছিল। কিন্তু অবশেষে রক্তপাত হইতে হইতে তাহার শরীর এত অবসন্ন হইয়া পড়িল, যে সে আর আপত্তি করিতে পারিল না, তখনই তাহাকে নিরস্ত করা সম্ভব হইল।

ঈশ্বর সিংএর অসমসাহসিকতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রশংসাতীত। তাহার কর্ম্মশীলতা পার্শ্ববর্ত্তী সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

যাহারা সৈনিক নহে অথচ দেশে শান্তির সময়ে অপরের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রসের অনুরূপ "এলবার্ট মেডেল" আছে। যাহারা সৈন্য বিভাগে কোন কাজ করে না তাহাদের কেহ কেহ অসমসাহসিকতার কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহাদিগকে "ষ্টান্‌হোপ মেডেল" (Stanhope medal) দেওয়া হয়। খনিতে কোন দুঃসাহসিক কাজ করিলে "এডোয়ার্ড মেডেল" দেওয়া

হয়। এরূপ 'রাজকীয় মানবহিতকর সমিতি'র (Royal Humane Society) পদক, কার্ণেজি সাহেবের 'সাহসিকের পুরস্কার তহবিল' এবং "স্কাউটের সৎসাহস-পদক" (Scout's Gallantry Medal)ও আছে।

আমার মনে হয় বড় বড় সহরে, খনিতে এবং কারখানায় প্রত্যহ আকস্মিকভাবে যেসকল দুর্ব্বিপাক অনবরতই ঘটিয়া থাকে, সেই সকল ভয়াবহ দৈব দুর্ঘটনার মধ্যে সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ যে ব্যক্তি এই সকল শান্তি পদক লাভ করে তাঁহার বীরত্ব, যে সৈনিক রণক্ষেত্রের উন্মাদনা ও উত্তেজনার মধ্যে তাহার সাথীকে উদ্ধার করিবার জন্য ভীষণ গোলাগুলির মুখে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া যায় তাঁহার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

তেইশ বৎসর ধরিয়া স্কাউট উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে, ইতিমধ্যে প্রায় ২০০০ স্কাউট অপরের জীবন রক্ষা করিয়া পদক লাভ করিয়াছেন। এবং আশা করা যায় আরও বহু স্কাউট মৃত্যুমুখ হইতে আরও বহু জীবন রক্ষা করিয়া আরও বহু পদক লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

ইহা নিশ্চিত যে, যদি তোমরা আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় যথাযোগ্য কাজ করিবার জন্য সততই প্রস্তুত থাক, তবে তোমাদের অনেকের কাছেই কোন-না-কোন কাজ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ তোমাদিগকে সর্ব্বদাই "প্রস্তুত" থাকিতে হইবে, কারণ দুর্ঘটনা ঘটিবা-মাত্রই কর্ত্তব্য তোমাদের স্থির করা উচিত এবং অবিলম্বে সেইস্থানেই কর্ত্তব্যটি পালন করা উচিত।

স্কাউটিঙে পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নহে। করণীয়কার্য্যগুলি পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। কার্য্যগত অভ্যাস যত বেশী আচরিত হয় ততই ভাল। যেমন অগ্নিদাহকালে ধুমের মধ্যে কি প্রকারে ভিজা রুমাল দিয়া নাক ও মুখ আবৃত করিলে সহজে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ

করা যায়; কি প্রকারে চাদরকে লম্বালম্বিভাবে 'ফালি' করিয়া ছিঁড়িয়া এবং গিঁট দিয়া দড়ির আকারে প্রস্তুত করিলে আগুন হইতে পলায়নের উপায় প্রস্তুত করা যায়; রাস্তার নীচেকার বদ্-বাষ্পপূর্ণ নর্দ্দমায় কিরূপে ছিদ্র করিয়া পরিষ্কার বাতাস প্রবেশ করান যায়, মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে কি প্রকারে তুলিতে হয় এবং বহন করিতে হয়, জল-নিমগ্ন ব্যক্তিকে কিপ্রকারে রক্ষা করা যায় এবং কি উপায়ে তাহাকে সজ্ঞান করা যায়—প্রভৃতি বহু প্রকারের প্রক্রিয়াসকল কেবল অভ্যাস দ্বারাই আয়ত্ত করিতে হয়।

যখন তোমরা এই সকল প্রক্রিয়ার কার্য্যগত শিক্ষালাভ করিবে তখন তোমাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস জন্মিবে। ইহার ফলে হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে অপর লোকে যখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবে, তখন তোমরা আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া ধীরভাবে অগ্রসর হইবে এবং ঠিক ঠিক ব্যবস্থাটি করিতে পারিবে।

* * [মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে ধুম ও বাষ্পের ভিতর দিয়া কিরূপে টানিয়া লইয়া যাইতে হয় এবং গৃহদাহকালে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়, এবং ভিজা রুমালদ্বারা কি প্রকারে নাক ও মুখ আবৃত করিতে হয় তাহা বালকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। স্কাউটদিগকে যোড়া যোড়া করিয়া নিন্; অর্থাৎ দুই-দুইজনে এক এক দল গঠন করুন। তারপর যথাক্রমে পালা করিয়া একজন মূর্চ্ছিত হইবে অপর জন তাহাকে উদ্ধার করিবে; অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইলে প্রথম জন তাহাকে উদ্ধার করিবে।] * *

সহনশীলতা। স্কাউটের সব কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান্ ও কর্ম্মশীল হওয়া প্রয়োজনীয়। যে-কেহ যত্ন

করিলেই সুস্থ, সবল ও কর্ম্মশীল হইয়া উঠিতে পারে অর্থাৎ শরীরের গঠনোপযোগী খেলাধূলা, দৌড়াদৌড়ি, চলাফেরা (পরিভ্রমণ), সাইকেল-আরোহণ প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিলে সহজেই শরীরে কর্ম্মশীলতা ও মনে প্রসন্নতা জন্মে।

স্কাউটকে অনেক সময় উন্মুক্ত স্থানে শয্যা গ্রহণ করিয়া ঘুমাইতে হয়। যে বালক সর্ব্বদাই বাতায়ন বন্ধ করিয়া ঘুমায়, সে যদি স্কাউটদলে যোগ দেয় তবে টেণ্ডারফুটের শিক্ষানবীসের মত তাহাকে প্রথমতঃ অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়; কারণ সহজেই তাহার সর্দ্দি লাগে এবং শরীরে তীব্র বেদনা হয়। মূল কথা এই যে শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায় সকল সময়েই বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিয়া ঘুমাইতে অভ্যাস কর—তোমার কখনই সর্দ্দি লাগিবে না। আমি বাতায়ন অথবা শার্শি বন্ধ করিয়া কখনই ঘুমাইতে পারি না। যখন আমাকে গ্রামে বাস করিতে হয় তখন আমি শীত-গ্রীষ্ম সকল সময় বাহিরে নিদ্রা যাই। নরম বিছানায় অনেকগুলি কম্বল গায়ে দিয়া যে-বালক নিদ্রা যায়, সে ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখে এবং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভারতীয় কুস্তি, সুইডেন দেশীয় অঙ্গচালনা অথবা জাপানী জুজুৎসুর অল্প অল্প অভ্যাস শরীরকে কর্ম্মক্ষম রাখিবার পক্ষে চমৎকার উপায়। এতে প্রদর্শনযোগ্য মাংসপেশীর গঠন না হইলেও শরীরযন্ত্রের আভ্যন্তরিক চালনা ও সর্ব্বাঙ্গে রক্তসঞ্চালন যথেষ্ট পরিমাণেই হয়। [*শরীরযন্ত্রের আভ্যন্তরিক চালনা কিরূপে হয় তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন*]।

প্রত্যেক স্কাউট প্রত্যহ শক্ত ও মোটা গামছাদ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিয়া স্নান করিবে। কোনদিন স্নানের অসুবিধা হইলে উক্ত প্রকারের গামছা ভিজাইয়া এমনভাবে গাত্রমার্জ্জন করিবে যেন শরীরের চর্ম্ম নির্ম্মল

ও পরিষ্কার হইয়া রক্তাভ দেখায়। স্নান ও গাত্রমার্জ্জনকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে।

স্কাউটগণ নাক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করে—মুখ দিয়া করে না। নাক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করাতে সহজে তাহাদের তৃষ্ণা পায় না; পরিশ্রমের সময়ও সহজে হাঁপাইয়া পড়িতে হয় না। মুখ বন্ধ থাকাতে বাতাস হইতে কোন প্রকার রোগের বীজাণু অন্তরস্থ হইয়া তাহাদের শরীরকে রোগগ্রস্ত করে না এবং নিদ্রিত অবস্থায় নাক ডাকাইয়া তাহারা নিজেকে শত্রুর কাছে ধরাইয়া দেয় না।

ফুসফুসের শক্তিবৃদ্ধি এবং রক্তে নির্ম্মল বায়ুর (অম্লজানের) স্পর্শ গ্রহণের পক্ষে প্রাণায়াম বা শ্বাসের ব্যায়াম খুব কার্য্যকরী। কিন্তু উন্মুক্ত সুনির্ম্মলবায়ুসেবিত স্থানে প্রাণায়াম করিবে। অত্যধিক প্রাণায়াম করিয়া হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করিবে না। প্রাণায়ামকালে বাতাস নাকের ভিতর দিয়া (কখনও মুখের ভিতর দিয়া নহে) ধীরে ধীরে ও গভীরভাবে টানিয়া লইতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত না বুকের পাঁজর বিশেষভাবে পেছনের দিকে যথাসম্ভব বিস্তৃত হয় এবং সেই বাতাস কিছুক্ষণ ধারণের পর উহা এমনভাবে ধীরে ধীরে ও সমবেগে ছাড়িবে যেন দেহযন্ত্রের কোন অংশ পীড়াবোধ না করে। কিন্তু যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ির পর স্বাভাবিকভাবে যে-নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিচালিত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণায়াম।

চিকিৎসকগণ এখন একবাক্যে বলিতেছেন, মদ এবং মাদক-দ্রব্য কোন প্রকারেই স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। অপিচ ইহা অতিমাত্রায় গ্রহণ করিলে শরীরের মধ্যে বিষের মত ক্রিয়া করে। যে-ব্যক্তি প্রত্যহ যে-কোন জাতীয় মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছে সে-ব্যক্তি স্কাউট হইবার একেবারেই উপযুক্ত নহে; এমনকি অন্য কোন কার্য্যেরই যোগ্য নহে।

যে-ব্যক্তি অতিরিক্ত ধূমপান করে তারও অবস্থা এইরূপ। সমব-

বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্কাউটগণ কখনই ধূমপান করে না ; কারণ তাহাতে (ধূমপানে) তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয় ; সময় সময় ইহা তাহাদের শরীরে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং দেহ-কম্পন রোগ আনয়ন করে। ধূমপানদ্বারা নাসিকার ঘ্রাণশক্তি বিকল হয়—(অথচ রাত্রিতে এই ঘ্রাণশক্তির বিশেষ প্রয়োজন আছে) ; তাছাড়া ধূমাগ্নির জ্যোতি এবং তামাকের গন্ধদ্বারা রাত্রিতে জাগ্রতদৃষ্টি বিপক্ষীয় শত্রুগণের হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। যুদ্ধের স্কাউটগণ এত নির্ব্বোধ নহে যে, তাহারা ধূমপানের অভ্যাস করিয়া এতগুলি অনিষ্ট-সাধনের পথ খুলিয়া রাখিবে। বালকেরা যে ধূমপান করিতে অভ্যাস করে, তাহা তাহাদের খুব পছন্দসই জিনিস বলিয়া নহে ; তাহারা কল্পনা করে যে ধূমপান করিলে তাহাদিগকে বয়োবৃদ্ধের মত মুরুব্বী দেখাইবে। বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে বালকদিগকে এক একটি ছোট ছোট গাধার মতই দেখাইয়া থাকে।

[**জুজুৎসু অথবা ভারতীয় কুস্তি কিংবা সুইডেন দেশীয় অঙ্গ-চালনার দুই একটি নিয়ম প্রদর্শন করুন। প্রাণায়াম শিক্ষাও দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন**]

স্বদেশানুরাগ। তোমাদের স্বদেশ, মাতৃভূমি, মহামহিমান্বিত একটি প্রাচীন দেশ। ইহার নিজস্ব ইতিহাস মহা গৌরবমণ্ডিত। 'ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথ্‌ অব নেশন্‌স্‌'-নামে যে সাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে তোমাদের মাতৃভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পৃথিবীতে যত জাতি আছে এবং যত প্রকারের মানুষ আছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে সম্রাটের প্রজা রহিয়াছে।

এই বিশাল সাম্রাজ্য এমনি বিনা আয়াসে শূন্য হইতে গঠিত হয় নাই। তোমরা যে-মানুষ গঠিত হইতে যাইতেছ, সেই রকম মানুষেরই কঠোর কর্ম্ম, ঘোরতর সংগ্রাম এবং নির্ভীক প্রাণোৎসর্গের ফলে, এক

কথায় তাহাদের আন্তরিক দেশানুরক্তির প্রেরণায় এই বিশাল সাধারণ-তন্ত্রের জন্ম।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় পতাকা কিরূপে উত্তোলিত করিতে হয়—

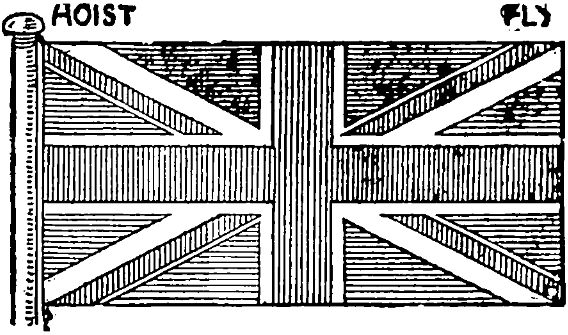

[একখানা সোজাভাবে উত্তোলিত নিশানের ছবি]

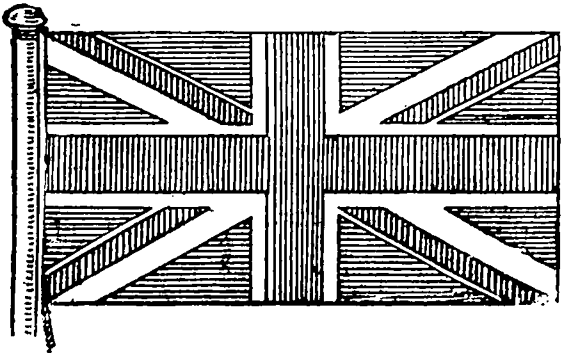

[একখানা উল্টাভাবে উত্তোলিত নিশানের ছবি]

রাষ্ট্রীয় পতাকা এইভাবে উত্তোলিত করিতে নাই।

লোকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন আর আমাদের স্বদেশ-প্রীতি নাই। সেই জন্য বিরাট রোম সাম্রাজ্য যেমন রোমকদের

স্বার্থপরতা, আলস্য ও আমোদপ্রিয়তার জন্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের সাম্রাজ্যেরও সেই অবস্থা হইবে। এরূপ কথা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অপর পক্ষে আমি নিশ্চয়রূপে জানি, তোমরা বর্ত্তমান সময়ের বালকগণ, যদি তোমাদের দেশের কল্যাণটাই আর সকল জিনিষের চেয়ে বড় করিয়া দেখ, তবে স্বদেশ উন্নতির পথেই ঠিক চলিবে। কিন্তু যদি তোমরা জীবনে সেইরূপ আচরণ না কর, তবে সম্মুখে 'মহদ্ভয়ম', মহাবিপদ,—কারণ আমাদের বহিঃশত্রু অনেক। অতএব যাহা কিছু করিতে যাও, দেশের কথা আগে ভাবিতে হইবে, এটি স্মরণ রাখিও। তোমাদের সমুদয় সময় এবং অর্থ কেবল তোমাদের নিজেদের আমোদ-প্রমোদে, খেলাধূলায় বা পান-ভোজনে নষ্ট করিও না। সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া দেখিও তোমাদের দেশের সেবায় এবং রাষ্ট্রের (Commonwealth) সেবায় কি ভাবে সহায়তা করিতে পার। দেশপ্রীতির মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিয়া তার জন্য যখন আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারিবে তখন বসিয়া বসিয়া আপন রুচিমত ন্যায় পথে সাধুভাবে জীবনের বাকী দিনগুলি উপভোগ করিতে পার। তোমরা হয়ত বুঝিতে পারিতেছ না যে, একটি ছোট বালক কি প্রকারে ভারতবর্ষের মত সুবৃহৎ দেশের কাজে লাগিতে পারে। কিন্তু স্কাউটদলে যোগ দিয়া এবং স্কাউটের বিধি-ব্যবস্থা পালন করিয়া প্রত্যেক বালকই স্বদেশসেবায় সাহায্য করিতে পারে। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় স্কাউটগণ জনসেবার যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহাই এই সত্যের সম্পূর্ণ প্রমাণ।

"প্রথমে দেশ, তারপর আপনা"—এই হইবে তোমাদের আদর্শবাক্য। যদি সরলভাবে আপনার আপনার অন্তরটি তলাইয়া দেখ, তবে হয়ত দেখিবে যে তোমাদের মনের গতি ইহার ঠিক বিপরীতমুখীন।

যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তবে আমি আশা করি, এই মুহূর্ত্ত

হইতেই তোমরা আপনাদিগকে শোধরাইয়া লইবে; এবং সর্ব্বদাই সত্য পথে চলিবে। "সর্ব্বপ্রথম স্বদেশ-প্রেমিক, তারপর খেলোয়াড়।" প্রাচীনকালে রোমবাসিগণ এবং বর্ত্তমান সময়েও বহুলোক যেমন তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অথবা ফুটবল খেলিবার জন্য অর্থদ্বারা (ভাড়া করিয়া) লোক নিযুক্ত করিত এবং করিয়া থাকে, তোমরা যেন এরূপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিও না। নিজে এমন কিছু কর যাহাতে তোমাদের রাষ্ট্রীয় পতাকা উড্ডীয়মান থাকার সাহায্য হয়।

যদি তোমরা এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্কাউট ব্রত গ্রহণ কর, তাহা হইলেই জানিবে যে কাজের মত কাজ কিছু করিতেছ। কেবল আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু স্বদেশহিতব্রতে আপনাদিগকে উপযুক্ত করিয়া গঠন করিবার জন্যই স্কাউটিঙে যোগ দিও। তাহা হইলেই তোমাদের অন্তরে স্বদেশানুরাগের যথার্থ ভাব ও আদর্শ জাগ্রত হইবে, এবং প্রত্যেক বালকেরই চিত্তে এই আদর্শ জাগ্রত থাকা প্রয়োজন, যদি পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার সে চায় (অথবা সে যদি তার নিজের প্রতি বা দেশের প্রতি নিমকহারাম না হয়)।

** [ইউনিয়ন জ্যাক প্রদর্শন করুন। স্কাউটদিগের নিকট এই নিশানের ইতিহাস ও রচনার প্রণালী এবং কি প্রকারে ঠিকভাবে ইহা উত্তোলিত করিতে হয় এসব বুঝাইয়া দিন। নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।] **

দি স্কাউটার ("The Scouter") পত্রিকা স্কাউট মাষ্টার ও কর্ম্মচারীদের জন্য সরকারী মুখপত্র—প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য তিন পেনি।

দি স্কাউট ("The Scout") বালকদের জন্য সরকারী সাপ্তাহিক পত্রিকা (দুইপেনি)।

উইন্‌টার্‌স্‌ ষ্টব বা এলসন্‌ হত্যাকাণ্ড

** [দ্রষ্টব্য : নীচের গল্পটি সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত। স্কাউট বালককে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান সময়ে, উপদেষ্টা কিরূপ উপায় গ্রহণ করিতে পারেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ গল্পটি লিখিত হইয়াছে।] **

বহুবর্ষপূর্ব্বে ইংলণ্ডেব উত্তরাংশে একটি পাশবিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ একটি রাখাল-বালকের অনুসন্ধান-তৎপরতায় হত্যাকারী ধৃত হয়, বিচারার্থ তাহাকে আদালতে উপস্থিত করা হয় এবং অবশেষে বিচারপতির দণ্ডাদেশে তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়।

হত্যাকারীর জুতা লক্ষ্য করিতেছে

অরণ্যকলা।—রবার্ট হিগুমার্শ নামে একটি বালক তাহার ভেড়ার দল চরাইতে চরাইতে এক অনূপ ভূমিতে (moor) আসিয়া পড়িয়াছিল। তারপর যখন পথহীন, জনবিরল পাহাড় পার হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সে একস্থানে একটি অপরিচিত লোককে দেখিল। সেই লোকটি সম্মুখে পা ছড়াইয়া মাটিতে বসিয়া খাবার খাইতেছিল।

পর্য্যবেক্ষণ।—বালকটি চলিতে চলিতে সেই লোকের চেহারা দেখিয়া লইল এবং বিশেষভাবে তাহার বুট জুতার তলায় যে বিশেষ আকারের প্রেকৃটি ছিল তাহা লক্ষ্য করিল।

চেষ্টা গোপন।—রাখাল বালকটি চলিতে চলিতে থামিল না এবং সেই অপরিচিত লোকটিকে অনেকক্ষণ চাহিয়াও দেখিল না। পলকের দৃষ্টিতে লোকটির বৈশিষ্ট্য সে লক্ষ্য করিয়া লইল। তাহার ব্যবহার সেই অপরিচিত লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কিছুই ছিল না, এবং সেই লোকটির মনে কোন সন্দেহও উপস্থিত হইল না যে, এই রাখাল বালকের এই বয়সের মধ্যে সাধারণের ছেলেদের যেমন হয় তার অতিরিক্ত কোন বিশেষত্ব থাকিতে পারে।

অনুমান।—যখন রাখাল-বালকটি পাঁচ-ছয় মাইল দূরস্থ তার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল তখন সে দেখিতে পাইল যে একটি পর্ণকুটীরের চতুর্দ্দিকে বহু লোক জড় হইয়াছে। সেই কুটীরমধ্যে মার্গরেট ক্রজিয়ার নাম্নী এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত। সেই স্ত্রীলোকটী অস্ত্রাঘাতে হত হইয়া কুটীরেই পড়িয়াছিল। সেখানে লোকেরা নিজ নিজ মনগড়া কল্পনাদ্বারা বলাবলি করিতেছিল, কাহারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। সেই স্থানে তিন-চারিটি দুষ্টলোক বাস করিত। তাহারা প্রায়ই দস্যুতা করিয়া লোকের দ্রব্যাদি লইয়া যাইত; এবং তাহাদের কথা কেহ প্রকাশ করিলে তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া

ভয়প্রদর্শন করিত। দেখা গেল যে, সেই লোকের ভিড়ের মধ্যে অনেকেই ঐ তিন-চারিটি দস্যুকে সন্দেহ করিতেছে।

রাখাল বালকটি তাহাদের সমস্ত কথা শুনিল। কিন্তু সে হঠাৎ পর্ণকুটীরের ছোট বাগানের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। এই পদচিহ্নের মধ্যে রাখালটি এমন কতকগুলি বুট জুতার প্রেকের দাগ লক্ষ্য করিল যেগুলি জলাভূমির অপরিচিত ব্যক্তির বুটের প্রেকের দাগ বলিয়া সন্দেহ হয়। তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করিল যে, সেই অপরিচিত লোকটিই হয়ত এই হত্যাকাণ্ডের সহিত কোনও প্রকারে জড়িত।

বীরত্ব বা পৌরুষ।—নিহত বৃদ্ধাটি অতি দরিদ্র বলিয়া রাখাল-বালকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল এবং হত্যাকারীর বিরুদ্ধে তাহার মনের ভাব তীব্র হইয়া উঠিল, সে লোকটি যেই হউক না কেন।

নির্ভীক উদ্যম, আত্মশাসন এবং ক্ষিপ্রতা।—মনে এরূপ মহৎ ভাব উদয় হওয়াতে বালকটি সমুদয় ভয় ও আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া ফেলিল। যদিও সে জানিত, সমুদয় কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে হত্যাকারীর বন্ধুগণ তাহাকেও হত্যা করিতে পারে তথাপিও সে ভয় পাইল না। তৎক্ষণাৎ সে পুলিশের নিকট গেল এবং বাগানের পদচিহ্নের কথা বলিল। সে ইহাও জানাইল যে পুলিস যদি অবিলম্বে গমন করে তবে যে লোকটির বুটজুতার চিহ্ন রহিয়াছে সেই লোকটিকেও ধরিতে পারে।

স্বাস্থ্য এবং শক্তি।—জলাভূমির সেই অপরিচিত লোকটি হত্যার-স্থান হইতে গোপনে এতদূরে চলিয়া আসিয়াছে (এবং বালকটি ছাড়া আর সকলের দৃষ্টি এমনভাবে এড়াইতে পারিয়াছিল) বলিয়া নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে করিতেছিল। রাখাল বালকটি বহুদূরে হত্যার স্থানে যাইবে এবং পুলিশ লইয়া এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে, এই চিন্তা

লোকটির মনে কল্পনাতেও উদয় হয় নাই। সুতরাং কোনরূপ সতর্কতাও সে অবলম্বন করে নাই।

কিন্তু বালকটি ছিল শক্তিমান, সুস্থদেহ, পাহাড়ে বালক। সে এত ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত পুলিস লইয়া যথাস্থানে পৌছিল যে তাহারা লোকটিকে সেইখানেই দেখিতে পাইল এবং বিনা কষ্টে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। তার নাম ছিল উইলী উইণ্টার, একজন য়ুরোপীয় বেদে।

বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হইল এবং নিউ ক্যাসেলে তার ফাঁসি হইয়া গেল। সেই সময়ের প্রথামত হত্যাস্থানের সন্নিকটে মৃতদেহটি আনা হইল এবং এক ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হইল। সেই ফাঁসিকাষ্ঠটি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

উক্ত দুর্দ্দান্ত লোকটির সহকর্ম্মী আরও দুইজন দুষ্ট লোক ছিল। কতকগুলি চোরাই মালসহ তাহারাও ধৃত হইল এবং মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিল।

সহৃদয়তা।—বালকটি যখন দেখিল যে হত্যাকারীর দেহ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া রহিয়াছে তখন সে নিজেকে স্বজাতি ভাইয়ের এইরূপ নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ডের কারণ ভাবিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা বোধ করিতে লাগিল।

জীবন-রক্ষা।—যাহাই হউক, বিচারপতি রাখাল বালকটিকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং এই বলিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন যে, সে তাহার স্বদেশবাসীর এক মহোপকার সাধন করিয়াছে এবং তদুপরি দণ্ডিত দুর্দ্দমনীয় লোকগুলির হস্ত হইতে ধরণীকে মুক্ত করিয়া সম্ভবতঃ জনকয়েকের জীবন-রক্ষারও হেতু হইয়াছে।

কর্ত্তব্য।—বিচারক বলিলেন, যদিও তোমার নিজের বিপদাশঙ্কা আছে এবং তুমি মানসিক যাতনা অনুভব করিতেছ, তথাপি তুমি তোমার

কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ। এজন্য মনে কোনও দুঃখ রাখিও না। ন্যায়-বিচারে পুলিসকে সাহায্য করা রাজার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সময় নিজের কতটুকু ক্ষতি হইল ভাবিতে নাই, প্রাণ দিতে হইলেও কুণ্ঠিত হইতে নাই।

দৃষ্টান্ত।—এইরূপে বালকটি কোনরূপ শিক্ষা লাভ না করিয়াও স্কাউট বালকের কর্ত্তব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল।

সে প্রয়োগ করিয়াছিল—

(১) অরণ্যকলা
(২) অলক্ষিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ
(৩) পর্য্যবেক্ষণজাত অনুমান
(৪) বীরত্ব বা পৌরুষ
(৫) কর্ত্তব্যজ্ঞান
(৬) সহনশীলতা
(৭) সহৃদয়তা

সেই রাখাল-বালকটি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্য-বোধে যে-কার্য্যটি করিয়াছিল তাহা যে এত বৎসর পরে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত করা হইবে তাহা সে কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। সেইরূপ তোমরা সর্ব্বদাই মনে রাখিও তোমরা যে-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে তাহা অন্য লোকেরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার উল্লেখ করিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা সকল অবস্থায় যথাবিধি কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবান হও।

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৩য়।

পরীক্ষা

টেণ্ডারফুট—বিধি—প্রতিজ্ঞা—দীক্ষা

টেণ্ডারফুট পরীক্ষা

স্কাউট ভ্রাতৃমণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বালককে টেণ্ডারফুট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহা অতি সহজ। বালকটির ভিতরে যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে এবং স্কাউট-ব্রত সে ত্যাগ করিবে না, এটুকু বুঝিবার জন্যই এই পরীক্ষা। খুব কঠিন কিছুই এতে নাই। যাহা কিছু জানা প্রয়োজন এই পুস্তক পড়িলেই জানিতে পারিবে। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

বালকের বয়স ১১ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে হইবে।

স্কাউটের বিধি, চিহ্ন (signs) এবং অভিবাদন-প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৩ নং দ্রঃ)

ইউনিয়ান জ্যাকের প্রস্তুত-প্রণালী এবং তাহা উত্তোলন করিবার ঠিক নিয়ম। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—২ নং দ্রঃ)

নিম্নলিখিত গ্রন্থি বন্ধনগুলি শিখিতে হয় : রিফ্ নট, শিট্ বেণ্ড, ক্লোভ হীচ, বোলাইন, ফিসারম্যান্স্নট, সীপশ্যাঙ্ক। কোন্ গ্রন্থি কোন্ কার্য্যে প্রযুক্ত হয় এবং দড়ির প্রান্ত কি প্রকারে হুইপ* করিতে হয় তাহাও শিক্ষা করিতে হইবে। (ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৮নং দ্রঃ)

বালক যদি পাগড়ী পরিধান করে, তবে খুব তাড়াতাড়ি এবং সুন্দররূপে (ফিট্ফাট করিয়া) পাগড়ী বাঁধাও অভ্যাস করিতে হইবে।

---

* (দড়িগুলির মুখের পাক খুলিয়া, দড়ি যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য অন্য সূতায় জড়াইয়া দড়ির মুখ বাঁধিয়া দেওয়াকে হুইপিং (whipping) বলে)।

যখন তুমি স্কাউট মাষ্টারকে দেখাইতে পারিবে যে তুমি এইগুলি শিখিয়াছ—উৎকৃষ্টরূপে অভ্যাস করিয়াছ—তখন তুমি স্কাউটরূপে গৃহীত হইবে, এবং তোমার কোটের বোতামের ঘরে অথবা যখন উর্দ্দী পরিবে তখন সার্টের বামদিকের বক্ষে স্কাউট নিশানা পরিধান করিবার অধিকারী হইবে।

স্কাউট-বিধি

পৃথিবী ব্যাপিয়া স্কাউটদের জন্য অলিখিত কতকগুলি নিয়ম আছে; স্কাউটগণ সেই অলিখিত নৈতিক বিধিসকল কাগজপত্রে মুদ্রিত রাজ-বিধির ন্যায় মান্য করিয়া চলে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই নৈতিক বিধিব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে! জাপানে "বুশিদো" (Bushido) অর্থাৎ প্রাচীন সামুরাই যোদ্ধগণের বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে ঠিক যেমন মধ্যযুগের নাইটগণের আইন-কানুন অর্থাৎ শিভেলরির নিয়ম ছিল। আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌গণের নিজের কতকগুলি মর্য্যাদাবিধি আছে। জুলুরা, ভারতবাসিগণ, য়ুরোপীয় জাতিসকল—সকলেরই স্ব স্ব প্রাচীন শাস্ত্রবিধি আছে।

বয়স্কাউটের জন্য নিম্নলিখিত বিধি রচিত হইয়াছে। স্কাউটরূপে গৃহীত হইবার সময় তোমরা সকলেই এই বিধিগুলি পালন করিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। সুতরাং এই বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় সকল কথা তোমাদের ভালরূপেই জানিয়া রাখা উচিত।

স্কাউটের আদর্শবাক্য :—

"প্রস্তুত থাক,"

ইহার অর্থ এই যে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তোমরা সর্ব্বদাই দেহ-মনে প্রস্তুত থাকিবে।

প্রত্যেক আদেশ যথাযথভাবে পালন করিবার অভ্যাস করিয়া মনকে সতত উদ্যত ও প্রস্তুত রাখ। অধিকন্তু কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে অথবা কোনও অভাবনীয় অবস্থা অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে ঠিক মুহূর্ত্তে ঠিক কোন্ কাজ করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া মনকে এইরূপ কাজের জন্য প্রস্তুত রাখ। আর তোমাদের ইচ্ছাশক্তিকেও কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে অনুকূল ও অনুগত কর।

দেহকে উদ্যত ও প্রস্তুত রাখ। নিজেকে শক্তিশালী এবং কর্ম্মশীল করিয়া, আর যেন ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে সমর্থ হও এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পার এরূপ ভাবে প্রস্তুত থাক।

স্কাউট-বিধি

(১) স্কাউটের আত্মমর্য্যাদা নির্ভরযোগ্য।

যদি কোন স্কাউট বলে, "আমার আত্মমর্য্যাদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা এই রূপ," তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা যথার্থই এইরূপ ; ঠিক যেন সে সবচেয়ে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তেমনি কোন স্কাউট কর্ম্মচারী যদি কোন স্কাউটকে বলেন, "তোমার আত্মমর্য্যাদার উপর নির্ভর করিয়া এই কাজের ভার তোমাকে দিতেছি" তবে সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া যথাসাধ্য যত্নের সহিত সেই আদেশ তাকে পালন করিতেই হইবে।

যদি কোন স্কাউট মিথ্যা কথা বলিয়া, অথবা তাহার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে যে কাজ করিতে আদেশ দেওয়া হয়, ঠিক আদেশের অনুরূপ তাহা সম্পাদন না করিয়া, তাহার আত্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে সেই স্কাউটকে তাহার ব্যাজ ফিরাইয়া দিতে ও তাহাকে এই ব্যাজ পুনরায় ধারণ না করিতে আদেশ দেওয়া যাইতে

পারে। স্কাউট দল পরিত্যাগ করিতেও তাহাকে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) স্কাউট তাহার রাজার প্রতি, তাহার দেশের প্রতি, তাহার উপরওয়ালা কর্ম্মচারীদের ও মাতাপিতার প্রতি, তাহাকে যে-ব্যক্তি কোনও কাজে নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি, অথবা তাঁহার অধীন জনগণের প্রতি সর্ব্বদাই বিশ্বাসী ও অনুরক্ত থাকিবে; সে সর্ব্বদাই সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে, অথবা যাহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও মন্দ কথা বলে তাহাদেরও বিরুদ্ধে নিষ্ঠার সহিত দণ্ডায়মান হইবে।

(৩) স্কাউটের কর্ত্তব্য অপরের কাজে লাগা এবং অপরকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করা। সে সর্ব্বাগ্রে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে, ইহাতে যদি তাহাকে তাহার আমোদ-প্রমোদ, আরাম ও বিশ্রাম, এমন কি নিজের নিরাপত্তাও পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে কুণ্ঠিত হইবে না। যদি কখন দুইটি বিষয় বা কাজ একই সঙ্গে উপস্থিত হয় এবং কোন্‌টি করণীয় সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে তখন স্কাউট নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবে "আমার কর্ত্তব্য কোন্‌টি?" অর্থাৎ "কোন্ কাজটি অন্য সকলের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর?" অন্যের পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ তাহাই সে করিবে। যে কোন সময়ে পরের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এবং আহত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার জন্য স্কাউট বালক সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে; এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে যেন প্রতিদিন অন্ততঃ একজনেরও কোনও-না-কোন প্রকারে হিতসাধন করিতে পারে।

(৪) স্কাউট সকলেরই বন্ধু এবং সামাজিক অবস্থা বা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে অন্যান্য সকল স্কাউটের ভাই।

যদি কোন স্কাউট অপর কোন স্কাউটের সাক্ষাৎ পায়, সম্পূর্ণ অপরিচিত

হইলেও সে তাহার সহিত কথা বলিবে, এবং সাধ্যানুসারে তাহার কোন কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায় হইবে, বা খাদ্যদ্রব্য দিয়া তাহার যে-কোন অভাব দূর করিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। কোন স্কাউটই কখনই অভিমানী বা ভদ্রম্মন্য (snob) হইবে না। ভদ্রম্মন্যেরা তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র লোককে অবজ্ঞা করে এবং নিজেদের অপেক্ষা ধনী লোককে অসূয়া করিয়া থাকে। স্কাউট অন্যকে যেমন দেখে সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ করে এবং তাহার কাছ থেকে যথাসম্ভব ভাল জিনিস নেবার চেষ্টা করে। স্কাউট বালক "কিম্"কে ভারতীয়গণ "খোকা বিশ্ববন্ধু" বলিয়া ডাকিত। প্রত্যেক স্কাউটকেই এই সুনাম অর্জ্জন করিতে হইবে।

(৫) স্কাউট শালীনতাসম্পন্ন অর্থাৎ সে সকলের সঙ্গেই ব্যবহারে ভদ্র ও প্রিয়ম্বদ, বিশেষতঃ নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং আতুর ও বিকলাঙ্গদের সম্বন্ধে সে শিষ্টাচারী। কাহাকেও সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য বা কোন প্রকার সাহায্যের জন্য সে কখনও পুরস্কার গ্রহণ করিবে না।

(৬) স্কাউট পশুপক্ষীরও বন্ধু। সে পশুপক্ষিগণকে সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও যাতনা হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিবে। বিনা কারণে তাহাদের প্রাণ বধ করিবে না, কারণ তাহারাও ভগবানের জীব।

(৭) স্কাউট মাতাপিতার, শ্রেণী-নায়কের এবং স্কাউট মাষ্টারের আদেশ অবিচারিতভাবে পালন করিবে। যদি এমনও হয় যে আদিষ্ট কর্ম্মটি স্কাউটের মনঃপূত হইতেছে না তথাপি সৈনিক ও নাবিকের ন্যায়, অথবা ফুটবল-খেলার ক্যাপ্টেনের আদেশ পালনের ন্যায় সেই আদেশ কর্ত্তব্য বোধেই পালন করিবে। আদেশ পালনের পরে সে সেই কার্য্যের বিরুদ্ধে তাহার যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু আদেশপ্রাপ্তি-মাত্রই তাহাকে তাহা পালন করিতেই হইবে। ইহাই হইল বিনীতি বা নিয়মানুগত্য।

(৮) স্কাউট সকল দুঃখ-বিপদের মধ্যে হাসিমুখে থাকে ও নাচে গায়। যখনই সে কোন কাজ করিবার আদেশ পাইবে তখনই তাহা প্রফুল্ল মনে ও স্ফূর্ত্তির সহিত সম্পাদন করিবে; কোন প্রকার গড়িমসির সহিত ভিজা-বিড়ালের মত করিতে যাইবে না।

স্কাউটগণ কোন প্রকার দুঃখকষ্ট গ্রাহ্য করে না, পরস্পরের প্রতি অভিযোগ করে না, অসুবিধায় পড়িয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে না, বরং হাস্যমুখে শিস্ দিতে দিতে কাজ করিয়া যায়।

যদিবা কোন দিন গাড়ী মিস্ করিয়া ব'স, বা কেউ তোমার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়া বসে (যদিও স্কাউটের আঘাত লাগিবার কোন স্থল থাকা উচিত নয়), অথবা যে কোন বিরক্তির কারণ তোমার ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ জোর করিয়া হাসিয়া ফেলিবে এবং গুন্ গুন্ করিয়া কোন সুর ভাঁজিতে থাকিবে। তাহা হইলেই দেখিবে তোমার মন অচিরে স্থির হইয়া গিয়াছে।

যদি কোন স্কাউট শপথ বা দিব্য উচ্চারণ করে, অথবা অপভাষা প্রয়োগ করে, তবে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিস্বরূপ এক এক মগ্ ঠাণ্ডা জল অপরাধীর জামার আস্তিন দিয়া অন্য স্কাউটরা ঢালিয়া দেয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ক্যাপ্টেন্ জন্ স্মিথ নামক একজন ব্রিটিশ স্কাউট এই দণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

(৯) স্কাউট মিতব্যয়ী হইবে। অর্থাৎ সে প্রত্যেকটি পয়সা বাঁচাইতে চেষ্টা করে এবং তাহা ব্যাঙ্কে রাখিয়া দেয়, যেন সে কোন দিন বেকার অবস্থায় পড়িলেও নিজের খরচ কুলাইয়া লইতে পারে, তার জন্য পরের গলগ্রহ হইতে না হয়; অথবা, প্রয়োজন হইলে, অন্যেরা যখন অভাবগ্রস্ত হয় তখন তাহাদেরও সাহায্য করিতে পারে।

(১০)। স্কাউটের বাক্য নির্ম্মল, কর্ম্ম নির্ম্মল, চিন্তা নির্ম্মল। অর্থাৎ

অশ্লীলভাষী নির্ব্বোধ বালককে সে অবজ্ঞা করে, এবং কোন প্রকার অপবিত্র কথা বলিবার, অপবিত্র কথা ভাবিবার ও কদর্য্য কিছু করিবার প্রলোভনের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করে না।

স্কাউট নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্র হৃদয় এবং পৌরুষসম্পন্ন।

স্কাউটের প্রতিজ্ঞা

দীক্ষাকালে দলের অন্যান্য সকলের সাক্ষাতে নবনিযুক্ত স্কাউটকে "স্কাউট প্রতিজ্ঞা" গ্রহণ করিতে হয়—

প্রতিজ্ঞাগুলি এই ঃ—

"আমি আমার আত্মমর্য্যাদার (সত্যানুরাগের) নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি সাধ্যানুসারে—

(১) পরমেশ্বর, রাজা, এবং স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিব।

(২) সকল সময়ে অপরের সাহায্য করিব।

(৩) স্কাউট-বিধি পালন করিয়া চলিব।

এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা খুব কঠিন; কিন্তু ইহা একটি অতি গুরুতর প্রতিজ্ঞা; যে এই প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ প্রাণপণ যত্ন না করে সে যথার্থ স্কাউট হইতে পারে না। প্রতিজ্ঞামাত্রই গুরুতর, কখনও ইহা ভঙ্গ করিতে নাই। কিন্তু যখন তোমরা আত্মমর্য্যাদার নামে কোন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর, তখন বরং মৃত্যুকে বরণ করিবে তবু তাহা ভঙ্গ করিবে না। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ যে স্কাউটিং শুধু তোমাদের জন্য আমোদের ব্যবস্থা নহে; ইহা তোমাদের নিকট হইতে অনেক কিছু দাবী করে। এবং আমি জানি যে স্কাউট-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য তোমরা যে যথাশক্তি চেষ্টা করিবে, সে-বিষয়ে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারি।

স্কাউটের অভিবাদন এবং রহস্য-সঙ্কেত

(স্কাউট নিশানার তিনটি শিখার অনুরূপ) তিনটি অঙ্গুলি তুলিয়া ধরাই স্কাউট অভিবাদন। ইহা স্কাউটকে তাহার তিনটি প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১) পরমেশ্বর, রাজা এবং স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য।

(২) অপরকে সাহায্য করা।

(৩) স্কাউট-বিধি পালন করা।

যাহারা স্কাউট ব্যাজ ধারণ করিবে তাহারা প্রতি দিনই একবার (প্রথম দেখা হওয়ামাত্র) পরস্পরকে অভিবাদন করিবে। পদমর্য্যাদা বিচার না করিয়া, যে যাহাকে প্রথম দেখিবে, সে-ই তাহাকে অগ্রে অভিবাদন করিবে। যখনই য়ুনিয়ন পতাকা উত্তোলিত করা হয়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, অথবা স্কাউট পতাকা বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন এবং সমুদয় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে স্কাউটগণ সর্ব্বদাই সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ অভিবাদন করিবে।

এই সকল অনুষ্ঠানের সময় স্কাউটগণ যদি উচ্চতন কর্ম্মচারীর আজ্ঞাধীন থাকে, তবে তাহারা অভিবাদন বা হুঁসিয়ারী (standing to the alert) বিষয়ে উক্ত উচ্চতন কর্ম্মচারীর আদেশমত কাজ করিবে। যদি কোন স্কাউট একাকী থাকে,—কোন আদেশের অধীন না থাকে,—তবে সে স্বাধীনভাবেই অভিবাদন করিবে। সকল স্থলেই উর্দ্দিপরা কর্ম্মচারীবৃন্দেরই অভিবাদন করা উচিত।

হাতে যখন লাঠি না থাকে, হাতের অভিবাদন চলে এবং সর্ব্বদাই ডান হাতে অভিবাদন করিতে হয়। যখন হাতে লাঠি থাকিবে, তখন

সে স্থলেই ১৯নং "কথায়" প্রদর্শিত চিত্রানুরূপ অভিবাদন করিবে এবং বাম হাতে স্কাউট সঙ্কেত প্রদর্শন করিবে। স্কাউটগণ উর্দ্দিপরিহিত থাকিলে, মস্তকে টুপি থাকুক বা না থাকুক অভিবাদন করিবে। কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই ইহার ব্যতিক্রম হইবে। তখন অভিবাদন না করিয়া স্কাউটগণ "হুঁসিয়ার" অবস্থায় দাঁড়াইবে।

দণ্ড হাতে অভিবাদনের রীতি হইতেছে, বাম বাহুখানা (কনুই হইতে আঙ্গুলের ডগা পর্য্যন্ত) শরীরের সম্মুখ দিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত চালাইয়া নিয়া ভূমির সমান্তরালভাবে স্থাপন করিবে ; এই অবস্থায় আঙ্গুলে স্কাউট-সঙ্কেত প্রদর্শিত হইবে, এবং আঙ্গুলের ডগা লাঠি স্পর্শ মাত্র করিবে।

একজন লোক একবার আমাকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল সে একজন ইংরাজ, অন্য যে-কোন ইংরাজের ন্যায় সে-ও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তথাকথিত কোন উচ্চতর ব্যক্তিকে অভিবাদনের জন্য একটা আঙ্গুলও তুলিবে না বলিয়া একটা বিশ্রী দিব্যও সে করিয়াছিল ; এবং বলিয়াছিল, গোলামের মত ভূমিতে নয় বার মাথা ঠেকাইয়া সেলাম করা তার দ্বারা হইবে না—কখনো না—ইত্যাদি।

এই ভাব নিতান্ত চাষাড়ে ভাব। স্কাউটের শিক্ষা লাভ করিয়া যাদের চরিত্র গঠিত হয় নাই, তাহাদের মধ্যেই এরূপ ভাব বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

আমি সেই লোকটির সহিত তর্ক করি নাই। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারিতাম, সেই ব্যক্তি অভিবাদন বিষয়ে ভুল ধারণাই পোষণ করিতেছে।

প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পর অভিবাদন ভদ্রতার নিদর্শন মাত্র। অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিতে পাওয়া ভদ্রতার একটা বিশেষ অধিকার।

প্রাচীনকালে ইংলণ্ডের সাধারণ গৃহস্থগণ সকলেই অস্ত্র লইয়া চলা-ফেরা করিত। দুইজনে পরস্পর দেখা হইলে, তাহারা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রদর্শন করিত যে তাহাদের হাতে অস্ত্র নাই এবং তাহারা বন্ধুরূপে মিলিত হইতে পারে। সেইরূপ অস্ত্রহীন কাহারও সাহত অথবা কোন মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অস্ত্রধারী ব্যক্তি অনুরূপ আচরণই করিত।

নফরগণের (বা ক্রীতদাসগণের) অস্ত্র লইয়া চলাফেরা করিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং তাহারা কোনরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়াই সাধারণ গৃহস্থগণের সম্মুখ হইতে চুপি চুপি সরিয়া পড়িত।

বর্ত্তমান কালে কেহই অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখে না। কিন্তু নাইট, জমিদার, সৈনিক পুরুষ প্রভৃতি যাহাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অধিকার আছে, অর্থাৎ যে-কোনও ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি ভোগ করিতেছে বা নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া লইতেছে এমন সকলেই হয় টুপিতে হাত তুলিয়া, না হয় টুপি খুলিয়া অভিবাদন করে।

পরান্নভোজীদের অভিবাদন করিবার অধিকার নাই। এই জন্য তাহারা সাধারণতঃ গৃহস্থ বা জীবিকা-উপার্জ্জনকারীদিগের দিকে দৃষ্টি না দিয়াই চুপিচুপি সরিয়া পড়ে।

তুমি যদি অন্যকে অভিবাদন কর, তাহাতে প্রকাশ পাইবে যে তুমি একজন সৎলোক এবং তোমার মনে অন্যের জন্য শুভেচ্ছা পোষণ কর। ইহাতে দাসত্বব্যঞ্জক কিছুই নাই।

যদি অপরিচিত কোন ব্যক্তি তোমাকে স্কাউট-সঙ্কেত প্রদর্শন করে, তবে তুমি সঙ্কেত প্রতি-প্রদর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। অতঃপর তাহার সহিত বাম হস্তে কর মর্দ্দন করিবে। ইহার পর যদি সে তাহার স্কাউট নিশানা প্রদর্শন করে, অথবা প্রমাণ করে যে সে একজন স্কাউট,

স্কাউট সহচররূপে ভ্রাতার মত তাহার সহিত ব্যবহার করিবে, এবং যে প্রকারে পার তাহাকে সাহায্য করিবে।

স্কাউটের দীক্ষা

স্কাউটরূপে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান।

স্কাউট মাষ্টার ও সহকারী স্কাউট মাষ্টারকে ঘেরাও করিয়া ঘোড়ার নালের আকারে ট্রুপকে সজ্জিত করিবে।

দীক্ষার্থী ও শ্রেণীনায়ক (প্যাট্রোল-লিডার) আবেষ্টন মধ্যে স্কাউট মাষ্টারের সম্মুখে দাঁড়াইবে। সহকারী স্কাউট মাষ্টারের নিকট দীক্ষার্থীর দণ্ড ও টুপি (যদি টুপি থাকে) থাকিবে। স্কাউটমাষ্টার তখন শ্রেণীনায়ক দীক্ষার্থীকে কেন্দ্রস্থলে আনিবে। স্কাউট মাষ্টার তখন জিজ্ঞাসা করিবেন: "তুমি কি জান তোমার আত্মমর্য্যাদা কি ?"

দীক্ষার্থী উত্তর করিবে; "হাঁ মহাশয়। ইহার অর্থ এই যে, আমাকে সাধু এবং সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন।" (অথবা এইরূপ অর্থবোধক কোন বাক্য ব্যবহার করিবে।)

"স্কাউট-বিধি কি তুমি জান ?" "হাঁ।"

তোমার আত্মমর্য্যাদার উপর নির্ভর করিয়া আমি কি বিশ্বাস করিতে পারি যে, তুমি সাধ্যানুসারে—

(১) পরমেশ্বর, রাজা ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে ?

(২) সর্ব্বদাই অপরের সাহায্য করিবে ?

(২) স্কাউট-বিধি পালন করিবে ?"

তখন দীক্ষার্থী স্কাউট সঙ্কেত প্রদর্শন করিবে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ট্রুপও তাহাই করিবে, এবং এই সময়ে বলিবে:—

"আমার আত্মমর্য্যাদার নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সাধ্যানুসারে—

(১) পরমেশ্বর, রাজা এবং স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিব।

(২) সর্ব্বদাই অপরের সাহায্য করিব।

(৩) স্কাউট-বিধি পালন করিব।"

স্কাউট মাষ্টার ঃ— "তোমার মর্য্যাদাজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমি বিশ্বাস করি, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। এখন হইতে তুমি সুমহৎ স্কাউট-ভ্রাতৃমণ্ডলীর একজন হইলে।"

সহকারী স্কাউট মাষ্টার (দীক্ষার্থী টুপি পরিলে) তখন তাহাকে টুপি পরাইয়া দিবেন এবং লাঠিও দিবেন। স্কাউটমাষ্টার বাম হস্তে দীক্ষার্থীর সহিত কর মর্দ্দন করিবেন।

দীক্ষাপ্রাপ্ত নব স্কাউট ট্রুপের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিবে।

ট্রুপও প্রত্যভিবাদন করিবে।

স্কাউট মাষ্টার আদেশ করিবেন, "(টু য়র প্যাট্রোল—কুইক্ মার্চ্চ)"— "তাড়াতাড়ি তোমার প্যাট্রোলে ফিরিয়া যাও দ্রুতপদে।"

ট্রুপ তাহাদের দণ্ড কাঁধে তুলিয়া ধরিবে এবং নূতন স্কাউটও তাহার শ্রেণীনায়ক মার্চ্চ করিয়া আপন শ্রেণীতে (প্যাট্রোল) যোগ দিবে।

প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবার সময় নূতন স্কাউট তাহার ডান হাত কাঁধের সমান উঁচু করিয়া রাখিয়া দাঁড়াইবে; তাহার করতল সম্মুখের দিকে প্রসারিত থাকিবে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখের উপর থাকিবে এবং তিন অঙ্গুলি উর্দ্ধমুখীভাবে সোজা খাড়া হইয়া থাকিবে।

ইহাকে "স্কাউট চিহ্ন" (scout sign) বলে। ইহা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সময় অথবা অভিনন্দনের সময় ব্যবহৃত হয়। যখন ইহা কপালে তুলিয়া ধরা হয়, তখন তাহাকে অভিবাদন (salute) বলে।

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৪র্থ

স্কাউটের উর্দ্দি,—সমর-সঙ্গীত—শ্রেণীপ্রথা—খেলাধূলা।

আমি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কনস্টেবল সঙ্ঘের অধিনায়ক ছিলাম তখন আমার অধীন সিপাইগণ যে-পোষাক পরিত, স্কাউটের উর্দ্দিও প্রায় তদনুরূপ। সিপাইগণ জানিত তাহাদের পক্ষে আরামদায়ক, কার্য্যোপযোগী পোষাক কি প্রকার; এবং কিরূপ পোষাকদ্বারা তাহারা রৌদ্রবৃষ্টির মধ্যে ভালরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে। সুতরাং স্কাউটগণের জন্যও প্রায় তদনুরূপ উর্দ্দি গ্রহণ করা হইয়াছে।

মস্তক হইতে আরম্ভ করিলে, স্কাউট স্বেচ্ছানুরূপ নগ্নশির থাকিতে, অথবা পাগড়ী কি শোলার টুপি পরিতে পারে। কিম্বা চওড়াপ্রান্তযুক্ত খাঁকি টুপি ব্যবহার করিতে পারে; ইহাতে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে বেশ ভালরূপেই আত্মরক্ষা করা যায়। টুপি সম্মুখে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে চারিটি দিকে টোল খাওয়া থাকে। তারপর স্কার্ফ বা গ্রীবাবস্ত্র। ইহা চতুষ্কোণ একটি বড় রুমাল, ইহাকে ত্রিভুজ আকারে পাট করা হয়, এবং শীর্ষ-কোণটি ঘাড়ের পেছন দিকে থাকে। প্রত্যেক গ্রুপের গ্রীবাবস্ত্রের বর্ণ পৃথক। যেহেতু তোমার গ্রুপের মর্য্যাদা গ্রীবাবস্ত্রের সহিত জড়িত, সেই জন্য তোমার নিজেরটিকে বিশেষ যত্নে পরিষ্কার ও পরিপাটী করিয়া রাখিবে। ইহা গলার কাছে একটি গিঁট বাঁধিয়া অথবা একটি ওগল্‌দ্বারা আটকাইয়া রাখা যায়। ওগল্ আংটির আকারে গঠিত একটি দ্রব্য—ইহা দড়ি, ধাতু, হাড় কি যে-কোন দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত করা যায়। অকস্মাৎ কোন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার প্রয়োজন হইলে, এবং মই ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার সময়, এই স্কার্ফ খুব কাজে লাগে।

স্কাউটগণকে চারি প্রকার রঙের সার্ট বা জার্সি পরিতে দেওয়া হয়, যথা—খাকী, ধূসর, নীল, সবুজ।

প্রত্যেক গ্রূপ নিজের সার্টের রঙ নিজেরাই পসন্দ করিয়া লইবে। এই সার্ট বা জার্সিগুলি সহজে ও ইচ্ছাখুসী হাত-পা নাড়ার পক্ষে ভারি চমৎকার। যখন আস্তিন পাট করিয়া গুটাইয়া লওয়া হয়, তখন তার মত আরামের জিনিস আর নাই। সকল স্কাউটই হাতের আস্তিন পাট করিয়া পরে। যদি খুব বেশী শীত না পড়ে, অথবা হাত রৌদ্রে ঝলসাইয়া না যায়, তাহা হইলে স্কাউটগণ সকলেই আস্তিন পাট করিয়া রাখে। ইহাতে এই বুঝায় যে স্কাউটগণ তাহাদের আদর্শ বাক্য "Be prepared" কার্য্যে পালন করিবার জন্য সততই প্রস্তুত আছে। সার্ট অথবা জার্সিতে তোমাদের নিশানাগুলি সেলাই করা থাকে। কিন্তু সার্ট অথবা জার্সি ধৌত করিতে দিবার পূর্ব্বে নিশানাগুলি খুলিয়া রাখিও; এবং পরে আবার সুন্দর করিয়া সেলাই করিয়া লইও।

সর্ট বা হাফ্ প্যাণ্ট নীল অথবা খাকী রঙের হইতে পারে। (স্কটলণ্ডীয় স্কাউটগণ তাহাদের স্বদেশীয় পোষাক কিল্ট এবং স্পোরান পরিতে পারে।) সর্ট পরিলে সহজে পদচালনা করা যায় এবং গায়ে সহজে বাতাস লাগে। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে, ভিজা মাটিতেও মোজা না পরিয়া ইচ্ছাখুসী চলিতে পারে। তাতে কাপড় ভিজিবে না। ভিজা কাপড় পরিয়া থাকা অতি বিপজ্জনক—তাহাতে সহজে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

যে-কোন প্রকারের সাদাসিধে মোজা পরিতে পার। গার্টার দিয়া মোজা বাঁধিয়া রাখিবে। গার্টারে সংযুক্ত সবুজ জিহ্বা মোজার উপর দিককার পাট-করা অংশের নীচ দিয়া বাহির করিয়া রাখিবে।

দণ্ড ছাড়া স্কাউটের সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয় না। দণ্ডটি তার সাজসজ্জার

অংশবিশেষ ; ইহা একটি মোটা ভারি লাঠি, দাঁড় করাইলে স্কাউটের নাকের সমান হয়, এতটুকু লম্বা। স্কাউট তার দণ্ডে ফুট এবং ইঞ্চির দাগ কাটিয়া লইবে। জনাকীর্ণ স্থানে ভিড় আটকাইয়া রাখিতে এবং সেতু প্রস্তুত করিতে এই লাঠিগুলি অতীব প্রয়োজনীয়। যদি সুবিধা-মত বাঁশ পাও, তোমার নিজের দণ্ড তুমি নিজে কাটিয়া লইতে পার; কিন্তু মনে রাখিও তৎপূর্ব্বে তোমাকে মালিকের অনুমতি লইতে হইবে।

নিশানা (ব্যাজ)

স্কাউটরূপে গৃহীত হইবার পর, উচ্চতর শ্রেণীতে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউটরূপে উন্নীত হইতে পার। ইহার জন্য তোমাকে অনেকগুলি কার্য্যোপযোগী বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল কেহই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউট থাকিতে চায় না। সুতরাং সামর্থ্য অর্জ্জন করিলেই তুমি প্রথম শ্রেণীর স্কাউট হইতে পারিবে। তার অর্থ শক্ত শক্ত কাজ করা, সাঙ্কেতিক বার্ত্তা পরিচালনা, মানচিত্র পাঠ, পর্য্যটন, আহতের পরিচর্য্যা, আরো কত কিছুর সামর্থ্য। এই সময়ে তোমরা তোমাদের খেয়ালী কাজের জন্য কৃতিত্বের নিশানা লাভ করিতে পার। এই সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ "নীতি, সংগঠন ও বিধানাবলী" (Policy, Organisation and Rules) নামক ছোট পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে। মুখ্যকার্য্যালয় হইতে এই পুস্তিকা প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়।

স্কাউটের সমর-সঙ্গীত

১। স্কাউটের সমতান সঙ্গীত। জুলুগণ তাহাদের সর্দ্দারের সাক্ষাতে এই গান গাহিত।

কুচকাওয়াজের সময় অথবা খেলায় ও সভা ইত্যাদিতে উৎসাহ ধ্বনি-রূপে ইহা চীৎকার করিয়া বলিতে হয়। যথাসময়ে গাওয়া প্রয়োজন।

লীডার ঃ ইয়েন্ গণিয়ামা—গণিয়ামা।

সমতান ঃ ইন্ ভূ—বু।
ইয়াঃ বো—ইয়াঃ বো
ইন্ ভূ-বু!

ইহার অর্থ—

লীডার ঃ "সে একজন সিংহ।"

সমতান ঃ "হাঁ, সে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে এক জলহস্তী"

২। স্কাউট সম্মেলন। অভিবাদনরূপে অথবা খেলায় কিংবা অন্য সময়ে চীৎকার করিয়া বলিতে হয়—

লীডার ঃ প্রস্তুত হও!

কোরাস্ ঃ জিংগা-জিং
বম্ ঃ বম্!

('বম্ বম্' বলার সময়ে কোন কিছুদ্বারা মাটীতে আঘাত করিবে।)

৩। স্কাউট আহ্বান—স্বরলিপি

স্কাউটরা পরস্পরের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিষ দিবে।

Songs for Scouts. Compiled by Sir Walford Davies for Wembley, 1924, and general use.

Price 6d. (Postage 2d.)

Songs for Scouts (2nd Series), Nos. 1to 12 Booklets each Containing eight songs. Price 1d each (Postage 2d),

পল রুবেন্‌সের অফিসিয়েল স্কাউট মার্চ্চিং সঙ্গীত "Be prepared"। (হেড কোয়ার্টারসে প্রাপ্তব্য) মূল্য ২ শিলিং (ডাকমাশুল ২ পেঃ)।

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

* * [প্রথম দৃষ্টিতে সমর-নৃত্য ও সমর-সঙ্গীতকে অর্থহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। বিশেষতঃ যাহারা কখনই বালকগণের শিক্ষার সংস্রবে আসেন নাই তাহাদের এরূপ ধারণা হইতে পারে। তবুও আত্মচেতনার সংশোধকরূপে ইহার বিশেষ মূল্য আছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আপনি যদি বালকগণের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা আনয়ন করিতে চান, তবে তার অর্থ হয়, বালকদিগকে তাহাদের অন্তরের বিকাশোন্মুখ শক্তিকে সর্ব্বদা সংযত করিয়া রাখিতে হইবে। এই শক্তি সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ চায়। সুতরাং মধ্যে মধ্যে ইহার প্রকাশের নিরাপদ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সমর-নৃত্য বেশ সংযত ভাবেই এই উদ্দেশ্য সাধন করে।

তদুপরি যে-চঞ্চল বালকেরা অপেক্ষাকৃত সুস্থির ও শান্ত বালকদের সহিত কোন প্রকারেই মিলিতে চায় না, তাহাদের নিকট সমর-নৃত্য খুবই আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বস্তু।

মিঃ টম্‌লিন্, দি হুলিগান্ টেমার (দুরন্তদিগের সায়েস্তাকারী) তাঁহার বালক জুটাইয়া বশ করেন শুধু অঙ্গচালনার সহিত সমতানে-গাওয়া জোরদার গানের ভিতর দিয়া।

প্রায় সকল স্কুল-কলেজেই তাহাদের "রা—রা—রা"—নামক কোরাস্ সঙ্গীত আছে। "ঝিঙ্গা-ঝিঙ্গা ঃ বোম্! বোম্!" তার একটা আদর্শ]**

শ্রেণীপ্রথা

প্রত্যেক ট্রুপ বা দলে প্রায় আটটি বালকের দ্বারা গঠিত এক একটি

করিয়া কয়েকটি শ্রেণী (প্যাট্রোল) থাকে। শ্রেণী প্রথায় মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্রের বিকাশ-কল্পে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যার বালককে প্রকৃত দায়িত্ব-পূর্ণ কাজের ভার দেওয়া। যদি স্কাউট মাষ্টার তাঁহার শ্রেণী-নায়ককে প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করেন, তাহার নিকট হইতে অনেক কাজ আদায় করিবার আশা করেন, ও তাহাকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেন, তাহা হইলে তাহাতে সেই বালকের যেটুকু চরিত্র বিকাশ হইবে, কোনরূপ স্কুলশিক্ষা-দ্বারাই তাহা কোনদিন হইবে না।

এই বিষয়ে পঞ্চায়েৎ বা কোর্ট অব অনারের কার্য্য অতি মূল্যবান্, যদি তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন।

স্কাউট মাষ্টার এবং শ্রেণী-নায়কদের দ্বারা এই পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়। ট্রুপ ছোট হইলে প্যাট্রল লীডারগণ এবং তাহাদের সহকারীগণের দ্বারা ('সেকেণ্ড' সকল দ্বারা) পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়। অনেক স্থলেই স্কাউট মাষ্টার বিচার-সভায় উপস্থিত থাকেন, কিন্তু কোন মত প্রকাশ করেন না।

পঞ্চায়েৎ পুরস্কার, অপরাধের শাস্তি, কাজের তালিকা, শিবির এবং ট্রুপ পরিচালনা সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করেন।

পঞ্চায়েতের সভ্যগণ কোর্টের সংবাদ গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। সমস্ত দলের সঙ্গে যার সম্পর্ক—যেমন কোনও পদে কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগের আদেশ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি—তাহাই শুধু সাধারণে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

বহুস্থলে শ্রেণীনায়কগণ নিজেরাই পঞ্চায়েৎ (কোর্ট অব অনার) গঠন করিয়াছে এবং স্কাউট মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে ট্রুপ পরিচালনা করিয়াছে।

শ্রেণী-নায়কদের প্রতি

আমি ইচ্ছা করি, নায়কগণ ভবিষ্যতে নিজেদের প্যাট্রোলের স্কাউট-গণকে সম্পূর্ণরূপে নিজেরাই শিক্ষা দিবে। কারণ তোমাদের প্যাট্রোলের প্রত্যেক বালকের সহিত তোমাদের যথার্থ যোগ হওয়া এবং তাহাদিগকে সুপুরুষরূপে গড়িয়া তোলা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। দলের মধ্যে দুই একটি বিশেষ প্রতিভাশালী বালক এবং অবশিষ্টেরা নিষ্কর্মার দল—এইরূপ শ্রেণী গঠন করিয়া লাভ নাই। যাহাতে সকল স্কাউটই বেশ ভাল বলিয়া গণ্য হইতে পারে—সেই চেষ্টা তোমাদিগকে করিতে হইবে। এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রধান কথা, তোমাদের নিজেদের দৃষ্টান্ত; কারণ তোমরা যাহা করিবে, তোমাদের অধীন স্কাউটগণও তাহাও করিবে।

স্কাউটগণকে দেখাও যে তোমরা আদেশ পালন করিতে পার—সেই আদেশ বাচনিক হউক অথবা মুদ্রিত বা লিখিত কোন নিয়ম প্রণালীই হউক; তোমাদের স্কাউটমাষ্টারগণ উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, তোমরা সকল সময়েই আদেশ পালন করিয়া থাক। দেখাও যে তোমরা সকল রকমের শিল্পকাজ করিয়া পারদর্শিতার নিশানা লাভ করিতে পার; দেখিবে তোমাদের স্কাউটগণও সহজেই—বিনা প্ররোচনায় তোমাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

কিন্তু এইটুকু মনে রাখিবে যে তাহাদিগকে সকল কাজ শুধু ধরাইয়া দিবে, ঠেলিয়া চালাইবে না।

প্যাট্রোল-সঙ্কেত

যে-স্থানে ট্রুপ গঠিত হয়, সেই স্থানের নামে ট্রুপের নাম রাখা হয়। ট্রুপের অন্তর্ভুক্ত প্রতি প্যাট্রোলের নামই কোন জন্তর নামে রাখা হয়।

যে-অঞ্চলে যে-ট্রুপ গঠিত হইবে, সেই অঞ্চলে যে-সকল পশুপক্ষী পাওয়া যায়, তাহাদের নামে প্যাট্রোলের নাম রাখাই সমীচীন। যেমন ৩৩শ নং বোম্বাই ট্রুপ চারিটি প্যাট্রোলদ্বারা গঠিত হইতে পারে, যথা—গাংচিল, বাজ, দাঁড়কাক, ষাঁড়।

প্যাট্রোলের অন্তর্গত প্রতি স্কাউটের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা থাকিবে—প্যাট্রোল লীডার ১নং; তাহার সহকারী ২নং এবং তৎপর স্কাউটগণ যথাক্রমিক সংখ্যায় পরিচিত হইবে। স্কাউটগণ সাধারণতঃ দুই দুইজনে মিলিয়া কাজ করে—৩ ও ৪ সংখ্যকে এক যোড়া, ৫ ও ৬, এবং ৭ ও ৮ সংখ্যকে বিভিন্ন যোড়া।

প্রত্যেক প্যাট্রোল দল আপন নীতিবাক্য (motto) বাছিয়া লইবে। প্যাট্রল যে-জীবের নাম গ্রহণ করিবে, সাধারণতঃ সেই জীবের অনুরূপ করিয়া মূলমন্ত্র (motto) রচিত হয়।

প্যাট্রোলের প্রত্যেক স্কাউটকে তাহার প্যাট্রোল-নির্দ্দেশক জীবের কণ্ঠ-স্বর (ডাক) অনুকরণ করিয়া সেই ধ্বনি উচ্চারণ করা শিখিতে হইবে। অর্থাৎ "বাজ"-নামীয় প্যাট্রোলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক স্কাউটকে বাজপাখীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া ধ্বনি করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। লুক্কায়িত থাকিলে অথবা রাত্রিতে এই ধ্বনির সাহায্যেই পরস্পরের সংবাদ লইতে হয়। কোন স্কাউটকেই আপন প্যাট্রোলের ডাক ব্যতীত অন্য প্যাট্রোলের ডাকের অনুকরণ করিতে দেওয়া হয় না। যে-কোন সময় প্যাট্রোল-লীডার হুইসেল দ্বারা এবং প্যাট্রোলধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তাহার প্যাট্রোলকে আহ্বান করিতে পারে।

যখন কোন স্কাউট, অন্য স্কাউট যাহাতে চিহ্ন পরিচয় করিতে বা পড়িতে পারে এমন ভাব মাটীতে দাগ দেয়, তখন সেই দাগের সহিত "প্যাট্রল-জীবের" মস্তকও অঙ্কিত করে। যেমন যদি কোন স্কাউট

প্রদর্শন করিতে চায় যে কোন একটি বিশেষ রাস্তা দিয়া গমনাগমন করা উচিত নহে; তবে সে-রাস্তায় "এই পথে যাইও না" এই বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করিবে এবং কে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে দেখাইবার জন্য প্যাট্রোল-জীবের মস্তক অঙ্কিত করিবে এবং এই মস্তকের বামদিকে স্কাউটের নিজের সংখ্যা লিখিয়া রাখিবে। তাহাতে বেশ জানা যাইবে, কোন্ স্কাউট এই পথের কথা আবিষ্কার করিয়াছে। যথা—

প্রত্যেক প্যাট্রোল-লীডারের লাঠির উপর একটি সাদা ছোট নিশান থাকে। এই নিশানের দুই দিকে তাহার "প্যাট্রোল-জীবের" মস্তক অঙ্কিত থাকে। যে-স্কাউট যে প্যাট্রোলদলের অন্তর্ভুক্ত, তাহাকে অনুরূপ সঙ্কেত অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিতে হইবে।

* * [বালি অথবা কাদায় ছড়ি দ্বারা এই অঙ্কন অভ্যাস কর। কেহ যেন খড়ি মাটি দ্বারা প্রাচীর গাত্রে অথবা সিংদরজার স্তম্ভে কিছু অঙ্কিত না করে,—এই বিষয় সকলকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে।] * *

স্কাউটগণ পথ পরিচয়ের জন্য নিম্নলিখিত সঙ্কেত ব্যবহার করে ঃ—

দগ্ধবৃক্ষ প্রস্তর গুল্ম ঘাস চিহ্ন

এই সকল চিহ্নের অর্থ "এই দিকে যাও"।

এই সকল চিহ্নের অর্থ "ডান দিকে ঘুর"।

দগ্ধবৃক্ষ

প্রস্তর

গুল্ম

ঘাস

চিহ্ন

এই দিকে জল

কয়েকটি প্যাট্রোল সঙ্কেত ও ডাক

কুমীর (অ্যালিগেটর)

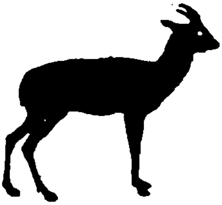
হরিণ (অ্যান্টিলোপ)

মুষিক (ব্যাজার)

বাদুর

ভালুক

বীভার

বীটার্ণ

(কালপাখী)

মহিষ

ষাঁড়

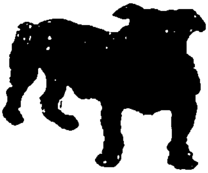
বুলডগ (কুকুর)

ক্যাপার কাইল্‌জি

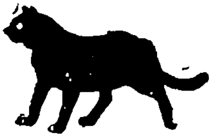
বিড়াল

(কোব্রা)

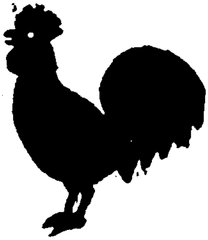
মোরগ

(কোকিল)

কার্ল্যু

ঘুঘু (পায়রা)

ঈগল

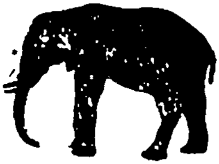

হাতী

খেঁকশিয়াল

গার্গানি

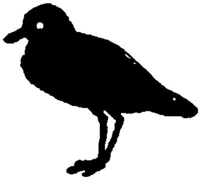

স্বর্ণ প্লোভার

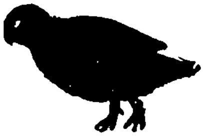

গ্রাউজ

বাজ

বক

হিপ্পো

ঘোড়া

হাউণ্ড (কুকুর)

হায়েনা

শিয়াল

ক্যাঙ্গারু

কিংফিসার

সিংহ

নেউল

নাইটজার

ওট্টার

পেচক

প্যান্থার (বাঘ)

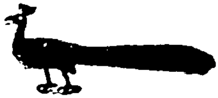
ময়ূর

পীওইট্

ফেজেণ্ট

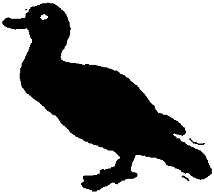
পোচার্ড

ভেড়া রামছাগল

রেটল্ সাপ

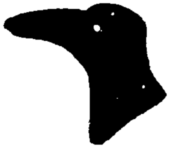
দাঁড়কাক

গণ্ডার

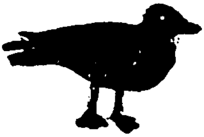
গাংচিল (sea-gull)

সীল

স্প্রিংবোক

কাঠবিড়াল

হরিণ

ষ্টোন্‌চ্যাট

সারস

হাঁস

সুইফট্ (তীরবেগী)

বাঘ

উইজিওন

বন্যবরাহ

নেকড়ে বাঘ

কাঠঠোক্‌রা

বন্য কপোত

পঠিতব্য পুস্তক

"Patrol Calls and Signs" by H. Mortimer Batten.
Price 1s. 6d. nett Postage 3d.

রাস্তার ডান হাতের দিকে প্রাচীরে অথবা মাটি প্রভৃতিতে স্কাউট সঙ্কেত চিহ্ন অঙ্কিত করিবে। যে-স্থানে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তির ক্ষতি করে অথবা তাহাকে বিকৃতাকার করে, তাহাতে কখনই সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত করিবে না।

এই রাস্তায় যাওয়া উচিত।

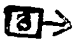 তীরের নির্দ্দেশিত দিকে তিন পদ দূরে চিঠি লুক্কায়িত আছে।

এই পথে যাইবে না।
"আমি বাড়ী গিয়াছি।"

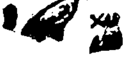 (স্বাক্ষর) ১৫শ লক্ষ্ণৌ ট্রুপের "দাঁড়কাকের" প্যাট্রোল লীডার।

রাত্রিকালে কতকগুলি ছড়িতে ঘাস বাঁধিয়া অথবা প্রস্তর একত্রিত

করিয়া এইভাবে রাখিবে, যেন তাহা হাতে অথবা খালি পায়ে স্পর্শ করিলে অনুভব করা যায়।

* * [এইগুলি অভ্যাস কর] * *

স্কাউটের খেলা

স্কাউটের সঙ্গে স্কাউটের সাক্ষাৎ

সহরে বা পল্লীতে

এক এক জন বা এক এক শ্রেণী (প্যাট্রোল) বা এক এক জোড়া স্কাউটকে নিয়া অপরের দুই মাইল দূরে স্থাপন করিবে। তারপর কোন রাস্তার পাশ দিয়া সন্তর্পণে চলিয়া তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। অথবা অন্য দলের ঠিক পশ্চাতে রহিয়া একটা কোন উচ্চ পাহাড় বা বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া মধ্যস্থানের চিহ্নিত ভূমির উপর দিয়া দুই দল দুই দিকে এমন ভাবে চলিবে যেন তাহারা অবশেষে মিলিত হইতে পারে। যে প্যাট্রোল অন্য দলকে প্রথম দেখিতে পাইবে, তাহারই জয় হইবে। এক দল প্যাট্রল যে অন্য দলকে দেখিতে পাইয়াছে, তাহা মধ্যস্থকে (umpire) জানাইবার জন্য, প্যাট্রোল লীডার তাহার নিশান এমনভাবে তুলিয়া ধরিবে, যাহাতে মধ্যস্থ ব্যক্তি তাহার নিশান দেখিতে পান, এবং তৎসহ সে তাহার হুইসেল বাজাইবে। প্যাট্রোলের সকল স্কাউটই যে একত্র থাকিবে তাহা নহে; কিন্তু দলের স্কাউটগণের পক্ষে তাহাদের নেতার সহিত, সঙ্কেত, শব্দ বা খবরাখবর দ্বারা যোগ-রক্ষার বন্দোবস্ত রাখা ভাল। যে প্যাট্রলের যে-কোন স্কাউট বিপক্ষ-দলের কাহাকেও দেখিবামাত্র তাহার নেতাকে খবর দিতে পারে।

কারণ যে-দল সর্ব্বপ্রথম নিশান প্রদর্শন করিবে, সেই জয়লাভ করিবে।

স্কাউটগণ বৃক্ষে আরোহণ করা অথবা গাড়ীর ভিতরে লুকাইয়া থাকা প্রভৃতি যে-কোন কৌশল অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে অনুমতি না লইয়া কেহই ছদ্মবেশ ধারণ করিবে না।

এই খেলা রাত্রিতেও অভ্যাস করা যায়।

সংবাদবাহী

নিকটবর্ত্তী সর্ব্বজনবিদিত কোন সহর বা জেলার ডাকঘরে অথবা কোন বিশেষ স্থানে, একটি চিঠি লইয়া যাইবার জন্য কোন স্কাউটকে প্রেরণ করিবে। সে সেখানে গিয়া চিঠিতে সীলমোহর দ্বারা দাগ বসাইয়া তাহা ফিরাইয়া লইয়া আসিবে। লীডার অন্য স্কাউটগণকে সেই ডাক-ঘরে যাইবার সমুদয় পথে-ঘাটে স্থাপন করিবে; ইহারা সংবাদবাহীকে ডাকঘরে যাইতে বাধা দিবে। কিন্তু কোন স্কাউটই ডাকঘর হইতে দুই শত গজের মধ্যে আসিতে পারিবে না। প্রেরিত স্কাউট যে-কোন ছদ্মবেশ ধরিতে পারে অথবা তাহার ইচ্ছামত যে-কোন যানবাহনে চলিতে পারে।

গ্রাম্য অঞ্চলেও এই খেলা খেলিতে পারা যায়। সেখানে ডাকঘর না থাকিলে কোন বিশেষ বাড়ী অথবা বিশেষ স্থানে সংবাদবাহী স্কাউটকে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

কিমের খেলা

এক খানি থালা বা রেকাবীর উপর অথবা টেবিলের উপর কি ঘরের মেজেতে ২০।৩০ রকমের ছোট ছোট জিনিস রাখ; যেমন দুই তিন রকমের বোতাম, পেন্সিল, ছিপি, নেকড়া, সুপারি বা বাদাম,

ছোট ছোট পাথর বা নুড়ি, ছুরি, দড়ি, ফটো ইত্যাদি যে-কোন জাতীয় ছোট জিনিস রাখিতে পার। অতঃপর তাহা একখানা কাপড় কি অন্য দ্রব্য দিয়া ঢাকিয়া ফেল।

এই সকল জিনিসের একটি তালিকা প্রস্তুত কর, এবং এই তালিকার সম্মুখের দিকে প্রত্যেক বালকের উত্তরের জন্য স্তম্ভ প্রস্তুত কর। এই তালিকা-প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ

বস্তু	রাম	সিদ্দিক	স্মিথ	ফিরোজ	রায়	দাস
আক্রোট···						
বোতাম···						
কাল বোতাম···						
লাল নেকড়া···						
হলদে নেকড়া						
কাল নেকড়া···						
ছুরি···						
লাল পেন্সিল···						
কাল পেন্সিল···						
ছিপি···						
গিঁঠ দেওয়া দড়ি···						
সাদা দড়ি···						
নীল মালা···						

এক মিনিটের জন্য ঢাক্‌না (বা আবৃত বস্ত্র) খুলিয়া রাখ। ঘড়ি না থাকিলে "কুইক মার্চ্চের" অনুরূপ করিয়া একশত কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া পুনরায় দ্রব্যগুলি ঢাকিয়া ফেল।

তারপর প্রত্যেক বালককে পৃথকভাবে ডাকিয়া আন এবং সে যতটি দ্রব্যের নাম মনে রাখিয়াছে, সেইগুলি তোমার কাণে কাণে বলিতে দাও এবং তাহার নামের নীচে সেইগুলি দাগ দিয়া রাখ।

যে-বালক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দ্রব্যের নাম বলিতে পারিবে তাহারই জয় হইবে।

মর্গ্যানের খেলা

[একবিংশতি ডাব্লিন কোং বয়েজ ব্রিগেড নিম্নলিখিত খেলা খেলিতেছিল।]

যেখানে অনেকগুলি বিজ্ঞাপন একস্থানে পাশাপাশি আঁটিয়া রাখা হইয়াছে, সেখানে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি দাঁড়াইবেন। তারপর কিছু দূর হইতে স্কাউটগণকে তথায় দৌড়িয়া যাইতে আদেশ করা হইবে। মধ্যস্থ ব্যক্তি তাহাদিগকে এক মিনিট কাল বিজ্ঞাপনগুলি দেখিতে দিবেন। অতঃপর স্কাউটগণ দৌড়াইয়া হেড্‌কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিবে এবং বিজ্ঞাপনে লিখিত বিষয়গুলি উপদেষ্টার নিকটে বলিবে। যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিতে পারিবে সে-ই জয়লাভ করিবে।

আলোচনা-সভা, বিচার-আদালত ইত্যাদি

শীতকালে সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবঘরে অবসররঞ্জনের সুন্দর অনুশীলনরূপে সাময়িক ও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী কোন বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া, আলোচনা বা বিতর্ক সভার আয়োজন হইতে পারে। তাহাতে উপদেষ্টা

সভাপতির কার্য্য করিবেন। দুইজন বক্তা পূর্ব্ব হইতেই তৈরী হইয়া আসিবে; একজন বিষয়টির অবতারণা করিবে ও তাহার একটা দিক্ হইতে বক্তৃতা করিবে; অপরে তার বিপরীত দিক্‌টা সমর্থন করিবে। ইহাদের দুইজনের বক্তৃতা শুনিয়া যথাক্রমে এক একজন করিয়া অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য অন্যান্য স্কাউটগণকে উপদেষ্টা আহ্বান করিবেন। এবং অবশেষে উপদেষ্টা পক্ষাপক্ষের মত (vote) সংগ্রহ করিবেন।

যে-বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে, তাহা যদি স্কাউটগণের প্রকৃত চিত্তাকর্ষক না হয়, এবং আত্মবিস্মৃত করিয়া তাহাদিগকে আলোচনায় টানিয়া নিতে না পারে, তবে প্রথমতঃ তাহারা বক্তৃতা করিতে লজ্জা ও সঙ্কোচবোধ করিবে।

এই দুই একটি বিতর্ক সভার পরে তাহারা আপনাদের শক্তির উপর অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইতে পারিবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিবে। প্রকাশ্য সভা সমিতিতে যে-কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হয়, তাহা নিজেই সংগ্রহ করিয়া বালকগণ শিখিয়া লইতে পারিবে—যেমন কি ভাবে কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে হয়, কিরূপে সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করিতে হয় ও সভাপতির আদেশ (ruling) পালন করিতে হয়, ভোট দিতে হয়, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে হয় প্রভৃতি।

মধ্যে মধ্যে বিতর্ক সভার বদলে বালকগণের মনে রুচি ও বৈচিত্র্য জন্মাইবার জন্য বিচারাদালতের অভিনয় করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত বৃদ্ধার হত্যাকাণ্ড লইয়া বিচারের অভিনয়।

উপদেষ্টা নিজেই নিজেকে বিচারপতি নিযুক্ত করিবেন এবং নিম্ন-

লিখিতভাবে বালকগণের মধ্যে অভিনয়ের পাঠ বিভক্ত করিয়া দিবেন ঃ—

কয়েদী……উইলিয়াম উইন্টার।

সাক্ষী……রাখালবালক রবার্ট হাইণ্ডমার্শ।

„……পুলিস কনেষ্টবল।

„……গ্রামবাসী।

„……একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক (মৃতা স্ত্রীলোকটির বন্ধু)।

উকীল……কয়েদীর পক্ষে।

„……বাদীর পক্ষে।

ফোরম্যান এবং জুরী (যথেষ্ট সংখ্যক স্কাউট উপস্থিত থাকিলে)।

যথাসম্ভব বিচার-আদালতের নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এই বিচার অভিনয় করিবে। প্রত্যেকেই যেন নিজের বুদ্ধি ও কল্পনার আশ্রয় করিয়া আপন আপন সাক্ষ্য, বক্তৃতা, জেরা ইত্যাদি নিজেই প্রস্তুত করে। মূল গল্পের অনুসরণক্রমে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হইবে। তবে তাহাতে অধিকতর সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃততর বিবরণ দিতে হইবে।

বাদীপক্ষ যদি জুরীর নিকটে উপযুক্তরূপে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারে তবে আসামী কয়েদীকে দোষী সাব্যস্থ করিবে না।

** [বালকগণ যাহাতে এই গল্প হইতে রাখাল বালক হাইণ্ডমার্শ কিরূপে যথাযথভাবে স্কাউটের করণীয় প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করিয়াছিল, এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে, এমনিভাবে বিচারক বিচারে প্রতিপন্ন বিষয়ের সারমর্ম্ম জুরীদিগকে সমঝাইয়া দিবেন।] * *

পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়া অভিনয়

এক ছোট সোজা অভিনয়ের গল্পের মর্ম্ম বালকগণকে বলিয়া দাও। প্রত্যেক অভিনেতাকে বলিয়া দাও, সে কোন্ অংশ অভিনয় করিবে এবং কি ভাবেই বা তাহার ভাবটি প্রকাশ করিবে। তারপর তাহাদিগকে অভিনয় করিতে দাও ও তাহাদের কথাবার্ত্তার আবশ্যকমত ভুল শোধরাইয়া দাও।

ইহাতে বালকগণের কল্পনাশক্তি এবং মনের মধ্যে যেসব ভাব প্রচ্ছন্ন আছে তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ইহা শিক্ষাদানের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

এইরূপে অভিনয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত হইবে না। প্রথমতঃ দুই তিনটি অভিনেতাকে কোন এক বিশেষ বিষয়ে, কোন এক বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে দিবে। তাহারা নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করিয়া নিজেরাই বাক্য রচনা করিবে।

আমি জানি ভারতীয় বালকেরা এইরূপ অভিনয় করিতে বিশেষ পরিপক্ক। আমি মাদ্রাজে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য অভিনয় দেখিয়াছি।

স্কাউটের সমর-নৃত্য

স্কাউটগণ একশ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে ও নেতা তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে; প্রত্যেকের ডান হাতে লাঠি থাকিবে এবং বাম হাত পরবর্ত্তী ব্যক্তির কাঁধের উপর থাকিবে।

নেতা 'ইয়েন গণিয়ামা' গাহিবে; স্কাউটগণ কোরাস্ গাহিবে এবং

গানের বিলম্বিত তানের সময় সমতালে মাটীতে পদাঘাত করিয়া এক সঙ্গে কয়েক পদ অগ্রসর হইবে।

গানের দ্বিতীয় আবৃত্তির সময় আবার তাহারা পিছাইয়া আসিবে।

তৃতীয়বার গান গাহিবার সময় সকলে পূর্ব্বের মত কাঁধে কাঁধে হাত রাখিয়া বামাবর্ত্তন করিবে এবং বৃহৎ বৃত্তাকারে ঘুরিয়া চলিবে। বৃত্তটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোরাস্ পুনঃপুনঃ গাহিবে।

অতঃপর তাহারা এক প্রশস্ততর বৃত্তাকারে দাঁড়াইবে। বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে একজন অগ্রসর হইয়া সমর-নৃত্যের ভঙ্গীতে দেখাইবে—কিরূপে সে তাহার একজন শত্রুকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কি প্রকারে তাহার সহিত লড়াই করিল। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত লড়াই কি কি আকার ধারণ করিয়াছিল এবং শেষে কি প্রকারে শত্রু নিহত হইল—মূক অভিনয়ের দ্বারা সে তাহা দেখাইবে। অন্যান্য স্কাউটগণ এই সময়ে 'ইয়েন গণিয়ামা' কোরাস্ গান করিবে এবং নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিবে। লড়াই শেষ হওয়া মাত্র নেতা "প্রস্তুত হও" ('Be prepared') কোরাস্ আরম্ভ করিবে। যে-স্কাউট নৃত্য করিল, তাহার সম্মানার্থে সকলে মিলিয়া "প্রস্তুত হও" কোরাস্ তিনবার গাহিবে।

অতঃপর তাহারা পুনরায় "ইয়েন্ গণিয়ামা" আরম্ভ করিবে এবং অন্য একজন স্কাউট বৃত্তের মধ্যে গমন করিয়া মূক অভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শন করিবে—কিরূপে সে চুপি চুপি অনুসরণ করিয়া একটি বন্য মহিষ বধ করিয়াছিল। শিকারী অভিনেতা যে সময় হামাগুড়ি দিয়া জন্তুটির অনুসরণ করিবার অভিনয় করিবে, তখন অন্যান্য স্কাউটগণ নুইয়া পড়িবে এবং খুব আস্তে আস্তে কোরাস্ গাহিবে। অবশেষে শিকারী যখন জন্তুটির নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন স্কাউটগণও একসঙ্গে লাফ দিয়া উঠিয়া নৃত্য করিবে এবং উচ্চৈঃস্বরে কোরাস্ গাহিবে। শিকারী যখন জন্তুটিকে

বধ করিয়া ফেলিবে তখন নেতা পুনরায় শিকারীর সম্মানার্থ "প্রস্তুত হও" কোরাস্ ধরিবে ; স্কাউটগণ তাহা তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং "বোম্, বোম্" বলিয়া পদক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডপ্রান্ত দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিবে। তৃতীয় আবৃত্তির অন্তে "বোম্, বোম্" দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হইবে।

তারপর বৃত্তটি ছোট করা হইবে। অর্থাৎ স্কাউটগণ প্রারম্ভের ন্যায় নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইবে, কাঁধ ধরিয়া বামাবর্ত্তন করিবে এবং "ইয়েন্ গণিয়ামা" গান করিতে করিতে সরিয়া আসিবে। অথবা সরিয়া আসিতে ইচ্ছা না হইলে "বোম্, বোম্" উচ্চারণ করিয়া অভিনয় শেষ করিবে।

"ইয়েন্ গণিয়ামা" গানটি খুব স্ফূর্ত্তির সহিত ও উচ্ছ্বাসভরে গাহিবে। গুন্ গুন্ স্বরে শোকসঙ্গীতের মত গাহিবে না।

একটি ভারতীয় খেলা

সুখাদি (sukhadi)

"এইটা" (It) পাইবার জন্য খেলোয়াড়গণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহাদের লাঠির একপ্রান্ত হাতে ধরিয়া রাখিবে এবং অন্য প্রান্ত একটু সম্মুখের দিকে, বাঁকানোভাবে মাটীর উপর ভর করিয়া রাখিবে। অতঃপর তাহারা তাহাদের লাঠিগুলিকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া ছুড়িবে। যাহার লাঠি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে যাইবে সে-ই "এইটা" (It) হইবে।

তখন তাহার লাঠিটি মাটীতে রাখা হইবে। অপর স্কাউটগণ তাহাদের দুই হাতে আপন আপন লাঠির একপ্রান্ত ধরিবে এবং "এইটা"র

(Itএর) লাঠির চারিদিকে আপন আপন লাঠির অন্য প্রান্ত চালনা করিবে—যাহাতে "এইটা"র (Itএর) লাঠিকে ঠেলিয়া বা ঘুরাইয়া টস্ (toss) দেওয়া যায়। এই সময় "এইটা" (It) অন্য কোন খেলুড়িয়াকে স্পর্শ (tag) করিতে চেষ্টা করিবে। আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অপর বালকগণ তাহাদের লাঠির প্রান্ত নিকটস্থ কোন পাথরের উপর সংস্থাপিত করিবে। যাঁহার লাঠি এই নিরাপদ স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে এমন কোন বালককে যদি "এইটা" (It) ছুঁইতে পারে, তবে দ্বিতীয় বালক তাহার লাঠি মাটিতে রাখিবে ও "এইটা" (It) হইবে, এবং প্রথম "এইটা (It) খেলুড়িয়া হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যাম্প-অভিযান

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৫ম

মুক্ত স্থানে জীবন-যাপন

বনে জঙ্গলে মঠে বাস—অনুসন্ধান ও আবিষ্কার-কার্য্য—নৌকা-চালনা—পর্ব্বতারোহণ ও অবতরণ—পাহারা দেওয়া—রাত্রির কাজ—উত্তর দিক্ নির্ণয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু এবং সোয়াজী সম্প্রদায়ের বালকগণ মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার পূর্ব্বে স্কাউটিং শিক্ষা গ্রহণ করে। তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী এইরূপ :—যখন কোন বালকের বয়স ১৫।১৬ বৎসর হয়, তখন গ্রামের পুরুষগণ তাহার গায়ের সমস্ত কাপড় খুলিয়া তাহাকে উলঙ্গ করে, এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ সাদা রঙে রঞ্জিত করিয়া দেয়। তাহার হাতে একখানা ঢাল এবং একটি এশিগায় অর্থাৎ একটি ছোট বর্শা দেওয়া হয় ; এবং তাহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বলা হয়, যতদিন তাহার গায়ে সাদা রঙ থাকিবে ততদিনের মধ্যে যদি অন্য কেহ তাহাকে ধরিতে পারে, তবে তাহাকে বধ করা হইবে। সুতরাং সেই বালককে জঙ্গলে ও পাহাড়ে-পর্ব্বতে চলিয়া যাইতে হয় এবং যতদিন তাহার গায়ের রঙ আপনা-আপনি ছুটিয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত

নিজেকে অন্যের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিতে হয়। শরীর হইতে এই রঙ মুছিয়া যাইতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। সুতরাং এই সময় বালককে নিজেই নিজের খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। তাহার একমাত্র "এশিগাই"র সাহায্যে সে শিকারের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, পশু বধ করে এবং ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটে। মৃগয়ালব্ধ মাংস রন্ধন করিবার জন্য, তাহাকে শুকনো কাঠের খণ্ড সকল পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে হয়; পশুচর্ম্ম দ্বারা তাহাকে তাহার গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিতে হয়, এবং তাহাকে শিক্ষা করিয়া লইতে হয়—বনের কোন্ জাতীয় ফলমূল, পাতা-সব্জী ইত্যাদি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এইরূপে সংগ্রাম করিয়া যদি সে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহাকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় অথবা বন্যজন্তু দ্বারা নিহত হইতে হয়; যদি সে আপন জীবন রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং পথ খুঁজিয়া নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে সে তাহার গায়ের রঙ মুছিয়া গেলে গ্রামে ফিরিয়া আসে—তখন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ আনন্দোৎসবে তাহাকে গ্রহণ করে। সে তখন জাতি বা সম্প্রদায়ের যোদ্ধা হইবার জন্য অনুমতি পায়, কারণ সে যে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তার প্রমাণ সে দিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার যাগ্‌হান (Yaghan) সম্প্রদায়ের বালকেরা শীত-প্রধান ও বর্ষা-প্রধান পেটাগণিয়া প্রদেশে বাস করিয়াও কোন বস্ত্র পরিধান করে না। মানুষ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, তাহাদিগকে একটি বিশেষ সাহসের কার্য্য করিতে হয়। অর্থাৎ আপন উরুদেশে একটি বর্শা গভীরভাবে বসাইয়া দিতে হয়, এবং সেই যাতনার মধ্যেও তাহাকে হাসিতে হয়।

পরীক্ষাটি নিষ্ঠুর। কিন্তু ইহা হইতে এই দেখা যায় যে, বালকদিগকে পৌরুষ শিক্ষা দেওয়া এবং নিস্তেজ উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া পরের হাতের দিকে চাহিয়া থাকিতে না-দেওয়া যে কত প্রয়োজনীয়, এই অসভ্য জাতিও বোঝে।

স্কাউটরূপে যে-শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব বালকগণের পৌরুষের অভাব পূর্ণ করা। যদি প্রত্যেক বালক এই পৌরুষ লাভ করিবার জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করে এবং যে যে বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করা হয়, সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে শিখিয়া লয়, তাহা হইলে শিক্ষান্তে সে স্কাউটরূপে ও প্রকৃত মানুষরূপে পরিচিত হইবার কতকটা দাবী রাখিবে। এবং যদি সে কোন চাকুরী নেয় অথবা বিদেশে যায়, তবে দেখিতে পাইবে যে তাহার নিজের ভরণপোষণ করিবার বা প্রকৃতপক্ষে দেশের হিতকর কাজ করিবার জন্য তাহাকে কোনরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইবে না।

বিল্ হ্যামিল্টন নামে একজন কানাডাবাসী অশীতিপর বৃদ্ধস্কাউট ও চতুরশিকারী (Trapper) "সমভূমিতে আমার ষাট বছর" (My Sixty years in the Plains) নামক একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার সেই সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনাবহুল জীবনের বহু বিপদের কথা বর্ণিত আছে। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিপদ আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের হাতে পড়া। "তাহাদের হাতে বন্দী হওয়ার অর্থ নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় রকমের মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। এই সকল রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌রা, যে-সব নিষ্ঠুরতা করিয়া থাকে তাহার মধ্যে তিল তিল করিয়া পোড়া খুব একটা দয়ার কার্য্য। আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, আমরা এইরূপ ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে যাই কেন? সর্ব্বদাই আমি এই উত্তর দিয়াছি—স্কাউটের বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের এমনই একটা মোহ যে

একবার তাহাতে মজিলে আর তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। প্রকৃতির সুমহৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি বর্দ্ধিত হইয়াছেন এমন লোক আমাকে দেখাও, সত্য, স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার সাধনা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইবে, তাঁহার প্রবৃত্তি উদার, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা খাঁটি এবং স্বদেশের পতাকাতলে তিনি বিশ্বস্তভাবে চিরদিন দণ্ডায়মান।"

এই বৃদ্ধ স্কাউটটি যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তা'ছাড়া অমি দেখিতে পাই যে, যে-সকল লোক সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশ হইতে আসে—যেখানকার জীবনযাত্রা অসংস্কৃত ও অসভ্য বলিয়া আমরা মনে করি,—তাঁহারাই তাঁহাদের জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সদাশয় ও পৌরুষসম্পন্ন, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও দুর্ব্বলতর ব্যক্তির প্রতি ব্যবহারে প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহারাই যথার্থ "ভদ্রলোক" হইয়াছেন।

আমেরিকার বয়স্কাউট সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি-অধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট) মিঃ রুস্‌ভেল্টও বিশ্বাস করেন, উন্মুক্ত স্থানে বাস করিলে, দেহমনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি একবার পূর্ব্ব আফ্রিকায় শিকারে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তিনি লণ্ডনের কয়েকটি স্কাউটের দল পরিদর্শন করিয়া স্কাউটগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "উন্মুক্ত স্থানে ছুটাছুটি খেলার উপকারিতা আমি বিশ্বাস করি। এই খেলায় বিপদ আছে, এবং খেলুড়িয়ারা মধ্যে মধ্যে আহত হয় সত্য, কিন্তু তাহা আমি একটুও গ্রাহ্য করিনা। যাহারা যুবকগণকে পোষাক-পরিচ্ছদে জড়িত করিয়া সুরক্ষিত রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের এই ভাবরসাপ্লুত মনোবৃত্তির প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই। যে-লোক উন্মুক্ত স্থানে বসবাস করিতে অভ্যাস করিয়াছে, জীবন-সংগ্রামে তাহারই যে জয় হয়, ইহা প্রমানিত হইয়া গিয়াছে। যখন তোমরা খেলা করিবে—জোরে

প্রাণ ভরিয়া খেলা করিবে। যখন কাজ করিবে, তখন অনন্যমনা হইয়া পরিশ্রম করিয়া যাইবে। কিন্তু খেলাধূলা দ্বারা যেন তোমাদের পড়াশুনার ব্যাপারে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।”

আমি একজন বৃদ্ধ বোয়ারকে জানিতাম। দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার যুদ্ধের পর সেই বৃদ্ধটি বলিয়াছিলেন যে, সে সেই দেশের বৃটিশদের এক সঙ্গে মফঃস্বলে বাস করিতে পারে না। কারণ তাহারা সেখানে গিয়া এতই “ষ্টম্”—(সেই বৃদ্ধের কথায়)—অর্থাৎ বোকা বনিয়া যায় যে, উন্মুক্ত স্থানে বাস করিবার সময় তাহারা নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে পারে না। শিবিরের মধ্যে কি প্রকারে নিজেদের আরাম সৃষ্টি করিয়া নিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। নিজে শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে এবং তাহা রন্ধন করিতেও তাহারা পারে না এবং তাহারা সর্ব্বদাই ঝোপে জঙ্গলে আপনাদের পথ হারাইয়া ফেলে। বৃদ্ধ এটুকুমাত্র স্বীকার করিয়াছিল যে, ছয় মাস টিঁকিয়া থাকিলে বৃটিশ সৈন্যগণ নিজেরটা নিজে দেখিতে পারে অনেকটা। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহাদের অনেকে মরিয়া যায়। জীবনসংগ্রামে (পশু ব্যবসায়ে) ভুল পথে চলিয়া, ভুল কাজ করিয়া তাহারা মরে।

মূল কথা এই যে, সৈন্যেরা এবং অন্যান্য লোকেরা সভ্য জগতে বাস করিতে অভ্যস্ত। উন্মুক্ত স্থলে—মাঠে বা জঙ্গলে কি প্রকারে নিজেদের সামলাইয়া লইয়া চলিতে হয়, এই শিক্ষা তাহারা পায় নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, যখন তাহারা বাহিরে যায় অথবা যুদ্ধে গমন করে, তখন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহারা একান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে। তখন তাহাদিগকে নানারূপে দুঃখ কষ্ট ও বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া চলিতে হয়। কিন্তু যদি তাহারা শিবিরে বাসকালে ও অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালে কি প্রকারে নিজের তত্ত্বাবধান নিজে লইতে হয়, তাহা

বাল্যকালে শিক্ষা করিত, তবে তাহারা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করিত না এবং তাহাদিগকে এত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইত না। ইহারা ঠিক যেন কতকগুলি "টেণ্ডারফুট"।

তাহাদিগকে কখনই নিজে আগুন জ্বালাইতে বা রান্না করিতে হয় নাই। অন্যেরা এই সকল কাজ তাহাদের জন্য করিয়া দিয়াছে। বাড়ীতে জলের প্রয়োজন হইলে, কোন কূয়ায় গেলেই সেই জল পাইয়াছে। মরু-ভূমিতে কি প্রকারে জল অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা তাহারা জানেনা। তথায় ঘাস অথবা ঝোপ দেখিয়া, বালুকা সরাইরা ভিজা স্তর দেখিয়া কি প্রকারে জল আবিষ্কার করিতে হয় এই বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ। সভ্য জগতের লোকেরা আপন দেশে পথ হারাইলে অথবা সময়ের ঠিক করিতে না পারিলে পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল জানিতে পারে। তাহারা সর্ব্বদাই আশ্রয়ের জন্য গৃহ এবং শয়নের জন্য শয্যা পায়। তাহাদিগকে এইগুলি নিজে প্রস্তুত করিতে হয় না। নিজে নিজে তাহাদিগকে বস্ত্র বা জুতাও প্রস্তুত করিতে হয় না। এই জন্যই টেণ্ডারফুটগণ শিবিরের কষ্টের জীবনের কথা বলিয়া দুঃখ করে। কিন্তু স্কাউটের কাছে এই শিবির-প্রবাস মোটেই দুঃখকর নয়, কারণ সে সব কাজ শিখিয়া ফেলিয়াছে—স্কাউট জানে কি প্রকারে সহস্র উপায়ে আপনাকে আরামে, সুখে শান্তিতে রাখা যায়। এই সকল শিক্ষা করিয়া যখন সে সভা জগতে যায়, তখন সেখানে এ সকল আরাম-আনন্দ আরো বেশী করিয়া সম্ভোগ করে, শিবির-প্রবাস বাসকালে যে ইহার বিপরীত অসুবিধা ও অনারামের দিক দেখিয়া আসিয়াছে তাহার সঙ্গে তুলনায়। স্কাউট সহরে গিয়াও অন্যান্য লোক অপেক্ষা সহজে নিজের জন্যই অধিকতর সুবিধা রচনা করিয়া লইতে পারে। স্কাউটগণ শিবিরে যেমন স্বয়ং সব কাজ করে, সেইরূপ যে-লোক নানা রকমের কাজে হাত পাকাইয়াছে, সে যখন সভ্য জগতে

আসে তখন সে দেখিতে পায় যে, সে অধিকতর সহজ উপায়ে আপন কাজের যোগাড় করিয়া লইতে পারে। কারণ যে-কোন প্রকার কাজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হউক না কেন, সে সেই কাজই সুসম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

অনুসন্ধান ও আবিষ্কার

ভারতবর্ষে খুব ভাল এক রকম স্কাউটিং চলিতে পারে; স্কাউটরা প্যাট্রোলে প্যাট্রোলে অথবা দুই জনে মিলিত ভাবে আবিষ্কারের অভিযানে যাত্রা করিবে। প্রাচীন পর্য্যটনকারী নাইটদের মত অভাবগ্রস্ত লোক-দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এবং সাহায্য করিবার জন্য তীর্থ-যাত্রীভাবে পল্লী অঞ্চল ঘুরিয়া বেড়াইবে। দ্বিচক্রযান বা সাইকেলেও একাজ বেশ চলিতে পারে।

এই রকম পর্য্যটনকালে স্কাউটরা পারতপক্ষে কখনই চালের তলে নিদ্রা যাইবে না। অর্থাৎ পরিষ্কার রাত্রিতে, যেখানেই থাকুক তাহারা খোলা যায়গাতেই ঘুমাইবে। আর ঝড়বৃষ্টি হইলে কাহারও বারান্দায় অথবা চালাঘরে আশ্রয় চাহিয়া লইবে।

একখানা মানচিত্র তোমরা সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখিবে, যেন যথাসম্ভব নিজেরাই তাহা হইতে পথ নির্ণয় করিয়া লইতে পার, এবং কোন পথিককে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে না হয়। যখন যে-স্থলে সুযোগ ঘটিবে তখন সেই স্থানেই তোমাদের "নিত্য-কৃত্য" পরোপকার কাজটি ত সমাপন করিতে হইবেই। তা'ছাড়া যে যে গ্রামবাসী অথবা অন্য লোক দয়া করিয়া তোমাদিগকে আশ্রয় দিবে, অথবা অন্যরূপ সাহায্য করিবে প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহাদেরও একটা কিছু হিত-সাধন করিতে ভুলিবে না।

নিয়ম মত, তোমাদের অভিযানের একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। যেমন সহরে বালকদের প্যাট্রোল হইলে পর্ব্বত, হ্রদ বা সম্ভব হইলে কোন পুরাতন মন্দির অথবা যুদ্ধক্ষেত্র, কি সমুদ্রবেলা ইত্যাদি কোন বিশেষ স্থান দেখিবার ও বিবরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করিবে। অথবা স্কাউটগণের কোন বৃহত্তর শিবিরে যোগ দিবার জন্যও যাত্রা করিতে পার।

অন্যদিকে পল্লীবালকদের প্যাট্রোল হইলে কোন বড় সহরে যাইতে পার। তখন তোমাদের উদ্দেশ্য হইবে সহরের বড় বড় অট্টালিকা এবং চিড়িয়াখানা, সার্কাস্, যাদুঘর ইত্যাদি যদি কিছু থাকে, তাহা দেখা। যা'কিছু পথে পড়ে, বেশ করিয়া দেখিবে এবং সমস্তটা ভ্রমণকাহিনী যথা-সম্ভব মনে রাখিবে ; যেন এর পর যে-কেহ সেই দিকে যাইতে চাহিলে তাহাকে তোমরা সকল জ্ঞাতব্যের সন্ধান নিশ্চিতভাবে বলিয়া দিতে পার। একখানা ম্যাপও আঁকিবে। অনুসন্ধানকারীগণ অবশ্য এক এক-খানা বর্ণনার খাতা সঙ্গে রাখেন। তাহাতে দৈনিক ভ্রমণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে এবং মনোরম দৃশ্যাদির আদ্রা বা ফটো তুলিয়া রাখা হয়।

নৌকা ভ্রমণ

ভারতবর্ষে যে যে স্থানে নৌকা চলাচলের সুবিধা আছে সেই সকল স্থানে একখানা নৌকা লইয়া জলপথে জনপদের ভিতর দিয়া বেড়াইতে যাওয়া প্যাট্রোলদের পক্ষে খুব চমৎকার একটি বৃত্তি। কিন্তু ভাল সাঁতার না-জানা স্কাউটকে যেন নৌকায় চড়িতে না দেওয়া হয়। কারণ দুর্ঘটনা যে ঘটিবে তাহা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু যদি দলের সকলেই সাঁতারু হয়, তবে বিশেষ ক্ষতি নাই। এই প্রকার দুর্ঘটনায় যে-অভিজ্ঞতা জন্মে তাহা মন্দ না হইয়া বরং মঙ্গলজনকই হয়।

আমি একবার আমার দুই ভাইকে লইয়া এই প্রকারের এক নৌকা-ভ্রমণে গিয়াছিলাম। সঙ্গে নিয়াছিলাম একখানা ক্যানভাসের নৌকা যা' প্রয়োজন মত ভাঁজ করিয়া লওয়া যাইতে পারিত। ইংলণ্ডের টেম্‌স্‌ নদী উজাইয়া যতদূর যাওয়া যায় আমরা গেলাম। নদীটি ক্রমে ক্ষীণকায় ও ক্ষুদ্র স্রোতে পরিণত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে জল শুকাইয়া গিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে গাছ পড়িয়া পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমাদিগকে তারই উপর দিয়া নৌকা টানিয়া নিতে হইল। টেম্‌স্‌ নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট হইতে অ্যাভন নামে আর একটি নদী বাহির হইয়াছে। টেম্‌স্‌ নদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত; অ্যাভন নদী পশ্চিম মুখে ধাবিত। যে-স্থানে অ্যাভন অতিশয় সংকীর্ণ, সেই স্থান হইতে আমরা যাত্রা সুরু করিলাম। ক্রমে নৌকা চালনা করিয়া, অ্যাভন যেখানে বৃহদাকার নদীতে পরিণত হইয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম। এইরূপে বাথ্‌ এবং ব্রিষ্টল হইয়া সেভার্ন নদী পর্য্যন্ত গেলাম। অতঃপর সেভার্ন অতিক্রম করিয়া উয়ে (Wye) নদী উজান বাহিয়া ওয়েল্‌স্‌ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে তাঁবু, রসদ এবং পাকপত্র প্রভৃতি ছিল। সুতরাং কোন গৃহীর আশ্রয় না লইয়া খোলা যায়গায় আপন ইচ্ছামত সর্ব্বক্ষণ বাহিরেই কাটাইতে পারিয়াছিলাম। ইহা অপেক্ষা আনন্দদায়ক নৌকাভ্রমণের কথা কল্পনা করা যায় না। তদুপরি পথ খরচ অতি সামান্যই হইয়াছিল।

পর্ব্বত ভ্রমণ

ভারতবর্ষের পাহাড়ে যদি ভাগ্যক্রমে কোনদিন যাইতে পার, তবে তোমাদের বেশ মনোরম পর্ব্বত-বিহার চলিতে পারে। ইহাতে পথ খুঁজিয়া বাহির করা এবং শিবিরে আরামের সহিত থাকা এ দুটি বিষয়ে তোমাদের সমস্ত স্কাউট-বিদ্যাকে কাজে লাগাইতে হইবে।

অনবরত তোমাদের দিগ্‌ভ্রম হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কারণ গভীর গিরি-সঙ্কটগুলি পার হইবার জন্য নীচে নামিতে এবং উপরে উঠিতে গিয়া, যা'দিয়া পথ পরিচয় করিতে পার এমন বিশিষ্ট স্থান এবং অভিজ্ঞান বৃক্ষাদি দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং আকাশে সূর্য্যের অবস্থান দেখিয়া অথবা কোম্পাস্ যন্ত্রের সাহায্যে দিগ্‌নির্ণয় করিয়া নিতে হয়, আর তোমার গন্তব্য পথ কোন্-মুখী তাও সর্ব্বদা হিসাব করিয়া চলিতে হয়।

তারপর বেশী উঁচু পাহাড়গুলির উপরে মেঘ এবং কুজ্ঝটিকা তোমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে পারে। এই মেঘ আর কুজ্ঝটিকা সর্ব্বদাই এত মোহ-জন্মায় যে সেই সব অঞ্চলের প্রত্যেক সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি যাদের পরিচিত তাদেরও গণনায় প্রায়শঃ গোল বাঁধাইয়া দেয়। একদা স্কটলণ্ডে আমার এরূপ একটি অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল; সেই অঞ্চলের সহিত বেশ পরিচিত একজন হাইল্যাণ্ডার সঙ্গে থাকাতেও কুয়াশার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পথটি তাহার জানা আছে মনে করিয়া আমি তাহার নেতৃত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুদূর গিয়া দেখিলাম হঠাৎ বাতাসের গতিটি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; যাত্রাকালে যে-বাতাস বাঁ দিক হইতে বহিতেছিল, এখন তা' ডানগালে বেশ জোরে আসিয়া লাগিতেছে। কথাটি সঙ্গীর কাছে বলিতে বাধ্য হইলাম। সঙ্গীটি কিন্তু একথায় কিছুমাত্র দমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল না; সে যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। একটু পরেই আবার বলিলাম, ঝাপট্টা এখন পেছন হইতে লাগিতেছে; সুতরাং হয় বাতাস, নয় পাহাড়, নয় আমরা নিজেরাই ঘুরিয়া যাইতেছি। শেষ কালটায় দেখা গেল—আমি যা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই সত্য; বাতাসও ঘোরে নাই, পাহাড়ও ঘোরে নাই,

আমরাই একটা সম্পূর্ণ চক্র রচনা করিয়া যে-স্থান হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম, এক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়াছি।

বনে-জঙ্গলেও ঠিক এইপ্রকার দৃষ্টিরোধ ও তার ফলে পথভ্রান্তি হয়।

যে সকল স্কাউট পাহাড়ে কাজ করে, তাহাদের প্রয়োজন, দড়ি দিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরকে বাঁধিয়া চলিবার অভ্যাস করা। ঢালু তুষার ক্ষেত্রে চলিবার সময় বরফের গর্ত্তে অথবা প্রপাত ভূমিতে পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইবার ভয়ে পর্ব্বতচারিগণ এইরূপ করিয়া থাকে। এই প্রকার দড়ি দিয়া পরস্পরকে বাঁধিয়া চলিলে দলের মধ্যে একজনের যদি হঠাৎ পদস্খলন হয় তবে অন্যান্য সকলের শরীরের ভারের জোরেই সে রক্ষা পাইবে, একেবারে নীচে চলিয়া যাইবে না।

রজ্জুদ্বারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরবর্ত্তী ব্যক্তি হইতে ১৪ ফিট্ দূরে থাকিবে। দড়িটি প্রত্যেকের কোমরে লুপ্ বা বোলিন্ গ্রন্থিদ্বারা বাঁধা এবং বন্ধনের গ্রন্থি প্রত্যেকের বামদিকে থাকিবে। প্রত্যেকেই সম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তি হইতে এমন দূরে থাকিয়া চলে যেন উভয়ের মধ্যবর্ত্তী দড়িটি সবসময় সটান হইয়া থাকে। তাহা হইলে যদি কেহ পড়িয়া যায়, বা কাহারও পদস্খলন হয়, তবে অন্যান্যেরা শরীরের সমস্ত ভার দিয়া বিপরীত দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং পতিত ব্যক্তি আবার উঠিয়া না দাঁড়ান পর্য্যন্ত তাহাকে ধরিয়া রাখে। একটা লুপ্ গঠন করিতে প্রায় ৪ ফিট্ ৬ ইঞ্চি দড়ির প্রয়োজন ; দড়ির দুই প্রান্তে থাকিবে বোলিন এবং মধ্যস্থ যে-সকল লোক থাকিবে তাহাদের গ্রন্থি হইবে 'ওভার হ্যাণ্ড নট্' অথবা 'মিডিল্ ম্যান্স লুপ্'।

তোমাদের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে এভারেষ্ট অভিযানকারিগণও তাহাই করিয়াছিলেন।

পাহারা দেওয়া

স্কাউটগণ সাধারণতঃ দুই দুই জন করিয়া, কখনও বা একাকীও স্কাউটিঙে যায়। এক সঙ্গে দুই জনের বেশী স্কাউট বাহির হইলে তাহাদিগকে প্যাট্রোল বলে। প্যাট্রোল করিবার সময় এক প্যাট্রোলের স্কাউটগণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রায় কখনই চলে না। ছড়াইয়া পড়িলে দেখা যায় বেশী জায়গা, এবং শত্রু যদি মাঝে পড়ে, বা গোপনে পেছন লয়, তবে সকলেই ধরা পড়ে না; কেহ কেহ পলাইয়া গিয়া সংবাদ দিতে পারে। ছয় জন স্কাউটের একটি প্যাট্রোল, মুক্তস্থানে চলিবার সময় সাধারণতঃ একটি চিলের আকারে ব্যূহবদ্ধ হইয়া চলে, প্যাট্রোল লীডার থাকে মধ্যস্থলে।

ঠিক এইরূপ :—

মাঠে-ময়দানে প্যাট্রোল চলার নিয়ম।

কোন বড় রাস্তায় চলিবার সময়ও প্যাট্রোল এই ভাবেই চলিবে। পার্শ্ববর্ত্তী দুই স্কাউট দুই ধারের বেড়া অথবা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া চলিবে। ২নং স্কাউট সম্মুখে থাকে; ৩নং ও ৪নং স্কাউট ডানদিকে এবং বামদিকে থাকে; ৫নং স্কাউট সকলের পশ্চাতে থাকে; ৬নং স্কাউট লীডারসহ মধ্যস্থলে থাকে।

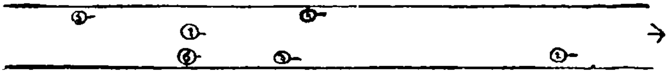

বড় রাস্তায় প্যাট্রোল চলিবার নিয়ম।

প্যাট্রোল যখন কোন খোলা মাঠ দিয়া যায়, এবং সহজে কোন শত্রু বা হিংস্র জন্তুর নজরে পড়িবার আশঙ্কা থাকে, তখন যত সম্ভব তাড়াতাড়ি সেই স্থানটি পার হইয়া যাইবে। অর্থাৎ একটি আবৃত স্থান হইতে অন্য একটি আবৃত স্থান পর্য্যন্ত খোলা যায়গার ভিতর দিয়া স্কাউট-পদক্ষেপে (Scout pace এ) পর্য্যায়ক্রমে হাঁটিয়া এবং দৌড়িয়া চলিবে। আড়ালে পৌছিবার পর তাহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারে, এবং পুনরায় চলিবার পূর্ব্বে চারিদিক ভালরূপে দেখিয়া লইতে পারে। দলের অগ্রণীরূপে যদি তুমি এত আগে গিয়া পড় যে প্যাট্রোলের অপরাপর স্কাউট তোমাকে দেখিতে পায়না, ঝোপজঙ্গলের ভিতরদিয়া চলিবার সময় অল্প কয়েক গজ দূরে দূরে গাছের ডাল, কিংবা নলখাগড়ার অগ্রভাগ অথবা ঘাস প্রভৃতি নোয়াইয়া চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। ভাঙ্গা-ডাল, ঘাস ইত্যাদির মাথা যেন সর্ব্বদাই তুমি যে-পথে চলিতেছ, সেই দিকে অবনত থাকে। কারণ এইরূপ করিলে তুমিও ফিরিবার সময় পথ ঠিক চিনিয়া আসিতে পারিবে। অথবা তোমার প্যাট্রোলও বা অন্য কেহ তোমার অনুসরণ করিতে গিয়া ঠিক তোমার পথ ধরিয়া চলিতে পারিবে; এবং সেই ঘাস ইত্যাদি কতটা টাট্‌কা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিবে, তুমি কতক্ষণ পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া গিয়াছ। যে-সকল অঞ্চলে জনসমাগম নাই তথায় গাছে বিলসন (blaze) করিলে ভাল হয়। বিলসন বা "ব্লেইজ" করার অর্থ—কুঠার অথবা ছুরি দিয়া গাছের ছাল এক টুকরা কাটিয়া লওয়া; অথবা খড়িমাটী দ্বারা প্রাচীরে দাগ দেওয়া, অথবা বালিমাটীতে দাগ কাটা, অথবা ছোট ছোট পাথর সাজাইয়া রাখা, অথবা ইতিপূর্ব্বে যে-সকল সঙ্কেত চিহ্নের কথা বলিয়াছি সেই সব চিহ্নদ্বারা কোন্ পথে তুমি চলিয়াছ তাহার সঙ্কেত রাখিয়া যাওয়া। কিন্তু লোকালয়ে মালিকের অনুমতি না লইয়া গাছে দাগ কাটিবেনা।

যখন কোন ট্রুপ বড় রাস্তা দিয়া দল বাঁধিয়া মার্চ্চ করিয়া যায় তখন রাস্তা ভাগ করা ভাল—অর্থাৎ দন্তব্যূহ রচনা করিয়া দুই শ্রেণী রাস্তার দুই পার্শ্বে চলিবে। এইরূপ করিলে স্কাউটগণও ধূলার হাত এড়াইতে পারে এবং রাস্তার লোক ও যানবাহন(মাল-মানুষ)ও অবাধে চলিতে পারে।

রাত্রির কাজ

স্কাউটগণের দিনের বেলার মত রাত্রিকালে আপন গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিয়া চলিতে পারা অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ সৈন্যবিভাগের সামরিক স্কাউটেরা ধরা না পড়িবার জন্য প্রায়শঃই রাত্রিতে কাজ করে এবং দিনের বেলা বিশ্রাম করে।

কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস না করিয়া রাত্রিতে কাজ করিতে গেলে পথ হারান খুব সম্ভব ; কারণ রাত্রে দূরত্বটা অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া ভ্রম হয়, এবং অভিজ্ঞান চিহ্নগুলিও দেখিতে পাওয়া শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। তদুপরি রাত্রিতে দিনের মত নিঃশব্দে চলা সম্ভব নয় ; অন্ধকারে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শুক্‌নো ডালের উপর পা পড়িয়া যায় এবং প্রস্তরাদিতে হোঁচট লাগে।

রাত্রিতে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হইলে চক্ষু অপেক্ষা নাক এবং কানের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হয়। যে স্কাউট ঘ্রাণশক্তি দ্বারা জিনিস চিনিয়া লইবার অভ্যাস করিয়াছে, এবং ধূমপান করিয়া আপন ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট করে নাই, সে বহুদূর হইতেই শত্রুর ঘ্রাণ পায়। আমি নিজে অনেকবার এই পরীক্ষা করিয়াছি এবং ইহা অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

রাত্রে প্যাট্রোল করিবার সময় দিনের বেলা অপেক্ষা স্কাউটগণকে

পরস্পরের হইতে নিকটতর থাকিতে হইবে এবং ঝোপ-জঙ্গলের মত বেশী অন্ধকার স্থানে প্রত্যেককে পরবর্ত্তী স্কাউটের যষ্টির প্রান্ত ভাগ ধরিয়া রাখিয়া পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে।

স্কাউট যখন একাকী চলে তখন অন্ধকারে পথ বুঝিবার জন্য এবং শুকনো ডালপালা পথ হইতে সরাইয়া রাখিবার পক্ষে তাহার লাঠিখানাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যোপযোগী হয়। স্কাউটগণ যখন অন্ধকারে পরস্পর দূরে থাকিয়া কাজ করে তখন মধ্যে মধ্যে তাহাদের প্যাট্রোল-জীবের ডাক উচ্চারণ করিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করিবে। এইরূপ করিলে শত্রুপক্ষের মনে সন্দেহ উৎপন্ন হইবে না।

রাত্রিতে স্কাউটমাত্রকেই অনেকস্থলে আকাশের নক্ষত্রদ্বারা পথ চিনিয়া নিতে হয়।

পথ সন্ধান

আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্ স্কাউটগণের মধ্যে যে ব্যক্তি অপরিচিত অঞ্চলে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃতী, তাহাকে পথ-সন্ধানী বলা হয়। এই আখ্যাটি তাহাদের নিকট অতি সম্মানের, কারণ যে স্কাউট তাহার নিজের পথ করিয়া চলিতে পারে না সে-ত নিষ্কর্মা।

বহু শিক্ষানবীস স্কাউট (টেণ্ডার ফুট) অরণ্যে বা তৃণভূমিতে পথ-হারা হইয়া পড়ায় আর তাহাদের দেখা পাওয়া যায় নাই। কারণ তাহারা বাল্যকালে সামান্য কিছু স্কাউটিং বা যাকে বলে "দেশের চেহারাখানা দেখা"—অভ্যাস করে নাই। আমি নিজে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত জানি।

একটি এইরূপ ঃ—ম্যাটাবিল্‌ল্যাণ্ডের এক জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় একটি লোক কয়েক মিনিটের জন্য গাড়ী হইতে নামিয়াছিল।

তখন গাড়ীর খচ্চরগুলিকে বদল করা হইতেছিল। লোকে দেখিল, সে জঙ্গলের মধ্যে কয়েক গজ মাত্র দূরে গিয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলে সেই লোকটিকে চারিদিকে অনেক ডাকাডাকি ও অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না। অবশেষে গাড়ী আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না; হারান লোকটির খোঁজ নিবার কথা বলিয়া তাহার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। পূর্ণ অনুসন্ধান চলিল। সেই দেশের শক্ত মাটীতে যতদূর সম্ভব তাহার পদচিহ্নের অনুসরণ করা হইল; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহার কোনই খবর পাওয়া গেল না। অতঃপর একদিন দেখা গেল, যে-স্থানে সে গাড়ী হইতে নামিয়াছিল, তার প্রায় ১৫ মাইল দূরে পথের পাশে তাহার মৃতদেহটি পড়িয়া আছে।

ইহা প্রায়শঃই ঘটে যে জঙ্গলের ভিতর দিয়া, এমন কি কোন বড় সহরেও হাঁটিয়া চলিবার সময় কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহা কারো কারো খেয়াল থাকে না। অর্থাৎ চলিবার সময় পথে কোন পতিত বৃক্ষ অথবা একটা পাহাড়, অথবা অন্য কোন বাধা পাইলে তাহা এড়াইতে গিয়া প্রায়ই দিক পরিবর্ত্তন করিয়া বসে; বাধাটা ঘুরিয়া আসিয়া দিক ঠিক ধরিয়া যে আবার চলিবে, তাহা করে না। কেন জানি না, মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একটু ডাইনে ঘোরা। তাহার ফল এই হয় যে, যখন তুমি মনে করিতেছ, তুমি সোজা যাইতেছ, তখন প্রকৃতপক্ষে সেরূপ যাইতেছ না; যদি সূর্য্য বা কম্পাস অথবা তোমার অভিজ্ঞান চিহ্ন দেখিয়া না চল, তবে একটা বড় চক্রের মধ্যে ঘোরাই তোমার পক্ষে সম্ভব, এবং একটু পরেই তা' বুঝিতে পারিবে।

এইরূপ স্থলে কোন টেণ্ডারফুট যখন হঠাৎ বুঝিতে পারে যে সে দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া গেছে এবং মরুভূমিতে বা জঙ্গলে একাকী পথহারা হইয়া পড়িয়াছে, তখনই সে বুদ্ধিহারা হইয়া মানসিক উত্তেজনায় অধীর হইয়া

পড়ে এবং হয় ত দৌড়াইতেই আরম্ভ করে। যদিও এইরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্য হইতেছে জোর করিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা এবং এমন কাজ করা যাহা সময়োপযোগী ও কার্য্যকরী; যেমন নিজের পদচিহ্ন ধরিয়া আবার ফিরিয়া যাওয়া; আর তা' না পারিলে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করা, যেন যারা তার অনুসন্ধান করিতেছে, তারা আগুনের ধূম বা শিখা দেখিয়া একটা দিশা পাইতে পারে।

প্রধান কথা এই, গোড়াতে অদৌ দিশাহারা হইবে না। প্রত্যেক অভিজ্ঞ স্কাউট ঘুম হইতে উঠিয়াই লক্ষ্য করে, বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে।

যখন ভ্রমণে বা কোন কিছু নিরূপণের জন্য টহলে বাহির হইবে তখনই কোন্ দিকে যাত্রা করিতেছ কম্পাসের দ্বারা দেখিয়া লইবে। কোন্ দিকে বাতাস বহিতেছে তাহাও দেখিয়া লইবে; ইহাতে দিক্ ঠিক রাখিবার পক্ষে খুব সাহায্য পাইবে;—বিশেষতঃ যদি সঙ্গে কোম্পাস না থাকে অথবা সূর্য্য দেখা না যায়।

তার পর পথ চিনিবার জন্য সবগুলি অভিজ্ঞান-বস্তু লক্ষ্য করিয়া চলিবে। অর্থাৎ সহরের বাহিরে পাহাড়, উচ্চ অট্টালিকা, মন্দির, মসজিদ, অদ্ভুত বৃক্ষ, শিলা, সিংহদ্বার, স্তূপ, সেতু প্রভৃতি লক্ষ্য করিবে; অথবা যে বস্তুর সাহায্যে তোমরা নিজে ফিরিবার সময় পথ চিনিয়া আসিতে পারিবে, বা অপরকে ঐ পথে যাইতে সাহায্য করিতে পারিবে—তাহা দেখিয়া রাখিবে। বাহিরে যাইবার সময় যদি অভিজ্ঞানগুলি দেখিয়া যাও, ফিরিবার সময় তাহাদের সাহায্যে পথ চিনিতে পারিবে; কিন্তু সেগুলি ছাড়াইয়া গিয়াই তাদের পেছন দিকের চেহারাটার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিতে ভুলিও না, তাহাতে ফিরিবার সময় তাহাদের

পরিচয় করা সহজ হইবে। যখন কোন সহরে থাক, বা গাড়ীতে কোন নূতন সহরে উপস্থিত হও, তখনকার জন্যও এই একই নিয়ম। রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করিবে সূর্য্য কোন্‌দিকে আছে, এবং (চিম্‌নির) ধোঁয়া কোন্‌দিকে যাইতেছে। অভিজ্ঞানগুলিও লক্ষ্য করিয়া চলিবে,—যেমন, প্রধান প্রধান বাড়ী, মস্‌জিদ, মন্দির, কারখানার চিম্‌নি, রাস্তার এবং দোকানের নাম ইত্যাদি—যেন অনেকগুলি ষ্ট্রীট দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া ও পুনরায় ষ্টেশনে ফিরিতে তোমাদের কোনরূপ বেগ পাইতে না হয়। একটু অভ্যাসের দ্বারা জিনিষটা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। তবু বহু লোক কোন অজানা সহরে গেলে দুই চারিটি রাস্তার মোড় ফিরিলেই পথ হারাইয়া ফেলে।

যখন বাতাস খুব মৃদু, তখন কয়েকটি উপায়ে উহার গতি নির্ণয় করা যায়। যথা, শুষ্ক, হাল্‌কা তৃণখণ্ডসকল উড়াইয়া দাও, অথবা কিছুটা হাল্‌কা গুঁড়া হাতে লইয়া উপর হইতে মাটীর দিকে ফেলিতে থাক; কিম্বা বৃদ্ধাঙ্গুলি মুখের ভিতর দিয়া ভিজাইয়া লও, তারপর অঙ্গুলীটি বাতাসে উর্দ্ধমুখী করিয়া ধর; অঙ্গুলীর যে-দিক্ শীতল বোধ হইবে, সেই দিক্ হইতে বাতাস আসিতেছে মনে করিবে। যখন কোন একটি দল পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য স্কাউটরূপে কার্য্য করিবে, তখন তোমাকে দল হইতে কিছু অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে এবং তোমার মনের সমুদয় একাগ্রতা লইয়া তোমাকে কাজ করিতে হইবে। কারণ অতি সামান্য ও সূক্ষ্ম চিহ্নাদি লক্ষ্য করিয়া তোমাকে পথ চিনিতে হইবে। যদি কথাবার্ত্তা বল বা অন্যমনস্ক হও, তবে এই সব চিহ্ন চোখে পড়িবে না। অভিজ্ঞ স্কাউটগণ সাধারণতঃ খুব কম কথা বলে; আপন আপন কাজে সবিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া রাখিতে রাখিতে, তাহাদের নীরবে থাকা অভ্যাস হইয়া

যায়। অনেক সময়ই দেখা যায় কোন শিক্ষানবীশ যখন প্রথমবার দলের সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হয়, তখন স্কাউট-নেতাকে নিঃসঙ্গ মনে করিয়া তাহার কাছে যায়, এবং পাশে পাশে হাঁটিতে বা ঘোড়া চালাইতে এবং বাক্যালাপ করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে যখন নেতার ভাবে বুঝে যে এইভাবে বিশেষ করিয়া তাহার সান্নিধ্য সে বড় পছন্দ করে না, তখন সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। জাহাজে এরূপ বিজ্ঞাপন লিখিত থাকে— "হালচক্রে অবস্থিত লোকটির (কর্ণধারের) সহিত কথা বলিও না।" যে-স্কাউট একটি দলকে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইবে তাহার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। পথ-পরিচালক স্কাউটরূপে যখন তোমাকে কাজ করিতে হইবে তখন তোমার সকল চিন্তা এই এক বিষয়েই আবদ্ধ রাখিবে—লুর্গান যখন কিম্‌কে যাদু (mesmerised) করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন ঠিক কিম্ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।

উত্তর দিক্ নির্ণয়

প্রত্যেক নাবিক-বালক কম্পাসের সব ক'টি দিক্ চিনে। প্রত্যেক স্কাউট-বালকেরও চিনা চাই। উত্তর দিক্ সম্বন্ধে আমি বহু কথা বলিয়াছি। তোমরা বুঝিতে পারিবে যে উত্তর দিক নির্ণয় করিতে পারিলে পথ চলিতে স্কাউটের খুব বেশী পরিমাণে সাহায্য হয়।

তোমাদের সঙ্গে যদি কম্পাস না থাকে, তবে দিনের বেলা সূর্য্য এবং রাত্রিকালে চন্দ্র এবং নক্ষত্র দেখিয়া উত্তর দিকের পরিচয় পাইবে। ভোর ছয়টায় সূর্য্য ঠিক পূর্ব্ব দিকে উঠে, নয়টার সময় দক্ষিণ-পূর্ব্বে, মধ্যাহ্নে দক্ষিণ দিকে অথবা মাথার উপরে, অপরাহ্ণ তিনটার সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, এবং সন্ধ্যা ছয়টায় ঠিক পশ্চিম দিকে।

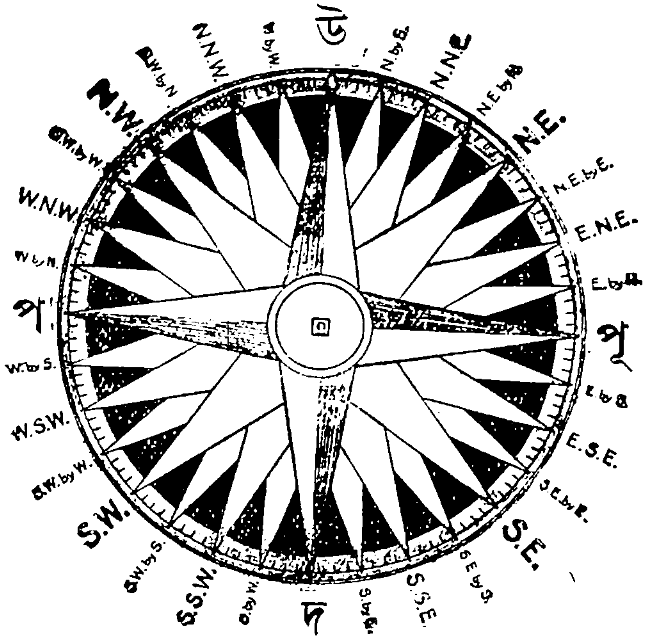

প্রাচীনকালে ফিনিসিয়ানগণ জলপথে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া যাত্রা করিয়া ঐ মহাদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা যাত্রাকালে লক্ষ্য করিয়াছিল যে সূর্য্য তাহাদের বাম দিকে উদিত হয় অর্থাৎ তাহারা দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল, কিছুদিন পরে তাহারা দেখিল যে তাহারা এমন এক আশ্চর্য্যজনক দেশে গিয়াছে, যেখানে সূর্য্য বিপরীত দিকে—অর্থাৎ তাহাদের ডান দিকে উদিত হয়। প্রকৃত কথা এই—ক্রমে ক্রমে তাহারা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া আবার উত্তর দিকে আসিতেছিল।

দিনের যে কোন সময়ে ঘড়ি দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিবার প্রণালী এইরূপ ঃ—পকেট ঘড়ি চিৎ করিয়া এমন ভাবে ইহা স্থাপন কর যেন

সূর্য্যকিরণ ইহার উপর পতিত হয়। তারপর ঘড়িটিকে ঘুরাইয়া ঘণ্টার কাঁটা সূর্য্যের অভিমুখী কর। তার পর ঘড়িটা যেমন আছে, ঠিক সেইভাবে রাখিয়া একটুক্‌রা কাগজের প্রান্ত বা পেন্‌সিল ঘড়ির মুখের কেন্দ্র দিয়া এমন ভাবে স্থাপন কর যেন ইহার এক প্রান্ত 'ডায়েলের' XII অঙ্ক এবং ঘণ্টার কাঁটার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পড়ে। ঐ পেন্‌সিল বা কাগজখণ্ডের প্রান্তরেখা ঠিক উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয় করিবে।

এই প্রণালীতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধেরই দিক্ নির্ণয় হয়। দক্ষিণ গোলার্দ্ধের ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার পরিবর্ত্তে XII অঙ্কটি সূর্য্যের দিকে ঘুরাইয়া দাও। তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ের মধ্যস্থল দিয়া কল্পিত রেখা উত্তর-দক্ষিণ দিক্ প্রদর্শন করিবে।

* * [প্রত্যেক বালক একটি পকেটঘড়ির সাহায্যে উত্তর দিক্ নির্ণয় করিতে অভ্যাস করুক।] * *

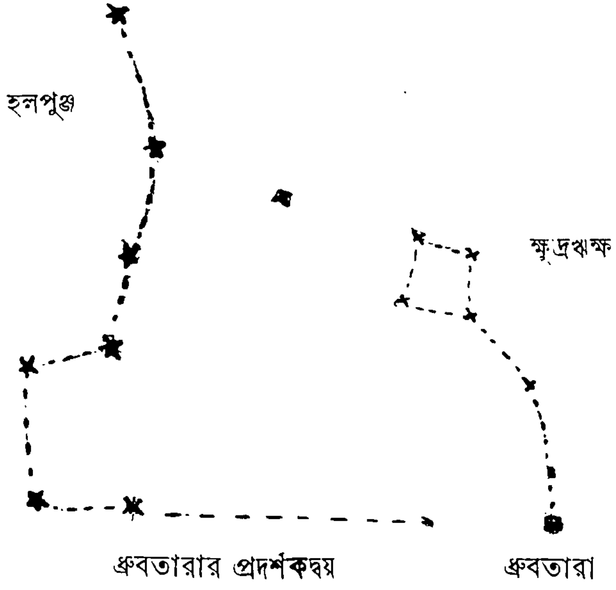

রাত্রিতে নক্ষত্র দেখিলে আমাদের মনে হয় যেন তাহারা আমাদের মাথার উপর দিয়া বৃত্তাকারে ভ্রমণ করিতেছে। ইহার প্রকৃত কারণ, আমাদের পৃথিবীই আবর্ত্তন করিতেছে।

নক্ষত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন রাশি বা পুঞ্জ আছে। ভিন্ন ভিন্ন রাশির নক্ষত্রগুলির অবস্থান হইতে আকাশ-পটে মানুষ বা পশুর ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিত্র বা "নভশ্চিহ্নের" ("Sky-signs") সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই চিত্র অনুসারে রাশিগুলির নাম করা হইয়াছে।

"হলপুঞ্জ" (সপ্তর্ষিমণ্ডল) খুব সহজে চিনিতে পারা যায়; কারণ ইহার আকৃতি হল বা লাঙ্গলের মত। স্কাউটের পক্ষে এই তারাগুলি চিনিয়া রাখা অতীব প্রয়োজন। পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে এই তারাগুলি ঠিক উত্তর দিক্ পরিচয় করাইয়া দেয়। লাঙ্গলের আর এক নাম Great Bear, "বৃহদ্ঋক্ষ"। বৃত্তাংশের আকারে যে চারিটি নক্ষত্র আছে, সেইগুলি যেন ভালুকটির লেজ। আমার জানা যত ভালুক আছে তার মধ্যে কেবল এই ভালুকটিরই লম্বা লেজ।

লাঙ্গুলের (লেজের উল্টা দিকের) দুইটি নক্ষত্রের নাম 'Pointers' বা প্রদর্শক। Pole star বা ধ্রুবতারা কোথায় আছে তাহা "প্রদর্শক-দ্বয়" দেখাইয়া দেয়। বলিয়াছি, রাশিনক্ষত্রগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু ধ্রুবতারা একস্থানে স্থির হইয়া আছে। "বৃহদৃক্ষ" (Great Bear) ছাড়া তার নিকটে "ক্ষুদ্র ঋক্ষ" (Little Bear) অথবা ছোট ভল্লুকও আছে। 'ছোট ভল্লুকের' লেজের সর্ব্বশেষ নক্ষত্রই উত্তর বা ধ্রুবতারা।

সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবতারার যে-দিকে, তার বিপরীত দিকে কেসিওপিয়া। ইহার আকৃতি ইংরাজী অক্ষর 'W' এর মত। ডব্লিউ'র (W) একটা V (ভি) অন্যটি অপেক্ষা বৃহত্তর। বৃহত্তর 'V'র কোণটিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া যদি একটি সরল রেখা টান, তবে তাহা

উত্তর দিকে ধ্রুবতারা

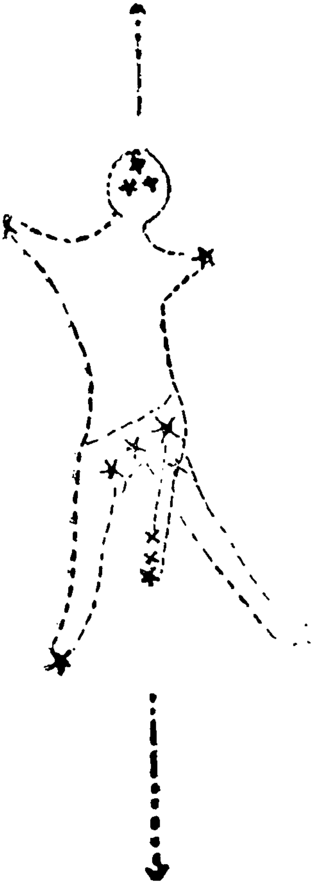

দক্ষিণ দিকে

ওরিয়ন এবং তাহার তরবারি সর্ব্বদাই উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া বিদ্যমান।

ধ্রুবতারার খুব নিকট দিয়া যাইবে। এই নক্ষত্র অতীব প্রয়োজনীয়। সপ্তর্ষিমণ্ডল ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এত নীচে চলিয়া যায় যে তাহাদিগকে আর দেখা যায় না, তখন ক্যাসিওপিয়া উর্দ্ধদিকে থাকে।

আকাশকে মাথার-উপরে-ধরা একটি ছাতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ছত্রদণ্ডটি যে-স্থানে ছাতার কেন্দ্র ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই স্থানেই ধ্রুবতারা।

আকাশটি যেন সত্যিকার একখানা ছাতা; এই ছাতার গায়ে নক্ষত্রগুলি যথা-স্থানে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই ছাতার তলায় দাঁড়াইয়া, ধীরে ধীরে ছাতাখানি ঘুরাইলে বুঝিতে পারা যায়, নক্ষত্রগুলি কিরূপে নীরবে ঘুরিতেছে; কিন্তু ধ্রুবতারাটি মধ্যস্থলে এক স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে।

আর একটি নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, দেখিলে মনে হয় যেন একটি লোক কোমরবন্ধ আঁটিয়া ও তাহাতে তলোয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহার নাম ওরিয়ন (Orion) বা কালপুরুষ। এক রেখায় কটিবন্ধরূপে তিনটি তারা, এবং নিকটেই আর এক রেখায় তরবারিরূপে আরো তিনটি ক্ষুদ্রতর তারা; এই

দেখিয়াই কালপুরুষকে সহজে চিনা যায়। তরবারির নীচে ডানদিকে ও বামদিকে দুইটি নক্ষত্র যেন ওরিয়নের দুইখানি পা; কটিবন্ধের উপরে দুইটি নক্ষত্র যেন তাহার দুইটি কাঁধ এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রতর তিনটি নক্ষত্র তাহার মাথা।

ওরিয়ন সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই যে, ইহাকে দেখিলেই জানিতে পারা যায় উত্তর দিক্ বা ধ্রুবতারা কোন্ দিকে রহিয়াছে। তারপর পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে কিম্বা দক্ষিণ গোলার্দ্ধেই থাক,—ওরিয়নকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্দ্ধ হইতে সপ্তর্ষিকে দেখা যায় না; তেমনি উত্তর গোলার্দ্ধ হইতে "দক্ষিণ ক্রুশ" (Southern Cross) নামক নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায় না।

তোমরা লাঠিখানি আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিয়া, কালপুরুষের কটিবন্ধের মধ্য-নক্ষত্র হইতে, তাহার মস্তকের কেন্দ্র দিয়া একটি সরল রেখা টান, এবং সেই রেখাটিকে বর্দ্ধিত কর, তবে তাহা দুইটি বৃহৎ নক্ষত্রের ভিতর দিয়া গিয়া একটি তৃতীয় নক্ষত্র স্পর্শ করিবে। এই তৃতীয় নক্ষত্রটি উত্তর বা ধ্রুবতারা।

মোটামুটিভাবে কালপুরুষের তরবারি—তিনটি ছোট নক্ষত্র—উত্তর দিক্ প্রদর্শন করে।

জুলু সম্প্রদায়ের স্কাউটগণ কালপুরুষের কটিবন্ধ ও তরবারিকে "ইঙ্গলুবু" নাম দিয়াছে। ইহার অর্থ "তিনটি কুকুরের দ্বারা অনুসৃত তিনটি শূকরের ছানা।" পূর্ব্বআফ্রিকার মাসাইরা বলে যে কালপুরুষের কটিবন্ধের তিনটি নক্ষত্র তিনটি অবিবাহিত পুরুষ, তাহাদিগকে তিনটি বয়স্কা কুমারী অনুসরণ করিতেছে। দেখিতেছ, পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় স্কাউটগণই কালপুরুষকে জানে—কেবল বিভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন নাম।

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধ হইতে (অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে।) হল বা সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায় না : কিন্তু দক্ষিণ ক্রুশ দেখা যায়। দক্ষিণ ভারত হইতে উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

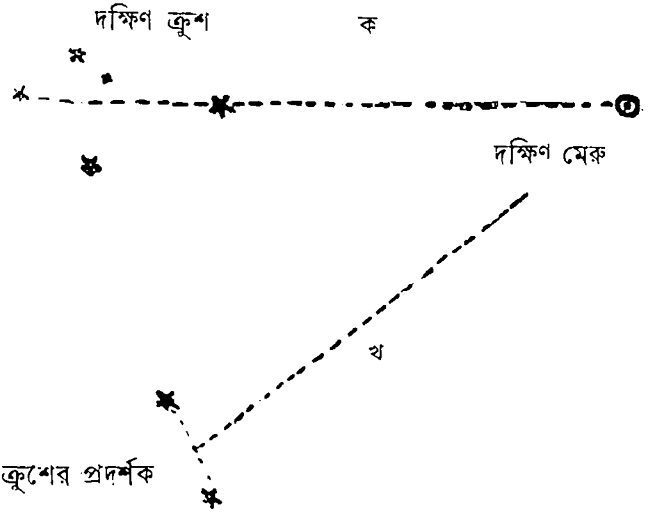

ঠিক দক্ষিণটি কোন্ দিকে তাহা "দাক্ষিণাত্য ক্রুশ" নামক নক্ষত্রমণ্ডল হইতে বেশ জানা যায়। স্কাউটের নিকট উত্তর দেশে উত্তর দিক্‌মুখী সপ্তর্ষিমণ্ডল যেরূপ অর্থপূর্ণ, এই দক্ষিণ ক্রুশও তেমনি অর্থপূর্ণ।

যদি ক্রুশের দীর্ঘ দণ্ডের এক রেখায় 'ক' অক্ষরের দিকে দৃষ্টি পরিচালনা কর, এবং দণ্ডের দৈর্ঘ্যের প্রায় তিন গুণ দূরে দৃষ্টি স্থির কর, তবে তোমার ঠিক অনেকটা দক্ষিণমুখী চাওয়া হইবে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। অথবা পয়েণ্টার বা সাঙ্কেতিক তারা দুটির সংযোজক রেখার মধ্যবিন্দু হইতে খাড়াভাবে

একটি রেখা (খ) কল্পনা কর, তবে এই "খ" রেখা এবং কল্পিত "ক" রেখা যে-বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিবে, তাহাই দক্ষিণ দিক্।

উপদেষ্টার উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত

পথনির্ণয়-শিক্ষার অভ্যাস

* * [সপ্তর্ষিমণ্ডল, কেসিওপিয়া, ধ্রুবতারা, কালপুরুষ এবং আপনাদের অঞ্চল হইতে যদি দক্ষিণ ক্রুশ দৃষ্ট হয় তবে তাহাও, বালকগণকে পরিচয় করাইয়া দিবেন। সূর্য্য দেখিয়া সময় ঠিক করা এবং টেক ঘড়ি দ্বারা উত্তর দক্ষিণ দিক্ নির্ণয় করিবার প্রণালী শিখাইবেন। মানচিত্র পাঠ করিতে এবং দেশের মানচিত্র দেখিয়া পথ পরিচয় করিতে এবং গাছে বিলসন বা ব্লেজিং (Blazing) করিয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া এবং মাটিতে সঙ্কেতচিহ্ন আঁকিয়া রাস্তা চিহ্নিত করিতে অভ্যাস করাইবেন।

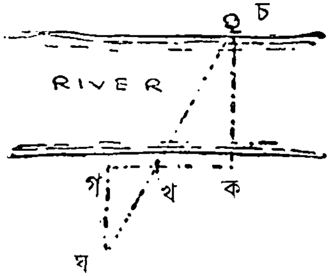

নদী কত চওড়া তাহা জানিবার উপায়ঃ তুমি নদীর যে তীরে দাঁড়াইয়াছ তাহার বিপরীত তীরে একটি বৃক্ষ বা কোন প্রস্তরকে লক্ষ্য কর এবং মনে কর উহার নাম চ এবং তুমি যে-স্থানে দাঁড়াইয়াছ উহার নাম ক। ইহার (ক চ রেখার) সমকোণভাবে, তুমি যে তীরে আছ, সেই তীর দিয়া ক হইতে ৯০ গজ দূরে যাও; মধ্যে ৬০ গজ দূরস্থ খ তে একটি ছড়ি পুঁতিয়া রাখ, অথবা কোন প্রস্তর স্থাপন কর। এই ৬০ গজের স্থান হইতে আরও ৩০ গজ গ পর্য্যন্ত দূরে আসিয়া অর্থাৎ যাত্রার স্থান হইতে ৯০ গজ দূরে আসিয়া (ক গ রেখার) সমকোণভাবে নদীর বিপরীত দিকে ঘুরিয়া, তোমার পদক্ষেপের

সংখ্যা গণনা করিতে করিতে চলিতে থাক, যে পর্য্যন্ত নদীর অপর তীরস্থ চ নামক বিশেষ দ্রব্যটি এবং (ক হইতে ৬০ গজ দূরস্থ) খ চিহ্নিত স্থানের ছড়ি বা প্রস্তর তোমার দৃষ্টির সমরেখায় পতিত না হয়। এখন গ চিহ্নিত স্থান হইতে তোমার বর্ত্তমান অবস্থিতি স্থানের (ঘ) দূরত্ব অর্থাৎ চিত্রস্থ গঘ'র দূরত্ব, কচ'র দূরত্বের অর্দ্ধেক হইবে।

কোন জিনিষের উচ্চতা নির্ণয় করিবার প্রণালী ঃ যেমন কোন গাছ (ক চ) বা ঘরের উচ্চতা নির্দ্ধারণ করা। সেই বস্তু হইতে ৮ গজ = ২৪ ফিট) দূরে খ চিহ্নিত স্থানে যাও এবং সেখানে (খ চিহ্নিত :স্থানে) ৬ ফিট লম্বা একটি ছড়ি পুঁতিয়া রাখ। তারপর গ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া চল, যেন দ্রব্যের (গাছ বা ঘরের) শীর্ষবিন্দু খ চিহ্নিত স্থানের স্থাপিত ছড়ির অগ্রভাগ এবং গ চিহ্নিত বিন্দু এক সরল রেখায় অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। এখন খগ'র সঙ্গে কগ'র যে অনুপাত, খ চিহ্নিত স্থানে স্থাপিত দণ্ডের সহিত বৃক্ষ বা ঘরের উচ্চতার সেই অনুপাত হইবে। অর্থাৎ কগ যদি ৩৩ ফিট লম্বা হয় এবং খগ যদি ৯ ফিট হয় তবে, ছড়িটি ৬ ফিট হওয়াতে, বৃক্ষটি ২২ ফিট উচ্চ হইবে।] * *

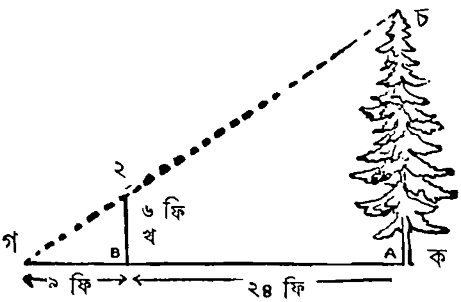

পথ-নির্ণায়ক খেলা

উপদেষ্টা এক প্যাট্রোলকে প্যাট্রোলিং ব্যূহের আকারে সজ্জিত করিয়া কোন অপরিচিত সহরে অথবা কোন অপরিচিত পল্লী অঞ্চলের গোলকধাঁধার মত (আঁকা-বাঁকা) স্থানে লইয়া যাইবেন। সঙ্গে একখানা

'সাইক্লিং ম্যাপ' থাকিবে। তারপর উপদেষ্টা গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন ; প্রত্যেকে, সাইকেলে চলিলে সাত মিনিটের মত এবং হাঁটিয়া চলিলে পনর মিনিটের মত সময়, প্যাট্রোল পরিচালনা করিবে। "পরিচালক স্কাউট"কে শুধু মানচিত্রের সাহায্যে পথ চিনিয়া যাইতে হইবে। মানচিত্র পাঠে দক্ষতা অনুসারে নম্বর (মানবিন্দু) দেওয়া যাইতে পারে।

পাহাড়ে স্কাউটিং

ইংলণ্ডের হ্রদাঞ্চলে (Lake Districts) পর্য্যটনকারীদের ক্লাব-সমূহে এই খেলা হইয়া থাকে। ইহা 'মাকড়সা ও মাছি' খেলার অনুরূপ। ভোরে 'শশক' নাম দিয়া তিনটি স্কাউটকে পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়া থাকিতে পাঠান হয়। প্রাতরাশের পরে 'হাউণ্ড' নাম নিয়া একটি দল শশকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে যাত্রা করে। এতে তাহাদিগকে বিকাল চারিটা পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয়। দূরদর্শনযন্ত্র (ফিল্ড গ্লাস্) সাহায্যেও যদি কোন 'হাউণ্ড' শশককে দেখিতে পায় তবে তাহাও 'ধৃত শশক' বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু 'হাউণ্ড'কে ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে কোন্ শশককে সে দেখিয়াছে। এই খেলায় চারিদিকের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। কেহ তাহার বাহিরে গেলে সে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, সুতরাং খেলার অধিকার (বা যোগ্যতা) হারাইয়াছে (disqualified) ধরিতে হয়।

উত্তরদিক্ নির্ণয় ঃ— প্রতি স্কাউটকে ৩০ গজ দূরে দূরে দাঁড় করান হয়। প্রত্যেকে তাহার নিজের ধারণা অনুসারে নিজের দণ্ডটি ঠিক উত্তর-দক্ষিণমুখী করিয়া মাটীতে শোয়াইয়া রাখে। কাহাকেও কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। তারপর সে লাঠি হইতে

তিন পা পিছাইয়া যায়। মধ্যস্থ কম্পাস দ্বারা প্রত্যেক লাঠির অবস্থান পরীক্ষা করিবেন। যাহার লাঠি কম্পাস-প্রদর্শিত দিক্ রেখার সর্ব্ব-নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহারই জয়। রাত্রিতে এবং মেঘাবৃত কিম্বা পরিষ্কার দিনে—সকল সময়েই এই প্রয়োজনীয় খেলাটি খেলিতে পারা যায়।

উপদেষ্টাগণের প্রতি উপদেশ

চর্চ্চা

* * [পর্ব্বতারোহণের জন্য দড়ি বাঁধিয়া চলার অভ্যাস করানো। নৌকা পাওয়া গেলে, অন্য নৌকার পাশে নৌকা লাগান, নৌকা বাঁধা, এক সাথে দুই দাঁড় টানা, লগি ঠেলিয়া চলা, দাঁড় লাগান, দড়ি গুটাইয়া রাখা প্রভৃতি নৌকা চালানর যাবতীয় বিষয় অভ্যাস করান। ব্যারো-মিটার দেখিয়া বায়ুর চাপ নির্ণয় করা শিখান।] * *

অনাবৃত প্রবাসের খেলা—রাত্রিতে টহলদারী

* * [রাত্রিতে দেখা ও শোনা অভ্যাস করাইবার জন্য কয়েকজন স্কাউটকে সান্ত্রী নিযুক্ত করিবে। তাহারা বাঁশী লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে অথবা টহল দিবে। অন্যান্য স্কাউট গোপনে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য শত্রুরূপে প্রেরিত হইবে। কোন সান্ত্রী যদি কোন প্রকার শব্দ শোনে, সে বাঁশী ফুঁকিবে অথবা আহ্বান-সঙ্কেত উচ্চারণ করিবে। স্কাউটগণ তৎক্ষণাৎ থামিয়া যাইবে এবং নিঃশব্দে শুইয়া পড়িবে। মধ্যস্থ আসিয়া সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন কোন্ দিক্ হইতে শব্দ আসিয়াছে। সান্ত্রী যদি ঠিক উত্তর দিতে পারে তবে তাহার জয় হইল। আক্রমণকারী স্কাউট যদি চুপি চুপি প্রহরী হইতে ১৫ গজের

মধ্যে আসিতে পারে, এবং প্রহরী তাহাকে দেখিতে না পায়, তবে স্কাউট রুমাল কি অন্য কোন পরিচয়-চিহ্ন রাখিয়া আবার চুপি চুপি সরিয়া পড়িবে। তারপর সে কোন রকম একটা শব্দ করিবে যেন সান্ত্রী তাহা শুনিয়া বিপৎ সঙ্কেত করে। যখন মধ্যস্থ অনুসন্ধান করিতে আসিবেন তখন স্কাউট যাহা যাহা করিয়া গিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিবে। দিনের বেলাও সান্ত্রীগণের চোখ বাঁধিয়া দিয়া এই খেলা খেলিতে পারা যায়।] * *

পঠিতব্য পুস্তক

"The Stars Night by Night" by J. H. Elgie, F. R. A. S. Price 1s. 6d nett.

"An Easy Guide to the Constellations" by the Rev. James Gall 1s 3d. (Gall & Inglis) contains diagrams of the constellations.

"Astronomy for Boy Scouts" by T. W. Corbin. Price 1s. 6d. nett.

"Astronomy for Everybody" by Simon Newcomb. 5s. nett. (Publisher, Pitman.) Also books on Astronomy by Professors Ball, Heath, Maunder and Flammarion.

"Two Little Savages" by Ernest Thompson Seton. 7s. 6d. nett. (Published by A. Constable & Co.)

"Mountaineering" Badminton Library. 9s. nett.

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৬ষ্ঠ

সাগর-স্কাউট

ইহা খুব আনন্দের বিষয় যে, স্কাউট বালক কেহ কেহ সাগরিক স্কাউটিং আরম্ভ করিয়াছে। নৌকা চালনা এবং নাবিকের কাজ শিক্ষা করিয়া

তাহারা রণতরীতে বা বাণিজ্যতরীতে নাবিকরূপে অথবা সমুদ্রকূলে জীবনতরীর চালকরূপে স্বদেশের সেবা-কার্য্যে আপনার স্থান করিয়া নিতে প্রস্তুত হইতেছে।

জাহাজে সমুদ্রযাত্রায় স্বর্গবাস কি নরকবাস দুই-ই হইতে পারে। এ শুধু জাহাজের লোকজনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। যদি তাহারা উগ্রপ্রকৃতির, কলহপ্রবণ এবং অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোক হয়, তবে তাহাদের সঙ্গে সেই জাহাজে বাস করিয়া সুখ নাই। আর যদি তাহারা স্কাউটের মত প্রসন্নচিত্তে সংকল্প করে যে, সকল বস্তুর সদ্ব্যবহার করিয়া আপনাদের অবস্থাকে যথাসম্ভব আরামের অনুকূল করিয়া লইবে, আদান-প্রদানের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এবং নিজের স্থানটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, তাহা হইলে তাহারা একটি সুখী পরিবারের মত শান্তিতে, আরামে ও আনন্দে দিনাতিপাত করিতে পারে।

জলদক্ষতা

প্রত্যেক স্কাউটের সন্তরণ শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন; কারণ সে কিছুতেই জানিতে পারে না কখন যে নদী পার হইবার প্রয়োজন হইতে পারে, কখন আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্য কখন সাঁতার কাটিতে হইতে পারে, কখন কোন জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইতে পারে; সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা সাঁতার জান না তাহাদের প্রধান কাজ হইবে অবিলম্বে সাঁতার শিখিয়া নেওয়া। সাঁতার শিক্ষা করা এমন কিছু কঠিন কাজ নহে।

স্কাউটগণকে নৌকাচালানও জানিতে হইবে। কিরূপে নৌকাকে জাহাজ বা জেটীর (ঘাটের) পাশে ভিড়াইতে হয় অর্থাৎ দাঁড় টানিয়া অথবা হাল চালাইয়া নৌকাকে বৃত্তাকারে ঘুরাইয়া জাহাজের পার্শ্বে কিরূপে রাখিতে হয় যাহাতে নৌকার অগ্রভাগ জাহাজের অগ্রভাগের দিকে

অথবা নদীর স্রোতের দিকে একমুখীন থাকে। এ সব জানা উচিত। নৌকার অন্যান্য দাঁড়ীর একসঙ্গে ভাল করিয়া তোমার দাঁড় টানিতে পারা চাই; অথবা এক জোড়া দাঁড় একসঙ্গে চালাইয়া, অথবা নৌকার পশ্চাদ্ভাগে একখানা দাঁড় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, নৌকা চালান—এ সব বিদ্যা জানা চাই। দাঁড় বাহিবার সময় দাঁড়ের পত্রাংশ (blade) যখন জলের উপরে উঠে, তখন তাহা মোচড় দিয়া চেপ্টা (জলের সঙ্গে সমান্তরাল) করিয়া দিতে হয়; তাহার উদ্দেশ্য—এই যে তাহা বাতাস না আটকায় এবং তাহাতে নৌকার বেগে বাধা না জন্মায়।

দড়ি কুণ্ডলী পাকাইয়া কিরূপে অন্য নৌকা অথবা জেটীর উপর ছুঁড়িয়া মারিতে হয়, অথবা তোমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত দড়িকে কিরূপে ধরিতে হয় এবং তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া রাখিতে হয় তাহাও তোমাকে জানিতে হইবে।

তক্তা, কাষ্ঠখণ্ড, কলসী বা জলপাত্র, কেরোসিনের টিন, খড়ের থলিয়া প্রভৃতি যে-কোন দ্রব্য হাতের নিকটে পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা কি প্রকারে ভেলা প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও শিখিয়া রাখিতে হইবে। কারণ অনেক সময় তোমাদিগকে খাদ্য মালপত্র সহ এমন স্থানে হয়ত নদী পার হইবার দরকার হইতে পারে, যেখানে নৌকা পাওয়া যায় না। অথবা তোমাদিগকে এমন অবস্থায় জাহাজ-ডুবিতে পড়িতে হইতে পারে, যেখানে আত্মরক্ষার জন্য কেহই ভেলা প্রস্তুত করিতে জানে না। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির নিকট কিরূপে 'লাইফ বয়' (Lifebuoy) বা ভাসমান "জীবন রক্ষক" ছুড়িয়া দিতে হয় তাহাও শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই সকল বিদ্যা কেবল কার্য্যতঃ অভ্যাস করিতে করিতেই শিখিতে পারা যায়।

কাশ্মীরের শ্রীনগরে, চার্চ্চ মিশন স্কুলের বালকদের মধ্যে

যাহারা স্কাউটের লাইনে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, তাহারা সাঁতারও নৌকাচালনা শিখিবার জন্য সবিশেষ যত্ন করে। তাহাদের নৌকা দৌড়ের একটি অঙ্গ, আমার খুব ভাল লাগে, এবং এইটী ইংলণ্ডে আমাদের স্কুলসমূহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও গৃহীত হইয়াছে দেখিলে সুখী হই ; তাহা এই যে, নৌকাদৌড়ের মধ্যে একবার প্রত্যেকখানা নৌকাকে উল্টাইয়া ফেলিতে হয় এবং সেই নৌকার লোকদিগকে যথাসম্ভব সত্বর নৌকা ঠিক করিয়া পুনরায় তাহাতে চড়িয়া জল সিঁচিয়া নিতে হয়।

* * জল-স্কাউটের করণীয়

নৌকা পরিচালনা ; একা বা অন্যান্যের সঙ্গে দাঁড় টানা, নৌকার হাল ধরা, পালে নৌকা চালান, সাঁতার কাটা।

দড়িতে নানা প্রকার গিঁঠ দেওয়া এবং দুই দড়িতে জোড়া দেওয়া।

নৌকা তৈয়ার করা, মেরামত করা, কালাপাতী করা (Caulk) এবং রং দেওয়া।

ইঞ্জিনের মূলনীতি এবং ভারোত্তলনের বাষ্পীয় বা জলীয় যন্ত্র যে নীতিতে কাজ করে তার সাধারণ জ্ঞান।

পালের জাহাজের বিভিন্ন রশি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং বিভিন্ন রকমের যুদ্ধ-জাহাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান।

নিজের পোষাকের কাপড় ও পালের কাপড় কাটা এবং সেলাই করা।

নাবিকদের গান, সারিগান, শিঙা বাজান।

মাস্তল আরোহণ।] * *

৮

খেলা

তিমি শিকার

একটি বড় কাষ্ঠখণ্ডের দুই মাথা মুণ্ড এবং লেজের আকারে কাটিয়া তাহাকে তিমিরূপে ধরিয়া লওয়া হয়। সাধারণতঃ দুই খানি নৌকা তিমি শিকারে যোগ দেয়। দুই পৃথক্ প্যাট্রোল দুই নৌকা চালনা করে। প্যাট্রোল-নায়ক কাপ্তান হয়, সহকারী নায়ক ধনুকধারী শিকারী বা তিমি-বেধক, এবং অপর স্কাউটগণ দাঁড়ী হয়। নৌকা দু'খানা এক মাইল দূরে দুই বন্দরে থাকে। মধ্যস্থ তিমিটিকে দুই বন্দরের মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন, তারপর সঙ্কেত দেওয়া মাত্র দুই বন্দর হইতে দুই নৌকা একই সময় তিমি শিকারে যাত্রা করে কে আগে তিমির কাছে পৌছিতে পারে এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে। যে তিমিবেধক প্রথমে তিমিকে তার নিজের এলাকার ভিতর কায়দায় পায় সে-ই তার বেধন-শল্য তিমির উপরে বসাইয়া দেয়।

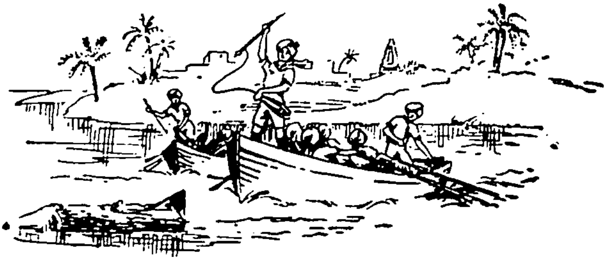

নৌকা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গিয়া আপন বন্দরের দিকে তিমিকে টানিয়া নিতে থাকে। দ্বিতীয় নৌকা তখন প্রথম নৌকার অনুসরণ করে, এবং উহার নিকটবর্ত্তী হইলে দ্বিতীয় নৌকার শিকারীও তাহার অস্ত্র সেই তিমির গায়ে গভীরভাবে বসাইয়া দেয় এবং তখন নৌকা ঘুরাইয়া তাহারাও আপন বন্দরের দিকে তিমিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার

চেষ্টা করে। এইরূপে দুই নৌকাতে টাগ অব ওয়ার বা দড়ি টানাটানি লাগিয়া যায়। অবশেষে যে নৌকা শ্রেষ্ঠতর তাহা-ই তিমিকে ও সম্ভব হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকাকে আপন বন্দরে লইয়া যায়। দেখা যায় যে এই খেলায় জয়লাভ করিতে হইলে শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা, কঠোর মৌনতা, এবং কাপ্তানের আদেশের প্রতি চিত্তসংযোগ খুব বেশী শক্ত উপকরণ। সর্ব্বোপরি এতে বিনীতির মূল্যটি প্রমাণিত হয়। এই খেলাটি টমসন্ সিটনের "বার্চ্চবার্ক অব দি উড্ক্রাফ্ট্ ইণ্ডিয়ান্স্" নামক পুস্তকে বর্ণিত খেলার অনুরূপ।

জল স্কাউটিং খেলা—যথা, আবিষ্কার উপলক্ষে পর্য্যটন, তিমিশিকার, জাহাজ ডুবি, জাহাজবন্দী অভিযান, ক্রীতদাস, জুয়াচোর, জাহাজ-ডুবি অভিনয়। ("স্কাউটটিং গেম্স" দ্রষ্টব্য। মূল্য দেড় শিলিং)।

পঠিতব্য পুস্তক

"Hearts of Oak" by Gordon Stables, Price 3s 6d. (J. F. Shaw & Co.)

"In Empire's Cause" by E. Protheroe. Price 3s. 6d. nett. (Epworth Press)

"The Cruise of the *Cachalot*" by Frank Bullen. Price 2s. 6d. nett. (J. Murray.)

"Sea Scouting and Seamanship for Boy Scouts" by W. Baden-Powell. Price 2s. 6d. nett.

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

* * [স্কাউটগণকে যুদ্ধের জাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ ও জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা **দেখাইবেন**।] * *

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৭ম

সঙ্কেত ও আদেশ

সাঙ্কেতিক বার্তা—গুপ্তপত্র—অগ্নির সাহায্যে সঙ্কেত—আদেশ—বাঁশী এবং নিশানের সঙ্কেত।

একস্থান হইতে অন্যস্থানে গোপনে সংবাদ প্রেরণ অথবা পরস্পরের মধ্যে সঙ্কেতবার্ত্তা বিনিময় করিবার কৌশলে স্কাউটদিগকে খুব চতুর ও সিদ্ধহস্ত হইতে হইবে; এবং যদি কখনও কোন বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন বয়স্কাউটদের সাহায্য অতি মূল্যবান্ হইবে যদি তাহারা এই বিদ্যা অভ্যাস করিয়া থাকে।

ম্যাফেকিং সহর অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আমি ট্র্যান্সভালের কোন অজানা বন্ধু হইতে গোপনে এক সংবাদ পাইয়াছিলাম। বুয়রগণের ম্যাফেকিং অবরোধের মতলবের সংবাদ এবং তাহারা কি পরিমাণ সৈন্য, ঘোড়া ও বন্দুক জড় করিতেছিল তাহাও তিনি আমাকে জানান। একখানি খুব ছোট চিঠি ভাঁজ করিয়া ছোট একটি বড়ির মত গোলাকার করিয়া একটি স্থূল নগণ্য লাঠির ভিতরের ছোট গর্ত্তের মধ্যে পুরিয়া মোমদ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এবং একজন কাফিরের দ্বারা তাহা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাকে বলা হইয়াছিল সে যেন ম্যাফেকিং'এ আসিয়া এই ছড়িটি আমাকে উপহারস্বরূপ দেয়। যখন লোকটি ছড়িখানা আমার হাতে দিয়া বলিল, ইহা আর এক জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ দিয়াছেন, তখন আমি স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করিতে পারিলাম যে এর মধ্যে কোন গোপন সংবাদ রহিয়াছে। আর শীঘ্রই অনুসন্ধান করিয়া অতি প্রয়োজনীয় এই চিঠিখানা পাইলাম।

অপর একজন বন্ধু হইতে হিন্দুস্থানী ভাষায় লেখা আর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম; চিঠির অক্ষর ইংরাজী, সুতরাং অন্য কেহ এই চিঠিখানি কোন্ ভাষায় লিখিত তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইত; কিন্তু আমার কাছে ইহা জলের মত সহজ। সেই সময়ে যখন আমরা মাফেকিং হইতে বাহিরে চিঠি পাঠাইতাম, সেই চিঠি কাফিররা লইয়া যাইত; তাহারা বুয়রদের দুই ঘাঁটির মধ্যবর্ত্তী স্থান হামাগুড়ি দিয়া পার হইয়া যাইত। একবার তাহারা বুয়র সান্ত্রীদের লাইনের ভিতর দিয়াই চলিয়া গেল। প্রহরীগণ মনে করিয়াছিল এই কাফির কয়টি তাহাদের স্বপক্ষীয় লোক; সুতরাং তাহারা তাহাদের প্রতি নজর করিল না। তাহারা চিঠি লইয়া যাইত এইরূপে :—চিঠিগুলি অতিশয় পাতলা কাগজে লিখিত হইত এবং অতি ছোট লেফাফায় আবদ্ধ করা হইত। ছয় সাতখানা চিঠি কুঞ্চিত করিয়া বলের আকারে শক্ত করিয়া গুটান হইত। অতঃপর চায়ের প্যাকেটের ন্যায় সীসার পাতে মুড়িয়া দেওয়া হইত। চর এই সকল বলের অনেকগুলি এক সঙ্গে হাতে করিয়া এবং দড়ি দিয়া ঢিলভাবে গলায় ঝুলাইয়া লইয়া যাইত। বুয়রগণ ধরিয়া ফেলিবে এই আশঙ্কা কোন সময় উপস্থিত হইলেই সে সবগুলি বল মাটীতে ফেলিয়া দিত। মাটীতে পড়িলে সেই বলগুলি ঠিক কতগুলি পাথরের টুক্‌রা বা নুড়ির মত দেখাইত। তারপর সে-স্থানটি যেন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে চারি দিককার দুই তিনটি স্থান হইতে কয়েকটি অভিজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া রাখিত এবং সপ্রতিভ-ভাবে চলিয়া যাইত; :কাজেই বুয়রের সম্মুখীন হইলে বুয়র যদি তার শরীর অনুসন্ধান করিত তবে সন্দেহজনক কিছুই পাইত না। তখন সে নিকটে কোথাও দুই একদিন অপেক্ষা করিত এবং বিপদের আশঙ্কা কাটিয়া গেলে অভিজ্ঞান অনুসারে পুনরায় সেই স্থানে গিয়া চিঠিগুলি

লইয়া আসিত। তোমাদের মনে থাকিতে পারে, 'অভিজ্ঞান' শব্দের অর্থ গাছ, মাটীর ঢিপি, বড় প্রস্তর বা অন্য কিছু যাহা স্থানান্তরিত হয় না; এবং যেসব স্কাউট তাহা লক্ষ্য করে ও মনে রাখে, তাহাদের জন্য যাহা সঙ্কেত-স্তম্ভের কাজ করে।

সাঙ্কেতিক বার্ত্তা প্রেরণ

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, যাঁহারা রীতিমত শব্দ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্তান জন্ স্মিথ্ একজন।

তিনি তখন তুর্কীগণের বিরুদ্ধে এবং অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

তিনি রাত্রিতে মশালের আলো দেখাইবার এক প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মশালগুলির পরস্পরের সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ অবস্থান দ্বারা একটি একটি শব্দ বুঝাইত।

অষ্ট্রিয়া বাহিনীর বহু কর্ম্মচারী সেই সকল সঙ্কেত অভ্যাস করিয়া শিখিয়া লইয়াছিলেন।

একদা সেই কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন সদলবলে তুর্কী সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। জন্ স্মিথ্ একদল সৈন্যসহ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য রাত্রিকালে সেই সহরের নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ে আসিয়া পৌছিলেন। এই পাহাড়ের উপর হইতে স্মিথ্ কতকগুলি মশাল-সঙ্কেত প্রদর্শন করিলেন। অবরুদ্ধ কর্ম্মচারী এইগুলির সাহায্যে তাহার কি করিতে হইবে বুঝিতে পারিলেন। স্মিথ্ শত্রুদিগকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিলেন এবং এই সুযোগে অবরুদ্ধ সৈন্যদল শত্রু সৈন্য ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে সমর্থ হইলেন।

সঙ্কেত সংবাদ-প্রেরণ একদিনে শিক্ষা করা যায় না। এইজন্য য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটেনে বহুসংখ্যক সঙ্কেতাভিজ্ঞ স্কাউট প্রস্তুত থাকাতে, নৌবিভাগ ও স্থল-সৈন্য বিভাগ তাহাদিগকে সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে অতি মূল্যবান্ সাহায্য হইয়াছিল।

এই স্কাউটগণ তাহাদের কর্ত্তব্যের অনুসঙ্গীরূপে এই সঙ্কেত-বার্ত্তা শিখিয়াছিল। তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে ইহা তাহাদের দেশের এতবড় মূল্যবান্ কাজে লাগিবে। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কার্য্যের এই লাইনে "প্রস্তুত থাকিয়া" তাহারা যথার্থ স্কাউটরূপে আপনাদের পরিচয় দিল।

অগ্নি-সঙ্কেত

পৃথিবীর সকল দেশের স্কাউটগণ আগুনের সাহায্যে সঙ্কেত-সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকে ;—দিনের বেলায় আগুনের ধূমদ্বারা এবং রাত্রি-কালে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখাদ্বারা সঙ্কেত করা হয়।

ধূম-সঙ্কেত—ধীরে ধীরে, থাকিয়া থাকিয়া, বড় আকারের তিন দমকা ধূম ছাড়িলে অর্থ হয় "চলিতে থাক"। ছোট আকারের শীঘ্র শীঘ্র কয়েক দমকা ধূম ছাড়িলে অর্থ হয় "সকলে মিলিত হও ; এখানে এস"। ক্রমাগত স্তম্ভাকারে ধূম উঠিতে থাকিলে অর্থ হয় "থাম"। পর্য্যায়ক্রমে ছোট ও বড় ধূমের দমকা দেখিলে মনে করিতে হইবে "বিপদ"।

ধূমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিয়ম ঃ—সাধারণ নিয়মে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর! আগুন যখন ভাল রকমে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তাহার উপর কাঁচা পাতা, ঘাস অথবা ভিজা খড় ফেলিয়া দাও—যেন আগুন হইতে বেশ ধূম উঠিতে থাকে।

একখানা ভিজা কম্বলদ্বারা আগুন ঢাকিয়া দাও। এক দমকা ধূম্র মুক্ত করিয়া দিবার জন্য কম্বলটি একবার সরাইয়া লও এবং পুনরায় ঢাকিয়া ফেল। ধূমের দমকা, ছোট কি বড় আকারের হইবে তাহা কম্বলখানি আগুনের উপর হইতে কতক্ষণের জন্য সরাইয়া নেওয়া হয় তার উপর নির্ভর করে। ছোট দমকার ধূম ছাড়িতে হইলে কম্বল সরাইয়া দুই পর্য্যন্ত গণনা করিয়া লও। তারপর পুনরায় কম্বলদ্বারা আগুন ঢাকিয়া রাখ এবং এক হইতে আট পর্য্যন্ত গণনা কর। অতঃপর আর এক দমকা ধূম মুক্ত করিয়া দুই পর্য্যন্ত গণনা কর। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ইচ্ছামত ধূম নির্গত করা যায় এবং আবদ্ধ করা যায়।

বড় আকারের দমকা ধুঁয়া মুক্ত করিতে হইলে ছয় সেকেণ্ডকাল কম্বল সরাইয়া রাখিতে হয়।

শিখা সঙ্কেত—দিনের বেলায় উল্লিখিতরূপে ধূম-সঙ্কেতের যে-অর্থ,—রাত্রিকালে দীর্ঘ বা হ্রস্ব জ্বালার সেই অর্থ।

শুষ্ক ডালপালাদ্বারা যথাসম্ভব উজ্জ্বল করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। দুই জন স্কাউট আগুনের সম্মুখে একখানা কম্বল ধরিয়া দাঁড়াইবে, অর্থাৎ যাহাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছ, কম্বলখানি তাহাদের এবং অগ্নিশিখার মধ্যে থাকিবে যেন তোমরা ইচ্ছা করিয়া কম্বল না সরাইলে তোমাদের আগুন দেখিতে পায় না। তারপর হ্রস্ব জ্বালা বা অল্পক্ষণের জন্য শিখা দেখাইতে হইলে ‘এক দুই’ বলিতে যে-সময় লাগে সেই পর্য্যন্ত অথবা দীর্ঘ-জ্বালা দেখাইতে হইলে ছয় পর্য্যন্ত গণনা করিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু পর্য্যন্ত কম্বল ফেলিয়া রাখিয়া আবার কম্বল তুলিয়া আগুন ঢাকিয়া দিবে। একবার শিখা দেখাইয়া আবার শিখা দেখাইবার আগে এক হইতে চারি পর্য্যন্ত গণনাকাল আগুন ঢাকা থাকিবে।

শব্দ-সঙ্কেত

আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধকালে কাপ্তান ক্লোরী নামক একজন স্কাউট-অফিসার স্বপক্ষীয় সৈন্যদের একটি বৃহৎ বাহিনীকে শত্রুরা অতর্কিতভাবে রাত্রে আক্রমণ করিতে যাইতেছে জানিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার স্বপক্ষীয়গণ নদীর অপর পারে ছিল, নদীটি ছিল প্লাবনের জলে স্ফীত, এবং তার উপর ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল ; সুতরাং তিনি নদী পার হইয়া বন্ধুদের নিকট যাইতে পারিতেছিলেন না।

এই অবস্থায় তোমরা কি করিতে ?

একটি উত্তম ফন্দি কাপ্তানের মনে উদিত হইল। নিকটেই একটি পুরাতন রেলওয়ে ইঞ্জিন ছিল। তাহা লইয়া তিনি আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে বাষ্প সঞ্চয় করিলেন এবং ইঞ্জিনের হুইসেলে দীর্ঘ ও হ্রস্ব ধ্বনি উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। এই সঙ্কেত-ধ্বনি "মোর্স" অক্ষর নামে পরিচিত। নদীর অপর তীরস্থ তাঁহার বন্ধুগণ এই হুইসেল ধ্বনি শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল এবং বিউগল বাজাইয়া তাহার উত্তর প্রদান করিল। অতঃপর কাপ্তান স্বপক্ষীয়গণকে সাবধান করিবার জন্য ইঞ্জিনের হুইসেলের শব্দযোগে একটি সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল এবং তদনুসারে কাজ করিল। এইরূপে তাঁহার স্বপক্ষীয় দুই হাজার সৈন্যের এক বাহিনী শত্রুপক্ষের আকস্মিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ বয়ড্‌ আলেকজেন্দারের "নাইজার নদী হইতে নীল নদী পর্য্যন্ত" নামক পুস্তকে মধ্য আফ্রিকাবাসী এক জাতি কিরূপে ঢাক বাজাইয়া পরস্পরকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকে ইহার বর্ণনা

আছে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অরণ্য প্রদেশে কতকগুলি জাতির কথা আমি জানি, তাহারাও এইরূপ করে।

ভারতবর্ষে আসাম প্রদেশের পার্ব্বত্য জাতিরা এবং অন্যান্য কোন কোন জাতি ঢাকের শব্দদ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে।

প্রত্যেক স্কাউটের "বিন্দু চিহ্ন" ও "রেখা চিহ্ন" অথবা মোর্সের সঙ্কেত প্রণালী শিক্ষা করা উচিত। কারণ সুদূরে নিশান সঙ্কেত-দ্বারা সংবাদ প্রেরণের সময় এই প্রণালী খুব সাহায্য করে। সেনা বাহিনীতে এবং নৌবিভাগে এই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা শিক্ষা করিতে পারিলে তার-বিভাগে চাকুরী পাওয়াও সহজ। সংকল্পের সহিত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহা শিখিতে পারা শক্ত নয়। বুয়র যুদ্ধের সময় আমি একবার ইহা যে খুব বেশী কার্য্যকরী তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। একটি বুয়র সৈন্যদল মধ্যবর্ত্তী গিরিপথ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আমার সৈন্যগণ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা আমাদের অপেক্ষা অতিমাত্রায় প্রবল ছিল দেখিয়া বেলা পড়িয়া আসিলে আমরা সে-চেষ্টা ত্যাগ করিলাম। রাত্রিযোগে স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহাদিগকে বুঝিতে দিলাম, যেন আমরা তাহাদের সম্মুখের স্থানটিতেই ছাউনি করিয়া আছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা সেই রাত্রিতেই অতি দ্রুত চলিয়া, সেই পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া পরদিন সকালে শত্রুগণের একবারে পশ্চাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম; বুয়রগণ তাহা জানিতেও পারিল না। এই নূতন স্থানে আমরা একটি টেলিগ্রাফ লাইন দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, এই লাইন তাহাদের হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী প্রধান আফিস পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুতরাং আমরা এই টেলিগ্রাফের তারের নিকটে বসিয়া ইহার সহিত নিজেদের

তার সংযুক্ত করিয়া দিলাম এবং বুয়রগণের প্রেরিত সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। ইহাদ্বারা অতি মূল্যবান খবর জানিতে পারা গেল। কিন্তু আমাদের স্কাউটদের কেহ কেহ যদি 'মোর্স কোড' পড়িতে না জানিত তাহা হইলে এইরূপে মধ্যপথ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না।

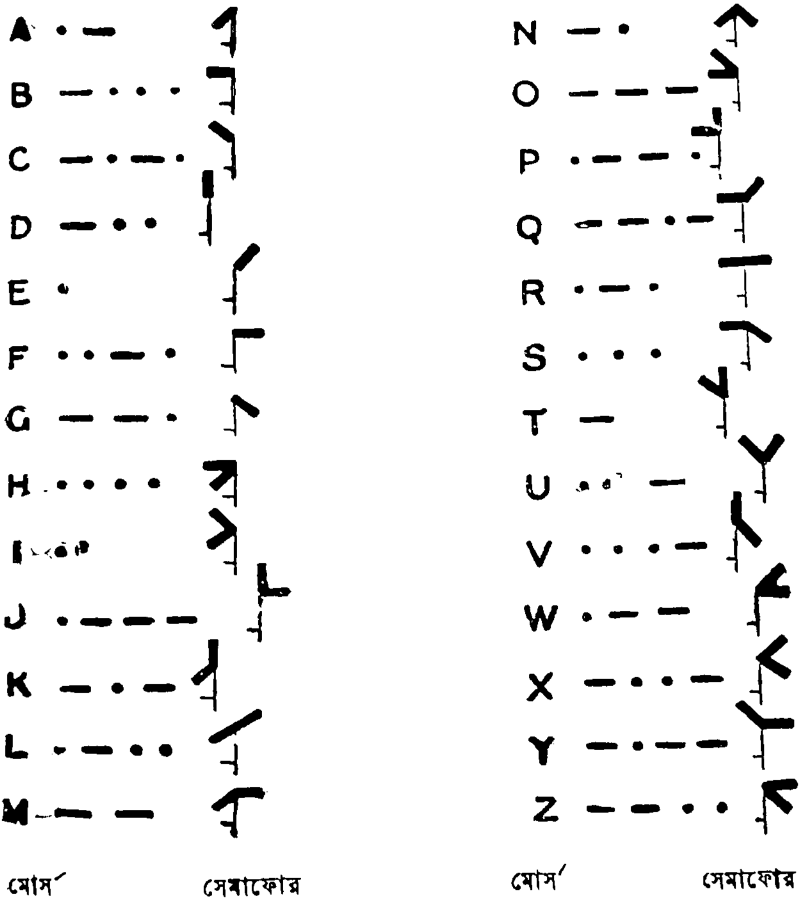

তারপর, বাহু দুটিদ্বারা বিভিন্ন কোণ রচনা করিয়া সেমাফোর সঙ্কেত প্রদর্শন করা হয়। ইহা খুব কাজে লাগে এবং অতি সহজে শিখা যায়। যুদ্ধবিভাগের প্রত্যেক সৈনিক এবং নাবিক ইহা জানে। উপরে প্রত্যেক ইংরাজী অক্ষরকে কি প্রকারে বাহুদ্বারা বিভিন্ন কোণ রচনা করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহা প্রদর্শিত হইল। যদিও ছবিতে এই ভঙ্গিমাগুলি কিছু জটিল বলিয়া বোধ হইতেছে তথাপি কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিতে গেলে ইহা অতি সরল ও সহজ বলিয়া দেখা যায়। যাহারা হস্তসঙ্কেত পাঠ করিবে, তাহাঁদের নিকট সঙ্কেতগুলি যে আকারে প্রকাশ পায়, চিহ্নগুলি সেইভাবে দেখান হইল।

A হইতে G পর্য্যন্ত সমুদয় অক্ষরের জন্য একখানা বাহুই ব্যবহৃত হয়। একাদিক্রমে প্রত্যেক অক্ষরের জন্য বৃত্তের আটভাগের এক ভাগ হাত ঘুরাইতে হয়। H হইতে N পর্য্যন্ত (J বাদে) অক্ষরগুলি প্রকাশ করিবার জন্য ডান বাহু A-তে দাঁড়ায় এবং বাম বাহু অন্য অক্ষর নির্দ্দেশের জন্য বৃত্তাকারে ঘুরে। O হইতে S পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে ডান-বাহু B-তে দাঁড়ায় এবং বাম বাহু পূর্ব্বের ন্যায় ঘুরিয়া চলে। T, U, Y এবং "annul" ("কেটে ফেল") শব্দের জন্য ডান বাহু C তে দাঁড়ায় এবং বামবাহু যথাক্রমে বৃত্তের পরবর্ত্তী সঙ্কেত স্থানে ঘুরিয়া আসে।

অক্ষরের A হইতে I পর্য্যন্ত যে সঙ্কেত বা ভঙ্গিমা, সংখ্যা গণনায় ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সেই সঙ্কেত। (K শূন্য (O) রূপে গণ্য হয়)। যখন সংখ্যা প্রদর্শন করিতে হয় তখন প্রদর্শন করিবে। ইহাতে বুঝাইবে তোমরা সংখ্যা প্রেরণ করিতে চাহিতেছ এবং সংখ্যা শেষ হইয়া গেলে (J) প্রদর্শন করিয়া বুঝাইবে যে সংখ্যা গণনা শেষ হইল। এই সঙ্কেতের কথা যাহারা গ্রহণ করিল, তাহা তাহারা পুনরাবৃত্তি করিয়া দেখাইবে ঠিক কথা তাহারা ধরিতে পারিয়াছে

কি না। যদি তাহাতে ভ্রম থাকে, তবে প্রেরকগণ "Erase" (মুছে ফেল) বা "annul" (কেটে ফেল) চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া জানাইবেন কথাগুলি শুদ্ধভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। (A দ্বারা তাহার উত্তর দেওয়া হইবে,—ইহাকে সাধারণ উত্তর বলে)। তৎপর পুনরায় সংখ্যাগুলির সঙ্কেত প্রদর্শন করিবে।

যে-ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, প্রেরক সর্ব্বদাই তাহার দিকে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইবে। যখন কোন শব্দ শুদ্ধরূপে পঠিত হয়, তখন সাধারণ উত্তর প্রদর্শন করিয়া দেখান হয় যে ইহা পঠিত হইয়াছে। প্রেরক যদি সাধারণ উত্তর না পায়, তবে বুঝিবে যে, তাহার কথা গ্রহণকারিগণের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। সুতরাং উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ সেই ইঙ্গিত প্রদর্শন করিতে হইবে।

যদি তোমরা অপরে বুঝিতে পারে না এমন কোন লিখিত সংবাদ প্রেরণ করিতে চাও তবে সাধারণ প্রচলিত অক্ষরে বিবরণ না লিখিয়া মোর্স অথবা সিমাফোর অক্ষরে বা সঙ্কেতে লিখিও। এই সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত বিবরণ তোমার সেই সকল বন্ধুরা বুঝিতে পারিবে, যাহাদের সাঙ্কেতিক অক্ষর জানা আছে।

তোমাদের কোন প্যাট্রোলের মধ্যে যদি "গুপ্তভাষা" ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কর তবে সকলে "এস্পেরাণ্টো" (Esperanto) শিক্ষা কর। ইহা কঠিন নহে। এক আনা মূল্যের একখানা পুস্তক পড়িয়া ইহা শিখিতে পারা যায়—এই গুপ্ত ভাষা সকল দেশেই ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং বিদেশে গেলেও তাহা কাজে লাগিবে।

বিভিন্ন মোর্স সঙ্কেত

সঙ্কেত	অর্থ এবং ব্যবহার
V.E., V.E., V.E.	সংবাদ গ্রহণের জন্য আহ্বান।
K.	পাঠাও (সংবাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলে V.E'র উত্তর)
Q	অপেক্ষা কর (প্রস্তুত না হইলে V,Eর উত্তর)।
T.	সাধারণ উত্তর (অন্য প্রকার বলা না থাকিলে সকল সাঙ্কেতিক সংবাদের পর ব্যবহৃত হয়।)
A.R.	সংবাদ শেষ।
R.	সংবাদ ঠিকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে (A. R. এর উত্তর)
৮টী বিন্দু	মুছিয়া ফেল (কোন কথা ভুল বলিলে তাহা কাটিবার জন্য)
G. B.	বিদায় (ষ্টেশন বন্ধ করিয়া দিবার সময় ব্যবহৃত হয়)

আদেশ এবং সঙ্কেত

প্রত্যেক প্যাট্রোল নায়কের নিকট সরু দড়িতে বাঁধা একটি হুইসেল রাখিতে হইবে। নিম্নলিখিত সঙ্কেত ও আদেশ-বাণীগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া রাখিবে যেন তোমার প্যাট্রোলকে শিখাইয়া দিতে পার এবং ঠিকভাবে আদেশ দিতে পার।

আদেশ বাণী

"ফল্ ইন্" (শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও)

"এলার্ট" (ক্ষিপ্রতার সহিত সতর্ক ভাবে দাঁড়াও)

"ইজি" (সহজভাবে দাঁড়াও)
"সিট্ ইজি" (শ্রেণী ভাগ না করিয়া বসিয়া বা শুইয়া পড়)
"ডিস্‌মিস্" (ছুটি)
"রাইট" (বা লেফ্‌ট) ; (প্রত্যেক স্কাউট তদনুসারে ঘুরিবে)
"প্যাট্রোল রাইট" (বা লেফ্‌ট) ; (স্কাউটেরা এক লাইনে থাকিবে এবং সম্পূর্ণ শ্রেণী ডানদিকে (বা বামদিকে) ঘুরিয়া দাঁড়াইবে)
"কুইক্ মার্চ্চ" (প্রথমে বাম পদ ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া চলিবে)
"ডবল" (বাহু দোলাইয়া দ্রুতপদে দৌড়াইয়া চলিবে)
"স্কাউট পেস্" (পর্য্যায়ক্রমে কয়েক পদ হাঁটিয়া চল, কয়েক পদ দ্রুত চল)

সঙ্কেত ও চিহ্ন

প্যাট্রোল লীডারগণ তাহাদের প্যাট্রোলগুলিকে আপন আপন প্যাট্রোলের ডাক (জন্তুর ডাক) দ্বারা একত্র করিবে। তারপর ডবল মার্চ্চ করাইয়া স্কাউট মাষ্টারের নিকট লইয়া যাইবে।

বাঁশীর সঙ্কেত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) একটি সুদীর্ঘ ফুৎকার—"চুপ কর"" "সতর্ক হইয়া দাঁড়াও," "আমার পরবর্ত্তী সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা কর"।

(২) ক্রমাগত কয়েকটি দীর্ঘ ও ধীরোচ্চারিত ধ্বনি—"বাহিরে যাও," "আরও দূরে যাও," "অগ্রসর হও", "বিস্তৃত হও", "ছড়াইয়া পড়"।

(৩) ক্রমাগত হ্রস্ব ও দ্রুত ধ্বনি—"মিলিত হও", "নিকটবর্ত্তী হও", একত্রিত হও", "শ্রেণীবদ্ধ হও"।

(৪) পর্য্যায়ক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ধ্বনি—"সাবধান" "চারিদিকে চাহিয়া দেখ", "প্রস্তুত হও" "এলার্ম পোষ্টে লোক রাখ"।

(৫) স্কাউট মাষ্টারের তিনটী হ্রস্ব ধ্বনি এবং তৎপর এক দীর্ঘ ধ্বনি—প্যাট্রোল নায়কদিগকে আহ্বান করে—("লীডারগণ এখানে এস" ।)

অন্যান্য যে-কোন আদেশের ন্যায় বাঁশীর সাঙ্কেতিক আদেশও তৎক্ষণাৎ যত তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে পার দৌড়িয়া পালন করিবে। তখন হাতে যে কোন কাজ থাকুক তাহা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিবে।

হস্ত-সঙ্কেত—প্যাট্রোল-লীডারগণ প্রয়োজনমত প্যাট্রল নিশান দ্বারাও এই সঙ্কেত প্রেরণ করিতে পারে।

মুখের উপর দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনেকবার হস্ত পরিচালনা করিলে অথবা মুখের সম্মুখে নিশানকে (ভূমির সহিত) সমান্তরালভাবে (Horizontally) একদিক হইতে অন্যদিকে চালনা করিলে ইহার অর্থ এই বুঝাইবে—"না", "চিন্তা নাই", "যেমন আছ তেমন থাক"।

হাত অথবা নিশান উচ্চ করিয়া ধরিলে এবং বাহু যতদূর বিস্তৃত করা যায় ততদূর বিস্তৃত করিয়া খুব ধীরে ধীরে এ পাশ হইতে ওপাশে পরিচালনা করিলে, অথবা হুইসেল দ্বারা আস্তে আস্তে অনেকগুলি ধ্বনি করিলে বুঝিতে হইবে, "বিস্তৃত হও", "আরও দূরে যাও", "ছাড়াইয়া পড়"।

হাত অথবা নিশান উচ্চ করিয়া ধরিলে এবং বাহু যতদূর বিস্তৃত করা যায় ততদূর বিস্তৃত করিয়া এক পাশ হইতে অন্য পাশ পর্য্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি পরিচালনা করিলে অথবা বাঁশী দ্বারা হ্রস্ব অথচ দ্রুত ধ্বনি ক্রমাগত করিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে, "নিকটে এস", "মিলিত হও", "এখানে এস"।

হস্ত বা নিশান কোনও দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া ধরিলে বুঝিতে হইবে, “ঐ দিকে যাও”।

মুষ্টিবদ্ধ হাত বা নিশান অনেকবার দ্রুত উঠা-নামা করিলে তাহার অর্থ হয় “দৌড়াও”।

হাত বা নিশান মাথার উপরে সোজা করিয়া ধরিলে তাহার অর্থ হয়, “থাম”, “দাঁড়াও”।

যখন কোন লীডার দূরস্থ কোন স্কাউটকে চীৎকার করিয়া কোন আদেশ করে, অথবা কোন সংবাদ শোনায়, তখন স্কাউটটি (সে যদি শুনিতে পায়) সমস্ত কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার হাত মাথার সমান উঁচু করিয়া ধরিবে; আদেশগুলি যদি বুঝিতে না পারে তবে শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে—কোন চিহ্ন প্রদর্শন করিবে না। তখন লীডার তার বক্তব্য আরও উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় বলিবে অথবা স্কাউটকে নিকটে সরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিবে।

কোন স্কাউটকে প্যাট্রোলের দৃষ্টির মধ্যে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইলে স্কাউট তাহার লাঠিদ্বারা নিম্নলিখিত সঙ্কেত করিবে :

মাথার উপরে লাঠি (ভূমির সহিত) সমান্তরালভাবে (Horizontally) ধরিলে অর্থাৎ মাথার উপরে দুই হাতে লাঠি লম্বা করিয়া ধরিলে বুঝিতে হইবে, “অল্পসংখ্যক শত্রু দেখা যাইতেছে”।

লাঠি পূর্ব্ববৎ ধরিয়া আস্তে আস্তে উঠা-নামা করিলে বুঝিতে হইবে, “অনেকগুলি শত্রু অতি দূরে দেখা যাইতেছে”।

লাঠি পূর্ব্ববৎ ধরিয়া দ্রুতগতিতে উঠা-নামা করিলে বুঝিতে হইবে, “অনেকগুলি শত্রু দেখা যাইতেছে; এবং তাহারা অতি নিকটে আসিয়াছে”।

লাঠি সোজাভাবে মাথার উপর খাড়া করিয়া ধরিলে বুঝিতে হইবে, "কোন শত্রু দৃষ্টিপথে নাই"।

যতদূর সম্ভব, ট্রুপ অথবা প্যাট্রোল ধ্বনিসহ ও সঙ্কেত-চিহ্ন দেখাইয়া সমুদয় আদেশ প্রদান করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ট্রুপ এবং প্যাট্রোল আপন আপন গুপ্তচিহ্ন আবিষ্কার বিষয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

সঙ্কেত-অভ্যাস

ধূমের এবং অগ্নিশিখার সঙ্কেত; অগ্নি ধরানো, জ্বালানো এবং ব্যবহারের অভ্যাস কর।

হুইসেল এবং অন্য সিগন্যাল্ সঙ্কেত বার বার অভ্যাস কর।

সিমাফোর এবং মোর্স কোড শিক্ষা দেওয়া। কার্য্যতঃ সম্ভব হইলে এসপেরাণ্টোও শিখান।

আপন আপন শরীরে চিঠি গোপন করিয়া রাখিবার কৌশলসম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করিতে উৎসাহ দেওয়া।

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

* * [সমুদয় খেলায় ও প্রতিযোগিতায় এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে সকল স্কাউটই যথাসম্ভব যোগদান করিতে পারে। কারণ আমরা চাই না যে কেবল দুই একজন বিশেষ কৃতিত্বসম্পন্ন অভিনেতা হয় ও বাকী সকলে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে। সকলকেই চর্চ্চার সুযোগ দিতে হইবে এবং সকলকেই বেশ ভাল হইতে হইবে। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে যথেষ্টসংখ্যক প্রতিযোগী দল থাকিলে যাহারা পরাজিত হইবে তাহাদের মধ্যেই খেলার "টাই" করা হইবে (=কাহাতে কাহাতে প্রতিযোগিতা হইবে স্থির করা হইবে)—প্রচলিত রীতি অনুসারে জয়ীদের মধ্যে নয়; এবং খেলার উদ্দেশ্য হইবে কাহারা শ্রেষ্ঠ তা' জানা নয়,—কাহারা

সর্ব্বাপেক্ষা অপটু তা' জানা। যাহারা ভাল, তাহারা পুরস্কারের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিত, খারাপ না হইবার জন্য অপটুরা সেইরূপই চেষ্টা করিবে। এই রকম প্রতিযোগিতা দ্বারা অপটুরা অভ্যাসের জন্য সবচেয়ে বেশী সুযোগ পায়। * *]

লিখিত সংবাদ-বহন

কোন একটি অবরুদ্ধ সহরের বড় আফিসে একটি জরুরী লিখিত সংবাদ লইয়া যাইবার জন্য একজন স্কাউটকে প্রেরণ করা হয়।

উহা বাস্তবিক সহর, কিংবা সহররূপে কল্পিত কোন গ্রাম বা বাড়ী হইতে পারে। প্রেরিত স্কাউট অবরুদ্ধ স্থানের বড় আফিসে গিয়া তথা হইতে লিখিত প্রাপ্তি-সংবাদ লইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবে। তাহাকে দুই ফিট লম্বা এক খণ্ড রঞ্জিত কাপড়ের ফালি কাঁধের উপর পিন্ করিয়া রাখিতে হইবে। সে যে-সহরে যাইবে তথা হইতে অন্ততঃ চারি মাইল দূরস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তাহাকে রওনা হইতে হইবে এবং পুনরায় সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। অবরোধকারীদের (যাহারা প্রেরিত স্কাউটকে আটক করিবে) তাহারা মধ্যবর্ত্তী যে-কোন স্থানে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু হেড্ কোয়ার্টারস্ গৃহ হইতে তিন শত গজের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচিত সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই ভাল)। মধ্যস্থ, যদি এই সীমার ভিতরে অবরোধকারি-দলের কাহাকেও দেখিতে পান, তবে তাহাকে হেড্ কোয়ার্টারস্এর রক্ষিদল কর্ত্তৃক গুলি করিয়া মারা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। পত্রবাহক স্ত্রীলোকের বেশ ছাড়া অন্য যে-কোন ছদ্মবেশ গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু তাকে রঙীন কাপড়ের ফালি সর্ব্বদাই কাঁধে রাখিতে হইবে। শত্রুপক্ষ তাহার নিকট হইতে রঙীন কাপড়ের ফালিটি কাড়িয়া লইলেই তাহাকে ধরা হইল। পত্রবাহক যাত্রার স্থান হইতে চিঠি লইয়া

হেড্ কোয়ার্টারস্এ পৌছিয়া এবং তথা হইতে প্রাপ্তি-সংবাদ লইয়া যাত্রাস্থানে ফিরিয়া আসিবার জন্য দশ ঘণ্টা সময় দেওয়া যাইতে পারে। তাহাকে ধরিতে পারিলে শত্রুপক্ষের প্রত্যেকে তিন মার্ক পাইবে; এবং ধরিতে না পারিলে তিন মার্ক হারাইবে। সহরেও এইরূপ খেলা চলিতে পারে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে।

যাত্রা-পথে—মধ্যআফ্রিকার ভিতর দিয়া যাত্রা কর। প্রত্যেক স্কাউট নিজের কাপড়-চোপড় ও খাদ্য-সামগ্রী বোঁচ্কা বাঁধিয়া মাথায় করিয়া লইবে। সিঙ্গ্ল ফাইলে অর্থাৎ একজনের পশ্চাতে আর এক জন, এরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চল। স্কাউট ২০০ গজ সম্মুখে থাকিবে এবং পথ নির্দ্দেশ করিয়া চলিবে; যে-পথে চলিতে হইবে, তাহা স্কাউটের প্রথায় চিহ্নিত করিয়া যাইবে। জলস্রোতের উপরে সেতু নির্ম্মাণ করিবে, ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া হ্রদ পার হইবে, জলা-ভূমিতে নল-খাগড়ার আঁটি ফেলিয়া যাইবে; দিনে কি রাত্রে কোন দল যদি পশ্চাতে আসে তাহাদের জন্য সঙ্কেত-চিহ্ন রাখিয়া যাইবে।

স্কাউটদের প্রত্যেককে পৃথক্ভাবে সময় ও দূরত্বের ধারণা শিক্ষা দিবার জন্য এক এক স্কাউটকে এক এক দিকে নিম্নলিখিত আদেশ দিয়া প্রেরণ করিতে হইবে: "উত্তর-পূর্ব্বদিকে দুই মাইল দূরে যাও; ঠিক যে-স্থানে পৌছিবে তাহার বিবরণ লিখিবে। (সম্ভব হইলে সেই স্থানের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া বুঝাইয়া দিবে)। যত শীঘ্র সম্ভব রিপোর্ট লইয়া ফিরিয়া আসিবে"।

তাহার পর জরিপী মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে, স্কাউটের বিবরণ কতদূর সত্য ও শুদ্ধ হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া কে কতদূর সরিয়া গিয়াছে।

স্কাউটগণকে জোড়ায়-জোড়ায় বিভক্ত করিবে। এক জোড়া অন্য

জোড়ার সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। প্রতি জোড়াকে বিভিন্ন পথে রওনা হইয়া একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিতে হইবে; তাহাদিগকে মানচিত্র দেখিয়া পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে এবং গন্তব্যস্থানে যাওয়ার পথে অন্য জোড়াদের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে হইবে।

এই খেলাদ্বারা মানচিত্র পাঠ, দেশের প্রতি দৃষ্টি, আত্মগোপন, অনুসন্ধান প্রভৃতি শক্তি বা জ্ঞানের বিকাশ হয়।

সময়ের ধারণাসম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য স্কাউটগণকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করুন। প্রত্যেক স্কাউটের নিকট এক-একখানা ছোট কাগজে লিখিয়া দিতে হইবে, সে কতক্ষণ বাহিরে থাকিবে; যেমন কেহ সাত মিনিট, কেহ দশ মিনিট ইত্যাদি। রওয়ানা হওয়ার ঠিক সময় এবং যখন সে ফিরিয়া আসিবে সেই সময়ও লিখিয়া লইতে হইবে। স্কাউটদিগকে আত্মমর্য্যাদার দোহাই দিয়া ঘড়ি দেখিতে নিষেধ করিবেন।

দ্রষ্টব্য :—এই সকল কর্ম্মাভ্যাস ও খেলা অনেকগুলিই গ্রামে ও সহরে সর্ব্বত্রই চলে।

স্কাউটিং দৌড়—উপদেষ্টা তিনটি বালককে অথবা তিনটি দলকে যাত্রার আরম্ভ-স্থান হইতে ৩০০ থেকে ১২০০ গজের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপন করিবেন। প্রতিদলের পোষাক যথাসম্ভব ভিন্ন প্রকারের হইবে এবং প্রতিদল বিভিন্ন দ্রব্য বহন করিয়া লইবে (যেমন ছড়ি, বোঁচ্‌কা, কাগজ ইত্যাদি।) বাজে লোক নিকটে থাকিলে খেলোয়াড়-দলগুলিকে, পায়ের এক জানু পাতিয়া বসিয়া থাকিতে অথবা অন্য লোক হইতে বিশিষ্ট ও পৃথক্ দেখায় এমন কোন ভঙ্গী করিতে বলা যাইতে পারে। উপদেষ্টা একটি গোল চক্র করিয়া তার মধ্যে তিনটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিযোগিগণকে আনুমানিক ¼ মাইল দৌড়িতে বলিবেন। সম্ভব

হইলে কয়েকবার লম্ফ দিবার ব্যবস্থাও করা যায়। প্রতিযোগিগণ যাত্রার স্থান হইতে রওয়ানা হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রথমটিতে দৌড়িয়া গেলে মধ্যস্থ বলিয়া দিবেন যে-দলের সম্বন্ধে বিবরণ লিখিতে হইবে সেই দল কম্পাসের কাঁটা অনুসারে কোন্ দিকে রহিয়াছে। প্রতিযোগী প্রত্যেক বালক সেই দল দেখিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ের বিবরণ লিখিবে :

(১) দলে কয়জন লোক আছে।

(২) কি প্রকার পোষাক পরিয়া আছে? অথবা তাহাদের অন্য কি কি বৈশিষ্ট্য আছে।

(৩) নিকটস্থ কোন অভিজ্ঞান হইতে তাহারা কোন্ দিকে এবং কত দূরে।

(৪) সে নিজে যে-স্থানে দাঁড়াইয়া আছে তাহা হইতে সেই চিহ্নিত দল কত দূরে।

তারপর সে পরবর্ত্তী খুঁটিতে দৌড়িয়া যাইবে এবং অন্যদলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রথম বারের অনুরূপ বিবরণ লিখিবে। এইরূপে তিন খুঁটিতে গিয়া তিনটি বিবরণ লিখিয়া, সেই বিবরণ-পত্রসহ জয়স্তম্ভে (উইনিং পোষ্টে অর্থাৎ যে-স্থানে প্রথম গেলে জয় হয়) দৌড়িয়া যাইবে।

মার্ক—প্রত্যেক দলের বিশুদ্ধ বিবরণ লিখিয়া দিলে পূর্ণসংখ্যা ৫ হইবে। অর্থাৎ তিন খুঁটির সমুদয় বৃত্ত ঘুরিয়া আসিলে ১৫ নম্বর হইবে। প্রথম যে-বালক "জয়স্তম্ভে" (winning post) আসিয়া বিবরণ প্রদান করিবে তাহার পরে যাহারা আসিবে তাহাদের প্রত্যেক দশ সেকেণ্ডে ১ নম্বর কাটা যাইবে। বিবরণে ভুল লিখিলে অথবা জ্ঞাতব্য কোন কথা না লিখিলে পূর্ণসংখ্যা অথবা অর্দ্ধ সংখ্যা কাটা যাইবে।

পঠিতব্য পুস্তক

"Signalling for Scouts" by D. Francis Morgan and Ernest Scott. (The official Manual). Price 1s. 6d. nett. (Pearson.)

"The Boys' Book of Signals and Symbols. Price 1s. 6d nett.

"Scout Charts" No 14, Morse Signalling Code ; No 15 Semaphore Signalling Code. (Published by the Editor of the 'Scout')

"Esperanto" 2d. (British Esperant Association. 142, High Holborn, London, W.C.)

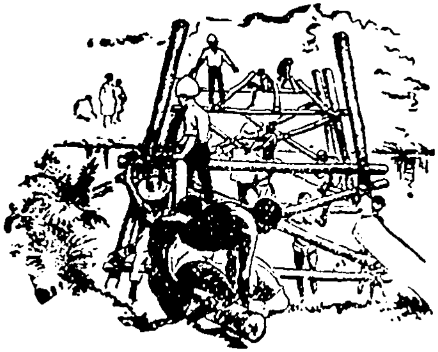

তৃতীয় অধ্যায়

মেঠো-জীবন

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৮ম

আটবিকতা (Pioneering)

গ্রন্থিবন্ধন—কুটীরনির্ম্মাণ—গাছকাটা—সেতু-নির্ম্মাণ—স্বদেহ-পরিমাপ—উচ্চতা এবং দূরত্ব বিচার।

গ্রন্থি-বন্ধন

যে সকল লোক অগ্রগামী হইয়া অন্য লোকের জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া, অথবা যে-কোন স্থান দিয়া নূতন পথ কাটিয়া যায় তাহাদিগকে আটবিক বা পাইওনিয়ার বলে।

আমি যখন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কাজ করিতাম তখন এক বৃহৎ স্কাউটবাহিনী আমার হাতে ছিল। সকল স্কাউটের মতই সর্ব্ব প্রকারে প্রধান বাহিনীর সাহায্য করিতে আমরা চেষ্টা করিতাম। তাহারা আমাদের পিছনে আসিতেছিল। কেবল যে আমরা শত্রুর খোঁজ করিতাম, এবং তার গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম, তা নয়; আমাদের প্রধান বাহিনীর জন্য রাস্তাঘাটের উন্নতি করিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম; কারণ রাস্তাটা ছিল একটা সরু পথ—ঘন জঙ্গল ও জলা-ভূমির ভিতর দিয়া। অর্থাৎ আমরা ছিলাম যেমন স্কাউট, তেমনি আটবিক বা পাইওনিয়ার। যাইতে যাইতে আমরা স্থানে স্থানে নদীর উপরে গাছের টুকরা দিয়া প্রায় দুই শত সাঁকো তৈরী করিয়াছিলাম। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক কার্য্যটির জন্য আমি যখন প্রথম স্কাউটদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তখন দেখা গেল এই হাজার লোকের মধ্যে অনেকেই কুড়াল ধরিতে বা গাছ কাটিতে জানে না; এবং প্রায় ষাট জন লোকের একটি দল ছাড়া আর কেহ কোন প্রকার গ্রন্থি বা যেমন-তেমন করিয়াও একটি গাঁট বাঁধিতে জানে না। সুতরাং সেতু নির্ম্মাণে তারা একেবারে নিষ্কর্ম্মা; কারণ এই কাজে খোঁটায় খোঁটায় বাঁধ দিতে হয়।

অতএব বুঝিতেই পারিতেছ প্রত্যেক স্কাউটকে গ্রন্থি-বন্ধন বা গাঁট-বাঁধা শিখিতে হইবে।

গাঁট-বাঁধা অতি সহজ কাজ বলিয়াই বোধ হয়; তবুও ঠিক ভাবে গাঁট দেওয়া আবার বেঠিক ভাবেও দেওয়া যায়। স্কাউটগণকে ঠিক ভাবে গাঁট দিতে বা গ্রন্থি-বন্ধন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। অনেক সময়ই দেখা যায় বিশেষ স্থানে দড়ির একটি গাঁটের উপর বহু লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে।

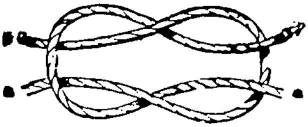

১। রিফ্ নট—ইহা দ্বারা দুই দড়ি যোড়া দেওয়া যায়। ইহা একটি চ্যাপ্টা গ্রন্থি—এ্যাম্বুলেন্স কাজে খুব লাগে। সরল গ্রন্থির মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা পিছলিয়া গিয়া আপনা-আপনি খুলিয়া যায় না; অথচ ইচ্ছা করিলে সহজেই খুলিতে পারা যায়।

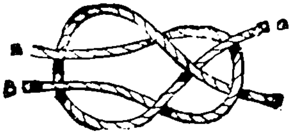

২। সিট্ বেণ্ড (পালের গেরো)—দুইটি রজ্জুপ্রান্ত একত্রে বাঁধিবার জন্য। এক দড়ি দিয়া A. B ফাঁস প্রস্তুত কর এবং অন্য দড়ির C. প্রান্ত ফাঁসের ভিতর দিয়া চালাইয়া সমস্ত ফাঁস ঘুরাইয়া আনিয়া আবার ইহার নিজেরই (খাড়া অংশটুকুর) নীচ দিয়া বাঁকাইয়া দাও।

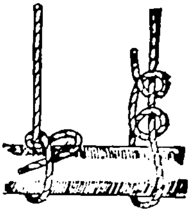

৩। হাফ্ হিচ্ (ফস্‌কা গেরো)—দড়ির প্রান্ত ভাগ, দড়ির খাড়া (দণ্ডায়মান) অংশের চারিদিকে ঘুরাইয়া আন এবং পেছন দিক হইতে দড়ির নীচ দিয়া ঢুকাইয়া দাও। খোলা মাথা যদি লুপের মত হইয়া একটু বাহির হইয়া থাকে, তবে হিচ্ গ্রন্থি সহজে খুলিয়া ফেলা যায়। সহজে খুলিয়া যায় না এরূপ করিতে হইলে দুইটি হাফ্ হিচ্ দিতে হয়।

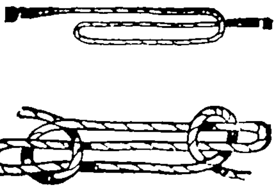

৪। শীপ্‌শ্যাঙ্ক্ (মেষ-জঙ্ঘা)—দড়ি ছোট করিবার গ্রন্থি। দড়ি যতটা ছোট করা প্রয়োজন তাহা প্রথম চিত্র মত গুটাইয়া লও। তারপর ইহার A. B. অংশ-দ্বারা প্রত্যেকটা দ্বিগুণিত প্রান্ত (বাঁকান অংশ) ঘুরাইয়া হাফ্ হিচ্ দাও (২য় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৫। বোলিন একটি লুপ্ বা ফাঁস গেরো যাহা আঁটিয়া যাইবে না। অট্টালিকা বা কোন উচ্চ স্থান হইতে কোন মানুষকে নীচে নামাইবার সময় ব্যবহৃত হয়। একটা লুপ (ফাঁস) প্রস্তুত কর; অতঃপর দড়ির দণ্ডায়মান বা খাড়া অংশে আর একটি ক্ষুদ্রতর লুপ গঠন কর। ইহার ভিতর দিয়া বৃহত্তর লুপের প্রান্তভাগ চালাইয়া লও। তারপর বড় লুপের মাথা খাড়া অংশের পিছন দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া ছোট লুপের ভিতর দিয়া চালাইয়া দাও।

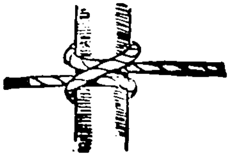

৬। ক্লোভ হিচ্ (বড়শী গেরো)—দড়িকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধিবার জন্য। দড়ির উভয় প্রান্তই পিছলাইয়া না গিয়া নীচের দিকে বা লম্বা দিকে উভয় দিকেই টান সহিবে।

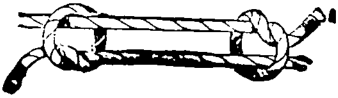

৭। ফিসার ম্যান্‌স্ নট (জেলে-গেরো)—মোটা দড়ির সঙ্গে ছোট দড়ি বাঁধিবার জন্য। ইহা সহজে বাঁধা যায় এবং সহজে খোলা যায়। প্রান্তগুলি টানিয়া পৃথক্ করিলেই হইল।

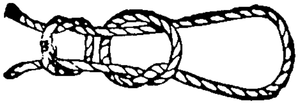

৮। মিড্‌ল্ ম্যান্‌স্ নট (মিড্‌ল্ ম্যানের গেরো)—জেলে গেরোর মত বাঁধিতে হয়। গ্রন্থি দুইটি একত্র করিয়া দিলে, এই লুপ পিছলিয়া যাইবে না। ইহা নির্ব্বিঘ্নে পশুপাশরূপে ব্যবহার করা যায়।

যে-গ্রন্থিসম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত হইতে পার যে, যত বড় টানই পড়ুক না কেন, তাহা খুলিবে না, আবার নিজে ইচ্ছা করিলে সহজেই খুলিয়া ফেলিতে পার, তাহাই ঠিক রকমের গ্রন্থি।

মন্দ, অকেজো গ্রন্থিকে ইংরাজীতে 'গ্রোনি' বা ঠাকুরমা'র গেরো বলে। ইহা জোরে টানিলে খুলিয়া যায়। অথবা এমনভাবে শক্ত হইয়া বসে যে প্রয়োজন মত খুলিতে পারা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় (১৮১ পৃষ্ঠা) কার্য্যোপযোগী আট প্রকারের গ্রন্থিবন্ধনের প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্কাউটেরই তাহা শিক্ষা করা এবং দড়ি বাঁধিতে গেলেই তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক।

কাছি বা বড় দড়ির মুখ যাহাতে খুলিয়া ছড়াইয়া না যায়, তজ্জন্য তাহা সূতলী দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। দড়ির প্রান্তভাগে সূতালী অনেকবার ঘুরাইয়া এমনভাবে বাঁধিবে যেন দড়ির মুখ আবৃত হইয়া যায়। ইহা বাঁধিবার অনেকগুলি প্রণালী আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছবিতে প্রদর্শিত প্রণালী অতি সহজ এবং খুব কার্য্যকরী।

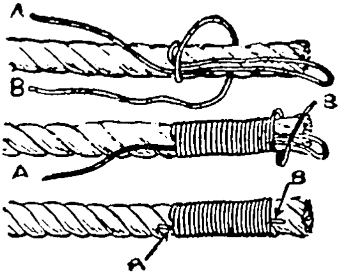

সূতলীর মাথা লুপের মত ভাঁজ করিয়া দড়ির মাথায় লম্বালম্বিভাবে বসাও। দড়ির মাথায় প্রায় দেড় ইঞ্চি দূর হইতে সূতলীর লম্বা দিকটা দিয়া লুপ সমেত দড়িটি পেঁচাইয়া তোল। দড়ির মাথা হইতে ½ ইঞ্চি দূর পর্য্যন্ত পেঁচাইয়া তুলিয়া সূতলীর মাথাটা লুপের ভিতর

দিয়া ঢুকাইয়া দাও এবং সূতলীর নীচের (A) মাথায় টান দিয়া লুপটি আঁটিয়া দাও। ইহাতে লুপের মাথা এবং সূতলীর (B) প্রান্ত উভয়ই আটকাইয়া যাইবে।

ডোরের A ও B দুই প্রান্ত-বন্ধনের নিকটে ছাঁটিয়া ফেল। বড় দড়িতে সূতলী পেঁচাইয়া বাঁধিবার সময় খুব শক্ত করিয়া টানিয়া বাঁধিতে হইবে।

পশ্চিম আফ্রিকায় আমাদের নিকট দড়ি ছিল না। এই জন্য আমাদিগকে শক্ত বন্যলতা এবং লম্বা বেতজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। এই লতা ও বেতগুলির এক প্রান্ত পায়ের নীচে রাখিয়া অন্য প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া মুচড়াইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে শক্ত লতা ও বেতগুলি নরম হইয়া যাইত। এই গুলির দ্বারা দড়ির মত নট বা গ্রন্থিবন্ধন করিতে পারিবে না, কেবলমাত্র সাধারণ ভাবে টিম্বার হিচ্ বা লতাগ্রন্থি বাঁধা চলে।

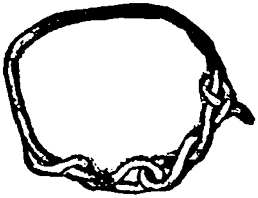

কুটীর-নির্ম্মাণ

ক্যাম্পে (শিবিরে) আরামে বাস করিতে হইলে রাত্রের জন্য একটা আশ্রয় অথবা কয়েক দিন বাস করিতে হইলে কুটীর নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী স্কাউটকে শিখিতে হইবে।

আশ্রয়-স্থান কি ভাবে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, তাহা সেই দেশ ও তাহার আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

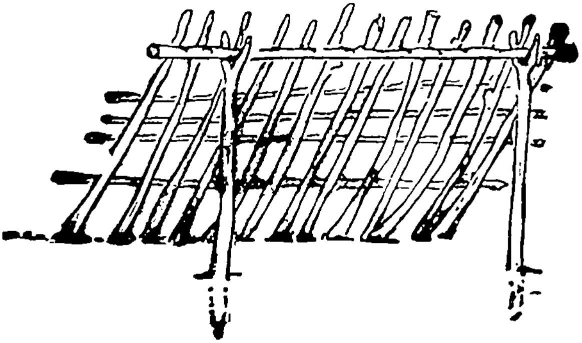

তাঁবুর অভাবে নিম্মিত আশ্রয়ের কাঠামো—এই কাঠামোর উপর তালপাতা কি ঘাসদ্বারা ছাউনি দিতে হইবে। ধরনার অপর দিকে দ্বিতীয় একটি হেলান চাল জুড়িলেই কুটীর হইবে।

ছাদ বা চাল গঠন করিবার সময় তাহা বৃক্ষশাখা, অথবা ঘাস কি নল-খাগড়া, যাহা দ্বারাই হউক না কেন সেইগুলি খোপরা বা খোলার চালের মত নীচের দিক্ হইতে বসাইয়া যাইবে, যেন উপরের স্তরের অগ্রভাগগুলি নিম্নস্তরের গোড়া ঢাকিয়া পড়ে। তাহাতে বৃষ্টির জল গড়াইয়া বাহিরে পড়িয়া যাইবে, ঘরের ভিতরে জল পড়িবে না।

লক্ষ্য করিবে কোন্ দিক হইতে সাধারণতঃ বাতাস প্রবাহিত হয়। কুটীর-নির্ম্মাণ কালে কুটীরের পিছন সেই দিকে থাকিবে এবং আগুন সম্মুখে থাকিবে।

খুব সহজ রকমের আশ্রয়-নির্ম্মাণের প্রণালী এই : দ্বিশিখাগ্র বা আগায় দুই ডাল দুইটি খুঁটি মাটিতে শক্ত করিয়া পুঁতিয়া তার উপরে একটি আরকাঠ ধরনার মত বাঁধিয়া দাও। ইহার উপর

নির্ভর করিয়া কতকগুলি বংশদণ্ড কি কাষ্ঠদণ্ড বাঁকাভাবে স্থাপন করিবে এবং এই কাঠামোর উপরে ঘাস ইত্যাদি দ্বারা ছাউনি দিবে।

অধিকতর সহজ আর একটি উপায়ে কুটীর নির্ম্মাণ করা যায়। তাহাতে নির্ম্মাণকার্য্যও খুব শীঘ্র শেষ হয়। একটা খুঁটি কাটিয়া তাহা একটি বৃক্ষে হেলানোভাবে রাখ; গাছের সহিত ইহার উপরের দিক্ ভালরূপে বাঁধিয়া লও। তারপর তালপাতা ইত্যাদির দ্বারা ইহার ছাউনি দাও।

যে-স্থানে খুঁটি পাওয়া যায় না, তথায় দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা যে-প্রণালী অবলম্বন করে তোমরা সেই প্রকার করিতে পার। ঠাণ্ডা

সহজে নির্ম্মিত কুটীর

বাতাস ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে গুল্ম, জঙ্গল ইত্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া প্রাচীরের মত করিয়া লও। সম্মুখে খোলা যায়গায় আগুন কর।

তাঁবু বা কুটীর রৌদ্রে বেশী তপ্ত হইলে তাহার উপর কম্বল অথবা আর ও বেশী খড়, ঘাস ইত্যাদি স্থাপন কর। কুটীরের ছাদ যত পুরু হইবে, কুটীরের ভিতরটা তত বেশী শীতল হইবে। যদি খুব বেশী শীত পড়ে বা ঠাণ্ডা লাগে তবে প্রাচীরের নিম্নদিক অধিকতর পুরু করিয়া দাও; অথবা প্রায় এক ফুট উচ্চ করিয়া প্রাচীরের বহির্দ্দেশে ঘাসের চাপড়া দিয়া ক্ষুদ্রতর আর এক প্রাচীর গঠন কর। বৃষ্টি হইলে কুটীরের চারদিকে ছোট নালা কাটিয়া দিতে ভুলিও না। তাহাতে বেশী বৃষ্টি হইলেও কুটীরের ভিতর জল প্রবেশ করিবে না।

জুলুরা তাদের ঘর তৈরী করিবার জন্য মাটিতে বৃত্তাকারে লিক্‌লিকে খুঁটি কতকগুলি পুঁতিয়া দেয়। তৎপর খুঁটিগুলির উপরের দিক্ বাঁকাইয়া কেন্দ্রস্থলে একত্র ভালরূপে বাঁধিয়া লয়। তখন আরও কতকগুলি লিকলিকে ডালদ্বারা দণ্ডায়মান খুঁটিগুলি কাপড় বোনার মত সমান্তরাল ভাবে বুনিয়া দেয়। ইহাতে কুটীরটি একটি গোলাকার খাঁচার মত হইয়া যায়। তাহার উপর খড়ের মাদুর অথবা তৃণগুচ্ছ দিয়া অথবা ডালের মধ্যে খড় বুনিয়া ছাউনি দেয়। কখন কখন খুঁটিগুলির সংযোগস্থলে একটি ছিদ্র রাখা হয়; তাহাদ্বারা চিমনীর কাজ চলে।

রেড্ ইণ্ডিয়ান্‌গণ অনেকগুলি খুঁটি পিরামিডের আকারে একত্র বন্ধন করিয়া তাহাদের "টি—পী" (Tee Pee) প্রস্তুত করে। ইহা ক্যান্‌ভাস দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এই কুটীরগুলি দূর হইতে 'বেল টেণ্ট' এর মত দেখায়।

গাছকাটা

ছোট গাছ এবং শাখাপ্রশাখা কুঠারদ্বারা কি প্রকারে কাটিতে হয় এবং ছাঁটিয়া দিতে হয় তাহা প্রত্যেক স্কাউটকে শিখিতে হইবে।

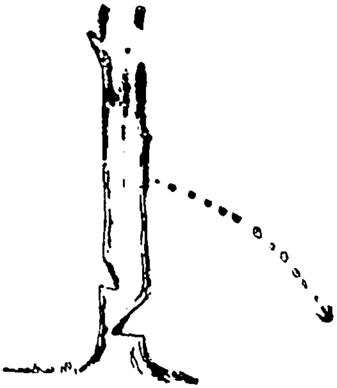

কি প্রকারে গাছ কাটিতে হয়

যে-দিকে গাছ ফেলিতে ইচ্ছা কর, গাছের সেই পার্শ্বে গোড়ায় গর্ত্তের মত করিয়া কতকটা কাঠ কাটিয়া ফেল। তারপর গাছের অন্য দিকে যাও এবং পূর্ব্বের কর্ত্তিত স্থানের কয়েক ইঞ্চি উপর হইতে পূর্ব্ববৎ কাঠ কাটিতে থাক, যে-পর্য্যন্ত না গাছটি বিপরীত দিকে পড়িয়া যায়। দক্ষ কাঠুরিয়া হওয়া অভ্যাসের কাজ। প্রথম প্রথম কিন্তু অতি সাবধানে গাছ কাটা অভ্যাস করিতে হইবে, নতুবা গাছ না কাটিয়া তোমাদের পা-ই হয়ত কাটিয়া ফেলিবে।

কুঠার লইয়া কখনই ছেলে-খেলা করিবে না। ইহা একটি সাংঘাতিক অস্ত্র। কাজের সময় ভিন্ন সকল সময়েই ইহাকে খাপের ভিতরে রাখিবে। গাছ কাটা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী ডাল-পালা, লতা-কঞ্চি ভালরূপে ছাঁটিয়া লইবে, যেন কাটিবার সময় কুঠার কোন কিছুতে না লাগে। কুঠারদ্বারা ঘা মারিবার সময় অন্য কিছুতে লাগিয়া কুঠার ফিরিয়া গেলে, কোন মানুষের গায়েও আঘাত লাগিতে পারে। যাহারা গাছ কাটা দেখিতে আসে, তাহারা যেন যথেষ্ট দূরে দাঁড়াইয়া দেখে।

গাছ পড়িতে আরম্ভ করিলে "গাছ পড়ে" বলিয়া চীৎকার করিবে। তাহাতে দর্শকগণ সাবধান হইবে। এই সময় গাছের গোড়ায় পেছন-দিকে দাঁড়াইবে না। কারণ পতনশীল গাছের ডাল অন্যান্য গাছের ডালে লাগিয়া গাছের গুঁড়িকে পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে। (অর্থাৎ তোমার গায়ে গাছের লাথি লাগিতে পারে।)

কিরূপে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হয়

আমার স্কাউটেরা পশ্চিম আফ্রিকার অশান্তি (Ashanti) অঞ্চলে পাইওনিয়ারের কাজ করিতে গিয়া কিরূপে প্রায় দুই শতটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহারা হাতের কাছে যে বন্য মাল-মশলা পাইয়াছিল তদ্দ্বারাই সেতু নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

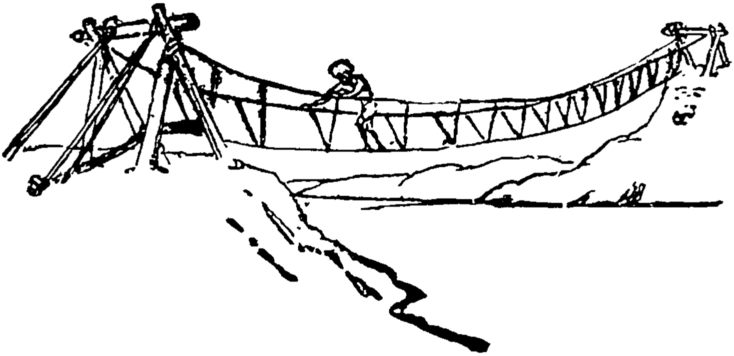

দড়ির সেতু

সেতু-নির্ম্মাণের অনেক রকম প্রণালী আছে। সৈন্যবাহিনীতে সাধারণতঃ বাঁশের খণ্ড বা কাষ্ঠদণ্ড সব একত্র বাঁধিয়া সেতু প্রস্তুত করিতে হয়। হিমালয় পর্ব্বতে তিনটি কাছি বা বড় দড়িদ্বারা সেতু গঠন করা হয়। দড়িগুলিকে নদীর উপর দিয়া এক তীর হইতে অন্য তীরে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দেয়। তারপর কয়েক গজ পরে পরে

V আকারের দুই-দুইটা কাঠের টুকরা বাঁধিয়া দড়ি তিন গাছিকে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। নীচের দড়ির উপর দিয়া চলে, উপরের দড়িতে হাত দিয়া ভর করে। এই সেতু চলিবার সময় লাফাইয়া লাফাইয়া উঠে; কিন্তু তার উপর দিয়া বেশ চলিয়া যাওয়া যায়; এবং ইহা তৈরী করাও খুব সহজ।

অপ্রশস্ত অথচ গভীর জলস্রোতের উপরে অতি সহজ উপায়ে এক প্রকার সেতু প্রস্তুত করা যায়। স্রোতের এক তীরে একটি কি দুইটি লম্বা বড় বৃক্ষ এমনভাবে কাটিয়া ফেল, যেন গাছগুলি স্রোতের উপর দিয়া অন্য তীরে গিয়া পড়ে। তখন বাইস্ (হাতিয়ার) দ্বারা পতিত গাছের উপরে চ্যাপ্‌টা করিয়া সহজে চলিবার রাস্তা প্রস্তুত কর। অতঃপর গাছের বা সেতুর উপর দিয়া চলিবার সময় হাতে ধরিবার মত হেণ্ড রেল যোজনা কর।

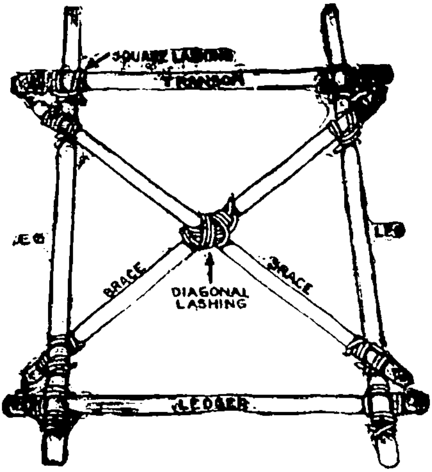

পর পৃষ্ঠায় দর্শিত সেতু নির্ম্মাণের জন্য দু-পায়া কাঠামো

ভেলা দিয়াও সেতু নির্ম্মাণ করা যায়। জলস্রোত যদি বেশী গভীর না হয় তবে এক তীরের নিকটে জলমধ্যেই ভেলা প্রস্তুত করিতে পার। জল গভীর হইলে, জলের নিকট তীরভূমিতে ভেলা প্রস্তুত করিবে। ভেলা প্রস্তুত হইয়া গেলে স্রোতের ভাঁটার দিকে ভেলার যে-প্রান্ত আছে তাহা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখ এবং অপর দিক ঠেলিয়া স্রোতে ভাসাইয়া

দাও। স্রোতের ঠেলায় ভেলার প্রান্তভাগ আপনিই অপর তীরে গিয়া লাগিবে।

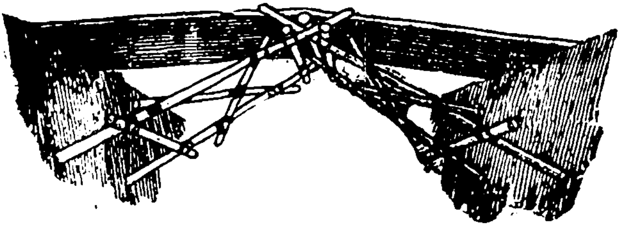

এক বন্ধনীর সেতু

পাইওনিয়ার স্কাউটগণ যে সেতু সহজে প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার নাম সিঙ্গ্‌ল্ লক ব্রীজ। পূর্ব্ববর্ত্তী ছবিতে ইহার নমুনা দেওয়া হইয়াছে। দুইটি চারকোণা ফ্রেমের সাহায্যে ইহা গঠিত। ছবিতে ইহার প্রস্তুতির প্রণালী দেখান হইয়াছে। সেতু নির্ম্মাণের বিশদ বিবরণের জন্য "বয়স্কাউট টেণ্টস্" (জেম্‌স্ ব্রাউন এণ্ড সন্স্, গ্লাসগো, মূল্য সাড়ে সাত শিলিং) নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

কিরূপে তাঁবু প্রস্তুত করিতে হয়

বয়স্কাউটের তাঁবু ক্যানভাস ও স্কাউটের দণ্ডদ্বারা প্রস্তুত হয়। এই পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ছবিতে তাহা প্রদর্শিত হইল।

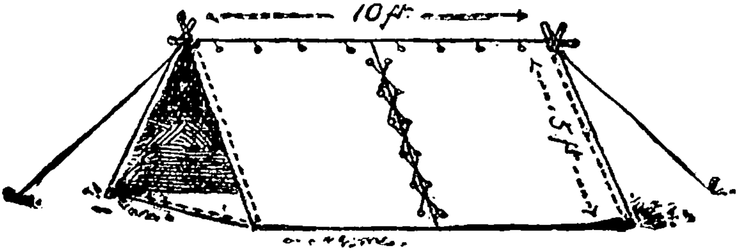

এক প্যাট্রোলের জন্য বয়স্কাউট তাঁবু। চারি খণ্ড সমচতুষ্কোণ ক্যানভাস দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। দুইখানা ক্যানভাস মাটিতে পাতিয়া রাখা হয়।

একটি খুঁটিদ্বারা মই নির্মাণ—খুঁটিতে অল্প দূরে দূরে কয়েকটি ছোট কাষ্ঠখণ্ড, অথবা ছোট ডালপালা কিম্বা খড় শক্ত করিয়া বাঁধ, যেন এইগুলি পা রাখিবার সিঁড়িরূপে ব্যবহার করা যায়। স্কাউটগণের কয়েকটি লাঠি একত্রে বাঁধিয়া একটি খুঁটি করা যাইতে পারে।

বিঃ দ্রঃ—তাঁবু কি নৌকা অথবা যে-কোন সত্যিকার বস্তু প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ছোট আকারে তাহার "মডেল" (নমুনা) প্রস্তুত করা উচিত। প্রকৃত বস্তু যে-স্থানে এক ফুট হইবে, নমুনাতে, সে-স্থলে এক ইঞ্চি ধরিলেই চলিবে।

Fire Lighting Race

আমপায়ার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বড় কাষ্ঠখণ্ড জলিয়া না উঠা পর্য্যন্ত জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া আগুন দাও।

কি প্রকারে দড়ি প্রস্তুত করিতে হয়—স্কাউটগণ তাহাদের গলাবন্ধ খুলিয়া লইবে। প্রত্যেকটির দুই প্রান্তভাগ শক্ত করিয়া বাঁধিবে। তৎপর একটি লুপের ভিতর দিয়া অন্যটি পরিচালিত করিয়া সকলগুলি সংযুক্ত করিবে। ইহাদ্বারা দড়ি বা মই'এর কাজ চলিবে।

কি প্রকারে নৌকা প্রস্তুত করিতে হয়

(হার্পার প্রকাশিত হ্যামিল্‌টন্ গিবসন্ প্রণীত "ক্যাম্প লাইফ" হইতে উদ্ধৃত, মূল্য সাড়ে সাত শিলিং)

১২ ফিট লম্বা, ২০ ইঞ্চি চওড়া এবং ¾ ইঞ্চি পুরু A ও B দুই কাষ্ঠখণ্ড লও। নিম্নে ছবিতে দেওয়া নমুনায় তাহা কাট।

মধ্যস্থলে উভয়কে সংযুক্ত করিয়া একখানি (C) তক্তা প্রেক্ মারিয়া লাগাও। দ্বিতীয় আর একখানা অনুরূপ তক্তা নীচে প্রেক মারিয়া লাগাও।

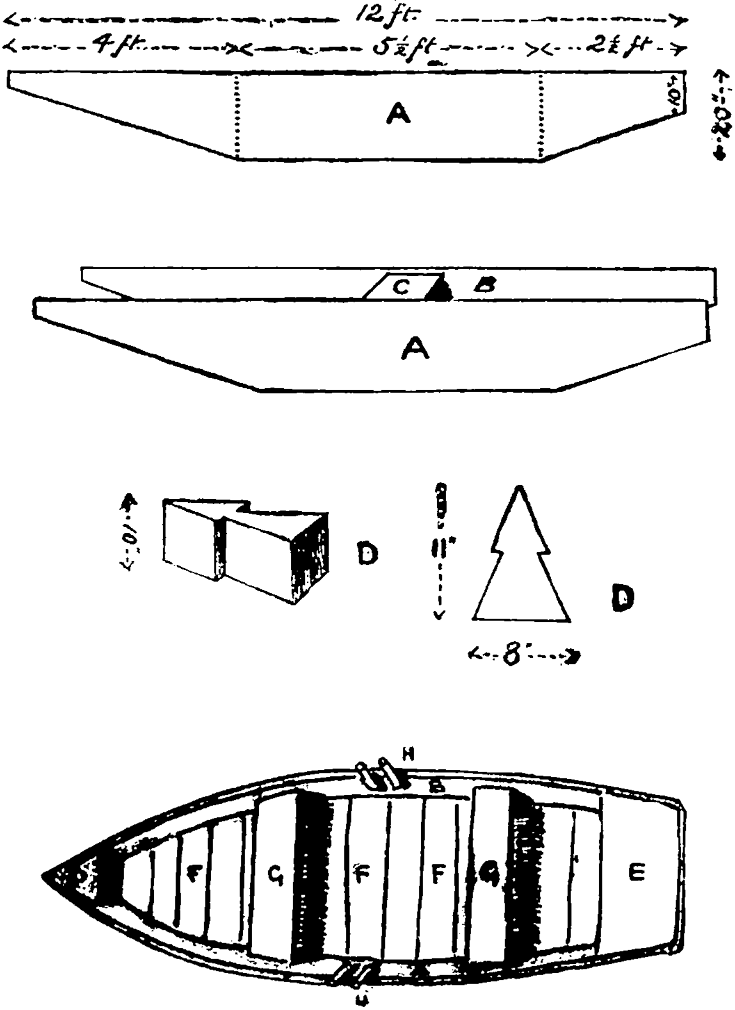

কি প্রকারে নৌকা প্রস্তুত করিতে হয়

১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

আগা গলুই'এর জন্য এক টুকরা নিরেট কাঠ ('D')র আকারে কাট, এবং ২ ফুট লম্বা ও ১০ ইঞ্চি পুরু এক খণ্ড তক্তা পাছা গলুই'এর জন্য কাট।

A এবং B'র দুই সম্মুখ ভাগ Dর সহিত স্ক্রু মারিয়া সংযুক্ত কর। পশ্চাতের দুই প্রান্ত, ২ ফুট তক্তার টুকরার সহিত স্ক্রু মারিয়া জুড়িয়া দাও। তাহার উপর পশ্চাতে বসিবার আসন (E) দুই দিকে স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দিয়া গঠনটি মজবুত কর।

এবার নৌকাটি উল্টাইয়া ফেল। নৌকার তলা গঠন করিবার জন্য FF তক্তাগুলি আঁটিয়া দাও। ভোঁতা বাটালি এবং কাঠের মুগুর দ্বারা পাটের খণ্ডসকল তক্তাগুলির ফাঁকে ফাঁকে পূরিয়া দাও। প্রয়োজন বোধ করিলে পিচ্ লেপিয়া যাহাতে নৌকায় জল প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় কর। বসিবার স্থান GGকে চিহ্নিত করিয়া যথা-সম্ভব তক্তার খণ্ডসকল নৌকার পাশ দিয়া প্রেক্ মারিয়া জোড়া দাও। এইগুলি বসিবার আসনের "ঠেকো" রূপে ব্যবহৃত হইবে এবং নৌকার তলা হইতে ছয় ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত যাইবে। বসিবার আসন বা তক্তা-গুলি এই "ঠেকো"র উপর স্থাপন করিয়া স্ক্রু আঁটিয়া দাও। দাঁড় টানিবার জন্য এক জোড়া কাঠের প্রেক নৌকার H. H চিহ্নিত স্থানে আঁটিয়া দাও। এখন C-চিহ্নিত তক্তা খুলিয়া ফেলিলেই নৌকা প্রস্তুত হইল।

স্বদেহ-পরিমাপ

প্রত্যেক পাইওনিয়ারের শরীরের মাপটি জানিয়া রাখা প্রয়োজন। নীচে একটা গড়পড়তা মাপ দেওয়া হইল; এই আদর্শে নিজের শরীরের মাপ লইবে।

তর্জ্জনীর নখসন্ধি বা বৃদ্ধাঙ্গুলের প্রস্থ .... ১ ইঞ্চি

বিস্তৃত অবস্থায় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগের দূরত্ব ...... ৮ ইঞ্চি

(বিঘৎ) ঐরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলী কনিষ্ঠার দূরত্ব ....৯ ইঞ্চি

[অন্যান্য আঙ্গুলের সহিতও এই এক মাপ এবং পদতলেরও এই মাপ]

কনুই হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ (এক হাত) ....১৭ ইঞ্চি

হাঁটুর মধ্যস্থল হইতে মাটী পর্য্যন্ত .... ১৮ ইঞ্চি

দুই হাত সম্পূর্ণরূপে সোজাভাবে বিস্তৃত কর। এই রূপে ডান হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে বাম হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে ফেদম বলে। ইহা নিজের দেহের উচ্চতার প্রায় সমান।

হাতের নাড়ী প্রতি মিনিটে প্রায় ৭৫ বার চলে। অর্থাৎ নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনে এক সেকেণ্ডের কিছু কম সময় লাগে।

পদক্ষেপ প্রায় ২½ ফুট লম্বা। ১০০ গজ প্রায় ১২০ পদক্ষেপের সমান। ধীর গমনের পদক্ষেপ অপেক্ষা দ্রুত গমনে পদক্ষেপ একটু ছোট হয়।

দ্রুত হাঁটিলে ১৫ মিনিটে এক মাইল যাওয়া যায়; অর্থাৎ ঘণ্টায় চারি মাইল হাঁটিয়া চলিতে পারা যায়।

স্কাউট সর্ব্বদাই সব কাজে লাগে

পাইওনিয়ারগণ সর্ব্বদাই সর্ব্বকর্ম্মা হয়—অর্থাৎ তারা সব রকম কাজ জানে। সৈন্যবাহিনীতে রেজিমেণ্ট্যাল পাইওনিয়ারগণ যুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের জন্য সেতু ও প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করে। তাহারা শত্রুপক্ষের সেতু এবং রেলওয়ে ধ্বংস করে; তাহাতে শত্রুগণের গমনাগমনে বিঘ্ন হয়। তাহারা শত্রুপক্ষের দুর্গপ্রাকার উড়াইয়া দেয়, যেন যোদ্ধা সৈন্যগণ দ্রুত আক্রমণে সেই স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে। পাইওনিয়ার-

গণ এই প্রকারের নানা কর্ম্ম সাধন করে। যখন দেশে যুদ্ধবিগ্রহ থাকে না, তখন তাহারা রেজিমেণ্টের বাসস্থানে নানা প্রকার কাজ করিয়া থাকে ;—যেমন সূত্রধরের কাজ, নল চৌবাচ্চা ইত্যাদি সংস্কারের কাজ, রং করা, রাজমিস্ত্রির কাজ, তামা-কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর কাজ, চেয়ার-টেবিল-বুকসেল্‌ফ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা এবং আরও নানা কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং স্কাউটগণ যদি কর্ম্মকুশল পাইওনিয়ার হইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগকেও এইরূপ নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। এই সকল শিক্ষা করিলে পরবর্ত্তী জীবনে সর্ব্বদাই তাহা কাজে লাগিবে।

স্কাউটগণের পোষাক ও জুতা মেরামত করা এবং নূতন করিয়া প্রস্তুত করাও শিখিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, জঙ্গলের মধ্যে দর্জ্জি কি মুচী পাওয়া সম্ভব নয়। আমি নিজে নিজের জন্য হাতের কাছে যা' পাইয়াছি, তাই দিয়া বুট ও 'সু' প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বদাই আমার মনে হইত যে ছেলেবেলায় কোন মুচীর নিকট হইতে যদি জুতা ও বুট মেরামত শিখিতাম তবে খুব ভাল হইত।

উচ্চতা এবং দূরত্ব-বিচার

এক ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া এক মাইল বা ততোধিক পর্য্যন্ত স্থানের দূরত্বের পরিমাণ প্রত্যেক স্কাউটের অনুমান করিতে পারা চাই। সর্ব্বপ্রথমে তোমরা আপন আপন হাতের ব্যবধান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া দূরত্বের ধারণা অভ্যাস করিবে। বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রস্থ, হাতের কনুই হইতে কব্জী পর্য্যন্ত ব্যবধান, দুই দিকে দুই হস্ত বিস্তার করিলে তাহা কত লম্বা হয়, তোমাদের পা কত লম্বা—এই সকল দূরত্ব-প্রকাশক মাপ আয়ত্ত করিতে পারিলে অন্যান্য যে-কোনও স্থানের দূরত্ব অথবা দ্রব্যের

পরিমাণ, বস্ত্রাদির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদি সহজে বুঝিতে পারিবে। তোমাদের দণ্ডে দাগ কাটার কাজও কোন কিছুর মাপ নিতে তোমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহাতে বুঝিতে পারিবে, এক ইঞ্চি বা ছয় ইঞ্চি, এক ফুট বা এক গজ কি পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া পড়িবে। তোমাদের দণ্ডটি ব্যবহারের পূর্ব্বে ফিতার মাপে তাতে দাগ কাটিয়া লইতে পার; পরে ইহা বেশ কাজে লাগিতে পারে।

কোন দ্রব্য বা স্থান তোমার নিকট হইতে কত দূরে তাহার ধারণা কেবল অভ্যাসের দ্বারাই আয়ত্ত করিয়া লইতে হয়। ঘণ্টায় কত বেগে চলিয়া কতদূর আসিয়াছ ইহা বুঝিতে পারিলে তোমাদের যাত্রার স্থান হইতে গন্তব্য স্থানের ব্যবধান কত বুঝিতে পারিবে। অর্থাৎ ঘণ্টায় যদি চার মাইল করিয়া চলিতে পার এবং দেড় ঘণ্টা হাঁট তবে জানিবে ছয় মাইল পথ চলিয়াছ।

শব্দ শুনিয়াও দূরত্বের ধারণা করা যায়। যদি দূরে কোথাও কামান ছুড়িতেছে দেখিতে পাও, তবে কামান ছোড়ার আগুন দেখা হইতে কামানের আওয়াজ শোনা পর্য্যন্ত যত সেকেণ্ড লাগে তাহা গণনা করিয়া বুঝিতে পারিবে তোমাদের নিকট হইতে কত দূরে ইহা আওয়াজ করা হইয়াছে। শব্দ এক সেকেণ্ডে ৩৬৫ গজ চলে। অর্থাৎ যত দিনে এক বৎসর হয়, শব্দ এক সেকেণ্ডে তত গজ চলে।

স্কাউটকে কয়েক ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০০ ফুটের অধিক উচ্চতার ধারণা করিতেও সমর্থ হইতে হইবে। অর্থাৎ বেড়ার উচ্চতা, খাতের গভীরতা, বাঁধের, ঘরের, গাছের, মন্দির চূড়ার, পাহাড়ের বা পর্ব্বতের উচ্চতা চোখে দেখিয়াই স্কাউটের বলিয়া দিতে পারা চাই। যদি কয়েকবার অভ্যাস কর তবে সহজেই ইহা বলিতে পারিবে। কোন পুস্তকের সাহায্যে এই সকল শিক্ষা করা কঠিন।

জিনিষের ওজনের ধারণা করিতেও জানা চাই। এক তোলার একখানা চিঠি, একটি মাছ, আধ সের আলু, এক থলিয়া শস্য, এক গাড়ী ঘাস বা জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যের ওজন বলিতে পারা আবশ্যক। কোন মানুষের চেহারা দেখিয়া বলিয়া দিবে সেই লোকটির শরীরের ওজন কত। এইগুলিও কেবল অভ্যাস দ্বারাই শিক্ষা করা যায়। কিন্তু স্কাউট নিজে নিজেই এই সকল অভ্যাস করিবে।

এইরূপে সংখ্যা গণনাও শিখিয়া লইবে। অর্থাৎ এক স্থানে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিলে, সেই দলে কত জন মানুষ, কোন্ মোটর বাসে কত জন লোক যাইতেছে, বৃহৎ জনসমাগমে কত লোক একত্র হইয়াছে, এক দলে কতটি ছাগল আছে, একটি ট্রে-তে কতটি মার্বেল আছে ইত্যাদি যেন তোমরা দৃষ্টিমাত্র বলিয়া দিতে পার, এরূপ অভ্যাস করিবে। এইগুলি পথে মাঠে আপনা হইতেই শিখিতে পারা যায়। জার্মানীর সৈন্যবাহিনীতে দূরত্বের ধারণা করিতে জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ—

৫০ গজ দূর হইতে শত্রুর মুখ চোখ পরিষ্কাররূপে দেখা যায়।

১০০ গজ দূরে চক্ষুদ্বয় বিন্দুর মত দেখায়। ২০০ গজ দূর হইতেও বোতাম ও সাজ-পোষাকের 'খুঁটিনাটি' দৃষ্ট হয়। ৩০০ গজ দূর হইতে মুখাবয়ব দেখা যায়। ৪০০ গজ দূর হইতে পদচালনা দেখা যায়। ৫০০ গজ দূর হইতে সাজ-পোষাকের রং দেখিতে পাওয়া যায়।

এর বেশী দূরের স্থান বা দ্রব্যাদির দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে নিজে নিজে ঠিক কর, দূরত্বের অর্দ্ধেক কোথায় হইতে পারে। তখন এই অর্দ্ধপথ তোমাদের নিকট হইতে কত দূরে তাহা অনুমান করিয়া যথার্থ দ্রব্যের দূরত্ব দ্বিগুণ করিয়া ধর। অথবা দ্রব্যটি সর্ব্বাপেক্ষা কত নিকটেই হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সংখ্যা বা গড় লও।

দ্রব্যাদির প্রকৃত পক্ষে যতদূরে কখন কখন তাহা হইতে নিকটে, কখন বা দূরে বলিয়া মনে হয় ; যথা—আলো যখন উজ্জ্বল হয় এবং দ্রব্যের উপর পড়ে তখন দ্রব্যটি প্রকৃত যতদূর, তাহা অপেক্ষা কম বলিয়া মনে হয় ; দ্বিতীয়তঃ, জল বা বরফের উপর দিয়া অথবা পাহাড়ের উপর দিকে বা নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলে দ্রব্যকে নিকটতর মনে হয়। ছায়াতে, উপত্যকার উপর দিয়া চাহিলে, পশ্চাৎ পটের সহিত সমবর্ণ হইলে, দর্শক শয়ন করিয়া অথবা জানু পাতিয়া দেখিলে এবং মাটির উপরে তাপ-ধূমিকা (heat haze) থাকিলে দৃশ্য বস্তুকে প্রকৃত অপেক্ষা দূরতর বলিয়া মনে হয়।

দূরত্ববিচার-প্রতিযোগিতা—এক প্যাট্রলের স্কাউটদিগকে বিভিন্ন দিকে, এবং তাহাদের পোষাকের বর্ণ অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণের পশ্চাৎ-ভূমির সম্মুখে স্থাপন কর। তারপর এই সকল 'পয়েন্টের' দূরত্ব বিচার করিবার জন্য অন্য এক প্যাট্রল স্কাউটকে আহ্বান কর। পর্য্যায়ক্রমে দুইজন করিয়া প্রতিযোগীকে বিভিন্ন তিন ষ্টেশনে প্রেরণ করা হয়। প্রথম ষ্টেশনে তাহাদিগকে দ্বিতীয় ষ্টেশনের কেবলমাত্র দিকটি কম্পাসের কাঁটা অনুসারে বলিয়া দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় পয়েন্ট প্রায় ৩০০ গজ দূরে অবস্থিত। এইরূপে একাদিক্রমে চলিবে। প্রত্যেক ষ্টেশনে স্কাউটকে দুই জন শত্রু সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবে : প্রথমতঃ, কত জন দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয়তঃ, তাহারা কত দূরে আছে, তৃতীয়তঃ, তাহারা কম্পাস-নির্দ্দিষ্ট কোন্ দিকে আছে, চতুর্থতঃ, তাহারা কি প্রকার পোষাক পরিয়া রহিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে পারিলে, যাহাদের উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবে তাহাদের জয়। প্রত্যেক ষ্টেশনে পর্য্যবেক্ষণের জন্য এক মিনিট সময় এবং এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে দৌড়িয়া যাইবার জন্য অর্দ্ধ-মিনিট সময় দেওয়া যাইতে পারে।

উপদেষ্টাগণের প্রতি উপদেশ

* * [ছুতোরের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য অথবা বৈদ্যুতিক বিষয়, পাম্পিং (নল, চৌবাচ্চা ইত্যাদি বিষয়), প্রাথমিক পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য একটি ক্লাস খুলিবেন ; উদ্দেশ্য বালকদিগকে শিল্পশিক্ষা দেওয়া, যেন এই বিদ্যা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে বেশ কাজে লাগিতে পারে। উপদেষ্টা যদি নিজে এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে না পারেন, তবে তিনি তাঁহার কোন অভিজ্ঞ বন্ধুকে আনিয়া তাঁহার দ্বারা কয়েক সন্ধ্যায় আদর্শ (মডেল) ও যন্ত্র সাহায্যে উপদেশ দেওয়াইতে পারেন।

কোন কারখানার মালিকের অনুমতি লইয়া স্কাউটগণকে তথাকার যন্ত্রপাতি এবং সেইগুলি পরিচালনার প্রণালী দেখাইবার জন্য কারখানায় লইয়া যাইবেন।

একটি কি দুইটি অল্প মূল্যের কল-কব্জাযুক্ত খেলনার নমুনা দেখিয়া কাঠের খেলনা তৈয়ার করিতে শিক্ষা দিবেন। ইহাতে বালকেরা কতকটা প্রাথমিক যন্ত্রবিদ্যা এবং হাতিয়ারের ব্যবহার শিখিবে।

অভ্যাস

গ্রন্থি তাড়াতাড়ি দিতে অভ্যাস করা আবশ্যক। স্কাউটগণ প্রতি-যোগিতা করিয়া 'গ্রন্থিবন্ধন-দৌড়' দৌড়াইবে। যাহারা পরাজিত হইবে তাহারা পুনরায় দুই দুই জন করিয়া প্রতিযোগিতা করিবে। এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা ধীরতম গ্রন্থিবন্ধনকারী কে তাহা জানা যাইবে। এইরূপে (ইহা সমুদয় বিভাগে ও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক) সর্ব্বাপেক্ষা অপটু বালক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভ্যাস করাইবে। সর্ব্বপ্রধান বা সকলের উপরে হইয়া পুরস্কার লাভ করিবার জন্য যে-রূপ উৎসাহ সহকারে প্রতিযোগিতা

হইবে, সেই প্রকারে সকলের নীচে না যাইবার জন্যও প্রবলতর প্রতিযোগিতার ভাব জাগ্রত হইবে।

অন্ধকারেও 'গ্রন্থিবন্ধন-দৌড়' অভ্যাস করিবে। উপদেষ্টা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বাতি নিবাইয়া দিয়া, কোন্ গ্রন্থি প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিবেন; অথবা প্রতিযোগিগণের চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া গ্রন্থিবন্ধন করিতে বলিবেন।

[স্কাউটগণের লাঠি, দড়ি এবং পুরাতন প্যাকিং বাক্সের তক্তাদ্বারা সেতুর নমুনা প্রস্তুত কর] * *।

পঠিতব্য পুস্তক

"Romance of Modern Engineering" and "Modern Mechanism." Price 6s. nett each (Seeley & Co.)

"How It Works" by Archibald Williams, Showing how such things work as steam engines, motors, vacuum brakes, telephones, telegraphs etc, Price 5s. nett (Nelson).

"Wood-Carving" by J. H. Garnett. Price 1s. 6d. nett.

"Metal Work" by George Day. Price 1s. 6d. nett.

"Knotting" by "Gilcraft." Price 1s. 6d. neet.

"Preparing the Way: Pioneering", by "Gilcraft." Price 1s. 6d. nett.

"Spare Time Activities" by "Gilcreft." Price 1s. 6d. nett.

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—৯ম

শিবির-আবাস (ক্যাম্পিং)

ক্যাম্পে সুখস্বচ্ছন্দতা—শিবির-ভূমি—সাজ-সরঞ্জাম—পরিচ্ছন্নতা—ক্যাম্প অর্ডারস—ক্যাম্পের তাঁত

ক্যাম্পে সুখস্বচ্ছন্দতা

কেহ কেহ বলেন ক্যাম্পে বাস করা বড় দুর্ভোগ। এই সকল লোক সাধারণতঃই টেণ্ডারফুট। অভ্যস্ত আরণ্যকেরা ইহাকে কখনই দুর্ভোগ বলিবে না। সে জানে, কিরূপে নিজের কাজ নিজেই করিয়া লইতে হয় এবং কিরূপে শত প্রকারের ছোট-খাট খুঁটিনাটি দ্বারা ক্যাম্পে নিজেকে বেশ আরামেই রাখা যায় যেমন, যদি সঙ্গে তাঁবু না থাকে তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া শীতে শরীর কাঁপাইবে না এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিবে না; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ নিজের জন্য কোন আশ্রয়স্থান বা কুটীর তৈয়ার করিতে লাগিয়া যাইবে। সে দেখিয়া শুনিয়া স্থানটি মনোনীত করিবে—বৃষ্টি হইলে তাঁবু যেন জলে ভাসিয়া না যায়। তৎপর সে তাঁবুর মধ্যে আগুন জ্বালিবে, এবং গাছের পরিষ্কার পাতা ও ঝোপজঙ্গলদ্বারা একখানা সুখকর মাদুর তৈয়ার করিয়া লইবে। অভিজ্ঞ স্কাউটের বুদ্ধিতে নানা প্রকার ফন্দি-কৌশল সঞ্চিত থাকে এবং সে যে-কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন অসুবিধার মধ্যেও আরামে থাকিবার উপায় করিয়া লয়।

শিবির-ভূমি

প্রথমেই ভাবিয়া লইবে, কোন্ স্থানে তোমাকে শিবির রচনা করিতে হইবে এবং ইহা কোন্ প্রকারের শিবির হইবে।

তোমাদের বাড়ী হইতে যত সন্নিকটে ক্যাম্প রচনা করিবে, ততই যাতায়াতের ব্যয় কম পড়িবে। আমার মনে হয় কোন গাছ-বাগে বা তার নিকটে যেখানে জ্বালানী কাষ্ঠ কাটিবার এবং কুটীর নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইবে, সেই স্থানেই ক্যাম্প করা সব চেয়ে ভাল। যদি নৌকা পাওয়া যায় এবং স্নানের সুবিধা হয় এমন যায়গা পাও, তবে সমুদ্রের উপকূলে শিবির রচনা করা বেশ ভাল। কখন কখন তোমরা নৌকার ছই'এর তলায় অথবা অব্যবহার্য্য জাহাজের ক্যাবিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার। ভুলিও না যে ভাল পানীয় জল এবং জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন হইবে।

অথবা কোন পাহাড়ে গিয়াও অনুমতি লইয়া শিবির স্থাপন করিতে পার। কিন্তু স্থান-নির্ণয়কালে সর্ব্বদা মনে রাখিও, ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তাহার প্রতিকারের সুবিধা আছে কি না। এমন যায়গা বাছিয়া নিবে, যাহা যথাসম্ভব শুষ্ক এবং সুরক্ষিত অথচ জল সরবরাহের স্থানও তার বেশী দূরে নয়।

পর্য্যটন-শিবির (হাইকিং ক্যাম্প)

এক স্থানে অনেক দিনের জন্য স্থায়ী ক্যাম্প রচনা না করিয়া, অনেক স্কাউট ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্প পছন্দ করে। অবশ্য দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ানতে অনেক বেশী মজা। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ শিবিরের আনন্দ পাইতে হইলে পরিষ্কার দিন দেখিয়া বাহির হওয়া প্রয়োজন।

ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিবার সময় প্রথমেই দেখিতে হইবে, দেশের কোন্ অঞ্চল দেখিতে চাও। তারপর মানচিত্র দেখিয়া কোন্ কোন্ স্থানে রাত্রি কাটাইবে তাহা ঠিক করিয়া লইবে। দেখিবে, প্রকৃত পক্ষে দিনে পাঁচ মাইলের অধিক চলা যায় না।

নৌ-ভ্রমণ

ক্যাম্পিং-এর আর একটা উপভোগ্য জিনিষ নৌকায় চড়িয়া নদীতে আবিষ্কার-ভ্রমণে বাহির হওয়া, এবং হাইকিং ক্যাম্পের মত পথে পথে ক্যাম্প করিয়া যাওয়া। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্যাট্রোলের প্রত্যেক স্কাউটেরই সাঁতার জানা আবশ্যক। প্রায়শঃ রাত্রিতে নৌকাতেই ক্যাম্প করা খুব সুবিধাজনক হইবে।

তাঁবু

ক্যাম্প বা শিবির-রচনা নানা প্রকারের আছে। সুতরাং যে-প্রকারের ক্যাম্প রচনা করিবে তদনুরূপ তাঁবু সংগ্রহ করিতে হইবে।

যে-ক্যাম্পে এক সঙ্গে অনেক দিন বাস করিবে, তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করাই ভাল।

ক্যাম্পে 'স্কাউটের প্যাট্রোল তাঁবু' বেশ কাজে লাগে। কিন্তু তাহাতে যদি তাঁবু খাড়া রাখিয়া স্কাউটিং করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁবুর খুঁটির জন্য দ্বিতীয় এক প্রস্থ লাঠি বা কাষ্ঠদণ্ড সঙ্গে লইতে হইবে।

বৃষ্টির সময় নিজেরাই নিজেদের তাঁবু প্রস্তুত করিতে পার। ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কারণ ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হইয়া দাঁড়ায়। ক্যাম্পে থাকিয়া যদি তোমরা দুই-একটা অতিরিক্ত তাঁবু প্রস্তুত করিতে পার, তবে সেইগুলি বেশ লাভে বিক্রয় করিতে পারিবে।

শিবিরের সাজ-সরঞ্জাম

কোন্ প্রকারের ক্যাম্পে কি ভাবে থাকিবে, ইহা যখন ঠিক হইল, তারপরই সাজ-সরঞ্জামের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে—অর্থাৎ বাল্‌তি, ঝাঁটা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন। স্থায়ি-

ক্যাম্পে মোটামুটি যে-সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পে এই তালিকার সকল জিনিসের প্রয়োজন হয় না।

তাঁবুর জন্য—বালতি, লেণ্টার্ণ, মোমবাতি, দেশলাই, কাঠের মুগুর, টিনের পাত্র, কোদাল, কুঠার, তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদণ্ড, দড়ি, নিশান, জিনিস ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য ষ্ট্র্যাপ্।

রান্নার জন্য—ডেগ্‌চি, তাওয়া, কেট্‌লী, দেশলাই, বাল্‌তি, ছুরি, হাতা, নেকড়া, দুধের জন্য খালি বোতল, শাক-সব্জীর জন্য থলিয়া ইত্যাদি।

প্রত্যেক স্কাউটের জন্য—ওয়াটার-প্রুফ চাদর, ২।১ খানা কম্বল, কম্বল বাঁধিবার দড়ি, খাবার জিনিস রাখিবার থলিয়া, (চা চিনির জন্য একটি, মসলা ও লবণের জন্য একটি, ময়দা ও রুটি প্রস্তুতের মসলার গুড়ার একটি)।

খাদ্য—খাদ্যসংগ্রহই একটু কঠিন ব্যাপার। টেণ্ডারফুটদের কাছে আশ্চর্য্য বোধ হইলেও স্কাউটেরা জানে, শরীর ঠিক রাখিবার জন্য রুটি বা মাংস একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। আমি প্রায়ই এই দুই বস্তু আহার করি না। বিস্কুট ক্যাম্পের খুব ভাল খাদ্য। ইহা পকেটে বা সৈন্যদের থলিয়াতে করিয়া নেওয়া যায়। কিন্তু রুটি ঐ প্রকারে নেওয়া যায় না।

বুয়রগণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক শিকারী 'রাস্ক' (rusk) নামে যে রুটি আহার করে, স্কাউট ক্যাম্পে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইগুলি সহজে প্রস্তুত হয়। দোকান হইতে অর্দ্ধমূল্যে একখানা বাসি পাঁউরুটি কিনিয়া লও। ইহাকে পুরু করিয়া চতুষ্কোণভাবে টুকরা করিয়া কাট। তারপর সেঁকিয়া বিস্কুটের মত শক্ত করিয়া লও। এই সেঁকা টুকরাগুলি থলিয়ায় নেওয়া যায় এবং রুটি না খাইয়া এইগুলি খাইলেই বেশ চলে।

নরম রুটি ক্যাম্পে সহজে ভিজিয়া উঠে ও টক হয় এবং নষ্ট হইয়া যায়।

ফলের দ্বারা সহজে সিদ্ধ 'ষ্টু' করা যায় এবং খাইতেও ভাল লাগে। চকোলেটের কেক্ ক্যাম্পে বা মার্চ্চ করিয়া চলিবার সময় খুব ভাল খাদ্য। আমি একখানা আর্ম্মি বিস্কুট ও চকোলেটের কেক্ খাইয়া প্রায়ই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতাম।

শিবির-সন্নিবেশ

শিবিরের স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া এমন ভাবে তাঁবু স্থাপন কর যাহাতে তাহার দরজা বাতাসের অভিমুখে না থাকে। তাঁবুর চারিদিকে তিন ইঞ্চি গভীর করিয়া একটি নালা খনন কর; তাহা হইলে বেশী বৃষ্টির সময় জল জমিয়া তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই নালা এমন ভাবে খনন করিবে যাহাতে জল পাহাড়ের ঢালু দিকে নীচে চলিয়া যায়। তাঁবুর খুঁটির গোড়ার পাশেই মাটিতে চায়ের পেয়ালার মত একটি ছোট গর্ত্ত খনন করিয়া রাখ, যেন বৃষ্টি নামিলে খুঁটিটা এই গর্ত্তে সরাইয়া আনিতে পার। তাহাতে তাঁবু ভিজিয়া কুঞ্চিত হইয়া গেলে দড়ি তৎক্ষণাৎ ঢিলা করিয়া দিতে পারিবে।

সৈন্যদের শিবিরে তাঁবুগুলি যেমন শ্রেণীবদ্ধভাবে, মধ্যে রাস্তা রাখিয়া সংস্থাপিত হয়, স্কাউটদের শিবিরে সেরূপে স্থাপিত হয় না। স্কাউট মাষ্টারের তাঁবু মধ্যস্থলে থাকে, এবং তাহার চারি দিকে বৃত্তাকারে ৫০ গজ কি ১০০ গজ দূরে দূরে (কিংবা আরও দূরে দূরে) স্কাউটদের তাঁবু স্থাপিত করা হয়। ইহাতে প্রত্যেক প্যাট্রোল পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে।

জলের সরবরাহ—নিকটে ঝরণা অথবা জলস্রোত থাকিলে, তাহার যে-অংশ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, সেই দিক্ পানীয় জলের জন্য বিশেষ সতর্ক-

ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। পানীয় জলের স্থান হইতে নীচের দিকে—ভাঁটার দিকে—স্নান করিবার জন্য এবং 'ধোওয়া-থোওয়া-পাথলা' করিবার জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে। পানীয় জল বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল রাখিতে সবিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করিবে। নতুবা স্কাউটের মধ্যে অসুখ বিসুখ আরম্ভ হইতে পারে।

সমুদয় জলেই অতি সূক্ষ্ম নানা জাতীয় কীট বা জীবাণু থাকে; এইগুলি এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত সাধারণ চক্ষুতে ধরা পড়ে না। ইহাদের কতকগুলি বিষাক্ত, কতকগুলি নয়। যে-স্থানে ক্যাম্প করা যায়, তাহার নিকটস্থ পানীয় জলে বিষাক্ত জীবাণু আছে কিনা জানিবার উপায় নাই, সুতরাং জল পান করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার জীবাণু ধ্বংস করা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। পানীয় জল ভালরূপে সিদ্ধ করিলেই জীবাণু সমুদয় নিঃশেষে মরিয়া যায়। অতঃপর সেই জল শীতল হইলে তাহা পান করিবে, তাহা হইলে আর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। জল খুব ভালরূপেই সিদ্ধ করিতে হইবে। কেবলমাত্র ফুটিয়া উঠিলেই চলিবে না। অন্ততঃ পনর মিনিট সময় জলকে ক্রমাগত ফুটিতে দিবে। কারণ এই জীবাণুগুলি সহজে মরে না। সুতরাং জল কম সিদ্ধ হইলে জলের দোষ নষ্ট হইবে না।

রান্নাঘর—রান্নার আগুন বা চুলা, বাতাস যে-দিকে বয়, শিবিরের সেই দিকে স্থাপন করিবে, যেন ধূম বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাঁবুগুলির ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। রান্নার আগুন-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১৮৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

অভিজ্ঞ স্কাউটগণ রান্নার স্থান অতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। কারণ খাদ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা আশেপাশে পড়িয়া থাকিলে দুর্গন্ধ জন্মে এবং মাছি জড় হয়। ইহাতে খাদ্য, প্রস্তুত

সময়ে আহার্য্য বস্তু কতকটা বিষাক্ত হইয়া পড়িতে পারে এবং স্কাউটেরা রোগাক্রান্ত হইতে পারে।

সুতরাং রান্নার স্থান এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী যায়গা সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

রান্নার স্থানের পাশে দুই ফুট গভীর করিয়া ছোট একটি গর্ত্ত খনন করিবে; যে-সকল আবর্জ্জনা দগ্ধ হইবার নহে, সেইগুলিকে এই গর্ত্তের মধ্যে ফেলিবে এবং প্রতিরাত্রে গর্ত্তটি মাটি দিয়া বুজাইয়া দিবে।

পায়খানা—স্কাউটদের স্বাস্থ্যের জন্য আর একটি অত্যাবশ্যক জিনিস—একটি মলত্যাগের নালা খনন করা। তাঁবু খাটাইবার এবং ক্যাম্প ফায়ার (শিবির-বহ্নি) প্রজ্বলিত করিবার পূর্ব্বেই এই নালা খনন করিবে। পর্দ্দা বা বেড়ার আড়ালে ঢাকিবে। স্কাউটগণকে মনে রাখিতে হইবে, ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে (শিবিরভূমিতে) পৌছিয়াই সর্ব্বপ্রথমে পায়খানার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নালাটি ৯ ইঞ্চি গভীর এবং খুব সরু—১০ ইঞ্চি চওড়া হইবে। যখন যে-ব্যক্তি পায়খানায় যাইবে সে নালার দুই দিকে দুই পা রাখিয়া বসিতে পারে। প্রত্যেক বারই ব্যবহার করার পর ত্যক্ত মলের উপরে কিছু মাটি ফেলিয়া দিবে এবং কয়েক দিন ব্যবহার করিয়া সমস্ত নালাটি ভালরূপে মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিবে। পুনরায় অন্য নালা খনন করিবে। আড়াল লজ্জা রক্ষার জন্য প্রয়োজন। স্কাউটগণ লজ্জা বাঁচাইয়া চলিতে বিশেষ মনোযোগী।

মূত্র-ত্যাগের জন্য দ্বিতীয় একটি স্থান নির্ণয় করাও প্রয়োজন; একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার অর্দ্ধেক নুড়িদ্বারা পূর্ণ করিলে জলীয় ভাগ ব্যবহার মাত্র দৃষ্টির বাহিরে, মাটির নীচে চলিয়া যাইবে। কোন স্থানে এক রাত্রির জন্য ক্যাম্প স্থাপন করিলেও পায়খানার নালা খনন করা

আবশ্যক। শিবির হইতে দূরে গিয়া মলত্যাগ করিলেও কয়েক ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত্ত খনন করিয়া লইবে এবং ব্যবহারের পরই তাহা ভর্ত্তি করিয়া দিবে। এই বিষয় অবহেলা করিলে শুধু স্থানটিই অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িবে না, যারা আশেপাশে বাস করে, তারাও বিরক্ত হইবে।

শিবিরে দৈনিক কর্ম্ম-তালিকা

শীতকালের উপযোগী একটি দৈনিক কর্ম্ম-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পূর্ব্বাহ্ণ ৬ টা—শয্যাত্যাগ, ব্যায়াম, চা বা কফি এবং বিস্কুট।
" ৭টা—তাঁবু পরিদর্শন, পতাকা উত্তোলন ও প্রার্থনা।
" ৭-১৫ হইতে ১০টা—স্কাউটিং অভ্যাস।
মধ্যাহ্ন ১১-৩০—প্রাতরাশ বা মধ্যাহ্ন ভোজন।
" ১২-৩০ হইতে ২টা—বিশ্রাম (সকলকেই বিশ্রাম করিতে হইবে)।
অপরাহ্ণ ২-৩০—নিকটস্থ স্থানে স্কাউট খেলা।
" ৪-৩০—চা খাওয়া।
" ৫টা হইতে ৬-৩০—বিশ্রাম, ক্যাম্প খেলা।
সায়াহ্ন ৭-৩০—সান্ধ্য ভোজন।
" ৮টা—ক্যাম্প-ফায়ার, প্রার্থনা।
রাত্রি ৯টা—ভিতরে প্রবেশ।
" ৯-৩০—শয্যা গ্রহণ।

রাত্রি ১১-৩০ মিনিটের পর কোন প্রকার কার্য্য নৈশ আক্রমণ কি প্রহরীর কার্য্য প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

স্নান

ক্যাম্পে বাসকালে স্নান তোমাদের একটা আনন্দের কারণ এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। স্নানে আনন্দ, কারণ স্নান করা খুব মজার জিনিস এবং ইহা তোমাদের কর্ত্তব্য; যেহেতু সাঁতার শিক্ষা না-করা পর্য্যন্ত এবং জল হইতে জীবন রক্ষা করার শক্তি অর্জ্জন না-করা পর্য্যন্ত, কোন স্কাউটই পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারে না।

কিন্তু স্নান করিবার সময় বহু বিপদের আশঙ্কা আছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ স্কাউট তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

প্রথমতঃ, খিঁচুনি ধরার ভয়। অতিরিক্ত সময় জলে পড়িয়া থাকিলেই ইহা হয়। সাধারণতঃ বালকের পক্ষে আধঘণ্টা সময় জলে থাকাই যথেষ্ট। ১৫ মিনিটের বেশী সময় জলে না থাকিলে আরও ভাল।

আহারের পর দেড় ঘণ্টার মধ্যে, অর্থাৎ উদরে খাদ্য পরিপাক পাইবার পূর্ব্বে স্নান করিতে গেলে দেহে খিঁচুনি ধরার সম্ভব। খিঁচুনি ধরিলে বেদনা অনুভূত হয় এবং শরীর ভাঁজ হইয়া যায়, তারপর ক্রমাগত নীচের দিকে যাইতে থাকে। অবশেষে জলে ডুবিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। স্কাউটগণ যখন স্নান করিতে নামিবে, তখন ভাল সাঁতার জানে এমন দুই জন স্কাউটকে "প্রহরী" রূপে রাখা আবশ্যক। এই দুই জন নিজেরা তখন স্নান করিবে না, কিন্তু পোষাক ছাড়িয়া (স্নান করিবার মত কাপড় পরিয়া) প্রস্তুত থাকিবে, যদি কাহারও কোন বিপদ ঘটে, তাহারা তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার বা সাহায্য করিতে পারে। যাহারা স্নান করিতে নামিয়াছে, তাহাদের সকলের স্নান-সমাপনান্তে জল হইতে উঠিয়া না-আসা পর্য্যন্ত "প্রহরী" দুই জন স্নান করিতে নামিবে না; সকলে জল হইতে উঠিয়া আসিলে পর তাহারা স্নান করিবে।

বালকেরা এই সকল বিপদের কথা ভাবে না—নির্ব্বোধের মত অসাবধানে স্নান করিতে যায়। এই কারণে বহু বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

নিরাপদ স্থানে এবং কড়া নজর রাখিবার বন্দোবস্তে, স্নানের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শিবির ভূমি

প্যাট্রোল বা ট্রুপ যে স্থানে শিবির স্থাপন করে, তাহারা সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলে পর, পরিত্যক্ত শিবির-ভূমিটি প্রমাণ করিয়া দেয়, যে প্যাট্রোল বা ট্রুপ তথায় বাস করিয়াছিল তাহারা কর্ম্মকুশল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি-না। চতুর কর্ম্মকুশল স্কাউটগণ তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানকে কখনই অপরিষ্কার রাখিয়া যায় না। আবর্জ্জনাগুলি তাহারা ঝাঁটাইয়া একত্র করে এবং অবস্থা বিবেচনায় মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখে অথবা আগুনে পোড়াইয়া ফেলে। যুদ্ধ-বিগ্রহকালে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা হইতে পাছে শত্রুরা কোন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লয় এই ভয়ে সমুদয় আবর্জ্জনা ধ্বংস করা হয়।

মনে কর, কোন পরিত্যক্ত স্থানে তোমরা কয়েক খণ্ড পুরাতন ব্যাণ্ডেজ, কতকগুলি স্কাউটের জামার বোতাম, বাসি খাদ্যদ্রব্যের টুকরা ইত্যাদি ফেলিয়া গেলে। তাহা হইলে শত্রুপক্ষ এই সকল দ্রব্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, এখানে রেজিমেণ্ট ছিল। তাহাদের মধ্যে আহত ব্যক্তি ছিল এবং সৈন্যগণ খাদ্যের অভাবে এই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শান্তি-শিবিরও (ক্যাম্প) ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে উহা পরিচ্ছন্ন করিয়া যাওয়া একই প্রকার প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। তাহাতে স্কাউটেরা চলিয়া

গেলে জমির মালিকদিগকে আর সেই স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য অর্থ-ব্যয়, কি পরিশ্রম করিতে হয় না ; সুতরাং ভবিষ্যতে কখনও শিবির-স্থাপনের জন্য স্থানের প্রয়োজন হইলে তাহারা আরো আগ্রহের সহিত সেই স্থান ব্যবহার করিতে দিবে।

মনে রাখিবে, ডেরার স্থানটি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ফেলিয়া আসিলে তাহা ডেরাদার ট্রুপ, প্যাট্রোল বা একক-স্কাউট—সকলেরই পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ক্যাম্পিং ক্লাবের সভ্যগণ শিবির-স্থান হইতে চলিয়া যাইবার সময় এমন আশ্চর্য্যরূপে স্থানটি পরিষ্কার ও পরিপাটী করিয়া রাখিয়া যায় যে এই স্থানে যে কোন ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল তাহাই মনে হয় না। আমি দেখিয়াছি, তাহারা কাপড়ের বুরুশ দিয়া ঘাস ব্রাস করে; তাহাতে যে-স্থানে তারা শয়ন করিয়াছিল, সেই স্থানের ঘাস-গুলিও সোজা হইয়া দাঁড়ায়। স্কাউটগণও যে এইরূপ করে তাহা দেখিয়া আমি খুসী হইয়াছি।

ক্যাম্প পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতে ভুলিও না :—

(১) কিছু না।

(২) ভূমির মালিককে ধন্যবাদ।

আমি একাধিকবার দেখিয়াছি, আমার যায়গা হইতে ক্যাম্প তুলিয়া লইয়া স্কাউটগণ যখন চলিয়া যায় তখন সেখানে মোর্স লিখনে (Morse Writing) অথবা রেড্ ইণ্ডিয়ান্ সঙ্কেতে আমাকে ধন্যবাদ দিয়া তারা সুন্দর টোটেম দণ্ড পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

ঋণ-শোধ

আরও একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। যখন কাহারও জমি ব্যবহার কর তখন মালিককে তার প্রতিদান কিছু করা

কর্ত্তব্য। যদি টাকা-পয়সা দিয়া না কর তবে অন্য উপায়েও করিতে পার। জমির মালিকের কোন কাজ করিয়া দিতে পার, এবং দেওয়া উচিতও। তোমরা তাহার বেড়া বা গেইট মেরামত করিয়া দিতে পার; অথবা তাহার গৃহপালিত পশু চরাইয়া দিতে পার, অথবা আগাছা তুলিতে পার ইত্যাদি। ক্যাম্পের যায়গার মালিক এবং আশেপাশে যারা বাস করে তাদের একটা কিছু হিত সর্ব্বদাই করিবে—যেন আবার তোমাদিগকে পাইলে তারা খুসী হয়।

অনধিকার-প্রবেশ

কোন প্রতিবেশীর জমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মালিকের অনুমতি লইতে হইবে, সে-দিকে যেন বিশেষ খেয়াল থাকে। অনুমতি না লইয়া, রাস্তা ব্যতীত কাহারো জমিতে প্রবেশ করিবার তোমাদের কোনও অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা কে, এবং কি তোমাদের উদ্দেশ্য তাহা জানাইয়া দিলে অধিকাংশ মালিকই তোমাদিগকে এই অনুমতি দিবে। অন্যের জমিতে বা ক্ষেতে প্রবেশ করিবার সময় সর্ব্বদা নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিবে।

(১) প্রবেশ করিয়াই গেইট বন্ধ করিবে।

(২) সেই স্থানের পশুপক্ষীকে পারত পক্ষে কিছু বলিবে না।

(৩) বেড়া, শস্য বা কোন বৃক্ষের কোনরূপ ক্ষতি করিবে না।

জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে মালিকের অনুমতি লইবে এবং বেড়ার ভাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য যে শুক্‌না কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা কখনই আনিবে না।

ক্যাম্পে বৃথা ভোজনকারী

ক্যাম্পে সকলেরই স্থান আছে,—কিন্তু তথায় এক ব্যক্তির স্থান

নাই। ক্যাম্পে যে-সকল ছোটখাট খুঁটিনাটি কর্ম্ম উপস্থিত হয় সেইগুলি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যে করিতে প্রস্তুত নহে, তাহার জন্য ক্যাম্পে কোন স্থান নাই। যারা খুঁতখুঁতে এবং কাজ এড়াইয়া চলে, তাদের জন্যও ক্যাম্পে স্থানাভাব। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য বয়স্কাউট সমাজেও স্থান নাই—ক্যাম্পে ত হইতেই পারে না।

সকলের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রত্যেকে কাজ করিবে, এবং খুসীর সহিত কাজ করিবে।

এইরূপেই সহযোগিতার ভাব বিকশিত ও বর্দ্ধিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া যদি কেহ 'নাইট ডিউটি' দিতে যায়, তাহা হইলে যাহারা তাঁবুতে থাকে তাহাদের মধ্যে কোন একজন ঐ ব্যক্তির জন্য গরম কোকো প্রস্তুত করিয়া রাখে। প্রত্যেক স্কাউটের এই ধরণের বিবেচনা থাকা উচিত -- ও তদনুসারে কাজ সম্পন্ন করা তাহার কর্ত্তব্য।

মাতাপিতার প্রতি ইঙ্গিত

স্কাউটিং কার্য্যের মধ্যে ক্যাম্পে বাস করা একটি বড় কথা। ইহা বালকদের বেশ চিত্তাকর্ষক। স্বাস্থ্য এবং শারীরিক উন্নতি ছাড়াও ক্যাম্পে বালকেরা আত্মনির্ভরশীল হইবার এবং উদ্‌ভাবনী শক্তি অর্জ্জন করিবার সুযোগ পায়। যে-সকল পিতামাতা কখনই ক্যাম্পে বাস করেন নাই, তাঁহারা ইহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন,—তাঁহারা মনে করেন ক্যাম্পে বাস করা তাঁহাদের পুত্রদের পক্ষে অতিমাত্রায় কষ্টকর এবং বিপদসঙ্কুল। কিন্তু ছেলেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা দেখিতে পান, ক্যাম্পে বাস করিয়া তাহাদের শরীর সুন্দর হইয়াছে, পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং মুখের প্রসন্নতা লাভ হইয়াছে এবং কার্য্যে পুরুষত্ব ও ব্যবহারে বন্ধুবাৎসল্য তাহাদের নৈতিক উন্নতির পরিচয় দিতেছে। তখন

তাঁহারা ক্যাম্পে বাস করার উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, ভবিষ্যতে ছুটির দিনটা এই ভাবে কাটাইতে বালকদিগকে আর কেহ বাধা দিবেন না।

শিবিরের বিছানাপত্র

ক্যাম্পে শুইয়া আরাম পাওয়া যায়, এমন শয্যা-রচনা করিবার নানা উপায় আছে। কিন্তু সম্ভব হইলে সর্ব্বদাই – বিশেষতঃ বৃষ্টির পরে মাটির উপর কোন প্রকার আবরণ বিছাইয়া দিও, যেন শুইবার সময় মাটিতে শরীর না লাগে। বৃষ্টির পর এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। শয়ন স্থানে শুক্‌না ঘাস অথবা খড় খুব পুরু করিয়া বিছাইয়া দিলে অতি উত্তম শয্যা তৈরি হয়। কিন্তু যদি ইহা না পাওয়া যায় এবং মাটিতেই তোমাদিগকে শুইতে হয় তবে মাটিতে চায়ের পেয়ালার মত একটা ছোট গর্ত্ত করিয়া লইতে ভুলিও না, যেন কাত হইয়া শুইবার সময় তোমার কটি-সন্ধি (hip joint) তার মধ্যে থাকিতে পারে। ইহাতে অনেক আরামে ঘুম আসিবে। ক্যানাডায় প্রায় লোহার স্প্রীংএর বিছানার মত কোমল বিছানা প্রস্তুত করিবার এক উপায় আছে ঃ 'ফার' নামক দেবদারু জাতীয় গাছের ডালের আগা কাটিয়া বুরুষের লোমের মত খুব ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া মাটিতে খাড়া ভাবে পুঁতিয়া দেওয়া হয় এবং স্প্রীংএর গদীর ন্যায় তাহাতে আরামে শয়ন করা যায়।

মনে রাখিও, শীতকালে ক্যাম্পে ঘুমাইতে গেলে শরীর গরম রাখিবার গুপ্ত রহস্য এই যে, শরীরের উপর যতগুলি কম্বল দিবে, নীচেও ততগুলি দিবে। কোন প্যাট্রোল যদি আগুনের চারদিক ঘিরিয়া শুইতে ইচ্ছা করে, তবে চাকার পাখীর মত পাগুলি আগুনের দিকে দিয়া শুইবে। যদি শীত খুব বেশী হয় এবং তোমাদের কম্বল দ্বারা শীত যথেষ্টরূপে নিবারিত

না হয়, তবে খড় অথবা খবরের কাগজ ব্যবহার করিতে পার। শীতের সময় যদি তোমাদের গায়ে দিবার মত যথেষ্ট গরম জামা কোট না থাকে, তবে শরীরে, বুকে পিঠে খবরের কাগজ জড়াইয়া তাহার উপর জামা-কাপড় পরিলে তাহাতে গরম বোধ হইবে ও মোটা কোটের কাজ করিবে।

মাদুর প্রস্তুত করিতে হইলে তাঁত বসাইতে হইবে। তাহাতে পরগাছা, ফার্ণ, খড়, ঘাস ইত্যাদি দ্বারা ছয় ফুট লম্বা এবং দুই ফুট নয় ইঞ্চি চওড়া ছোট মাদুর বুনিয়া লইতে পারিবে। (এই 'ক্যাম্প ফায়ারী কথা'র শেষভাগে উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য।)

এই তাঁতে তাঁবু, চালা, দেয়াল, অথবা কার্পেট তৈরী করিবার যোগ্য ঘাসের বা খড়ের মাদুরও বোনা যায়।

একখণ্ড তারকে স্প্রিংএর মত চক্রাকারে আবর্ত্তিত করিয়া ক্যাম্পের জন্য ক্যাণ্ডল স্টিক্ তৈরী করা যায়। অথবা একটা কাঠির এক মাথা চিরিয়া নিয়া অন্য মাথা দেয়ালে ঠুকাইয়া দিলে, বা কাদার একটা ঢেলা তৈরী করিলে, বা একটা বড় আলুতে ছোট একটা গর্ত্ত করিলে তাতেও মোমবাতি রাখা যায়। বোতলের তলা কাটিয়া উপুড় করিয়া মাটিতে বসাইয়া দিলে তার গলার ভিতর মোমবাতি বসাইয়া দেওয়া যায়; ইহা বেশ চিম্‌নীর কাজ করে।

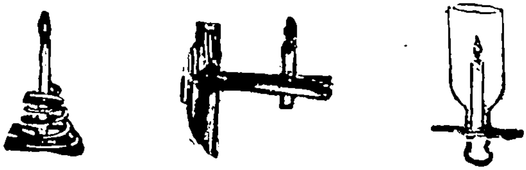

তিন প্রকারের ক্যাণ্ডেল স্টীক

বোতলের তলা কাটিবার নিয়ম ঃ—এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি উঁচু

করিয়া বোতলে শীতল জল রাখ ; তারপর তপ্ত ছাই'এর উপর বোতলটি রাখ। বোতলটি গরম হইয়া জলের সমতল স্থানে গোল হইয়া ফাটিয়া যাইবে। অথবা সরু দড়ি বোতলের গায়ে জড়াইয়া মন্থনদণ্ডের দড়ি ঘুরানর মত এদিক ওদিক করিয়া দড়িটি টানিতে থাক। তাহাতে বোতলের গায়ে একটি বৃত্তরেখার মত স্থান উষ্ণ হইয়া উঠিবে। তখন বোতলের গায়ে একটু আঘাত করিলেই অথবা শীতল জলে ডুবাইয়া দিলেই তাহা পরিপাটিরূপে ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিবে কর্ত্তন করা গ্লাস বা টিন ক্যাম্পে ব্যবহার করা নিরাপদ নহে।

তারের প্রান্ত চোখা করিয়া ক্যাম্প ফর্ক রূপে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাম্প ফর্ক

ভিজা স্যাঁতসেঁতে ক্যাম্পে কি প্রকারে বসিতে হয় তাহা শিখিয়া রাখা আবশ্যক। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে আসন না করিয়া জানু পাতিয়া পায়ের গোড়ালির উপর বসিতে হয়। বুয়রগণ এবং অপরাপর শিবিরবাসীরা এক পায়ের গোড়ালির উপর বসে। প্রথম প্রথম ইহা একটু ক্লান্তিকর বোধ হয়।

ক্যাম্পে প্রায়ই জামার বোতাম হারাইয়া যায়। সুতরাং জুতার ফিতা অথবা সরু দড়ি দিয়া কিরূপে বোতাম প্রস্তুত করা যায় তাহা শিখিয়া রাখা ভাল। ইহা ১৩৬ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। স্কাউটদের কাঠ, হাড় এবং শিং দ্বারা 'কলার ষ্টাড্' (collar stud) প্রস্তুত করিতে পারা চাই।

দুই ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া একটি ক্যান্‌ভাস্ থলিয়া সঙ্গে রাখিবে। তাহাতে নানা প্রকার বাজে জিনিস পুরিয়া রাখিতে পার।

অথবা খালি থলিয়াই সঙ্গে লইতে পার, ক্যাম্পে গিয়া তাহা ঘাস, খড়, বা বাজে কাপড় দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবে। এই থলিয়া ক্যাম্পে বালিশ-রূপে ব্যবহার করিলে বেশ আরামে ঘুমাইতে পারিবে।

শিবিরানল জ্বালাইবার পদ্ধতি

অগ্নিস্থাপন করিবার পূর্ব্বে অভিজ্ঞ আরণ্যিকদের মত একটা কাজ করিবার কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—সে-কাজটি আগুনের চারদিক্কার সব ঝোপ-জঙ্গল ঘাস ইত্যাদি কাটিয়া ফেলা বা পোড়াইয়া দেওয়া, যেন নিকটবর্ত্তী বনজঙ্গলে আগুন না লাগে। অল্পবয়স্ক শিক্ষানবীশরা ক্যাম্প-ফায়ার করিতেছে মনে করিয়া আগুন লইয়া খেলা করে। এই বোকামিতে অনেক স্থলে বনে আগুন লাগিয়া গেছে। দাবানল নিবারণ করিবার জন্য ঘাস পোড়াইতে বা চক্র-দহন (ring burning) করিতে গিয়া এক সঙ্গে বেশী আগুন বা বহু জঙ্গলে এক সঙ্গে আগুন লাগাইবে না। অল্প অল্প করিয়া পোড়াইবে। বৃক্ষশাখা ও পুরাতন ছালা লইয়া প্রস্তুত থাকিবে, যেন যথেষ্ট পরিমাণ স্থান পোড়ান হইয়া গেলেই শাখা বা ছালার আঘাতে আগুন নিবাইয়া দিতে পার।

স্কাউটগণ দাবানল নিবাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। যেহেতু দৈব কারণে হঠাৎ ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে। দাবানল নিবাইয়া দিলে জমির মালিকের এবং পশুপালক ও শস্যক্ষেত্রের অধিকারিগণের উপকার করা হয়।

পরের মুখে শুনিয়া শুনিয়া অগ্নি প্রজ্বালন শিক্ষা করিতে পারা যায় না। ইহা শিখিবার একমাত্র উপায়, যে-সকল উপদেশ দেওয়া হয় তাহা মন দিয়া শোনা এবং কাঠ সাজান এবং আগুন জ্বালান অভ্যাস করা। "টু লিট্ল সেভেজেস" (Two Little Savages) নামক পুস্তকে

অগ্নিস্থাপনা বিষয়ে একটি কবিতা লিখিত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই ঃ—

ভূর্জ্জ গাছের কোঁকড়া ছাল যত শুক্‌নো পাও,
শুক্‌নো ছোট ঝরা ডাল তার উপরে দাও।
দেবদারুর গ্রন্থি 'পরে কেট্‌লিতে জল ফোটে,
আগুন দেখে মনে হবে ঘরেই আছি বটে।

মনে রাখিও, আগুন জ্বালিবার সময়, প্রথমে অতি সামান্য পরিমাণ খুব ছোট ছোট কাঠের পাতলা চলটা অথবা সম্পূর্ণ শুষ্ক ছোট ছোট হাল্‌কা ডাল, খুব পাতলা ভাবে স্তূপাকারে সজ্জিত করিবে। তারপর কিছু খড় বা কাগজ দিয়া আগুন ধরাইবে। আগুন ধরিয়া উঠিলে তাহার চারিদিকে পিরামিডের মত করিয়া শুক্‌নো ছোট ছোট কাঠি হেলানভাবে স্থাপন করিবে ; এবং তারপর অপেক্ষাকৃত বড় বড় কাঠি সেই ভাবে দাঁড় করাইবে। আগুন ভালরূপে জ্বলিয়া উঠিলে আরও বড় বড কাঠি এবং সর্ব্বশেষ গাছের খণ্ড যোগ করিবে। রান্না করিবার জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার একটি প্রধান বস্তু। এই জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপাকার করিয়া তাহার তিনদিকে তারার আকারের চাকার পাখীর মত তিনটা বড় কাঠের টুকরা এমন ভাবে স্থাপন করিবে, যেন তাহাদের প্রান্তভাগ আগুনের ভিতর গিয়া ঢোকে। এই প্রকারের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে তাহা নিবিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। বড় বড কাষ্ঠখণ্ডগুলি যেমন জ্বলিতে থাকিবে, ততই তাহাদিগকে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিবে। তাহাতে মধ্যস্থলে ক্রমাগত জ্বলন্ত অঙ্গার সঞ্চিত হইয়া উঠিবে। এই আগুনে সুবিধা

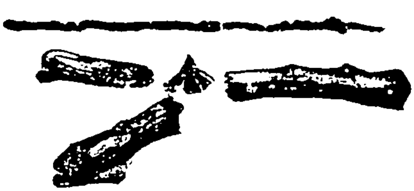

নক্ষত্রাকারে আলোকপ্রদর্শন প্রণালী

মত রান্না করা যায়, তদুপরি অগ্নিশিখা এবং ধোঁয়া কম উঠে। সুতরাং শত্রুপক্ষ দূর হইতে কিছুই লক্ষ্য করিতে পারে না।

রাত্রে আগুন যাহাতে নিবিয়া না যায়, তজ্জন্য অঙ্গারগুলিকে গরম ছাই দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে তোমার ভোরবেলার ব্যবহারের জন্য ভিতরে ভিতরে ধীরে ধীরে আগুন জ্বলিতে থাকিবে এবং ভোরবেলা দুই-চারি বার ফুঁ দিলেই ঠিকমত ভাবে জ্বলিয়া উঠিবে।

যদি শরীর গরম রাখিবার জন্য অথবা আলো দেখাইবার জন্য রাত্রিতে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে চাও, তবে বেশ বড়, মোটা: কাঠ তারা-চিহ্নের মত স্থাপন কর। একটি দীর্ঘতর কাঠ বা বাঁশ হাতের কাছে রাখ; তাহাদ্বারা প্রয়োজনমত জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে শুইয়া থাকিয়াই ঠেলিয়া দিতে পারিবে। আগুন উস্‌কাইবার জন্য উঠিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

যদি বাড়ীতে কয়লা ও কাঠের অভাব হয়, তবে পুরাতন ছেঁড়া জুতার চামড়া দ্বারা আগুন জ্বালান যায়, এ কথা ভুলিও না। এইরূপ পুরাতন জুতা নানা আবর্জ্জনার মধ্যে কতই পড়িয়া থাকে।

শীতকালে কোন দরিদ্র বৃদ্ধাকে যদি আগুন জ্বালিবার জন্য এইরূপ পুরাতন জুতা সংগ্রহ করিয়া দিতে পার তবে তাহার খুব উপকার করা হইবে।*

আমেরিকাতে অন্য এক প্রথায় রান্নার জন্য বেশ ভাল রকমের আগুন ধরান হয়।

---

* ভারতবর্ষে কোন উচ্চ বর্ণের বিধবাকে জুতা সরবরাহ করিতে গেলে কিন্তু হিতে বিপরীত হইবে।

১২

প্রায় চারি ফুট দূরে দূরে দুইটি বেশ বড় কাষ্ঠখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া রাখ; মাথাটা পশ্চাদ্দিকে একটু হেলান দেওয়া থাকিবে। পনরো ফুট লম্বা এবং দশ ইঞ্চি পুরু একটি বৃক্ষ গোড়াসহ কর্ত্তন করিয়া ফেল। ইহাকে পাঁচ ফুট লম্বা তিন খণ্ডে কাটিয়া লও। এই তিন খণ্ড কাষ্ঠকে পূর্ব্ববর্ণিত দুই খণ্ড খাড়া করা কাষ্ঠের গায়ে ঠেস দিয়া একটির উপরে আর একটি করিয়া সংস্থাপিত কর। ইহা অগ্নিকুণ্ডের পৃষ্ঠদেশরূপে গণ্য হইবে। পার্শ্ব-রক্ষকরূপে দুই খণ্ড ক্ষুদ্রতর কাষ্ঠ আগুনের দুই দিকে স্থাপিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে ও আড়াআড়িভাবে পূরো দণ্ড রূপে আর এক খণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন কর। এই চুলার ভিতরে পিরামিডের আকারে অগ্নি যোজনা করিলে তার উত্তাপ খুব বেশী হইবে। বাতাসের দিকে মুখ রাখিয়া এই অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে; তাহা বলাই বাহুল্য।

ক্যাম্প-গেট

ক্যাম্প-কায়ারের জন্য চিমটার প্রয়োজন আছে। শক্ত গাছের ডাল দ্বারা ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রায় চারি ফুট লম্বা এবং এক ইঞ্চি পুরু একটি ডাল কাটিয়া নিলেই হইবে। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে খানিকটা অংশের প্রায় অর্দ্ধেকটা ছাল ও কাঠ চাঁচিয়া ফেল; এই অংশটুকু উত্তপ্ত অঙ্গারে দুই চারি মিনিট ধরিয়া রাখ। তারপর অঙ্গার হইতে তুলিয়া ধীরে ধীরে দুই প্রান্ত বাঁকাইয়া মিলিত করিয়া লও। এই দুই প্রান্তের ভিতর দিকটা ছুরি দিয়া একটু চ্যাপ্টা করিয়া কাটিয়া নিলেই ইহাতে কোন জিনিস ধরিতে বেশ সুবিধা হইবে। এই হইল তোমার চিমটা।

সম্মার্জ্জনী বা ঝাঁটারও প্রয়োজন আছে। ক্যাম্প পরিষ্কার করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি সরু ডাল একত্র করিয়া একটি কীলকের চারিদিকে শক্ত ভাবে বাঁধিয়া লইলেই ভাল ঝাঁটা প্রস্তুত হয়।

কাপড় শুকানো

কাজের বেলা অনেক সময়ই কাপড় ভিজিয়া যায়। দেখিতে পাইবে, টেণ্ডারফুটগণ ভিজা কাপড়ই পরিয়া থাকে এবং তাহাদের শরীরেই কাপড় শুকায়। কোন পুরাতন অভিজ্ঞ স্কাউট কখনই এরূপ করে না, কারণ তাহ'তে জরে অসুস্থ হইতে হয়। যখন তোমাদের কাপড় ভিজিয়া যায়, তখন প্রথম সুযোগেই ভিজা কাপড় শরীর হইতে খুলিয়া ফেলিবে এবং সেইগুলি তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া লইবে। যদি সঙ্গে আর অতিরিক্ত কাপড় না থাকে তথাপি ভিজা কাপড় খুলিয়া শুকাইয়া লইবে। আমার অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল। এমনও হইয়াছে যে আমার এক প্রস্থ মাত্র পোষাক, তাও ভিজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা আগুনে শুকাইতে দিয়া ততক্ষণ এক গাড়ীর তলায় বসিয়া কাটাইয়াছি। আগুনে কাপড় শুকাইবার প্রণালী এই ঃ—তপ্ত ছাইয়ের আগুনের উপর কাঠিদ্বারা মৌচাকের আকারে একটি খাঁচা প্রস্তুত করিয়া স্থাপন কর; তৎপর সেই খাঁচার উপরে ভিজা কাপড়গুলি মেলিয়া দিলে অতি সত্বর শুকাইয়া যাইবে। গ্রীষ্মকালে যখন শরীর ঘামিয়া পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যায়, তখনও সেই ঘামে ভিজা কাপড় গায়ে রাখিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে যখন ছিলাম তখন আমি অতিরিক্ত একটি সার্ট পিঠে ঝুলাইয়া লইতাম। সার্টের আস্তিন গলায় বাঁধা থাকিত। চলিতে চলিতে কোন স্থানে থামিবামাত্র পিঠে ঝুলানো সার্টটি পরিধান

করিতাম এবং ভিজা সার্টটি শুকাইবার জন্য পিঠে ঝুলাইয়া দিতাম। এই উপায় অবলম্বন করাতে আর সকলে যখন জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িত, তখনও আমার কোন অসুখ হইত না।

পারিপাট্য

শিবির-ভূমি সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ইহাতে কেবল যে মাছি আসিতে পারিবে না তাহা নহে, বিশৃঙ্খল ভাবে পরিত্যক্ত শিবির-ভূমি হইতে শত্রুপক্ষের লোক যে সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ পায় তাহাও বন্ধ হইবে।

স্কাউট-পদ্ধতিতে জুতার ফিতা বাঁধা

** (ফিতার গিঁট-দেওয়া এক প্রান্ত নিম্নতম ছিদ্রের ভিতর দিকে রাখ। ফিতাটি উপর দিয়া বিপরীত দিকের ছিদ্রপথে নীচের দিকে চালনা কর। তৎপর ইহা মাথার ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া লও (এবং নীচের দিকে বুনিয়া যাও)। ফিতার কালো রং করা অংশ জুতার ভিতরের টুকু—ইহা দেখা যায় না।)

এই জন্য স্কাউটগণ সর্ব্বদাই—ক্যাম্পে থাকুক বা না থাকুক—সব জিনিস পরিষ্কার ও পরিপাটী ভাবে গুছাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। বাড়ীতে যদি পরিচ্ছন্ন ও গোছালো হইতে অভ্যাস না কর, ক্যাম্পে গিয়া পারিবে না। আর ক্যাম্পে গিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গোছালো হইয়া বাস করিতে না পারিলে আজীবন টেণ্ডারফুটই থাকিয়া যাইবে,—কখনই স্কাউট হইতে পারিবে না।

স্কাউট তাঁবুতে, শয়নকক্ষে কি বাসকক্ষে—সর্ব্বত্র জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখে। কারণ হঠাৎ কোথায় কোন বিপদে ডাক পড়িলে অথবা কোন অতর্কিত ঘটনা ঘটিলে তখনি তার ছুটিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। কোন্ জিনিসের জন্য কোথায় হাত দিতে হইবে যদি তার জানা না থাকে তবে প্রস্তুত হইতে তার বিলম্ব হইয়া যাইবে—বিশেষ ডাকটি যদি মধ্যরাত্রে আসে। সুতরাং বাড়ীতে ঘুমাইবার সময়ও বস্ত্রাদি যথাস্থানে সুসজ্জিত ও পাট করিয়া রাখার অভ্যাস করিবে, যেন অন্ধকারেও অনতিবিলম্বে তাহা পাইতে পার এবং তাড়াতাড়ি পরিয়া লইতে পার।

স্কাউট তাহার জুতার ফিতাও সুন্দর করিয়া বাঁধে—বাস্তবিক ফিতা বাঁধা হয় না, উপর হইতে নীচের দিকে ঝুলাইয়া রাখা হয়। সুতরাং বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না।

উপদেষ্টাগণের প্রতি উপদেশ

* * [ক্যাম্পে গিয়া সর্ব্বদা পালনীয় কতকগুলি আদেশ প্রবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। প্রয়োজনমত আরও আদেশ সময় সময় যোগ করা যাইতে পারে। এই সকল আদেশ শ্রেণীনায়কদিগকে সাবধানে বুঝাইয়া

দিতে হইবে এবং প্যাট্রলের স্কাউটগণ যাহাতে এই সকল আদেশ পালন করিয়া চলে তজ্জন্য শ্রেণীনায়ককে সম্পূর্ণ দায়ী থাকিতে হইবে।

আদেশ দিতে হইবে যে, প্রত্যেক প্যাট্রলকে অন্যান্য প্যাট্রল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আবাস রচনা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক তাঁবুর ও তাহার সন্নিহিত ভূমির পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা অপরের সহিত তুলনা করা হইবে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক প্যাট্রলের জন্য একটি স্বতন্ত্র তাঁবু খাটানো হয় এবং এক তাঁবু হইতে অন্য তাঁবু বেশ খানিকটা দূরে থাকে ; কিন্তু এত দূরে নয় যে, স্কাউট-মাষ্টারের তাঁবু হইতে ডাক দিলে শুনিতে পাওয়া যায় না। প্যাট্রল-লীডার আপন প্যাট্রলের তাঁবুর নিকটেই পৃথক্ একটি ছোট তাঁবু নিজের জন্য খাটাইতে পারে।

স্কাউটগণ ভাল কাজ করিতেছে কি না তাহা প্যাট্রল-লীডার স্কাউট-মাষ্টারকে জানাইবে। স্কাউট-মাষ্টার তাহা মার্কের খাতায় লিখিয়া রাখিবেন।

মধ্যাহ্নে অন্ততঃ এক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য থাকিবে।

যাহারা সাঁতার জানে না, স্নানের সময় তারা যাতে বেশী জলে নামিয়া বিপন্ন না হয়, তাহার জন্য কড়া নজর রাখিতে হইবে।

যাহারা ভাল সাঁতার জানে এমন তুইজন স্কাউট স্নানের সময় রক্ষি-রূপে প্রহরায় নিযুক্ত হইবে এবং কাহাকেও বিপদাপন্ন দেখিলেই সাহায্য করিবে। এই রক্ষিদ্বয় (পোষাক ছাড়িয়া) নৌকায় থাকিবে। অন্যান্য সকলের স্নান শেষ হইয়া গেলে এবং জলে যখন একজন স্কাউটও থাকিবে না, তখন তাহারা স্নান করিতে পারে। এই নিয়ম প্রতিপালনের ফলে ইতিমধ্যেই একাধিক স্কাউটের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

কোন স্থানে আগুন লাগিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইলে কি করিতে হইবে তাহারও আদেশ থাকা আবশ্যক।

কার্য্যক্ষেত্রের সীমা, অপরের বেড়া, অথবা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি, নির্ম্মল পানীয় জল প্রভৃতি বিষয়ে আদেশ থাকিবে।] * *

কার্য্যগত অভ্যাস

তাঁত প্রস্তুত—দুই ফুট ছয় ইঞ্চি পরিমিত স্থানে এক সারিতে (১) পাঁচটি খুঁটি মাটিতে শক্ত করিয়া পুঁতিয়া লও। ইহা হইতে ৬।৭ ফুট দূরে আরো পাঁচ খুঁটির এক সারি অথবা দুইটি খুঁটির মাথায় আড়কাঠিসহ পোঁত। (১) নং খুঁটিগুলির মাথায় এক একটি দড়ি বাঁধিয়া তাহা (২) নং সারির সম্মুখবর্ত্তী খুঁটির মাথায় বাঁধ। অতঃপর দড়িগাছি ঘুরাইয়া খুঁটির মাথায় বাঁধ। অতঃপর দড়িগাছি ঘুরাইয়া (১) নং সারি পর্য্যন্ত আনিয়া আরও অতিরিক্ত পাঁচ ফুট লম্বা কর এবং দড়ির এই প্রান্ত অন্য একটি কাষ্ঠখণ্ডে বাঁধিয়া লও। (১) নং ও (২) নং

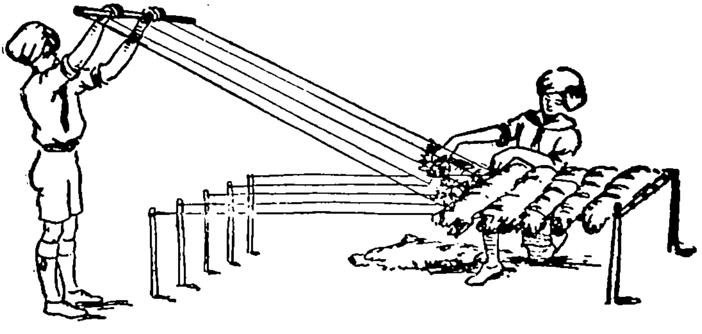

সারিতে যত দূরে দূরে দড়ি বাঁধা হইয়াছে, এই শেষ প্রান্তেও তত দূরে দূরে দড়ি বাঁধিতে হইবে। এই শেষ প্রান্তের দড়ি-বাঁধা কাষ্ঠখণ্ডকে

একজন স্কাউট ধরিয়া খুব আস্তে আস্তে উপরে তুলিবে এবং নীচের দিকে খুঁটিতে বাঁধা দড়ির তলা পর্য্যন্ত নামাইবে।

অন্য একজন স্কাউট স্তরে স্তরে ফার্ণ অথবা খড়ের আঁটি—উভয় সারি দড়ির মধ্যভাগে স্থাপন করিবে। আল্‌গা কাঠিতে-বাঁধা দড়ির সারি উপরে উঠিলে এক স্তর খড় এবং নীচে নামিলে অন্য এক স্তর খড় স্থাপন করিতে হইবে। দড়ির সারির উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে খড় ইত্যাদির আঁটিগুলি নিজে হইতে বাঁধা পড়িয়া যাইবে। এইরূপে সহজেই মাদুর, চট ও চাটাই প্রস্তুত হইতে পারে।

ক্যাম্পে থাকিলে বিভিন্ন প্রকারের শয্যা প্রস্তুতপ্রণালী অভ্যাস কর।

বাড়ীতে থাকিলে 'ক্যাণ্ড্‌ল ষ্টীক্‌' ল্যাম্প, ফর্ক, চিম্‌টা, বোতাম, সম্মার্জ্জনীর প্রস্তুতপ্রণালী অভ্যাস কর।

বাহিরে থাকিলে অগ্নি স্থাপন ও প্রজ্বলন প্রণালী অভ্যাস কর।

স্কাউটগণকে পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রণালীতে পরিপাটিভাবে জুতার ফিতা পরাইতে অভ্যাস করাইবে।

ক্যাম্প ফায়ারীর কথা—১০ম

ক্যাম্পের রান্না

রন্ধন—পরিচ্ছন্নতা—ইঙ্গিত—ক্যাম্প-খেলা

রন্ধন

উপযুক্ত রন্ধন-পাত্র সঙ্গে না থাকিলে, কি প্রকারে রান্না করা যায় তাহা প্রত্যেক স্কাউটকেই অভ্যাস করিতে হইবে। ভারতীয় স্কাউটগণ তাহাদের মায়ের নিকট উত্তম রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে।

নিম্নে এক প্রকার উনুনের বর্ণনা করা হইতেছে, ক্যাম্পে এর চাইতে ভাল উনুন বড় একটা হইতে পারে না। ঘাসের চাপড়া অথবা ইট কিম্বা মোটা কাষ্ঠখণ্ড, কি উপরের দিকে সমান-করা পাথর প্রায় ছয় ফুটের মত লম্বা—দুই সারিতে এমনভাবে স্থাপন করিবে, যেন তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব এক প্রান্তে চারি ইঞ্চি এবং অপর প্রান্তে আট ইঞ্চি থাকে। প্রশস্ত প্রান্ত বাতাসের অভিমুখে থাকিবে।

অন্য একটি প্রণালী :—অনেকগুলি বিলিতে (মগের মত পাত্র) রান্না করিতে হইলে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক রাখিয়া দুই সারিতে পাত্রগুলি স্থাপন কর। ভিতরের ফাঁকের এক প্রান্ত বাতাসের অভিমুখে থাকিবে। উভয় সারির মধ্যস্থলে হালকা, পাতলা কাঠ দ্বারা আগুন জালাও এব

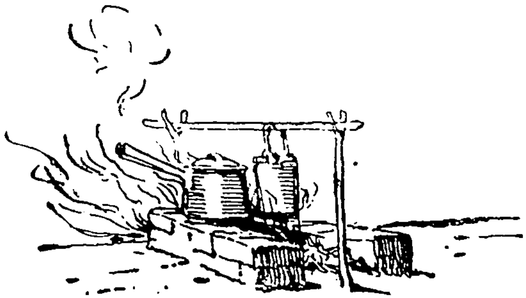

তৃতীয় আর এক সারি বিলি পূর্ব্বোক্ত দুই সারির মাথার উপরে স্থাপন কর। এইরূপে পাকপাত্রদ্বারা একটি ছোট সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইবে। এই সুড়ঙ্গের যে-প্রান্ত দিয়া বাতাস বহিতেছে, তথায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। বায়ুপ্রবাহ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া অগ্নির উত্তাপ বহন করিয়া লইবে। তাহাতে সবগুলি পাত্রই গরম হইয়া উঠিবে। কাঠের ছোট পাতলা—হালকা টুকরা দ্বারা আগুন জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

যখন কোন জলপাত্রে জল গরম করিবে তখন তাহার ঢাক্‌না খুব শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিও না। কারণ ভিতরে জল গরম হইয়া যখন বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তখন বাষ্পনির্গমনের পথ না থাকিলে পাত্রটি ফাটিয়া যাইবে।

জল ফুটিতেছে কি না দেখিবার জন্য ঢাক্‌না খুলিতে হয় না। ছোট কাঠি বা ছুরি পাত্রের গায়ে ধরিলে যদি তাহা কাঁপিতে থাকে তবেই বুঝিবে জল ফুটিতেছে।

রসদের থলিয়া—যুদ্ধের সময় প্রায় সর্ব্বদাই নিম্নলিখিতরূপে খাদ্যদ্রব্য বণ্টন করা হয়ঃ—রুটি অথবা বিস্কুটের পরিবর্ত্তে দুই মুষ্টি ময়দা, এক টুকরা মাংস, এক চামচ লবণ, এক চামচ লঙ্কা, এক চামচ চিনি, এক চামচ বেকিং পাউডার, এক মুষ্টি কফি বা চা। এতগুলি দ্রব্য এক সঙ্গে সামলাইয়া নিতে শিক্ষানবীশদের চেষ্টা বেশ একটা উপভোগ্য জিনিস। স্কাউটেরা কি করে? তাহারা হয়ত এক পকেটে লঙ্কা, অন্যটিতে লবণ, আর একটিতে চিনি, মাথার টুপীতে ময়দা রাখিবে এবং এক হাতে মাংস ও অন্য হাতে কফি লইবে।

কিন্তু সর্ব্বদা যেমন থাক, তেমনি যদি শুধু সার্ট পরিয়া থাক, তবে ত এতগুলি পকেট থাকিবে না। তখন যদি অন্য মানুষের মত দুখানি মাত্র হাত তোমার থাকে, তবে এতগুলি জিনিস সামলাইয়া লওয়া তোমারও পক্ষে শক্ত হইবে।

কাজেই অভিজ্ঞ যোদ্ধারা খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য তিনটি থলিয়া রাখে। (ছোট থলিয়াগুলি তাহারা নিজেই সার্টের ঝুল অথবা রুমাল কি অন্য কোন সখের জিনিস দিয়া তৈয়ার করিয়া লয়) প্রথম থলিয়াতে ময়দা ও বেকিং পাউডার, দ্বিতীয়টিতে কফি ও চিনি এবং তৃতীয়টিতে লবণ ও লঙ্কা রাখিয়া দেয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ামাত্রই অনেক সময় আমাদিগকে মার্চ্চ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইত। সেই সময়ে এক মিনিটে আমাদের রুটি তৈরী করিতাম কেমন করিয়া বল দেখি? আমরা এক মগে জল, ময়দা ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া পান করিয়া লইতাম। ইহাতেই সমস্ত দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া যাইত।

পরিচ্ছন্নতা

ক্যাম্পে বাসকালে এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে ঃ—যদি তুমি অসুস্থ হইয়া পড়, তবে স্কাউটটরূপে তুমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া গেলে; তুমি অন্যান্যদের উপরে একটি বোঝা হইয়া পড়িলে; সাধারণতঃ তোমার নিজের দোষেই অসুখ হয়। হয়ত তুমি সময়মত ভিজা কাপড় ছাড় নাই, অথবা খাদ্যদ্রব্যে ময়লা থাকিতে দিয়াছ, অথবা খারাপ জল পান করিয়াছ।

সুতরাং রান্না করিবার সময়, রন্ধন-পাত্র, থালা, ফর্ক ইত্যাদি খুব ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

মাছি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক জীব। তাহারা তাহাদের পায়ে করিয়া রোগের বীজ বহন করিয়া বেড়ায়। যদি তাহারা খাদ্যদ্রব্যের উপরে বসে, তবে তথায় সেই বিষ ফেলিয়া যায়। তারপর অসুখ করিলে তোমরা হয়ত আশ্চর্য্য হইয়া ভাব—কি কারণে অসুখ করিল! মাছিরা সাধারণতঃ ময়লা যায়গায় এবং খাদ্যদ্রব্যের বিক্ষিপ্ত টুকরার উপরে বসিতে ভালবাসে।

এই জন্য ক্যাম্প-স্থানকে এমনভাবে পরিষ্কৃত রাখিবে যেন সেখানে মাছি প্রবেশ করিতেই না পারে। রান্নার জল এবং খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্টাংশ একটি গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে এবং পরে গর্ত্তটি মাটি দিয়া ভরিয়া

দিবে। এই সকল জিনিস কখনই চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিবে না। প্যাট্রল-লীডারগণ সতত বিশেষ সতর্ক হইয়া এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে—সকলেই যেন সকল সময়ে খুব পরিষ্কার থাকে এবং দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিয়া রাখে।

রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে বলিয়াই স্রোতের জলও পান করা বিপদ-জনক,—পুকুরের জল আরও বেশী মারাত্মক। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তোমরা হয়ত অপরিষ্কার জলের সঙ্গে বহু পরিমাণ বিষাক্ত রোগের বীজ উদরস্থ করিয়া বসিবে। কোন পুষ্করিণীই যদি জল সরবরাহের একমাত্র স্থল হয় তবে পুকুরের জল হইতে আনুমানিক দশ ফুট দূরে তিন ফুট গভীর করিয়া একটি কূপ খনন কর। এই কূপে মাটির ভিতর দিয়া চুয়াইয়া জল আসিবে। এই জল অনেকটা বিশুদ্ধ এবং পান করিবার উপযুক্ত।

মাফেকিঙে বুয়রেরা আমাদের জলের পথ বন্ধ করিয়া দিলে আমরা উল্লিখিত উপায়ে জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই জন্য আমাদিগকে রোগে ভুগিতে হয় নাই। আমেরিকার হ্রদ ও পুকুরের জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য দশ লক্ষ ভাগ জলের সহিত এক ভাগ সালফেট অব কপার মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়।

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

* * [ময়দা ডলা, বেলা ও রুটি করা অভ্যাস কর। ইহা খুবই কাজে লাগিবে। সম্ভব হইলে শিখাইবার জন্য একজন রুটিওয়ালা নিযুক্ত কর। কিন্তু প্রত্যেক স্কাউট নিজেই উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশাইয়া ময়দা ডলিবে। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রথম প্রথম স্কাউটগণকে ভুল করিতে দাও।

স্কাউটগণ আপনাদের খাদ্যদ্রব্যের থলিয়া নিজেই প্রস্তুত করিবে।

রন্ধন করিবার পূর্ব্বেই স্কাউটগণকে খাদ্যদ্রব্য বিভাগ করিয়া দিবে। প্রত্যেক স্কাউট পৃথক্‌ভাবে দ্রব্য লইয়া নিজেই আগুন করিয়া রান্না করিবে।] * *

ক্যাম্প-খেলা

স্থান ও অবস্থা বিবেচনায় হকি, রাউণ্ডার, ফুটবল, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করিবে। বাস্কেটবল ফুটবলের মত একটি খেলা, কিন্তু হাতে বল লইয়া খেলিতে হয়। মাটি হইতে সাত ফুট উচ্চে একটি বাস্কেট থাকে—ইহাই গোলরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোট একখণ্ড জমিতে অথবা ঘরের ভিতরে কিংবা খেলার কোর্টে ইহা খেলিতে পারা যায়।

"ব্যাং দি বীয়ার" ('Bang the Bear'—মিঃ থম্‌সন সীটনের 'ম্যানুয়েল অব দি উড্‌ক্র্যাক্ট্‌ ইণ্ডিয়ান্‌স' হইতে)।—বড় একটি বালক ভল্লুক সাজে। তাহার জন্য তিনটি নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়স্থান থাকে; সেখানে গেলেই সে নিরাপদ। তাহার পিঠে একটি ফাঁকা বেলুন উড়িতে থাকে। অন্যান্য বালকেরা মোচড়ানো খড়ের লাঠি লইয়া ভল্লুক মারিতে প্রস্তুত হয়। আশ্রয়স্থান হইতে ভল্লুক বাহির হইলেই অন্যান্য বালকেরা খড়ের লাঠিদ্বারা বেলুনটি কাটাইয়া দিতে চেষ্টা করে। ভল্লুকের হাতেও ঐরূপ একটি খড়ের লাঠি থাকে; তাহাদ্বারা সে শিকারীদের মাথার টুপি উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। টুপিই শিকারীদের প্রাণরূপে কল্পিত হয়। লাজুক বালকদের মনে খেলার সখ জাগাইয়া দিবার জন্য এই খেলা বেশ কার্য্যকরী।

শিবির-বহ্নির চারিদিকে বসিয়া সঙ্গীত, আবৃত্তি, ছোট ছোট নাট্যাভিনয় প্রভৃতি হইতে পারে। প্রত্যেক স্কাউটকেই সঙ্গীতাদির কোন

না কোন অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। এক এক রাত্রিতে এক এক দল প্যাট্রলকে এক একটি অভিনয় করিতে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই তাহারা প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারে।

পঠিতব্য পুস্তক

"Camping Standards" (Boy Scouts Association) Price 3d.

"Standing Camps." A Manual of Camping for Boy Scouts, by D. Francis Morgan. Price 2s. 6d. nett.

"Hiking" by D. Francis Morgan. Price 1s. 6d. nett.

"The Boy Scout's Camp Book" by Philip Corrington. With a Foreword by the Chief Scout. Price 1s. 6d. nett.

"The Young Marooners" by F. Goulding. Price 2s. 6d. nett. (Nisbet). A Story of Resourcefulness in Camp, including raft building, shoe-making, First aid etc

"Gilcraft's Book of Games." Price 1s. 6d. nett

"Scouting Out of Doors" by "Gilcraft." Price 1s. 6d. nett.

"Camping For All" by E.E Reynolds. 2s. 6d. (Black)

চতুর্থ অধ্যায়

পদচিহ্নের অনুসরণ

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

* * * ['পর্য্যবেক্ষণ ও অনুমান' বিদ্যাসম্বন্ধে উপদেশ কাগজে-কলমে দেওয়া শক্ত। অভ্যাসদ্বারা এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত বা ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে। অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহা উপদেষ্টার নিজের কল্পনাশক্তি ও স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে।

প্রত্যেক তরুণ নাগরিকের পক্ষে পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ঠিক সিদ্ধান্ত করার শক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বালক-বালিকাগণের পর্য্যবেক্ষণ-চতুরতা প্রবাদগত। কিন্তু তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবৃত্তি মন্দীভূত হইয়া যায়। তার প্রধান কারণ কোন কিছু প্রথম দেখিলেও, তাহা জানিবার জন্য মনে আগ্রহ জন্মে; কিন্তু দ্বিতীয় বার দেখিলে সে-আগ্রহ আর তেমন প্রবল থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে পর্য্যবেক্ষণ একটা অভ্যাস। বালকগণকে তাহা শিক্ষা দিতে হয়। পদাঙ্কদ্বারা পলায়িতের অনুসন্ধান করিতে দেওয়া এই অভ্যাস জন্মাইবার একটা মনোরম উপায়। কোন চিহ্ন দেখিয়া যুক্তি খাটাইয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার যে-কৌশল তাহাই অনুমান-বিদ্যা বা Deduction।

পর্য্যবেক্ষণ ও অনুমান-প্রচেষ্টা একবার বালকদের অভ্যাস করাইতে পারিলে তাহাদের চরিত্রগঠন-পথে মস্ত একটা ধাপ উত্তীর্ণ হওয়া গেল।

স্কাউটদের শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ পদাঙ্ক অনুসরণের ও 'পদাঙ্ক-অনুসরণ' খেলার গুরুত্ব অতিরঞ্জিত হইতে পারে না। অনেকে যত মনে করেন, ইহা তত কঠিন কিছুই নহে।

ক্লাবঘরে পদাঙ্ক ও পদাঙ্ক অনুসরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করা অপেক্ষা মাঠে জঙ্গলে অধিকতর পদাঙ্ক অনুসরণ সকল স্কাউট-ট্রুপের মধ্যে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।] * * *

ক্যাম্প ফায়ারীর কথা—১১শ

চিহ্ন-পর্য্যবেক্ষণ

চিহ্নাদি লক্ষ্য করা—লোকের বৈশিষ্ট্য—দেশ-বৈশিষ্ট্য—স্কাউটগণের দ্বারা চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার ব্যবহার—রাত্রিতে স্কাউটিং

চিহ্নাদি লক্ষ্য করা

ভারতবর্ষে ট্রেকিং শিক্ষা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ রহিয়াছে।

'চিহ্ন' শব্দটা স্কাউটেরা ছোট ছোট অনেক বস্তু বুঝাইতে ব্যবহার করে; যেমন, পদচিহ্ন, ভগ্নডগা, পদদলিত ঘাস, খাদ্যদ্রব্যের টুকরা,

এক বিন্দু রক্ত, একটি চুল ইত্যাদি—যাহা কিছু হইতে সন্ধান কার্য্যের সহায়তা হইতে পারে এবং অনুসন্ধেয় বিষয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

কাশ্মীরভ্রমণকালে শ্রীযুক্তা ওয়াল্টার স্মিথসন্ ভারতীয় কয়েকজন পাঞ্জালীসহ একটি চিতাবাঘের পাঞ্জার অনুসরণ করিয়াছিলেন। চিতাবাঘটা একটি হরিণ মারিয়া লইয়া পলাইয়াছিল; এবং পথে একটি প্রকাণ্ড অনাবৃত শিলাখণ্ড পার হইয়া গিয়াছিল। এই পাথরের উপর ত পায়ের দাগ থাকিতেই পারে না। পাঞ্জালী তৎক্ষণাৎ পাথরখানার অন্য পার্শ্বে চলিয়া গেল; সেখানে শিলাপ্রান্তটি বেশ ধারাল। তার পর তাহার অঙ্গুলি ভিজাইয়া ধারাল প্রান্তে বুলাইয়া চলিল। এইরূপ করিতে করিতে হরিণের গোটা কতক লোম তার আঙ্গুলে লাগিল। তখন পাঞ্জালী বুঝিতে পারিল, চিতাবাঘ কোন্ স্থানে হরিণটি লইয়া গিয়াছে। এই যে সামান্য কয়েকটি লোম ইহাকেই স্কাউটগণ চিহ্ন বলে।

মিসেস স্মিথসনের পাঞ্জালী এই প্রকার সামান্য "চিহ্ন" দেখিয়া ভালুক খুঁজিয়া বাহির করিত। একবার সে দেখিতে পাইল একটি গাছের ছালে সদ্য আঁচড়ের চিহ্ন রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই সে বুঝিল ইহা ভল্লুকের কার্য্য। আর একটি বৃক্ষত্বকে এক গাছি কাল লোম লাগিয়া রহিয়াছে দেখিল। ইহা দেখিয়া ট্রেকার বুঝিতে পারিল, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটা ভল্লুক গাছে গা ঘষিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের স্কাউটই হউক বা শিকারীই হউক কিংবা শান্তি স্কাউটই হউক তার একটা প্রধান লক্ষ্য হইবে যে কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়াইতে না পারে। ইঙ্গিত ও চিহ্ন লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহাদের অর্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। সব বিষয় যথার্থভাবে লক্ষ্য করিবে এবং কোন কিছু দৃষ্টি এড়াইবে না, এই অভ্যাস লাভ করিতে শিক্ষানবীশ

স্কাউটের অনেক দিনের প্রয়োজন হয়। সহরে এবং গ্রামে সর্ব্বত্রই ইহা অভ্যাস করা যাইতে পারে।

ঠিক এই প্রকারেই কোন অজানিত শব্দ বা ধ্বনি অথবা অদ্ভুত রকম গন্ধ লক্ষ্য করিবে, এবং স্বতই ভাবিয়া দেখিবে এই সকলের অর্থ কি হইতে পারে। যদি তোমরা "চিহ্ন" লক্ষ্য করিতে না শিখ, তাহা হইলে এটা ওটা মিলাইয়া দেখিবার কোন সুযোগ পাইবে না; সুতরাং স্কাউট হিসাবে কোন কর্ম্মেরই হইবে না। অভ্যাস দ্বারা এই যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়।

মনে রাখিবে স্কাউট কোন কিছু লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে (তাহা অতি দূরবর্ত্তীই হউক বা পায়ের কাছেই হউক) অন্য কেহ যদি তাহা দেখিয়া ফেলে, তবে স্কাউটের পক্ষে তাহা অতীব লজ্জার কথা।

কোন সুশিক্ষিত স্কাউটকে সঙ্গে করিয়া যদি বেড়াইতে যাও, দেখিতে পাইবে, তাহার চক্ষু এদিক-ওদিক চাহিয়া ক্রমাগতই ঘুরিতেছে, দূরে—নিকটে—সকল দিকেই তাহার দৃষ্টি। যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহাই সে লক্ষ্য করিতেছে। সে অভ্যাসবশেই এরূপ করিয়া থাকে, আপনার বিদ্যা জাহির করিবার জন্য নহে।

আমি সেদিন এক জন স্কাউটের সঙ্গে লণ্ডনের হাইড পার্কে ভ্রমণ করিতেছিলাম। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"ঐ ঘোড়াটাকে একটু খঞ্জ বোধ হইতেছে।" তখন আমাদের নিকটে একটীও ঘোড়া ছিল না, কিন্তু দেখিলাম সে বহু দূরে "সার্পেন্‌টাইনের" পরপারে একটী ঘোড়াকে লক্ষ্য করিতেছে। পর মূহূর্ত্তেই স্কাউটটি রাস্তা হইতে একটী অদ্ভূত রকমের বোতাম কুড়াইয়া তুলিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাহার চক্ষু দূরে ও নিকটে, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কোন নূতন অপরিচিত সহরের রাস্তায় ভ্রমণ কালে, স্কাউট

বড় বড় অট্টালিকা এবং গলি লক্ষ্য করিয়া, পথ চিনিয়া রাখে। দোকান ও তাহাদের বাতায়নে সজ্জিত দ্রব্যাদি সে লক্ষ্য করিবেই। তারপর যে সব গাড়ী তার পাশ দিয়া যায়, তাহাদের ঘোড়াগুলির সাজ ও নাল ইত্যাদি ঠিক আছে কি না; বিশেষতঃ কি রকম লোক রাস্তা দিয়া চলিতেছে, তাহাদের মুখের চেহারা, পোষাক, জুতা ইত্যাদি কি প্রকার, কি ভঙ্গীতে তাহারা হাঁটিয়া চলিয়াছে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় স্কাউটগণ লক্ষ্য করিয়া চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায়, যদি তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে:—"কাল ভুরু চোখের উপর বাড়িয়া আসিয়াছে, পরনে নীল রং এর পোষাক, এমন কোন ব্যক্তিকে এ দিকে যাইতে দেখিয়াছ?" স্কাউট তদুত্তরে হয়ত বলিবে:—"হাঁ দেখিয়াছি, সে ডান পায়ে একটু খুঁড়িয়ে চলে, পায়ের বুট বিদেশী মনে হয়, হাতে একটী পার্শ্বেল; সে গোল্ডষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছে; এখান হইতে দুইবার মোড় ফিরিলে সেখানে যাওয়া যায়, প্রায় তিন মিনিট পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছি।"

কোন অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে উক্ত প্রকারের নানা খোঁজখবর সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক; কিন্তু কত লোক চক্ষু বন্ধ করিয়া চলে, পথে যাইতে কোন লক্ষ্যই করে না।

রুডিয়ার্ড ক্লিপ্লিং লিখিত কিমের গল্পে, দুইটী বালককে ডিটেক্‌টিভ বা স্কাউট তৈরী করিবার জন্য কি উপায়ে পর্য্যবেক্ষণ বিদ্যা (Observation) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহা লিখিত আছে। সম্মুখে নানা প্রকার ছোট ছোট দ্রব্যপূর্ণ একখানা থালা (Tray) রাখা হইত। মিনিটখানেক সময়ের জন্য এই থালা (Tray) তাহাদিগকে দেখান হইত এবং তৎপর তাহা আবৃত করা হইত। অবশেষে তাহারা ট্রেতে যাহা যাহা দেখিয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের বিশেষ বিবরণ

তাহাদিগকে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বলিতে হইত। খেলার ছলে এই বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কাউটদের খেলার মধ্যে উক্ত খেলাও গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে ইহা একটী চমৎকার অনুশীলন।

ইটালীতে একটি গুপ্ত সমিতি ছিল, তাহার নাম "ক্যামোরা" (Camorra)। এই সমিতি বালকগণকে শিক্ষা দিত, কি প্রকারে অল্প সময়ের মধ্যে দেখা এবং স্মরণ রাখা যায়। ক্যামোরিষ্ট্ তাহার ছেলে লইয়া পথে চলিতে চলিতে, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিত—"যে রাস্তা ছাড়িয়া আসিলাম, তাহার ডান দিকে, চতুর্থ গৃহের দরজায় যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল, সে কিরূপ পোষাক পরিয়াছিল?" "আমরা যে সকল পথ ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহাদের শেষ তিনটির আগের রাস্তায় যে দুইটি লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা কি কথা বলিতেছিল?" অমুক গাড়ীখানার নম্বর কত?' সেই গাড়ীকে কোথায় যাইবার জন্য বলা হইয়াছিল?" অমুক অট্টালিকা কত উচ্চ এবং তাহার উপর তলার জানালা কত চওড়া?" ইত্যাদি। অথবা বালককে এক মিনিট কাল কোন দোকানের বাতায়নের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেওয়া হইত; তারপর সে যাহা যাহা দেখিয়াছে তাহা তাহাকে বর্ণনা করিতে বলা হইত। বিখ্যাত অনুসন্ধানী এবং স্কাউট, কাপ্তেন কুককে বাল্যকালে এই প্রকারেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। যাদুবিদ্যাবিশারদ হউডিনিও (Houdini) এইরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন।

সহরের প্রত্যেক স্কাউটকে আবশ্যক হিসাবে জানিয়া রাখিতে হইবে—কোথাও কোন দৈবাঘাত হইলে সেই স্থানের সর্ব্বনিকটবর্ত্তী ঔষধের দোকান কোথায়, পুলিশের দাঁড়াইবার মোড় কোথায় এবং থানা,

হাঁসপাতাল, আগুনের বিপদ সঙ্কেত (Fire alarm), টেলিফোন এবং এম্বুলেন্স্ গৃহ ইত্যাদি কোথায়।

স্কাউট মাটীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলা-ফেরা করার অভ্যাস করিবে; বিশেষতঃ গৃহের নিকটস্থ পাকা রাস্তার পাশ এবং জল নির্গমনের স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিবে। এই সকল স্থানে ছোট ছোট মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি পড়িয়া থাকে—অনেকেই তাহাদের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, কিন্তু তাহা লক্ষ্য করে না।

লোকবৈশিষ্ট্য

ট্রেন বা ট্রামে যাইবার সময়, সহযাত্রিগণের ছোটখাটো বিশেষ বিশেষ ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা, চেহারা, চরিত্র আপন মনে লক্ষ্য করিবে; যেন

পরে যাত্রীদের যে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে ঠিক রূপে বর্ণনা করিতে পার। তাহাদের চেহারা ও চালচলন দেখিয়া, কে ধনী, কে দরিদ্র,

কাহার কি ব্যবসা, কে সুখী, কেহ বা পীড়িত, অথবা কাহার কিরূপ সাহায্য প্রয়োজন—এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিতে স্কাউট চেষ্টা করিবে।

এইগুলি লক্ষ্য করিবার সময় কেহ যেন তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারে; বুঝিতে পারিলে তাহারা সাবধান হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব-বর্ণিত রাখাল-বালকের কথা মনে করিয়া দেখ :—সে গুণ্ডার বুটের উপর নজর করিয়াছিল, কিন্তু গুণ্ডাকে তাহা বুঝিতে দেয় নাই, এবং তাহাতে তাহার সন্দেহ উদ্রেকও করে নাই।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে "লোক-বৈশিষ্ট্য" লক্ষ্য করা এবং লোক-চরিত্র অধ্যয়নের শক্তি অর্জ্জন করার মূল্য অতুলনীয়। বিশেষতঃ জিনিষ কিনিবার জন্য লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইতে এবং কে প্রবঞ্চক হইবে তাহা বুঝিতে, দোকানের কর্ম্মচারী ও বিক্রয়কারিগণের পক্ষে লোকের প্রকৃতি ধরিতে পারা খুবই প্রয়োজনীয়।

কোন পুরুষ (বা নারী) কি ভাবে পা ফেলিয়া চলে, তাহা দেখিয়া তাহার চরিত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। আড়ম্বরী প্রগলভ্ খর্ব্বাকৃতি লোকেরা কি ভাবে ঘন ঘন হাত দুলাইয়া এবং ঘন ঘন পা ফেলিয়া চলে, ক্ষোভপ্রবণ লোকেরা কি ভাবে তাড়াতাড়ি অসংযত চরণে গমন করে, ভবঘুরেদের ধীর বিস্রস্ত শ্লথ পদবিক্ষেপ, স্কাউটদের সহজ, দ্রুত নীরব পদচালনা প্রভৃতি ভালরূপে লক্ষ্য করিলে, তাহাদের চরিত্রেরও আভাস পাওয়া যায়। যারা গোঁফে মোম লাগায়, তাদেরকে অবিশ্বাস করি বলিয়া একবার আমার প্রতি অভিযোগ করা হইয়াছিল ;—তা কতকটা করি বটে ; এরূপ লোক প্রায়শঃ দাম্ভিক, এবং কখন কখন মদ্যপায়ী হয়।

কোন কোন বালক মাথার চুল লম্বা রাখে এবং পশ্চাতের দিকে টানিয়া আঁচড়ায়, ইহা নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। মানুষের বদনমণ্ডলের আকার দেখিয়া বেশ ভালরূপে তাহার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

নিম্নে অঙ্কিত ছবিতে তিন জনের চেহারা দেখিয়া তাহাদের চরিত্র নির্ণয় কর :—

পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী অভ্যাস কর

মিঃ জষ্টিন চেরাসে নামক এক বিখ্যাত ডিটেকটিভও পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে সামান্য কিছু অভ্যাস করিলেই মানুষের সাজ-পোষাক দেখিয়া কিরূপে সঠিক ভাবে তাহার চরিত্র ও প্রবৃত্তির কথা বলিতে পারা যায়, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাজ-পোষাকের খুঁটিনাটির মধ্যে পায়ের বুটজোড়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরীক্ষণীয় বস্তু। আমি গ্রাম দেশে আমার এক জন মহিলা বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম। এক জন অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক আমাদের ঠিক সম্মুখেই হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। মহিলা বন্ধুটি স্ত্রীলোকটির মূল্যবান্ সাজ-পোষাক দেখিয়া বলিলেন :—"এই যুবতীটি কে জানিতে ইচ্ছা করে।" আমি বলিলাম :—"আমার মনে হইতেছে, ইনি যেন কাহারও চাকরাণী ;" কিন্তু আমি যখন তাহার পায়ের বুট জুতার প্রতি চাহিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম অন্য কেহ এই পরিচ্ছদটি উহাকে দিয়াছেন ; সে ইহা কাটছাট করিয়া নিজের শরীরের মাপ উপযোগী করিয়া লইয়াছে, কিন্তু

বুট ব্যবহার করিবার সময়, তাহার নিজের পুরাতন জুতা পরিয়াই বেশী আরাম বোধ করিয়াছে। আমি ও আমার বন্ধু যে বাড়ীতে বাস করিতাম, এই যুবতীটিও সেই বাড়ীতেই গেল ও চাকর-চাকরাণীদের ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর জানা গেল সে মেয়েটি এই বাড়ীতেই কোন ভদ্রমহিলার পরিচারিকা।

অল্প দিন হইল একদিন আমি একজন ডিটেক্‌টিভের সহিত অন্য একটি ভদ্রলোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম; লোকটির সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, এবং আমরা তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, "আর যাহাই হউক ঐ লোকটি এক জন জেলে।" কিন্তু আমার সঙ্গীটি বুঝিতে পারিলেন না; এমন সুন্দর পোষাক পরিহিত লোককে কি প্রকারে "জেলে" বলিয়া ধরা যাইতে পারে? তিনি নিজে ত জেলে নন। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম লোকটির কোটের বাম হাতের আস্তিনের উপর অনেকগুলি ছোট ছোট সূতার টুকরা খাড়া হইয়া আছে। (অনেক জেলে বড়শী হইতে টোপে ফড়িং খুলিয়া রৌদ্রে শুকাইবার জন্য তাহাদের টুপীতে লাগাইয়া রাখে, অন্যান্যেরা তাহাদের জামার আস্তিনে গাঁথিয়া রাখে। শুকাইয়া গেলে এই গুলি আস্তিন হইতে টানিয়া লয়। তাহাতে প্রায়ই কাপড়ের দুই একটি সূতা ছিঁড়িয়া যায়)।

একটা বড় মজাদার শিক্ষা এই, অন্যান্য লোকের সহিত রেলে বা ট্রামে যাওয়ার সময় তাহাদের পা দেখিয়া এবং তাহাদের শরীরের উর্দ্ধভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, অনুমান করিবে, ইহারা কেমন লোক, বৃদ্ধ কি যুবা, ধনী কি দরিদ্র, মোটা কি রোগা। তার পর তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া লইবে, তোমার অনুমান কতদূর সত্য।

মিঃ ন্যাট্ গুড্‌উইন নামক একজন আমেরিকা দেশীয় অভিনেতা

একদা আমাকে বলিয়াছিলেন ঃ—কিরূপে তিনি একবার ঘাড় বাঁকাতে পারেন না এরূপ অসুস্থ অবস্থায় বেলুন উড়ান দেখিতে গিয়াছিলেন। উপরের দিকে মাথা তুলিতে না পারিয়া তিনি শুধু দর্শকদের পাগুলিই দেখিতে লাগিলেন। দর্শকদের মধ্যে একজনের পা দেখিয়া অভিনেতার মনে হইল, এই পা যাঁহার তিনি অমায়িক ও দয়ার্দ্র চিত্ত লোক হইবেন এবং বেলুনটি কেমন উড়িতেছে তাহা বর্ণনা করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না।

একদা একজন অভাবগ্রস্তা ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। মহিলাটি খুব ভাল পোষাক পরিয়া আমার আগে আগে চলিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁর পোষাক মূল্যবান্ হইলেও তাঁহার পায়ের জুতার তলার এমন অবস্থা ঘটিয়াছে যে আর মেরামত করাও চলে না। মহিলাটি হয়তঃ বুঝিতেও পারেন নাই কি করিয়া আমি তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয় অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম।

ইহা অশ্চর্য্যের বিষয় এক ব্যক্তির পেছনে চলিতে চলিতে তার বুটের তলার কতটুকুই বা দেখা যায়। আর সেই বুট হইতে কতটা অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তাহাও একই রকম আশ্চর্য্যের বিষয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যাহাদের জুতার গোড়ালি ও তলা সমান ভাবে ক্ষয় হয় তাঁহারা ব্যবসায়ী ও সৎলোক। যাঁহাদের জুতার গোড়ালি বাহিরের দিকে নামিয়া পড়ে তাঁহারা কল্পনাপ্রিয় ও দুঃসাহসিক কার্য্যে উৎসাহী। কিন্তু গোড়ালি ভিতরের দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বুঝায়, পরিধানকারীর চরিত্র দুর্ব্বল ও চিত্ত দোলায়মান। এই শেষোক্ত চিহ্নটি নারী অপেক্ষা পুরুষের সম্বন্ধে বিশেষ প্রযোজ্য।

শার্লক হোম্‌স একদা একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার মনে হইল, এই অপরিচিত লোকটি বেশ অবস্থাপন্ন,

তাহার পরনে নূতন পোষাক এবং জামার আস্তিনে কালবর্ণের শোক-চিহ্ন। তাহার চেহারা ও হাব-ভাব সৈনিক সদৃশ, তাহার চলিবার কায়দা নাবিকের মত, শরীরের বর্ণ তামাটে এবং হাতে উল্কী। সে বালকদের জন্য কতকগুলি খেল্না হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এই লোকটিকে দেখিয়া তোমরা কি অনুমান করিতে? শার্লক হোম্স ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন, যে লোকটী অল্প দিন হইল রাজকীয় নৌবিভাগের সার্জ্জেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছিলেন, বাড়ীতে কয়েকটি শিশুসন্তান ছিল।

লোকের অজ্ঞাতসারে কিরূপে তাহার হাব-ভাব লক্ষ্য করিতে হয় তাহা জানিত বলিয়াই য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় স্কাউটগণ গুপ্তচরদিগকে অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মৃতদেহের চতুষ্পার্শ্বস্থ চিহ্ন

এমন হয়ত কোনদিন ঘটিতে পারে যে, তোমাদের মধ্যে কেহ সকলের আগে কোন মৃতদেহ দেখিতে পাইবে। এরূপ স্থলে, তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে এবং মৃতদেহের নিকটবর্ত্তী স্থান লোকপূর্ণ ও পদদলিত হইবার পূর্ব্বে, তোমাদিগকে মৃতদেহের উপরে বা পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম চিহ্নগুলিও (signs) বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইতে হইবে। দেহটি যেভাবে অবস্থিত তাহার ঠিক বিবরণ (সম্ভব হইলে তাহার ফটো তুলিয়া লওয়া) ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পরীক্ষা করিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে; যদি মাটীতে কোন পদচিহ্ন থাকে তাহা যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায়, এমন ভাবে, নিতান্ত প্রয়োজন যতটুকু, ততটুকুর বেশী নিজে স্থানটি না মাড়াইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। মৃতদেহ যে ভাবে আছে

এবং তাহার চারিদিকে চিহ্নগুলি যে ভাবে আছে তাহার একখানা মানচিত্র বা নক্সা যদি অঙ্কিত করিতে পার, তাহা খুবই কার্য্যকরী হইবে।

অল্প দিন হইল দুইবার দুইটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম দৃষ্টিতে এইগুলি আত্মহত্যা বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু মৃতদেহের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারা গেল যে এইগুলি হত্যা। একস্থলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ডালের আগা ও পদদলিত ঘাস এবং দ্বিতীয় স্থলে কোঁচকানো কার্পেট পাওয়া গিয়াছিল। হত্যা করার পর মৃতদেহগুলি ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল—হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, লোক দেখিয়া মনে করে যেন ইহারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

দ্রব্যবিশেষের উপর যদি কোন আঙ্গুলের দাগ পড়িয়া থাকে, তবে সেইগুলিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ এই আঙ্গুলের চিহ্ন যদি মৃত ব্যক্তির আঙ্গুলের দাগের সহিত না মিলে, তবে বুঝিতে হইবে এইগুলি হত্যাকারীর আঙ্গুলের দাগ, তখন এই দাগের সঙ্গে আঙ্গুল মিলাইয়া হত্যাকারীকে ধরা সহজ হইবে। ভারতবর্ষে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কাপড়ের উপর দৈবক্রমে পাওয়া গেল একটি রক্তমাখা আঙ্গুলের ছাপ। যাহার আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা ও গ্রেপ্তার করা হইল এবং বিচারে তাহার শাস্তি হইল।

ডাঃ গ্রস্ বর্ণনা করিতেছেন :—একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের মৃতদেহ তাঁহার শয়নকক্ষে পাওয়া গেল। তাঁহার কপালে ও কপালের পার্শ্বে দুইটি আঘাতের চিহ্ন ছিল।

অনেক সময় এরূপ ঘটনা হয় যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া হত্যাকারী পলায়ন করিবার সময়, রক্তাক্ত হস্তে দরজা ধরে, অথবা

হাত ধৌত করিবার জন্য জলপাত্র গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে, টেবিলের উপরে একখানি সংবাদপত্রে তিনটি আঙ্গুলের দাগ ছিল।

মৃত ব্যক্তির পুত্রকে সন্দেহক্রমে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। কিন্তু শয়নকক্ষটি ও আঙ্গুলের দাগ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারা গেল, রাত্রে ভদ্রলোকটি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন—কোন ঔষধ আনিবার জন্য তিনি শয্যাত্যাগ করেন। কিন্তু টেবিলের নিকটে যাইতেই খিঁচুনি আরম্ভ হওয়াতে পড়িয়া যান, তাহাতে মাথায় ভীষণ ভাবে টেবিলের কোণার আঘাত লাগে, এই জন্য কপালের পার্শ্বদেশ কাটিয়া যায়। দেখা যায় টেবিলের কোণা ও আঘাতের গর্ত্তের মধ্যে বেশ মিলিয়া গিয়াছে। তার পর উঠিতে চেষ্টা করিতে গিয়া টেবিলের ও সংবাদপত্রের উপর তাঁহার হাত পড়ে। অবশেষে তিনি পুনরায় খাটের নিকটে গিয়া পড়িয়া যান। তাহাতে খাটের পায়ায় লাগিয়া তাঁহার কপাল কাটিয়া যায়।

সংবাদপত্রের উপর যে আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছিল তাহার সহিত মৃত ব্যক্তির আঙ্গুলের দাগ মিলাইয়া দেখা গেল যে, ঐগুলি তাঁহার নিজের আঙ্গুলেরই চিহ্ন।

পৃথিবীর ৬৪,০০০,০০০,০০০,০০০ লোকের মধ্যে একজনেরও আঙ্গুলের চামড়া অপর এক ব্যক্তির মত হয় না। সুতরাং দেখা গেল যে বৃদ্ধ লোককে হত্যা করা হয় নাই। কাজেই তাঁহার পুত্রকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দেওয়া হইল।

রুষ দেশের পেট্রগ্রেড নগরে একজন কুশীদজীবীকে (Banker) মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতদেহের পাশেই একটি সিগার-হোল্ডার পাওয়া গেল, তাহার মূল তৃণমান (amber) দ্বারা বাঁধান। এই মুখনল এক বিশিষ্ট আকারের ছিল, ইহা কেবল এক ভাবেই মুখে ধরিতে পারা

যাইত এবং তাহাতে দুইটি দাঁতের চিহ্ন ছিল। এই চিহ্নদ্বারা বুঝিতে পারা গেল একটি দাঁত লম্বা, অন্যটী অপেক্ষাকৃত খাটো।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, মৃত ব্যক্তির দাঁত অসমান নহে, সুতরাং অনুমান করা হইল যে ঐ পাইপটি (cigar-holder) তাঁহার নিজের নহে। অপরদিকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের দাঁতের সহিত মুখনলে দৃষ্ট চিহ্ন মিলিয়া গেল। ভ্রাতুষ্পুত্রকে গ্রেপ্তার করা হইলে সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল, এই ব্যক্তিই হত্যাকারী।

* * * এর সহিত শার্লক হোম্‌স্ মেময়েসের "দি রেসিডেণ্ট পেশেণ্ট্" নামক গল্পটির তুলনা কর। একটি লোকের মৃতদেহ গলায় ফাঁস লাগান অবস্থায় ঝুলিতেছিল, প্রথমে আত্মহত্যা বলিয়াই সন্দেহ করা হইয়াছিল। তার পর শার্লক হোম্‌স্ আসিয়া বহুতর চিহ্ন দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন—ইহা আত্মহত্যা নহে ; কারণ সেখানে কয়েকটি ব্যবহার করা সীগারের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেল, সেইগুলিতে বিভিন্ন আকারের দাঁতের চিহ্ন ছিল ; ঘরে বিভিন্ন রকমের পায়ের দাগ ছিল। আরও প্রমাণ পাওয়া গেল যে মৃতদেহকে ঝুলাইয়া রাখিবার পূর্ব্বে তিনজন লোক কতক সময় সেই কক্ষে ছিল।

পল্লীপ্রপঞ্চ

পল্লী অঞ্চলে গেলে বিশেষ বিশেষ আভজ্ঞান (landmarks) লক্ষ্য করিবে ; অর্থাৎ যাহা দেখিয়া স্থান পরিচয় করিতে পারিবে—এবং পথহারা হইবে না ; যেমন দূরবর্ত্তী পাহাড়, উন্নত বৃক্ষ, বিশিষ্ট গৃহ বা অট্টালিকা, সিংহদ্বার প্রস্তর ইত্যাদি

অভিজ্ঞানগুলি লক্ষ্য করিবার সময় স্মরণ রাখিবে ভবিষ্যতে হয় ত অন্য কাহাকেও এই স্থানের পথ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য নিজের জ্ঞানটির

ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং লক্ষ্য করিবার সময় বেশ সূক্ষ্ম ভাবেই সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিবে, যেন কোনরূপ ভূল না করিয়া, পর্য্যায়ক্রমে অভিজ্ঞানগুলি কথা বলিয়া দিতে পার। প্রত্যেক অলি-গলি বিশেষ ভাবে মনে রাখিবে।

তার পর সামান্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নগুলিও লক্ষ্য করিবে, যেমন কতগুলি পাখী ত্রস্ত ভাবে গেল—তাতে অনুমান করা যায়, ওখানটাতে কোন মানুষ বা জীবজন্তু গিয়াছে। দূর হইতে ধূলা উড়িতে দেখিলে মনে করিবে, পশুপাল, মানুষ বা যানবাহন চলিতেছে।

যেমন সহরের পথে চলিবার সময়, পল্লীতেও তেমনি পথিকদের অতি সাবধানে লক্ষ্য করিতে হয়—যেমন তাহারা কি প্রকার পোষাক পরিয়াছে, তাহাদের বদনমণ্ডল কিরূপ, কিরূপ ভঙ্গীতে তাহারা হাঁটে। তাহাদের পদচিহ্ন পরীক্ষা কর এবং নোটবুকে তাহা লিখিয়া লইবে যেন অন্যত্র সেই পদচিহ্ন দেখিলে চিনিতে পার (পুস্তকের প্রথমাংশে বর্ণিত রাখাল বালক যে প্রকারে বেদের বুটের তলা লক্ষ্য করিয়াছিল)।

মানুষ, পশু বা পক্ষীর পদচিহ্ন, গাড়ীর চাকা ইত্যাদির দাগ ভালরূপে লক্ষ্য করিবে। কারণ এই সব চিহ্ন হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পার—যেমন আমার "য়ার্ণস্ ফের বয়স্কাউটস্" (১ শিলিং) পুস্তকে "গুপ্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ" গল্পে কাপ্তান ডার্চাগ্ নান করিয়াছিল।

পদচিহ্নের অর্থবোধ (track reading) এতই প্রয়োজনীয় যে একটি পৃথক্ অধ্যায়ে কেবল এই বিষয় বর্ণিত হইবে।

চক্ষুর ব্যবহার

কোন দ্রব্যকেই সামান্য বলিয়া অবহেলা ও অগ্রাহ্য করিবে না। একটী বোতাম,একটী দেশলাইর কাটি, একটুখানি চুরুটের ছাই, একটী

পাখীর পালক অথবা একটী বৃক্ষের পত্র বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিয়া দিতে পারে।

স্কাউটগণ স্মরণ রাখিবে, বর্ত্তমান সময়ে বহু লোক "স্কাউটের কৃতজ্ঞতা নিশানা চিহ্ন" ধারণ করিতেছেন। এই চিহ্নধারী কেহ যদি পাশ দিয়া চলিয়া যান, এবং স্কাউট তাহা লক্ষ্য না করে, এবং সে কোন কাজ করিয়া দিতে পারে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা না করে, তবে স্কাউটের পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জার বিষয় হইবে।

স্কাউট কেবল সম্মুখের দিকেই দৃষ্টি রাখিবে না, ডান বাম পশ্চাৎ সকল দিকেই তাহার দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেমন কথায় বলে "পশ্চাৎ দিকে চক্ষু" তেমনি পেছন দিকেও নজর থাকিবে (eyes at the back of his head)

অনেক সময়, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইলে হয়ত কোন শত্রুর চর কি কোন চোরকেই দেখিতে পাইবে। এমন ভাবে সে তোমার পেছন নিয়াছে যে তুমি পশ্চাৎদিকে তাকাইবে জানিলে সে কখনও ইহা করিত না।

ফেনিমোর কুপার প্রণীত "পথসন্ধানী" নামক পুস্তকে একটী সুন্দর গল্প আছে। তাহাতে একজন রেড্ ইণ্ডিয়ান স্কাউটের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পশ্চাতেও যেন একটী চক্ষু ছিল। কতকগুলি ঝোপ জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, সে টাটকা পাতার মধ্যে দুই একটি শুকনো পাতা দেখিতে পাইল। তাহাতে তাহার সন্দেহ জন্মিল যে, কোন গুপ্ত স্থানের সৃষ্টি করিবার জন্য কেহ বোধ হয় এই পাতাগুলি রাখিয়াছে। অতঃপর সত্যই সেই স্থানে কয়েকজন পলাতক লোক ধৃত হইল।

রাত্রিতে স্কাউটিং

স্কাউটদিগের কাছে, দিনের বেলায় যেমন রাত্রিতেও ঠিক তেমনি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষণাদি ধরা পড়া চাই। রাত্রিতে প্রধানতঃ শব্দ শুনিয়া এবং কখন কখন গন্ধ বা স্পর্শের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়।

দিন অপেক্ষা রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে অধিকতর দূর হইতে শব্দ শোনা যায়। রাত্রিকালে মাটীতে যদি কান লাগাও অথবা মাটীতে লাগান একটা লাঠিতে, বিশেষতঃ ঢাকের উপর কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা কর, তবে বহু দূর হইতে ঘোড়ার পদধ্বনি এবং মানুষের পদক্ষেপের শব্দ বুঝিতে পারিবে। অন্য এক উপায় আছে:—দুই দিকে দুই ফলাযুক্ত একখানা ছুরীর একদিকের ফলা মাটীতে পুতিয়া দেও এবং অন্য দিকে দাঁতে কামড় দিয়া ধর; তাহাতে অপেক্ষাকৃত ভালরূপে শুনিতে পাইবে। মানুষের কণ্ঠধ্বনি, আস্তে আস্তে উচ্চারিত হইলেও অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়, এবং ইহা অন্য কোন শব্দ বলিয়া ভ্রম হয় না।

আমি কতদিন রাত্রে প্রহরীদের মৃদু বাক্যালাপ অথবা ঘুমন্তদের নাক ডাকান জনিয়া তাহারা কোথায় পাহারা দিতেছে বুঝিতে পারিয়াছি এবং এই অনুভূতির সাহায্যে অনেক সময় কত আউট-পোষ্ট পার হইয়া গিয়াছি।

পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে পঠিতব্য গ্রন্থ

"Aids to Scouting" 1s nett (Gale & Polden)

"The Adventures of a Spy," 2s 6d. nett (Pearson)

"Saturday Afternoon Scouting," by F. A. Stocks. 2s nett.

উপদেষ্টাদের জন্য ইঙ্গিত

পর্য্যবেক্ষণ কেমন করিয়া শিখাইতে হয়

প্রথমে বালকদিগের সদর রাস্তা দিয়া যাইতে, ভিন্ন ভিন্ন রকমের দোকানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে, এবং ভ্রমণ-শেষে একাদিক্রমে তাহাদের কথা স্মরণ করিতে অভ্যাস করাও।

তারপর দোকানের নাম স্মরণ রাখিতে অভ্যাস করাও।

এর পর দোকানের বাতায়নে সংস্থাপিত দ্রব্যাদির প্রতি দুই মিনিট কাল চাহিয়া, সেইগুলি স্মরণ রাখিতে অভ্যাস করাইবে।

সর্ব্বশেষে প্রত্যেক দোকানের বাতায়নে আধ মিনিট করিয়া ক্রমান্বয়ে কতকগুলি দোকান দেখাইয়া নেও এবং কোন্ দোকানে কি কি আছে, তাহা মনে রাখিতে স্কাউটকে অভ্যাস করাও।

অভিজ্ঞান-চিহ্ন হিসাবে বালকদিগকে বিখ্যাত অট্টালিকাগুলি লক্ষ্য করিতে হইবে। যে পথে চলিতেছ সেই রাস্তায় কতটি মোড় আছে, অন্যান্য রাস্তার নাম, যে সকল ঘোড়া বা যানবাহন নিকট দিয়া গিয়াছে তাহাদের বিশেষ বিবরণ, বিশেষতঃ যে সকল মানুষ নিকট দিয়া যাইতেছে তাহাদের বিশেষ বিবরণ—তাহাদের পোষাক, চেহারা, চলিবার ভঙ্গি, মোটর গাড়ী ও কনেষ্টবলের নম্বর বা সংখ্যা ইত্যাদি ভালরূপে মনে রাখিতে হইবে।

প্রথমে নিজে বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, কি প্রকারে এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়, শিক্ষা দিবেন। তারপর তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে পাঠাইয়া দিবেন এবং ফিরিয়া আসিলে প্রশ্ন করিবেন।

তাহারা নিজে নিজেই যেন লক্ষ্য করিতে ও স্মরণ রাখিতে অভ্যাস করে, কোথায় ঔষধের দোকান আছে, কোন স্থানে আগুন নিবাইবার জন্য দমকল ডাকিবার এলার্ম বা সঙ্কেত আছে, কোথায় পুলিশের দাঁড়াইবার

ও পাহারা দিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে ও রোগীদের প্রাথমিক প্রতিবিধানের কেন্দ্র আছে।

পল্লীগ্রামে বেড়াইবার জন্য স্কাউট দলকে কোন পল্লী অঞ্চলে লইয়া যাইবেন এবং নিম্নলিখিতগুলি বালকগণকে লক্ষ্য করিতে শিক্ষা দিবেন—অভিজ্ঞান স্বরূপ দূরের যে-সব জিনিষ বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে,—যেমন পাহাড়, মস্‌জিদের গম্বুজ প্রভৃতি; নিকটের অভিজ্ঞান স্বরূপ অনন্য-সাধারণ গৃহ বা অট্টালিকা, বৃক্ষ, শিলা, সিংহদ্বার; উপপথ, বেড়ার রকম, শস্য; বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ, পক্ষী, পশু, পদচিহ্ন ইত্যাদি; মানুষ ও যানবাহন ইত্যাদি। গাছপালা, পশু ও জমির সার প্রভৃতির বিশেষ গন্ধও লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়তঃ, বালকদিগকে নিজে নিজে বেড়াইয়া আসিতে দিবেন; এবং ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসার জন্য, এমন সব বিষয় নিয়া, ধরুন, ছয়টি প্রশ্ন তাহাদের জন্য প্রস্তুত করুন; যাহা তাহাদের লক্ষ্য করা উচিত, তারা একজন একজন করিয়া ভিতরে আসিয়া মুখে মুখে, অথবা সকলে একসঙ্গে আসিয়া লিখিয়া সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিবে।

এই শিক্ষা আরও বেশী কার্য্যকরী হয়, যদি পূর্ব্বেই পথে কতকগুলি ছোট দাগ কাটিয়া রাখা যায়, অথবা কতকগুলি বোতাম, দেশলাই ইত্যাদি পথে ফেলিয়া রাখা হয়, এবং বালকেরা সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া কুড়াইয়া আনিয়া দেয়। ইহাদ্বারা বালকগণ দূরের জিনিষ যে ভাবে লক্ষ্য করিবে, তেমনি নিকটের জিনিষও লক্ষ্য করিতে অভ্যস্ত হইবে।

চরিত্র-বর্ণন

স্কাউটকে আধ ঘণ্টার জন্য বাহিরে পাঠাইয়া দিবেন। এই সময়ের মধ্যে সে কোন পশুপ্রকৃতির লোককে অথবা কোন দরিদ্র ভদ্রলোককে খুঁজিয়া বাহির করিবে। ফিরিয়া আসিয়া স্কাউটকে সেই

লোকটির যথাযথ বর্ণনা প্রদান করিতে হইবে, এবং কোন্ কোন্ কারণে তাহাকে এইরূপ চরিত্রের অনুমান করিতেছে, তাহাও বলিতে হইবে।

এইরূপ লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া, নির্ব্বোধ, সাধুস্বভাব, প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী ইত্যাদি অন্যবিধ চরিত্রের আর কত জন লোকের সহিত তাহার দেখা হইল তাহাও বলিতে হইবে। অবশ্য সে লোকের মুখ, চলিবার ভঙ্গি, বুট জুতা, টুপী, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও চরিত্র বিষয়ে ধারণা গঠন করিবে। * * *

পর্য্যবেক্ষণ-খেলা

গৃহাভ্যন্তরে খেলা—অঙ্গুলিত্রাণ (Thimble) খুঁজিয়া বাহির করা।

প্যাট্রোলকে ঘরের বাহিরে পাঠাইয়া দাও। তার পর একটি আংটি, মুদ্রা, কাগজের টুকুরা অথবা যে কোন ছোট জিনিস ঘরের এমন এক জায়গায় রাখিয়া দাও, যেখানে দ্রব্যটি সম্পূর্ণ রূপেই দেখা যায়—কিন্তু সহজে চোখে পড়ে না।

প্যাট্রোলকে ঘরের ভিতরে আসিতে দাও এবং দ্রব্যটি খুঁজিয়া বাহির করিতে বল। যখন কোন একজন তাহা দেখিতে পাইবে, তখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, অন্যান্য স্কাউটকে ইহা দেখাইবে না। নির্দ্দিষ্টসময়মধ্যে যাহারা দ্রব্যটি দেখিতে পাইল না, তাহাদিগকে পরে দেখাইয়া দিবে, দ্রব্যটি কোথায় আছে।

দোকানের বাতায়ন—সহরে (ঘরের বাহিরে খেলা)

মধ্যস্থ ব্যক্তি প্যাট্রোলকে ছয়টি দোকানের পাশ দিয়া লইয়া যাইবে। প্রত্যেক দোকানের সাক্ষাতে আধ মিনিট সময় দাঁড়াইবে। তার পর তাহাদিগকে কিছু দূরে লইয়া গিয়া প্রত্যেক বালককে একটি পেন্সিল ও

একখানা কার্ড দিবে এবং বলিবে, তৃতীয় ও পঞ্চম দোকানে কি কি আছে লিখিয়া দাও। যে স্কাউট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জিনিসের নাম লিখিতে পারিবে, সেই জয় লাভ করিবে। প্রতিযোগিতা করিয়া বালকদের মধ্যে এই খেলা করিতে দিলে বেশ উপকার হয়। যাহারা পরাজিত হয় তাহাদিগকে পুনরায় খেলিতে দিলে, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ বালক ধরা পড়িবে এবং তাহার অনুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে।

ঘরের মধ্যে অনুরূপ খেলা

একটি প্রকোষ্ঠে প্রত্যেক বালককে পালাক্রমে আধ মিনিটের জন্য যাইতে দাও। সে যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন যে যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিবে। যে বালক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জিনিসের নাম করিতে পারিবে, তাহারই জয় হইবে।

হার-জিতের তালিকা প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়ঃ—ঘরে যে যে দ্রব্য আছে, গণনা-পত্রে তাহাদের নামের একটি স্তম্ভ প্রস্তুত কর এবং তার সম্মুখে প্যাট্রোলের প্রত্যেক বালকের নামে এক একটি স্তম্ভ চিহ্নিত করিয়া রাখ। যে যতটি দ্রব্যের নাম করিবে, তাহার নামের নীচে সেই সেই দ্রব্যের সম্মুখে চিহ্ন দিয়া লইবে। অবশেষে স্তম্ভের তলায় যোগ দিলেই কে বেশী দ্রব্যের নাম করিয়াছে তাহা জানা যাইবে।

স্থান চিনিয়া বাহির করা

(ঘরের ভিতরে খেলা—সহরে বা পল্লীতে)

নিকটবর্ত্তী স্থানের ফটো অথবা হাতে আঁকা ছবি প্রদর্শন কর। স্কাউটরা যদি চক্ষু মেলিয়া দ্রব্য দেখিতে শিক্ষা করিয়া থাকে, তবে যে ছবি দেখিয়াই চলিতে পারিবে, কোন্ স্থানের কোন্ ছবি; যেমন

চৌরাস্তা, অদ্ভুত রকমের বাতায়ন, গাছ, জলের মধ্যে অট্টালিকার ছায়া (কোন্ অট্টালিকার ছায়া পড়িয়াছে, তাহা বলিতে হইবে) ইত্যাদি।

ইচ্ছা করিলে অনুশীলনের জন্য দুই জন স্কাউট উল্লিখিত অধিকাংশ খেলাই, নিজেদের মধ্যে খেলিতে পারে। প্যাট্রোল নায়ক তাহার প্যাট্রোলএর মধ্য হইতে, এক জোড়া স্কাউটের সঙ্গে আর এক জোড়ার প্রতিযোগিতা করাইয়া তাহাদিগকে ঠিক পাকা করিয়া তুলিতে পারে; এবং খেলায় যখন তাহারা রীতিমত দক্ষ হইবে, তখন অন্যান্য প্যাট্রোলকে প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে।

পদচিহ্ন অনুসরণ (পাঞ্জাল তোলা)

একজন স্কাউট শশক হইবে। সে বাদামের খোসা, রঙীন কাগজের টুকরা, বোতাম ইত্যাদি ছোট ছোট দ্রব্য পকেটে লইয়া, হাঁটিয়া বা সাইকেলে অগ্রে চলিয়া যাইবে। স্থানে স্থানে উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য ফেলিয়া, তাহার গতিপথের চিহ্ন রাখিয়া চলিবে। এই সকল দ্রব্য দেখিয়া পথ নির্ণয় পূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তী প্যাট্রোল শশকের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিবে।

অথবা এক টুকরা খড়িমাটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িবে এবং প্রাচীরে, গেটের খুঁটিতে, মাটিতে, আলোর খুঁটি, গাছ ইত্যাদিতে—যেখানে সেখানে প্যাট্রোল সঙ্কেত অনুসারে দাগ কাটিয়া যাইবে। প্যাট্রোল এই দাগ দেখিয়া তোমার অনুসরণ করিবে। যাইবার সময় এই দাগ যেন তাহারা মুছিতে মুছিতে যায়। তাহাতে স্থানগুলিও পরিষ্কার হইবে এবং পরবর্ত্তী খেলার দিনে নূতন ও পুরাতন দাগে কোন গোলমাল হইবে না। অন্যান্য পথচিহ্ন ব্যবহার করিবে; যেমন কোন বিশেষ রাস্তায় যাইতে

নিষেধ করা, স্থান বিশেষে চিঠি লুকাইয়া রাখা, পরবর্ত্তী মোড় ফিরিবার সময় কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তার ইঙ্গিত রাখা।

স্কাউটের নাক (ঘ্রাণশক্তি)

ঘরের ভিতরে খেলা

ঠিক এক প্রকারের কয়েকটি কাগজের থলিয়া প্রস্তুত কর; প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য রাখ; যেমন কাটা রসুন, (চামড়া শোধন করিবার মশলা), গোলাপের পাপড়ি, চামড়া, মৌরী, ভায়োলেট পাউডার (প্রসাধন চূর্ণ), কমলার খোসা ইত্যাদি। আনুমানিক দুই ফিট দূরে দূরে থলিয়াগুলিকে এক শ্রেণীতে সাজাইয়া রাখ। প্রত্যেক প্রতিযোগী পাশ দিয়া হাঁটিয়া যাইতে যাইতে প্রতি থলিয়াতে পাঁচ সেকেণ্ড করিয়া গন্ধ পরীক্ষা করিবে। তারপর এক মিনিট সময় মধ্যে যে যে জিনিষের ঘ্রাণ নিয়াছে তার নাম যথাক্রমে লিখিয়া দিবে, অথবা মধ্যস্থ ব্যক্তির নিকট বলিবে।

দূরে ও নিকটে (সহরের বা পল্লী অঞ্চলের জন্য)

মধ্যস্থব্যক্তি এক প্যাট্রোলসহ, প্যাট্রোল-পদ্ধতিতে কোন রাস্তা ধরিয়া, অথবা পল্লীঅঞ্চলের নির্দ্দিষ্ট লাইন ধরিয়া চলিবে। একখানা (Scoring Card) গণনাপত্রে প্রত্যেক স্কাউটের নাম লিখিয়া লইবে।

যে সকল বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি লক্ষ্য করিবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইবে, স্কাউট তাহার জন্য চারিদিকে চাহিয়া চলিবে, এবং তাহার কোন একটি দেখিবামাত্র দৌড়িয়া মধ্যস্থ ব্যক্তির নিকট যাইবে, এবং যথাবিহিত সংবাদ বলিবে, অথবা কোন জিনিষ কুড়াইয়া পাইলে তাহা মধ্যস্থকে দিয়া আসিবে। মধ্যস্থ তদনুসারে তাহার নামে মার্ক

বসাইবেন। সমস্ত রাস্তা ঘুরিয়া আসার পর যে স্কাউট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মার্ক পাইবে, তাহারই জয় হইবে।

স্কাউটের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং দূরে ও নিকটে, উপরে ও নিম্নে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে উৎসাহ দিবার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য মনোনীত করা যাইতে পারে।

প্রত্যেকবার খেলিবার সময় দর্শনীয় দ্রব্যের তালিকার অদলবদল করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেকবারের তালিকায় ৮।১০টি বিষয়ের নাম থাকিবে।

প্রত্যেক দেশলাই প্রাপ্তির জন্য	১	পয়েন্ট
„ বোতাম „ „	১	„
„ পক্ষীর পদচিহ্ন „ „	২	„
অপরিচিত ব্যক্তির পোষাকে কি জুতায় তালি লক্ষ্য করিলে	২	„
ধূসর রঙের ঘোড়া দেখিলে	২	„
উড়ন্ত পায়রা দেখিলে	২	„
চড়ুইপাখী বসিয়া আছে দেখিলে	১	„
আমগাছ	১	„

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—নং ১২

পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধান—মানুষের পদচিহ্ন—পশুর পদচিহ্ন—কি উপায়ে পদাঙ্ক অনুসরণ শিক্ষা করা যায়। (Spooring)

মানুষের পদচিহ্ন।

আমেরিকার সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী জেনারেল ডজ, কেমন করিয়া একদল রেড ইণ্ডিয়ানের অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ

লিখিয়া গিয়াছেন। এই দস্যুদল স্থানে স্থানে হত্যা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

হত্যাকারীর দল প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, রওয়ানা হইয়া অশ্বারোহণে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জেনারেল ডজএর সঙ্গে একজন অতি চমৎকার অনুসরণ-কুশল স্কাউট ছিল, তাহার নাম এস্পিনোজা। রেড ইণ্ডিয়ানের দলের একটি ঘোড়া ব্যতীত, অপর কোন ঘোড়ারই পায়ে নাল ছিল না। এস্পিনোজা বহু পথ তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে, হঠাৎ তাহার ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল; এবং পাহাড়ের মধ্যে এক গুপ্ত ফাটল হইতে চারিটি ঘোড়ার নাল বাহির করিয়া আনিল। বুঝিতে পারা গেল যাহাতে কোনরূপ পদচিহ্ন না থাকে, তজ্জন্য রেড ইণ্ডিয়ানগণ ঘোড়ার নাল খুলিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহারা ছয় দিন ধরিয়া এই দলের অনুসরণ করিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ সময়ই, সাধারণ চক্ষে ধরিবার মত কোন প্রকার চিহ্ন দেখা গেল না। অবশেষে ১৫০ মাইল অনুসরণ করার পর, সেই দলকে পাওয়া গেল এবং বন্দী করা হইল। এস্পিনোজার সুদক্ষ অনুসরণ-শক্তির ফলেই এই দস্যুদল ধৃত হইয়াছিল।

অন্য এক সময়, একদল রেড ইণ্ডিয়ান, দেশে দস্যুতা ও হত্যা করিয়া বেড়াইতেছিল; তাহাদিগকে ধরিবার জন্য আমেরিকার এক সেনা-বাহিনী তাহাদের অনুসরণ করে। অনুসরণ-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কয়েক জন রেড ইণ্ডিয়ান স্কাউট তাহারা সঙ্গে নিয়াছিল। দস্যু-দলকে আক্রমণ করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া সৈন্যবাহিনী রাত্রিতে মার্চ্চ করিয়া চলিত। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পদাঙ্ক অনুসরণকারিগণ, শত্রুর পদচিহ্ন, হাতের দ্বারা অনুভব করিয়া পথ নির্দ্ধারণ করিত। অঙ্গুলিস্পর্শে পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বেশ কয়েক মাইল তাহারা এক

প্রকার দ্রুতগতিতেই চলিতে লাগিল। হঠাৎ অনুসন্ধানকারিগণ থামিয়া গেল এবং জানাইল শত্রুগণের পদচিহ্নের উপর দিয়া অন্য এক প্রকার পদচিহ্ন পড়িয়াছে। সেনাপতি সংবাদ পাইয়া সেইস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, স্কাউটগণ তখনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে হস্তস্থাপন করিয়া রাহিয়াছে; যেন কোন ভ্রমে পড়িতে না হয়। অবশেষে আলো আনিয়া দেখা গেল শত্রুদের পদচিহ্নের উপর দিয়া একটি ভল্লুক চলিয়া গিয়াছে। তারপর আবার তাহারা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। এবং ভোরবেলা শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল।

দক্ষিণ-আফ্রিকার মাতাবেলি ল্যাণ্ডে, শাঙ্গলী নদী তীরে, উইল্‌সনের দল নিহত হয়। সেই দলে বার্ণহাম নামে একজন স্কাউট ছিল। সেই দল ঘেরাও হইবার অল্প সময় পূর্ব্বে বার্ণহামকে বিশেষ সংবাদ সহ অন্যত্র প্রেরণ করা হয়। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার জন্য সে রাত্রিতে পথ চলিত। পূর্ব্বাহ্নে সৈন্যবাহিনী কুচ করিয়া যাইবার সময় কাদায় যে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল, বার্ণহাম অন্ধকারে তাহাই অনুভব করিয়া পথ চলিয়াছিল। আমি শত্রুগণের এক সুরক্ষিত দুর্গ আগের দিন দেখিয়া আসিয়া, পরদিন তাহা আক্রমণ করিবার জন্য, রোডেসিয়া প্রদেশে ম্যাটোপো পর্ব্বতের এক দুর্গম জটিল অঞ্চল দিয়া, রাত্রি বেলা সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলাম। পূর্ব্বদিন সেই দুর্গ আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। আমি আমার নিজের পদচিহ্ন কখনও হাত দিয়া কখনও বা পা দিয়া অনুভব করিতে করিতে গিয়াছিলাম। পায়ে জুতা ছিল, কিন্তু তাহার তলা ক্ষয় পাইয়া এত পাতলা হইয়া গিয়াছিল যে পায়ের দাগ বেশ অনুভব করা যাইত। পথ চলিতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলার এক এক দেশে এক এক নাম।

ভারতবর্ষে ইহাকে পাগ অনুসরণ করা "puggs" বা "pugging" (পাগিং) বলে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহার নাম "spooring" (স্পুরিং)। আমেরিকানগণ ইহাকে "Trailing" (ট্রেলিং) বলে।*

প্রধানতঃ এই উপায়ে স্কাউটগণ সংবাদ সংগ্রহ করে এবং শিকারিগণ শিকারের খোঁজ পায়। কিন্তু ভাল পদাঙ্কবিদ্ (Tracker), হইতে হইলে বাল্যকালেই এই বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, এবং সহরেই হউক কি পল্লী অঞ্চলেই হউক, বাহিরে ভ্রমণ করিতে হইলেই সর্ব্বদা তাহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রথম ইহা করিতে গিয়া ভুলিয়া যাইতে পার, কিন্তু ক্রমাগত মনে করিয়া করিয়া অভ্যাস করিতে থাকিলে, অবশেষে ইহা অভ্যাসগত হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আর জোর করিয়া মনে করিবার প্রয়োজন হইবে না। এই অভ্যাসটা খুব কাজের; নিতান্ত নীরস ভ্রমণের মধ্যেও এই কার্য্য রসের সঞ্চার করিয়া দেয়। ইহাতে ধীরে ধীরে মনটা রসিয়া উঠে।

শিকারিগণ শিকারে বাহির হইয়া, সর্ব্বপ্রথমেই সেই অঞ্চলে শিকার আছে কি না, জানিবার জন্য জন্তুর পদচিহ্নের সন্ধান করে; সে চিহ্নগুলি নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক। শিকার আছে জানিতে পারিলে নূতন চিহ্নের সন্ধান লইয়া জানিতে চায় তাহারা কোথায় লুকাইয়া আছে। তারপর নূতন পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া শিকার বাহির করিয়া তাহাকে নিহত করে। শিকার মারিয়া ফিরিবার পথে, শিকারিগণ নিজ নিজ পদচিহ্ন অবলম্বন করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। যুদ্ধের স্কাউটগণও শত্রুসম্বন্ধে শিকারীদের অনুরূপ কাজ করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ একজন মানুষের পদচিহ্নের সহিত অপর লোকের পদ-

* বাঙ্গালা প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহার নাম "পাঞ্জাল তোলা"

চিহ্নের আকার, গঠন, আঙ্গুলের অগ্রভাগের দাগ ইত্যাদি বিষয়ে কি পার্থক্য হয়, বুঝিতে পারা চাই। ঘোড়া এবং অন্যান্য জন্তুর পায়ের দাগ সম্বন্ধেও একই কথা।

মানুষের পদচিহ্ন দেখিয়া অর্থাৎ তাহার পায়ের আকার (ছোট কি বড়) দেখিয়া এবং কত দূরে দূরে পা ফেলিয়া সে হাঁটে তাহা দেখিয়া লোকটি কত লম্বা তাহার ধারণা করিতে পারিবে।

পদচিহ্নের বিবরণ লিখিতে গিয়া যে স্থানে খুব পরিষ্কার পায়ের দাগ পড়িয়াছে, তাহাই বাছিয়া লইবে,—অতি সাবধানে পায়ের দৈর্ঘ্য, গোড়ালীর দৈর্ঘ্য, পদচিহ্নের সকলের চেয়ে চওড়া অংশের মাপ, পদচিহ্নের ক্ষীণতম অংশের এবং গোড়ালীর চৌড়া কত, জুতার তলায় প্রেকের কতটি সারি, প্রত্যেক সারিতে কতটি প্রেক, গোড়ালীর দিকের ও আঙ্গুলের তলার দিকের নাল, প্রেকের মাথার আকৃতি, যে সকল প্রেক পড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ও অবস্থান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় অতি সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে।

পদচিহ্নের একটী ছবি তুলিয়া লওয়াই সকলের চাইতে ভাল। পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী পদচিহ্নের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে পরবর্ত্তী চিহ্নের গোড়ালীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্থান কত লম্বা তাহা সাবধানে মাপিয়া রাখিবে।

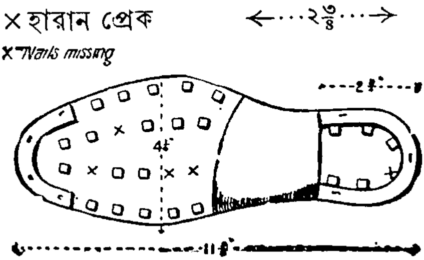

জুতার তলার ছবি ১১⅝

বুটের তলার ছবি কিরূপে অঙ্কিত করিতে হয়

ভারতবর্ষে প্রায়ই যথার্থ পদচিহ্ন ধরিয়া কাজ করিতে হয়; সুতরাং বিভিন্ন লোকের পদচিহ্নের পার্থক্য বিষয়ে পরিষ্কার

জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ইহা খুব কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কঠিন নহে; কারণ পদচিহ্নের পার্থক্য চিনিয়া লইবার বহু উপায় আছে।

ভারতবর্ষের পদচিহ্ন অনুসরণকারিগণ নানা কৌশল প্রদর্শন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল শিক্ষা সমাপন করিলে পর তাহাদের ওস্তাদগণ তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অনুমতি দেয়। এই সকল সুপ্রসিদ্ধ অনুসরণ-কুশলীদের মধ্যে রাজপুতানার "খুঁজি" (Khojis) এবং সিন্ধুদেশের "পাগীরা" (**Pagis**) সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহাদের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি বিষয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে।

খালি পায়ের চিহ্নের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া প্রথম শিক্ষার্থিগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের চক্ষে সকলগুলিই একই প্রকার মনে হয়। পার্থক্য পরিচায়ক কয়েকটি বিষয় নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

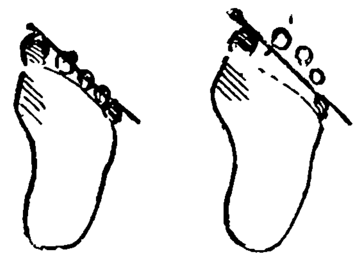

খালি পদতলের চিহ্নের ছবি

পদচিহ্নের মাপ গ্রহণ করিবার সময়, বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টান। অতঃপর এই সরলরেখা অন্যান্য আঙ্গুলের কোন কোন স্থানের উপর দিয়া যায় তাহা

টুকিয়া লও। তারপর যখন অনেকগুলি পদচিহ্ন পাশাপাশি পাইবে, তখন উক্ত চিত্রের সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিবে। যে চিহ্নের উপর সরলরেখাটি পূর্ব্ববর্ণিত রেখার অনুরূপভাবে পতিত হইয়াছে দেখিবে, সেই পদচিহ্নই তুমি যাকে চাও, তার বলিয়াই গ্রহণ করিবে। পদাঙ্গুলির অবস্থান, সকল ব্যক্তির ঠিক একপ্রকার নহে।

প্যাট্রোলের সকল স্কাউটের পদচিহ্ন গ্রহণ করিয়া, আঙ্গুলের অবস্থান বিষয়ে পরীক্ষা কর। উক্ত প্রকারে সরলরেখা টানিলে দেখিতে পাইবে প্রত্যেকেরই আঙ্গুলের অবস্থান স্বতন্ত্র। পার্থক্যটা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে।

আঙ্গুলের দ্বারা মানুষের পায়ের প্রধান পাঁচটি লক্ষণের পরিচয় পাই। কিন্তু ব্যবসায়ী খুঁজিগণ (Trackers) আরও সাতটি লক্ষণ ব্যবহার করিয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা গেল, এইগুলিও জানিলে তোমরা পদচিহ্নের পার্থক্য ধরিতে পারিবে।

পায়ের আঙ্গুলের ডিম (পব), গোড়ালি (এরি), মাটীতে পদ-তোরণের যে দাগ পড়ে তার বাহিরের দিক (তল্লি), পদতোরণের যেটুকু মাটীতে লাগে না, তার ভিতরের দিক (চব), আঙ্গুলের ঠিক পেছনের পবের সামনের প্রান্ত (জঞ্জিরি), পায়ের দাগের সমস্তটা বাহিরের প্রান্ত (ছোটি অস্‌সি), পদচিহ্নের সমস্ত ভিতরের প্রান্ত (বড়ি অস্‌সি)।

যেন ইহাও সম্পূর্ণ নহে, তাই পরিচয়ের আরও সাহায্যের জন্য পায়ের তলার ভাঁজ, ফাটা ও ক্ষতচিহ্ন, পায়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য, গতিরেখা, গতিরেখার ও পদচিহ্নের মধ্যবর্ত্তী কোণ ইত্যাদিও বিবেচনা করা হয়।

এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, পদচিহ্নের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য আর একটি পদচিহ্ন চাই, যে পায়ের সেই চিহ্ন, সেই পায়ের সহিত তুলনা চলিবে না।

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

* * * প্রত্যেক স্কাউট তাহার জুতা বা সেণ্ডেল খুলিয়া কাগজের উপর তাহার তলার একটি ছবি আঁকুক, তাহাতে জুতার কাঁটা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় চিহ্ন দেখাইতে হইবে। অথবা ঘরের বাহিরে প্রত্যেক স্কাউটকে একটি পদচিহ্নের বাহিরের রেখার তৈরী ছবি একখানা দিবেন, তারপর সে একটি পদচিহ্ন বাহির করিয়া লইবে অথবা মাটীতে নিজের পায়ের দাগ ফেলিবে এবং তাহা দেখিয়া দেখিয়া আউট লাইন (সীমা-রেখা) চিত্রে জুতার কাঁটা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি পূর্ণ করিবে। তাহাতে পদ-বিক্ষেপের দৈর্ঘ্য এবং পথের সোজা দিক হইতে পা কতটুকু বাহিরের দিকে মুখ করিয়া পড়ে তাহাও লিখিতে হইবে। * * *

একদা একজন লোক নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছিল। প্রথমে অনুমান করা গেল যে, সে লোকটি হয়ত দৈবাৎ নদীতে পড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহার মাথায় যে আঘাতের চিহ্ন ছিল তাহা হয়ত নদীতে কোন শিলা পাথরে লাগিয়াই ঘটিয়াছিল। কিন্তু একজন তাহার বুট-জুতার ছবি আঁকিয়া লইল এবং নদীতীরে অনুসন্ধান করিতে করিতে তার পদচিহ্নের সন্ধান পাইল। সেই চিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে সে এমন এক জায়গায় গেল, যেখানে দেখা গেল, কয়েকজন লোক মিলিয়া হাতাহাতি করিয়াছে। সেই স্থানের ভূমি বহু পরিমাণে মর্দ্দিত; এবং জলের কিনারা পর্য্যন্ত ঝোপগুলি ভাঙ্গা, সেই স্থানে আরও দুইজন লোকের পদচিহ্ন রহিয়াছে। এই লোক দুইটিকে ধরিতে পারা গেল না। কিন্তু অনুমান করা গেল এই লোকটিকে সম্ভবতঃ কেহ হত্যা করিয়াছে। পায়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে এতটুকু বুঝিতে পারা যাইত না।

কোন পদচিহ্নের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেন বলিতে পারে

লোকটি কত দ্রুত চলিয়াছিল,—স্কাউটের এরূপ শিক্ষা ও অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন।

হাঁটিয়া চলিবার সময় মানুষের সমস্ত পদতলের ছাপ মাটীর উপর পড়ে এবং এক পা অন্য পা হইতে এক গজের কিছু কম দূরে থাকে। দৌড়িবার সময় পায়ের অঙ্গুলি গভীরতররূপে মাটীতে বসে, সামান্য কিছু মাটী ছড়াইয়া পড়ে এবং এক পা হইতে অন্য পা এক গজের বেশী দূরে থাকে। মানুষেরা কখন কখন পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে, যেন তাহাদের অনুসরণকারিগণ পথে বিভ্রান্ত হইয়া যায়। কিন্তু স্কাউট দৃষ্টিমাত্রই ইহা বলিয়া দিতে পারিবে, কারণ তাহাতে পদচালনা হ্রস্বতর হয়। পদাঙ্গুলের দাগ অন্তর্মুখীন থাকে এবং গোড়ালীর দাগ চাপিয়া বসে।

জন্তুরা দ্রুত চলিবার সময়, তাহাদের পায়ের আঙ্গুলের দাগ গভীরতর হইয়া মাটীতে বসে, মাটি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহাদের পদচালনাও দীর্ঘতর হয়।

ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখিয়াই যেন তোমরা বলিয়া দিতে পার, ঘোড়াটি কিরূপ গতিতে চলিয়াছে।

ঘোড়ার পদচিহ্ন

হাঁটিয়া চলিবার

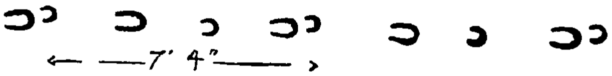

কুকুর-দৌড়

তুলকী

খঞ্জ ঘোড়ার হাঁটা : কোন্ পা খোঁড়া ?
পুনশ্চ : ঘোড়ার পশ্চাতের পা লম্বা।

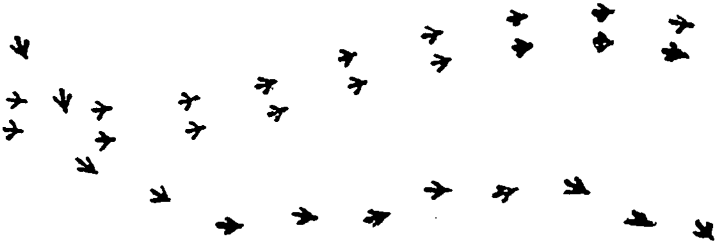

তুইটি পাখীর পদচিহ্নের ছবি : মাটিতে তুইটি পক্ষীর (পদচিহ্ন), একটি পক্ষী সাধারণতঃ মাটিতে বাস করে, অন্যটি ঝোপ, জঙ্গল ও গাছে থাকে। কোন্ পাখীর কোন্ পদচিহ্ন ঠিক কর !

হাঁটিয়া চলিবার সময়, ঘোড়ার তুই জোড়া পদচিহ্ন পড়ে—নিকটবর্ত্তী (বামদিকের) পশ্চাতের পদ নিকটবর্ত্তী অগ্রপদচিহ্নের নিকটে ঠিক সম্মুখে পড়ে; এবং দূরস্থ (ডানদিকের) অগ্রপদ দূরবর্ত্তী পশ্চাতের পদচিহ্নের ঠিক পশ্চাতে পড়ে। কুকুর-দৌড়ের পদচিহ্ন ঠিক এই প্রকারেই হয়; তবে পদক্ষেপণের দূরত্ব দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

ঘোড়ার অগ্রবর্ত্তী পা হইতে পশ্চাতের পদদ্বয় দীর্ঘতর এবং অধিকতর সরু। ব্যবসায়ী খুঁজিগণ (Trackers) গর্ব্ব করিয়া বলে যে, মানুষের পদচিহ্ন দেখিয়া, তাহারা শুধু যে ঐ ব্যক্তি পুরুষ কি নারী এবং

তাহার বয়স কত তাহাই বলিয়া দিতে পারে তা নয়, তাহার চরিত্রও বলিয়া দিতে পারে।

তাহারা বলে, যাহাদের পদাঙ্গুলি বাহিরের দিকে বেশী ঘুরিয়া চলে তাহারা মিথ্যাবাদী হয়।

পূর্ব্বকালে দস্যুগণের এবং পরবর্ত্তীকালে ঘোড়াচরদের এক ফন্দি ছিল এই যে তাহারা ঘোড়ার পায়ের নাল উল্টা করিয়া লাগাইয়া লইত, যেন যারা তাদের অনুসরণ করিবে তাদের মনে ভ্রান্তি বাঁধিয়া যায়। কিন্তু ওস্তাদ খুঁজি কখনও ইহাদের চালাকীতে পড়িত না। এইরূপে, এই একই কারণে চোরেরা কখন কখন পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে, কিন্তু সুচতুর সন্ধানীর পক্ষে এই প্রবঞ্চনাটী ধরিয়া ফেলিতে দেরী হয় না।

(১) ও (২) সাইকেলের চাকার দাগের ছবি—

(১)

(২) 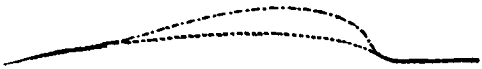

(২) বাইসাইকেল আরোহী যে স্থানে সাইকেল ঘুরায়, সেই স্থানে ফাঁসের মত বেষ্টনী গঠিত হয়, তাহা দেখিয়া সাইকেলের গতিপথ নির্ণয় করা যায়। যে অভিমুখে সাইকেল চলিয়াছিল, ফাঁসের সরু দিক তাহা প্রদর্শন করে।

(৩) মোটরের চাকার দাগের ছবি—

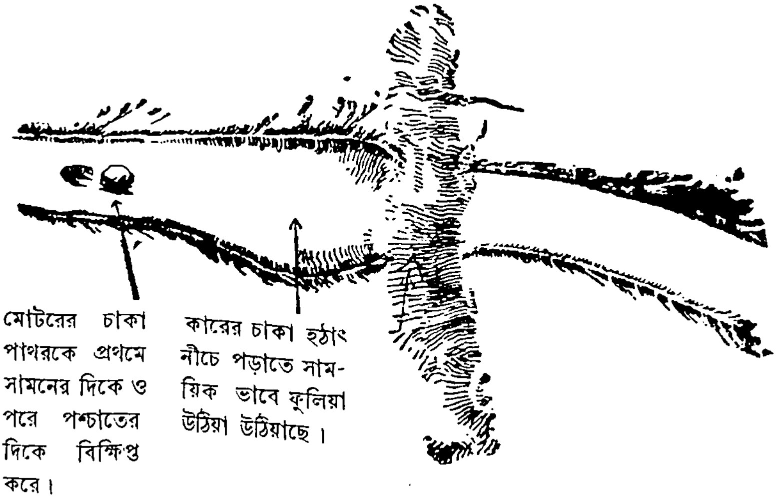

১নং ও ২নং বাইসাইকেল এবং ৩নং মোটর গাড়ীর ছবি।

চক্রযানের চক্রচিহ্ন(Tracks)ও তোমরা অধ্যয়ন করিবে; চক্রচিহ্ন দেখিয়াই যেন বলিয়া দিতে পার কোন্‌টী ঘোড়ার গাড়ীর, কোন্‌টী গরুর গাড়ীর, কোন্‌টী মোটর গাড়ীর এবং কোন্‌টী সাইকেলের। যানগুলি কোনদিকে চলিতেছিল তাহাও ঠিক করিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। চিহ্ন দেখিয়া গতি নিরূপণ করিতে শিক্ষা করা ছাড়াও চিহ্নগুলি কত দিনের, তাহাও বুঝিতে পারা চাই। এটা খুব আবশ্যক, এবং ঠিক বিচার করিতে পারা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। এর অনেকখানি নির্ভর করে ভূমি ও আবহাওয়ার অবস্থার উপর এবং তদ্দ্বারা পদচিহ্ন যে পরিমাণ বিকৃত হইবার সম্ভাবনা, তার উপর।

পরিষ্কার দিনে যখন বাতাস প্রবল বেগে বহিতে থাকে, তখন

যদি বিভিন্ন প্রকারের মাটিতে অঙ্কিত পদচিহ্ন অনুসরণ কর, তবে দেখিতে পাইবে—পাতলা বালির উপরের দাগ অতি অল্প সময় মধ্যে পুরাতনের মত দেখায়, কারণ পায়ের আঘাতে নীচে যে ভিজা মাটি ভাসিয়া উঠে তাহা অতি সত্বর শুকাইয়া যায়, এবং তার বর্ণ পার্শ্ববর্ত্তী শুষ্ক মাটিব সহিত মিলিয়া যায়, তার পর শুকনা বালির উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যাওয়াতে পদাঙ্কের প্রান্তগুলি ভাঙ্গিয়া গোল হইয়া যায়। আবার ভিজা মাটিতে গিয়া পড়িলে একই পংক্তির পদাঙ্ককেই নূতনতর বলিয়া মনে হয়; কারণ পায়ের চাপে যে মাটি উল্‌টিয়া পড়ে রৌদ্র লাগিয়া তা আংশিকভাবে মাত্র শুকাইতে পারে, সুতরাং বাতাসের আঘাতে পদাঙ্কের ধারাল প্রান্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে না। গাছ-পালার ছায়ায় যেখানে রৌদ্র লাগে না এমন কাদা মাটিতে সেই পাঙ্গাল গিয়া য'দি নামে, তবে পদচিহ্নগুলি একদিনের আগের হইলেও সদ্যকৃত বলিয়া মনে হইবে। অবশ্য পদচিহ্নগুলি কত কালের, তাহা জানিবার প্রধান উপায়, সেই চিহ্ন পড়িবার পর হইতে তার উপরে যে বৃষ্টি পড়িয়াছে, তার ফোঁটার দাগ (যদি জান বৃষ্টি হইয়াছিল), যে ধূলা বা ঘাসের বীজ বাতাসে সঙ্গে আসিয়া তার উপর পড়িয়াছে, (যদি জান কখন বাতাস হইয়াছিল), অথবা পরবর্ত্তী যে সব পদাঙ্ক মূল পদাঙ্কের উপর পড়িয়াছে, অথবা কোন ঘাস পদদলিত হইয়া থাকিলে তাহা যে পরিমাণ মরিয়াছে বা শুকাইয়াছে।

ঘোড়ার চিহ্ন অনুসরণ করিবার সময় ঘোড়া কতক্ষণ পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক করিতে তাহার লাদ কতটা টাট্‌কা তাহা দেখিবে তবে রৌদ্র বৃষ্টি ও পাখীতে তার যেটুকু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন পদচিহ্নের পদক্ষেপ-পার্থক্য যখন শিখিয়া ফেলিবে, তখন

বিভিন্ন প্রকারের মাটীর উপর দিয়া কি প্রকারে তাহারে অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, তাহাও শিক্ষা করিবে। তাহা এমন একটী বিদ্যা যে জীবন ভরিয়াই তাহার অনুশীলন করা যায়।

জীবনের শেষেও দেখিতে পাইবে যে, তোমার শিক্ষা চলিতেছেই, এবং জ্ঞান ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আগুনের ছাইএর মধ্যে বহুতর শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে—ছাই গরম কি শীতল; তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট দেখিয়া কি প্রকারের খাদ্য তাহারা আহার করিয়াছে মনে হয়; খাদ্যদ্রব্য প্রচুর ছিল কি অপ্রচুর ছিল।

তোমাদের নিজের দলের স্কাউটগণের যে চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে কেবল তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, কিন্তু শত্রুপক্ষীয় স্কাউট যে সকল চিহ্ন (Sign) অঙ্কিত করিয়াছে সেগুলির সন্ধানেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবে।

বিদেশীয় স্কাউটগণের নিজস্ব সঙ্কেত (Signs) আছে; তেমনি বেদেদিগেরও আছে। বেদেরা ভিক্ষা করিতে গিয়া ঘরের প্রাচীর বা নিকটস্থ বেড়াতে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি, নিজেদের দলের অন্যান্য লোককে সতর্ক করিবার জন্য, রাখিয়া যায়।

O = অতিশয় মন্দ, ইহারা আক্রমণ করিবে।

□ = লাভ নাই।

△ = ইতিপূর্ব্বেই এখানে অনেক লোক আসিয়াছে।

X = মন্দ লোক।

আফ্রিকার সুদান ও মিশর দেশে অতি উৎকৃষ্ট সন্ধানী লোক আছে। আমি নিজে তাহাদের কর্ম্ম-কুশলতা দেখিয়াছি।

মিশরীয় অশ্বারোহী সৈন্যদলের কর্ণেলের ঘর হইতে কতকগুলি দ্রব্য

অপহৃত হয়। চোর ধরিবার জন্য নিকটবর্ত্তী জোয়ালিন (Joalin) সম্প্রদায়ের একজন খুঁজিকে আনা হইল। সে শীঘ্রই চোরের পদচিহ্ন বাহির করিল, এবং তাহা বহুদূর অনুসরণ করিয়া মরুভূমি পর্য্যন্ত গেল এবং যেখানটাতে মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া জিনিষগুলি লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই স্থান বাহির করিল। তারপর দেখা গেল পদচিহ্ন সৈন্যাবাসে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। খুঁজি যাহাতে সকলের পদ-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে, এই জন্য রেজিমেণ্টের সমুদয় সৈন্যকে জুতা খুলিয়া খালি পায়ে প্যারেড করান হইল। প্রত্যেকের পদচিহ্ন দেখিয়া খুঁজি বলিল, চোর এদের মধ্যে নাই। ঠিক সেই সময়ে কর্ণেলের ভৃত্য একটী সংবাদ লইয়া কর্ণেলের নিকট আসিল। তখন খুঁজি কর্ণেলের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিলেন। এই ভৃত্যের পদ-চিহ্ন দেখিয়াই খুঁজি বলিল, এই ব্যক্তিই চোরাই মাল মাটীর নীচে লুকাইয়াছিল। ভৃত্যটির আশঙ্কা করে নাই যে, তার উপর কারো সন্দেহ পড়িবে, স্থতরাং হঠাৎ ধরা পরিয়া হতভম্ব হইয়া গেল এবং স্বীকার করিয়া ফেলিল যে সে-ই তাহার প্রভুর জিনিষ চুরি করিয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডিকিনের মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি যে জাহাজে যাইতেছিলেন, তাহাতে ছিল জন কতক অষ্ট্রেলিয়ান ; ইহারা ইতিপূর্ব্বে আর কখনো সমুদ্র-যাত্রা করে নাই। জাহাজ সমুদ্রে বাহির হইলে পর মিষ্টার ডিকিন দেখিতে পাইলেন, তাহারা সকলে জাহাজের সম্মুখের দিকে গিয়া পাটাতনের উপর লম্বা হইয়া পড়িয়াছে এবং জাহাজের পাশ দিয়া মাথা বাহির করিয়া দিয়া একাগ্রচিত্তে জলের দিকে চাহিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি দেখিতেছে ; কিন্তু জল তাহাদিগকে এমনি আকৃষ্ট করিয়াছিল যে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত

কথা কহিয়া তিনি তাহাদের কোনও জবাব পাইলেন না। অবশেষে একজন উত্তর করিল—"সমুদ্রে জাহাজ কিরূপে পথ চিনিয়া চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে পথরেখা ধরিয়া ইহা চলিতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আমরা জানি স্থল পথে আমাদের চক্ষু খুব তীক্ষ্ণ এবং প্রায়ই আমরা যখন সাদা লোকদের পদচিহ্ন অনুসারে দেখাইয়া লইয়া চলি, তাহারা বলে যে, তাহারা কোন পায়ের দাগ ধরিতে পারে না, যদিও আমরা তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাই। তাহাদের চোখ আমাদের চোখ হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু এখানে সমুদ্রের জলে ইংরাজ নাবিকগণ তাহাদের অগ্রবর্ত্তী পথরেখা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেছে, তাহা না হইলে কোন্‌দিকে জাহাজ চালাইবে তাহারা বুঝিত না। অথচ আমরা, যারা স্থলে এত ভাল দেখিতে পাই, জলের উপর কোন পথ বা পথিকের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইতেছি না।

কোন মানুষ বা পশুর একেবারে সদ্য পদাঙ্ক-রেখার সন্ধান পাইলে, অভিজ্ঞ স্কাউটগণ পায়ে পায়ে তার অনুসরণ করে না। কারণ অনুসৃতেরা প্রায়ই, কেহ তাহাদের অনুসরণ করিতেছে কিনা জানিবার জন্য, ঘন ঘন পেছন ফিরিয়া দেখে। এইজন্য খুঁজি চক্রাকারে ঘুরিয়া গিয়া, যে স্থানে চিহ্ন আবার পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা, সেইখানে যায়। সেখানে পদাঙ্করেখা পাওয়া গেলে আর একবার ঘুরিয়া আরো আগাইয়া যায়। এইরূপ ঘুরিয়া যাইতে যাইতে যখন আর চিহ্ন পাইল না, তখন সে বুঝিল, সে শিকারের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গিয়াছে। তখন সে তার ঘূর্ণন চক্রকে ক্রমশঃ ছোট করিয়া শিকারের নিকটবর্ত্তী হয়। কিন্তু যখন এত নিকটে আসে যে শিকার তার গন্ধ পাইতে পারে, তখন যেদিক হইতে বাতাস বয়, শিকারের সে- দিকে আর যায় না।

পদাঙ্ক-নির্ণয়-সম্বন্ধে ইঙ্গিত

সিন্ধুদেশের কয়েকজন পগি, করাচি হইতে সিওয়ান পর্য্যন্ত ১৫০ মাইল পথ, বালুকা এবং তৃণ-শূন্য শিলাস্তরের উপর দিয়া, একটী অপহৃত উটের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াছিল। তস্করেরাও যাহাতে তাহাদের

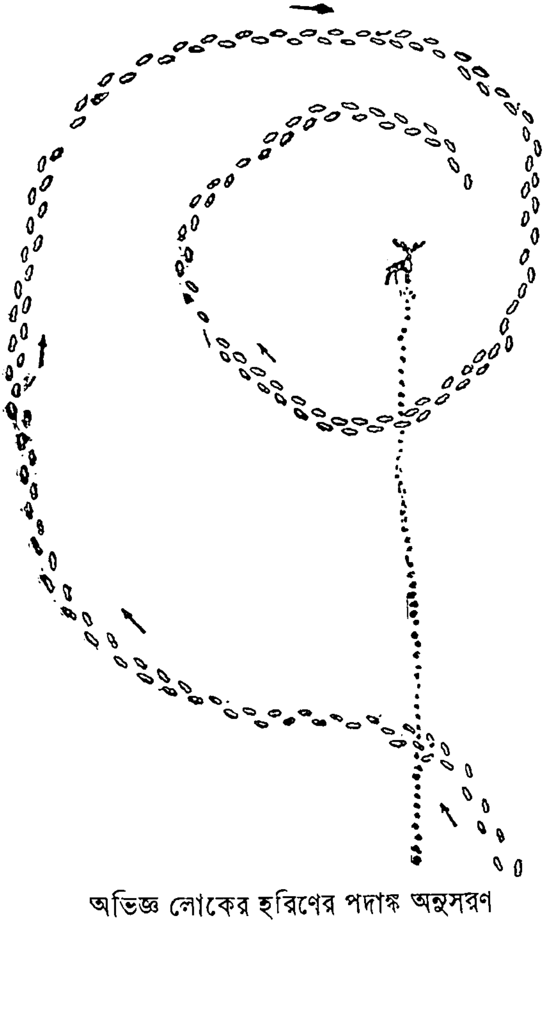

অভিজ্ঞ লোকের হরিণের পদাঙ্ক অনুসরণ

পদচিহ্নের সহিত মিশিয়া লুপ্ত হইয়া পরে এই উদ্দেশ্যে সহরের এক জন-বহুল রাস্তা দিয়া উটটিকে এদিক ওদিক লইয়া যাইতেছিল। পগিরা আগেই বুঝিয়াছিল যে তাহারা এরূপ করিবে; সুতরাং তাহারা চারি-দিক্ ঘুরিয়া সহরের দূরপ্রান্তে চোরদের পথের সন্ধান পাইল এবং তাহা অনুসন্ধান করিয়া চলিল। পগিদের চেষ্টা সফল হইল।

শক্ত মাটী বা ঘাসের উপরে যখন পদাঙ্করেখা অনুসরণ করা কঠিন হইবে, তখন সর্ব্বশেষে যে পদচিহ্ন দেখিয়াছ, তাহার গতিমুখ লক্ষ্য করিবে; তার পর সেই দিকে বেশ একটু দূরে চাহিয়া দেখিবে ঘাসের উপর ঘাসের পাতা হেলিয়া পড়িয়াছে, অথবা পদদলিত হইয়াছে এবং শক্ত মাটির উপরে সম্ভবতঃ নুড়িগুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে অথবা তাহাতে আঁচড় পড়িয়াছে। এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন, কিন্তু এক রেখায় একটীর পর অন্যটী দেখা যাইতেছে বলিয়া পথরেখার আভাস দিতেছে, অন্যথা তাহা চোখে পড়িত না। ভারতবর্ষে আমি একটী পাকা "মাকাদম" করা পথের উপর দিয়া বাইসাইকেলের চাকার দাগ অনুসরণ করিয়াছিলাম। সাইকেলটী সেই রাস্তায় প্রকৃতপক্ষে কোন দাগই রাখিতে পারে নাই। ঘটনাচক্রে তখন সূর্য্য উঠিতেছিল, আমি বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, ভূপতিত শিশিরকণার অদৃশ্যপ্রায় পাতলা আস্তরণের উপর চক্ররেখা নবোদিত সূর্য্যকিরণে পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ চাকার দাগের উপর দাঁড়াইয়া পায়ের নিকটে চাহিয়া ইহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই। আসল কথা, কোন অস্ফুট পদাঙ্করেখা খুঁজিয়া বাহির করিতে গেলে এমন ভাবে দাঁড়াইবে যেন সূর্য্যকিরণ তোমার সম্মুখ হইতে আসিয়া সেই স্থানের উপর পড়ে, তাহাতে মাটির ক্ষুদ্রতম খাঁজেরও ছায়াপাত হইবে।

কোন স্থানে যদি সূত্র হারাইয়া ফেল, তবে ফিরিয়া পাইবার জন্য

তোমাকে একবার চেষ্টার জাল ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে যে পদচিহ্ন সর্ব্বশেষে দেখিয়াছ তার উপর তোমার রুমাল, দণ্ড কি অন্য চিহ্ন রাখ, তারপর ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ৩০ কি ৫০ অথবা ১০০ গজ দূরে বিস্তৃত বৃত্তমধ্যে অনুসন্ধান করিতে থাক। অনুসন্ধানের জন্য বহির্গামী পদাঙ্ক অনুসন্ধান খুঁজিয়া পাইবার অনুকূল মাটি, সম্ভব হইলে নরম মাটি যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানে লইবে। যদি প্যাট্রোল সঙ্গে লইয়া থাক তবে সাধারণতঃ ভাল হয়, যদি প্যাট্রোলটি দাঁড়াইয়া থাকে এবং একজন কি দুইজন স্কাউট অনুসন্ধান করিতে থাকে। যদি প্রত্যেকেই পদচিহ্ন আবিষ্কার-কার্য্যে লাগিয়া যায় তাহা হইলে চিহ্নগুলি মাড়াইয়া ফেলিয়া, অথবা নিজেদের পদচিহ্নের সঙ্গে যেগুলির গণ্ডগোল বাঁধাইয়া আসল উদ্দেশ্যটাকেই বিফল করিয়া দিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। এইভাবে চেষ্টা করিবার সময় তোমাদের সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া দেখ কোন্ দিকে যাওয়া শত্রুর পক্ষে সম্ভব, তারপর সেইদিক ধরিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ কর। একটা শূকরের পদচিহ্ন অনুসরণ করা আমার মনে পড়িতেছে, আমি এখন কি বলিতে চাই তাহা সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইব। শূকরটী জলপূর্ণ কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া দৌড়াইতেছিল, সেই পর্য্যন্ত সহজেই তাহাকে অনুসরণ করিতে পারা গেল ; কিন্তু তার পরে সে ঘুরিয়া পাথরের মত শক্ত মাটিতে উঠিয়া গেল। একটু পরে সেখানে তার পায়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সুতরাং অনুমানের উপর অনুসন্ধান করিতে হইল। শেষ পদচিহ্ন চিহ্নিত করা গেল। পাঞ্জালী সেই স্থানের চারিদিকে একবার তাকাইল এবং আপনাকে শূকররূপে কল্পনা করিয়া বলিল—"এখন আমি কোন দিকে যাইতাম ?" আর সম্মুখে কিছু দূরে মূল পাঞ্জালের সোজাসুজি এক দীর্ঘ কাঁটা মনসার বেড়া। বেড়ার গায়ে দুইটী ফাঁক রহিয়াছে।

পাঞ্জালী মনে করিল ঐ দিক দিয়াই সম্ভবতঃ শূকরটী পলায়ন ভাবিয়া সেও সেই দিকে গেল। সেই স্থানের মাটী আরও শক্ত ছিল, কোন পদচিহ্ন তাতে দেখা গেল না। কিন্তু সেই ফাঁকের মধ্যে একটী পাতার উপরে এক ঢেলা ভিজা কাদা পড়িয়াছিল। ইহা হইতে ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। এই শক্ত মাটীর উপরে কোনও কাদা ছিল না, সুতরাং বুঝিতে পারা গেল, শূকরই কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্র হইতে তাহার পায়ে করিয়া ইহা আনিয়াছিল। এই সামান্য চিহ্ন তাহাকে ঠিক পথ ধরাইয়া দিল, এবং একটী চিহ্নের পর অন্যটী অনুসরণ করিতে করিতে অবশেষে নরম মাটীর উপর পুনরায় সেই পাঞ্জালের সন্ধান পাইয়া শূকর যেস্থানে বিশ্রাম করিতেছিল সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল।

আমি সুদানে এইরূপ একজন পদাঙ্কবিদ্‌কে, যে স্থানে সাধারণ চোখে কিছুক্ষণ কোন পদাঙ্ক দেখা যায় নাই, সেখানে তাহা অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পদাঙ্করেখা দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ তারই পদবিক্রমের ঠিক সামনে সে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল ঠিক সামনের দিকে। তাহাতে তার পা পড়িতে লাগিল ঠিক পলাতকের পায়ে পায়ে এবং সে লাঠি দিয়া মাটীতে গুঁতা দিয়া দিয়া যেন প্রত্যেকটী পদচিহ্ন চিহ্নত করিয়া যাইতে লাগিল। যেখানে শক্ত মাটীতে পদাঙ্ক ছিল না বা বালুকণা আসিয়া পড়াতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেখানে সে তেমনি পদক্ষেপে লাঠি দিয়া মাটীতে ঠোকা দিতে দিতে পদক্ষেপে চলিল, যে যে খানে পদচিহ্ন থাকা উচিত মনে করিল সেই সেই স্থানের তার লাঠির ঠোকা পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে সামান্য গর্ত্ত বা চিহ্ন সেখানে যে কারো পা পড়িয়াছিল তারই প্রমাণ দিতে লাগিল এবং তাতেই সে বুঝিল, সে ঠিক পথেই চলিতেছে।

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

পদাঙ্ক-অনুসরণ-অভ্যাস

(১) উপদেষ্টা তাঁহার স্কাউটগণের দ্বারা, ১০ অথবা ১৫ গজ পরিমাণ সমচতুষ্কোণ ভূমি, খুব ভাল রূপে রোলার দিয়া সমান করাইয়া লইবেন। এই ভূমিখণ্ডের এক অংশ যেন বৃষ্টিজলে ভিজিয়া গিয়াছে, এই ভাবে সিক্ত থাকিবে। অন্য অংশ সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকিবে। একজন বালক তার উপর হাঁটিয়া চলিবে, তার পর দৌড়িয়া যাইবে, তার পর সাইকেল চড়িয়া যাইবে।

তখন উপদেষ্টা বিভিন্ন সঞ্চরণ চিহ্ন বা **পদবীর** পার্থক্য স্কাউটগণকে বুঝাইয়া দিবেন যেন তারা পরে যে কোন **পদবী** দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারে, লোকটী হাঁটিয়া কি দৌড়িয়া গিয়াছিল। সম্ভব হইলে এক দিন পর পূর্ব্বদিনের **পদবীর** পাশ দিয়া নূতন **পদবী** স্থাপন করিবে; এবং এই উভয় চিহ্নের চেহারার বিভিন্নতা কি, তাহা দেখাইয়া দিবে। যেন স্কাউটগণ কোন **পদবী** দেখিয়া তাহার কাল পরিচয় করিতে শিখে।

তারপর এমন ভাবে সঞ্চরণ চিহ্ন রচনা করিবে যেন একটা আরেক-টাকে কাটিয়া যায়। (যেমন এক সাইকেল চড়া ছেলের সঙ্গে এক পায়ে হাঁটা ছেলের দেখা হইল, এবং একজন আরেকজনের পথ কাটিয়া চলিয়া গেল) স্কাউটেরা এই সব চিহ্নের অর্থ উদ্ধার করুক।

(২) প্রথমে ট্র্যাকিং **আয়রনস্-পরা** (পদ-চিহ্ন-লৌহপরা) কোন স্কাউটকে এক দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; তার পর প্যাট্রোল তার পথচিহ্ন ধরিয়া চলুক এবং সে চিহ্ন-পংক্তির উপর অপর কোন দাগ পড়িয়া থাকিলে ইতিমধ্যে কোন মানুষ বা জন্তু এই রাস্তায় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোঝা যায় তাহা লক্ষ্য করুক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

ট্র্যাকিং আয়রনস্ মিষ্টার টমসন সিটনের আবিষ্কার। ইহা (এক জোড়া স্কেটের মত) স্কাউটের জুতার তলায় বাঁধিয়া দেওয়া যায় ; ইহার ফলে সে যেখানেই হাঁটিয়া চলে, তাহার গমন পথে হরিণের পায়ের মত দাগ পড়িয়া যায়। ট্র্যাকিং আয়রন্সের পরিবর্ত্তে কয়েকটা অতিরিক্ত কাঁটা তোমার বুট বা স্যাণ্ডেলের তলায় বা গোড়ালিতে অথবা তোমার দণ্ডের তলায় এমন নক্সা করিয়া বিঁধিয়া নিতে পার, যার চাপ দেখিয়া সেই পথ পরিচয় করিতে ভুল হয় না।

পদাঙ্ক-পরিচিতির অভ্যাস।

পদাঙ্ক-স্মৃতি

এক প্যাট্রোল স্কাউট তাহাদের পায়ের তলা দেখাইয়া বসুক, যেন অপরাপর স্কাউট তাহা বেশ করিয়া দেখিতে পারে। দেখিবার জন্য স্কাউটদিগকে তিন মিনিটের মত সময় দিবে। তারপর তাহাদিগকে এক ঘরে আবদ্ধ করিবে ; অথবা দৃষ্টির আড়ালে সরাইয়া লইবে, এবং যে প্যাট্রোল পা তুলিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ভাল জমির উপর কয়েকটী পদচিহ্ন ফেলিলে। অবশেষে আবদ্ধ স্কাউটগণকে এক জন এক জন করিয়া ডাকিয়া আনিবে। প্রত্যেকেই পদচিহ্ন দেখিয়া বলিবে তাহা কাহার পায়ের চিহ্ন।

পদাঙ্ক-চিত্র

এক প্যাট্রোল স্কাউটকে বাহিরে লইয়া যাও এবং কোনও পদাঙ্ক পংক্তি লক্ষ্য করিতে দাও। তার পর স্কাউটগণ তাহা হইতে একটী পদাঙ্কের চিত্র অঙ্কিত করুক ; যাহার ছবি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, অর্থাৎ মূল পদচিহ্নের অনুরূপ হইবে, তাহাকে একটী পুরস্কার দিবে। সুস্পষ্ট ভাবে

পায়ের দাগ যেখানে পড়িয়াছে এমন কোন ভাল জমি না পাওয়া পর্য্যন্ত স্কাউটগণকে সে পদাঙ্ক পংক্তি অনুসরণ করিয়া চলিতে দিবে।

চোর সনাক্ত করা

কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দিয়া স্কাউটদের অসাক্ষাতে একটী পদাঙ্ক পংক্তি রচনা করাইয়া লও। স্কাউটেরা এই পদপংক্তি তলাইয়া দেখুক, যেন আবার দেখিলে চিনিতে পারে।

তার পর সেই অপরিচিতকে আরো আট দশ জন লোকের সঙ্গে মিলাইয়া দেও। বালকদের পরীক্ষার জন্য তারা এক-একজন পায়ের দাগ ফেলিয়া চলিয়া যাউক। তার পর স্কাউটগণ পর্য্যায়ক্রমে আম্পায়ারের কানে কানে বলিবে কোন্ লোকটী মূল পদাঙ্ক রচয়িতা। একাদিক্রমে সেই ব্যক্তির যে সংখ্যা হয় তাহাদ্বারাই তার পরিচয় দিবে, যে ঠিক ব্যক্তির সংখ্যা দিবে তারই জয়। একাধিক বালকের উত্তর ঠিক হইলে যে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধরূপে শুধু স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সে পদচিহ্নের চিত্র আঁকিয়া দিবে, তারই জয়।

সীমান্ত প্রতিহারক

দেশের "সীমা" হইবে প্রায় ৪০০ গজ লম্বা একটী জমির লাইন, বা তার চেয়ে ভাল, একটী রাস্তা বা প্রশস্ত পথ বা বালুকাভূমি, যাহার উপর পায়ে চলার চিহ্ন সহজে দেখা যায়। এক প্যাট্রোল পথের স্থানে স্থানে সান্ত্রী বসাইয়া এই সীমান্ত পাহারা দিবে এবং জন কয়েক ভিতরের দিকে থাকিবে প্রতিরক্ষক রূপে। এই উপরি উক্ত দল "সহর" ও "সীমা"র মধ্যস্থলে থাকিবে। "সহর" হইবে "সীমা" হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে কোন বৃক্ষ অথবা অট্টালিকা অথবা নিশান দ্বারা উপলক্ষিত কোন স্থান। প্রতিষিদ্ধ-আহরণকারী বিপক্ষ প্যাট্রোল "সীমা"র অপর দিকে প্রায়

আধ মাইল দূরে আড্ডা করিবে। তাহারা এককভাবে বা একত্রে বা ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ যে কোন প্রকারে সীমান্ত অতিক্রম করিবে এবং হাঁটিয়া বা দৌড়িয়া বা স্কাউট চালে "সহরে"র দিকে অগ্রসর হইবে। ইহাদের মধ্যে কেবল একজনই প্রতিষিদ্ধবস্তু আহরণ করিবে বলিয়া "ট্র্যাকিং আয়রণস" পরিধান করিবে। তার পদাঙ্ক রেখার সন্ধানে সান্ত্রীরা তাদের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পদচারণা করিবে, শঙ্কানাদ না শোনা পর্য্যন্ত দৌড়াবার হুকুম নাই। যখনই কোন সান্ত্রী পদচিহ্ন দেখিতে পাইবে তখনই প্রতিরক্ষিগণের উদ্দেশে সঙ্কেত ধ্বনি দ্বারা সাবধান করিবে (এলার্ম দিবে) এবং নিজে পদাঙ্ক পথে যতটা সম্ভব দৌড়িয়া অনুসরণ করিবে। প্রতিরক্ষকেরা সহরে পৌছিবার পূর্ব্বেই প্রতিষিদ্ধাহরককে ধরিয়া ফেলিবার জন্য সান্ত্রীদের সহিত একযোগে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে শহরের চতুঃসীমার মধ্যে গিয়া পৌছিতে পারিলেই নিরাপদ হইল, এবং খেলায় জয়লাভ করিল।

শঙ্কানাদ ঃ—"চোর ধর"

মিঃ টম্‌প্‌সন্‌ সিটন প্রণীত Brichbook Roll of Woodcraft Indians নামক পুস্তকে লিখিত "Hostile Spy" (বৈরী গুপ্তচর) এর অনুরূপ একটি খেলা। ক্যাম্পে বা কামরায়, পূর্ব্বাহ্ণে একখানা লাল কাপড়ের টুকরা ঝুলানো হইবে। স্কাউটেরা যখন কোন কাজে বা খেলায় রত থাকিবে, আম্পায়ার তখন একে একে তাদের প্রত্যেকের নিকট গিয়া কানে কানে বলিবেন, "ক্যাম্পে একজন চোর আসিয়াছে।" এবং কেবল একজনের কানে কানে বলিবেন, "ক্যাম্পে চোর আসিয়াছে। সেই চোর তুমিই—মার্বেল আর্চ।" সেই নির্দ্দিষ্ট স্কাউট তখন বুঝিতে পারিল, তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহাকেই সেই লাল নেকড়াখানা

চুরি করিয়া মার্বেল আর্চে লইয়া যাইতে হইবে। দলের আর কেহই জানিতে পাইবে না—কে চোর হইয়াছে, চুরি করিয়া কোন্ স্থানে পলায়ন করিয়াছে এবং কোন সময়ই চুরি করিবে। যখন কেহ দেখিতে পাইবে, যে রক্তবস্ত্রখানি চুরি গিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ শঙ্খধ্বনি করিবে। এবং যে যে-কাজেই ব্যাপৃত থাকুক না কেন, তৎক্ষণাৎ সেই কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, চোরের সন্ধানে ছুটিবে। যে স্কাউট রক্তবস্ত্রখণ্ড কিম্বা তাহার এক টুকরা কাড়িয়া আনিতে পারিবে, সেই জয়লাভ করিবে। যদি কেহই ধরিতে না পারে, তবে চোরই জয়লাভ করিবে। লাল নেকড়াখানা তাহার গলায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। পকেটে বা অন্য কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না।

অপরাধীর সন্ধান

ভারতবর্ষে কোন কোন জেলায়, পুলিস যখন কোন লোকের সন্ধানে বাহির হয়, তখন তাহারা যে গ্রামের সীমার মধ্যে তাহার পদচিহ্ন পায়, সেই গ্রামকেই তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। তখন গ্রামের পদাঙ্ক-কুশলী সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে, হয় অপরাধীর গোপন আশ্রয়ে গিয়া পৌছে, নতুবা অপরাধী গ্রামান্তরে গিয়া থাকিলে এই গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া পদাঙ্করেখা অন্য যে গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হয়। তখন পরবর্ত্তী গ্রামের লোকদিগকে পদাঙ্ক পংক্তির সন্ধানে নিযুক্ত হইতে হয়। এই আদর্শের অনুরূপ স্কাউটদের একটি সুন্দর পাঞ্জালী খেলা আছে। প্রত্যেক প্যাট্রোলকে আপন পল্লীরূপে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জায়গা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যখন সব কয়টি প্যাট্রোল আপন আপন স্থান দেখিয়া লইল, তখন তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া লওয়া হয়,

এবং অপরাধী সেই অঞ্চলের উপর দিয়া পলায়ন করে এবং কোনও গুপ্ত স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকে। প্যাট্রোলগুলি তারপর স্ব স্ব গ্রাম অধিকার করিয়া বসে। পরে পুলিস (আম্পায়ার) আসিয়া প্রথম গ্রামকে তাহাদের অন্বেষিত লোকটির (অপরাধীর) পদচিহ্ন দেখাইয়া দেয় ও সেই গ্রামের পদাঙ্ককুশলীরা অনুসন্ধান আরম্ভ করে। যদি কোন গ্রামের লোকেরা পদাঙ্করেখা তাহাদের গ্রামের এলাকার বাহিরে গিয়াছে ইহা দেখাইতে না পারে, অথচ অপরাধীকেও এলাকার মধ্যে ধরিতে না পারে, তবে সেই গ্রামের লোকদের খেলার বাহিরে (আউট) ধরা হয়। তখন পুলিশ পরবর্ত্তী গ্রামকে পদচিহ্ন অনুসারে কাজে লাগাইয়া পরীক্ষা করে।

পদাঙ্ক অনুসন্ধান বিষয়ে পঠিতব্য গ্রন্থ

"Foot Prints" by G. W. Gayer, Indian Police. (Govt. of India Publication)

"Training in Tracking by "Gilcraft" 5s. nett.

"The Book of woodcraft" by E. Thompson Seton. 7s. 6d. nett.

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—১৩শ।

চিহ্ন-পরিচয় অথবা অনুমান।

ছোটোখাটো চিহ্নসমূহ মিলাইয়া দেখা—শের্লক হোমসী অনুমানের দৃষ্টান্ত

চিহ্ন লক্ষ্য করা অভ্যাস হইয়া গেলে পর স্কাউটকে এটা ওটা মিলাইয়া দেখিতে এবং যাহা দেখিবে, তাহা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে শিখিতে হইবে। ইহাকেই বলে অনুমান।

আমি যাহা বলিতে চাই তাহার একটা উদাহরণ "The Forest & Stream" পুস্তক হইতে তুলিয়া দিলাম। কেমন করিয়া শিক্ষিত স্কাউট-বালক চিহ্ন পরিচয় করিয়া তাহার অর্থ উদ্ধার করিতে পারে, ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

বিদেশে একটী অশ্বারোহী সৈন্য "দলভ্রষ্ট" হইয়া পড়ে। তাহার কয়েকজন সঙ্গী দেশময় তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে একদা একটী বালকের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল; তাহারা বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, কোনও অশ্বারোহী সৈন্যকে সে দেখিয়াছে কি না? বালক তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "খুব ঢেঙ্গা একটী সৈনিকের কথা বলিতেছ ত? একটা চিতা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ঘোড়াটা সামান্য একটু খোঁড়া?

তাহারা বলিল—"হাঁ এই লোকটিকেই আমরা খুঁজিতেছি, তুমি তাহাকে কোথায় দেখিয়াছ?"

বালক উত্তর করিল—"আমি তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে তাহা আমি জানি।"

এই কথা শুনিয়া এই সঙ্গিগণ বালককে গ্রেপ্তার করিল, তাহারা ভাবিল, হয়ত তাহাদের সঙ্গীকে হত্যা করিয়া কোন স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বালকটি এই কথা শুনিয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ কথাপ্রসঙ্গে সে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল, যে ঐ লোকটির পদচিহ্ন সে দেখিয়াছে এবং তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিবে।

সর্ব্বশেষে তাহাদিগকে এমন একটা স্থানে লইয়া গেল যেখানকার চিহ্ন দেখিয়া বুঝা যায় লোকটি এই স্থানে কিছুকালের জন্য থামিয়াছিল; এবং তাহার ঘোড়া একটি গাছে গাত্র মার্জ্জন করিয়াছিল তাহাতে গাছের ছালে ঘোড়ার কতকগুলি লোম লাগিয়া রহিয়াছিল, এই লোম দেখিয়াই

বোঝা যায় যে ঘোড়াটি চিত্রদেহ। ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখিয়া বোঝা গেল ঘোড়াটি খোঁড়া। অর্থাৎ ঘোড়ার এক পায়ের দাগ তেমন গভীর ভাবে মাটীতে বসে নাই এবং সেই পা দিয়া তত দীর্ঘ পদক্ষেপ করিতে পারে নাই। অশ্বারোহী যে একজন সৈনিক তাহা, তাহার পায়ের বুট জুতার ছাপ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়; সে ছাপ সৈন্যদের বুটের ছাপ। তার পর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটি যে লম্বা তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিলে ?"

সৈনিক গাছের ডাল ভাঙ্গিয়াছিল, বালক তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিল "সাধারণ লম্বা মানুষ এত উঁচু ডাল নাগাল পাইতে পারে না।"

অনুমান—ঠিক একখানা পুঁথি পড়ার মত।

যে বালককে পড়িতে শিখান হয় নাই, সে যদি তোমাকে কোন পুস্তক পাঠ করিতে দেখে, তবে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে—"তুমি কিরূপে ইহা পড়িতেছ ?" তখন তুমি তাহাকে দেখাইয়া দিবে যে এক পৃষ্ঠায় যে সব ছোট ছোট চিহ্ন আছে এই সব অক্ষর মিলিয়া এক একটা শব্দ হয়, কয়েকটি শব্দ মিলিয়া একটি বাক্য হয় এবং বাক্য হইতে বিবরণ জানা যায়।

ঠিক সেই প্রকারে শিক্ষিত স্কাউটও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন এবং পথরেখা দেখিতে পাইবে; তার পর মনে মনে সেইগুলিকে সংযোজিত করিবে, এবং তাহা হইতে অতি সত্বর এমন অর্থ বাহির করিবে, যাহা আনাড়ী লোকের ধারণায় আসিবে না।

ঘন ঘন অভ্যাসের দ্বারা সে দৃষ্টিমাত্র এই সব চিহ্নের অর্থ বুঝিতে পারে, সে যেন ঠিক পুঁথি পড়ার মত—যেমন প্রত্যেক শব্দ অক্ষরে অক্ষরে বানান করিয়া পড়িবার তোমাদের প্রয়োজন হয় না।

আমি একদিন মাতাবিল যুদ্ধ সময়ে (মানচিত্রে দেখাইয়া দাও)

মাতোপো পাহাড়ের নিকটে এক প্রকাণ্ড তৃণভূমিতে স্কাউটিং করিতে-ছিলাম। চলিতে চলিতে হঠাৎ ঘাসের উপর একটি সদ্যকৃত পদরেখা দেখিতে পাইলাম। তার ঘাসের ডগাগুলি তখন পর্য্যন্ত সবুজ ও সিক্ত ছিল, যদিও তাহারা অবনমিত বা দলিত অবস্থায় ছিল। সকলগুলি ঘাসই একদিকে হেলিয়াছিল, তাহাতে এর উপর দিয়া যারা গিয়াছে সেই সব লোকেরা কোন্ দিকে যাইতেছিল, তাহা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারা গেল। অল্প পথ অনুসরণ করার পর দেখিলাম সেই পদরেখা এক বালুকাময় স্থানে গিয়া পড়িয়াছে! দেখা গেল অনেকগুলি পদাঙ্ক পংক্তি স্ত্রীলোকের (পায়ের ছাপ ছোট, প্রান্ত সরল, পদক্ষেপ লঘু) আর কতকগুলি বালকদের (ক্ষুদ্র পদচিহ্ন, বক্রপ্রাপ্ত; দীর্ঘতর পদক্ষেপ); তাহারা দৌড়িয়া যায় নাই, হাঁটিয়া যাইতেছিল, পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের দিকে। আমরা অনুমান করিলাম যে এই পাহাড়ে শত্রুগণ লুকাইয়া আছে।

তার পর আমরা দেখিতে পাইলাম পদাঙ্ক রেখা হইতে প্রায় দশ গজ দূরে একটি গাছের পাতা পড়িয়া আছে। বহু মাইলের মধ্যে সেখানে কোন গাছ ছিল না। কিন্তু আমরা জানিতাম এইরূপ পাতার গাছ প্রায় পনর মাইল দূরে এক গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই দিক হইতেই পদচিহ্ন এই পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কাজে কাজেই ইহা সম্ভব মনে হইল যে স্ত্রীলোকেরা গাছের পাতা লইয়া ঐ গ্রাম হইতে আসিয়া পাহাড়ে গিয়াছিল।

পাতাটি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম তাহা ভিজা ও মদ্যগন্ধযুক্ত। হ্রস্ব পদক্ষেপ হইতে বেশ বুঝা গেল যে স্ত্রীলোকেরা "ভার বহন" করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সুতরাং আমরা অনুমান করিলাম সেই স্থানের প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকেরা মাথায় করিয়া মদের পাত্র বহন করিতেছিল,

এবং ঐ মদের পাত্রের মুখ পাতা দিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। আর তারই একটি পাতা পড়িয়াছিল পথে; কিন্তু সেই পাতা পদাঙ্ক রেখা হইতে প্রায় ১০ গজ দূরে ছিল—তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, সেই সময়ে বাতাস বহিতেছিল। তখন সাতটা—এ সময় ঐ স্থানে বাতাস ছিল না; কিন্তু ৫টার সময় কিছুটা ছিল।

এই সকল ছোট ছোট চিহ্ন দেখিয়া আমরা অনুমান করিলাম, এক দল স্ত্রীলোক ও বালক পনর মাইল দূরস্থ গ্রাম হইতে রাত্রিকালে বিয়ার (beer) মদ লইয়া পাহাড়ের উপর শত্রুগণের নিকট লইয়া গিয়াছিল, এবং ছয়টার অল্প পরেই পাহাড়ে পৌছিয়াছিল।

আমরা ভাবিলাম লোকগুলি সম্ভবতঃ অবিলম্বে মদ খাইতে আরম্ভ করিবে। কারণ বিয়ার মদ শীঘ্রই টক্ হইয়া যায়। আমরা যে সময় পাহাড়ে গিয়া পৌছিব সেই সময় শত্রুগণ সম্ভবতঃ মদের নিশায় বিভোর হইয়া থাকিবে; সুতরাং নিয়মিত পাহারা চলিবে না। সুতরাং শত্রুদের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার আমরা বেশ সুযোগ পাইব। সেই অনুসারে আমরা স্ত্রীলোকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া শত্রুগণ যে স্থানে ছিল, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলাম এবং বিনা কষ্টে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

একটি মাত্র বৃক্ষপত্র লক্ষ্য করিয়াই এত বড় কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ এরূপ ছোট ও সামান্য দ্রব্য লক্ষ্য করিবার আবশ্যকতা কত বড়।

অনুমান-বিদ্যার উদাহরণ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া গোয়েন্দারা (ডিটেক্টিভ পুলিস) কিরূপে অপরাধের তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, মিষ্টার টাই হপকিন্স্ "World's Work"-এ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

একদা এক স্থানে একটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং একটি অপরিচিত কোটও পাওয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তাতে এমন কিছু ছিল না যাতে সেই কোটের মালিকের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে ; তখন সেই কোটটাকে একটি মোটা শক্ত থলিতে পুরিয়া একটি লাঠি দিয়া থলির উপর আঘাত করা হইল। যে ধূলা কোট হইতে বিক্ষিপ্ত হইল তাহা একটি আতস্ কাঁচ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল কোটের ধূলার মধ্যে "করাতের গুঁড়া রহিয়াছে" তাহাতে মনে হইল কোটের মালিক ছুতার বা করাতী বা জোড়দার মিস্ত্রী। তার পর সেই ধূলা আরও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কাঁচ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করা হইল—তাহাতে আবিষ্কৃত হইল গিলেটিন ও শিরিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আছে।

কিন্তু সূতারগণ কি করাতিরা এরূপ জিনিস ব্যবহার করে না। সুতরাং দেখা গেল কোটটীর মালিক কোন জোড়াদার মিস্ত্রীই হইবে! তখন পুলিশ অপরাধীকে ধরিবার সূত্র পাইল।

পকেটের ধূলা, কিম্বা ছোট ছুরীর-ফাঁকে-বসা ধূলা প্রভৃতি সূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিলে, বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

শোনা যায়, এডিনবার্গের ডাক্তার বেলকে দেখিয়া সার কোনান ডয়েল শের্লক হোম্‌সের চরিত্র কল্পনা করেন।

ডাক্তার বেল একদা এক হাঁসপাতালে একদল ডাক্তারী ছাত্রকে কি প্রকারে লোকের চিকিৎসা করিতে হয়, তাহা শিখাইতেছিলেন। এক জন রোগীকে সেই স্থানে আনা হইল, যেন ডাক্তার দেখাইয়া দিতে পারেন—কিরূপে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে হয়। উক্ত রোগীটি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ডাক্তার একজন ছাত্রের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই লোকটির কি হইয়াছে?" ছাত্র

উত্তর করিল—"আমি জানি না মহাশয়! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।" ডাক্তার বলিলেন—"এখানে জিজ্ঞাসা করিবার ত কোন প্রয়োজন নাই। তোমার নিজেরই দেখিয়া নেওয়া উচিত যে সে ডান হাঁটুতে চোট পাইয়াছে। কারণ সে ডান পায়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছে। আর তাহার পায়ের জামা হাঁটুর নিকটে পোড়া, তাতে বোঝা যায়, তাহার হাঁটু আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। এখন সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ। গতকল্য দিনটি পরিষ্কার ছিল। শনিবার বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় কাঁদা জমিয়াছিল। লোকটির পাজামার সর্ব্বত্র কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। শনিবারে সে কাদায় পড়িয়া গিয়াছিল।"

তার পর ডাক্তার সেই লোকটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন "শনিবারে তোমার বেতন পাইয়াছিলে এবং বেশী মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছিলে; বাড়ী ফিরিয়া আগুনে তোমার ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতেছিলে, এই সময় পড়িয়া গিয়া তোমার হাঁটু পুড়িয়াছে। তাই না?" লোকটি উত্তর করিল—"হাঁ মহাশয়।"

একবার একখানি সংবাদপত্রে একটি ঘটনার কথা পড়িয়াছিলাম। কাউন্টি কোর্টের একজন জজ ছোট, ছোট বিষয় সব লক্ষ্য করিয়া এবং এটা-ওটা মিলাইয়া দেখিয়া বিচার করিতেন। একবার তিনি এক খাতকের বিচার করিতেছিলেন। লোকটি আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিল, সে চেষ্টা করিয়াও কোন কাজ পায় নাই, এবং বেকার বসিয়া আছে।

বিচার কর্ত্তা বলিলেন—"যদি তোমার কোন কাজকর্ম্ম না থাকে তবে তোমার কানের কাছের পেন্‌সিল দিয়া তুমি কি কর?"

পরে লোকটিকে স্বীকার করিতে হইল, সে তাহার স্ত্রীকে তাহার কারবারে সাহায্য করে এবং ইহাও বাহির হইয়া পড়িল যে সেই

কারবারটি লাভজনক। সুতরাং বিচারকর্ত্তা রায় দিলেন তাহাকে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। লোজান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ বিভাগের ডাঃ রাইজ, পুলিশ কিরূপে পদাঙ্ক-রেখার অর্থোদ্ধার করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এক বাড়ীতে চুরি হইয়াছিল। বাগানে চোরের পদচিহ্ন পাওয়া গেল। যে সকল পদচিহ্ন ঘরের দিকে গিয়াছে সেইগুলি তত গভীর ও ঘন ছিল না; কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে যে সকল পদচিহ্ন পড়িয়াছে, সেইগুলি খুব গভীর ও ঘন সন্নিবিষ্ট। ইহা দেখিয়া পুলিশ বুঝিতে পারিল, চোর খুব ভারি জিনিস বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, এইজন্য তাহাকে ঘন ঘন পা ফেলিয়া চলিতে হইয়াছে। চোরাই মাল খুব বেশী ভারি ছিল; কারণ পদচিহ্নগুলি খুব গভীররূপে মাটীতে বসিয়াছে।

স্কাউটিং সম্বন্ধে সত্য কাহিনী

"অসভ্যদেশে স্কাউটিং ও অনুসন্ধানমূলক আবিষ্কার" (Scouting and Reconaissance in Savage Countries") নামক গ্রন্থে কাপ্তেন ষ্টাইগ্যাণ্ড কিরূপে স্কাউটেরা সামান্য চিহ্ন হইতে বিশেষ অর্থ সংগ্রহ করে, তাহার নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দিয়াছেন।

তিনি এক দিন সকালে, তাঁহার ক্যাম্পের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সদ্য পদাঙ্ক দেখিতে পাইলেন; তিনি জানিতেন তাঁহার সবগুলি ঘোড়াই মৃদু কদমে চলে। কিন্তু এটি হাঁটিয়া গিয়াছে সুতরাং ইহা নিশ্চয় কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন হইবে।

তাহা হইতে তিনি বুঝিয়া লইলেন, রাত্রিকালে, শত্রুপক্ষীয় আশ্বারোহী স্কাউট চুপি চুপি তাহার ক্যাম্পটি দেখিয়া গিয়াছে।

আর একবার মধ্য আফ্রিকায় একটি পরিত্যক্ত গ্রামে আসিয়া তিনি

প্রথমতঃ ঠিক করিতে পারিলেন না এই গ্রামে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক বাস করিত। তার পর তিনি একটি পর্ণকুটীরে একখানি কুমীরের পা দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই গ্রামে আবিসা সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে কারণ ইহারা কুমীর খায়, চারি দিক্কার অন্য কোন সম্প্রদায়ই খায় না।

একটি লোক আধমাইলেরও বেশী দূরে এক উট চড়িয়া যাইতেছিল। অন্য একজন তাহাকে দেখিয়া বলিল "ঐ লোকটি দাসবংশীয় হইবে।" তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "এতদূর হইতে তুমি কিরূপে বুঝিতে পারিলে?" সে উত্তর করিল, "কারণ লোকটি তাহার পা দুলাইয়া চলিয়াছে। যথার্থ আরব বংশীয় লোক উটের গায়ে পা লাগাইয়া উটের উপরে বসে।"

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বোয়ার যুদ্ধে বোয়ারদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল জোবার্ট যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের বোয়ার যুদ্ধের সময় বৃটিশ সৈন্য যখন মাজুরা পর্ব্বত দখল করিতে যাইতেছিল, তখন তাঁহার স্ত্রীই তাহা সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই সময় বোয়ারগণ পর্ব্বতের পাদদেশের নিকট শিবির স্থাপন করিয়াছিল। সাধারণতঃ তাহারা সৈন্যের একটি ছোট দলকে পাহারা দিবার জন্য পাহাড়ের উপর রাখিয়া দিত। সেইদিন প্রাতঃকালে তাহারা সেই স্থান ছাড়িয়া যাইবে মনে করিয়াছিল। এই জন্য অন্য দিনের মত পাহাড়ের উপরে পাহারা রাখে নাই।

যখন তাহারা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন যোবার্ট পত্নী (তাঁহার নিশ্চয়ই স্কাউটের মত দৃষ্টি ছিল) পাহাড়ের উপরদিকে চাহিয়া বলিলেন—"ঐ যে মাজুরাপাহাড়ের উপর একজন ইংরাজকে দেখা যাইতেছে।" বোয়ারেরা বলিল—"না, না, ইহারা আমাদেরই

লোক পাহারা দিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে।" যোবার্টপত্নী কথা ছাড়িলেন না, বলিলেন—"লোকটি কেমন করিয়া হাঁটিতেছে তাকাইয়া দেখ; সে কখনই বোয়ার হইতে পারে না—এই লোকটি নিশ্চয়ই ইংরাজ।" বাস্তবিক তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। রাত্রিতে একদল ইংরাজ সৈন্য ঐ পর্ব্বতের উপর উঠিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি বোকামি করিয়া চক্রবালের উপর দেখা দেওয়াতে, তাহাদের উপস্থিতি তৎক্ষণাৎ বোয়ারদের কাছে ধরা পড়িল। সুতরাং ইংরাজেরা আর বোয়ারগণকে অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিতে পারিল না। বরং বোয়ারগণই খাড়া পর্ব্বতকূটের তলে তলে গোপনভাবে উপরে উঠিয়া হঠাৎ ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিল এবং বহু ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে পর্ব্বত হইতে তাড়াইয়া দিল।

কাইরো সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে, মরুভূমির মধ্যে কাওয়াৎ বা কৃত্রিম যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন সময়ে, এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি মিশরদেশীয় কয়েকজন সন্ধানীকে ডাকাইলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখিতে চাহিল। ঘোড়াটি বাহিরে আনিয়া হাঁটাইয়া তাহাদিগকে তার পদচিহ্ন দেখান হইল। এই চিহ্নগুলি মনে মনে স্মরণ রাখিয়া তাহারা সেই কাওয়াতের স্থানে চলিয়া গেল। সেখানে অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ সৈন্যের শত শত পদচিহ্নের মধ্যে উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের ঘোড়ার পায়ের দাগ তাহারা অবিলম্বে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যে যে দিক দিয়া তিনি গিয়াছিলেন সেই সেই দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে মরুভূমির মধ্যে যে স্থানে দূরবীণটি আধার হইতে খুলিয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল।

এই পদাঙ্ক-সন্ধানী উটের পদচিহ্ন পরিচয় করিতে বিশেষ দক্ষ। যাহাদের লক্ষ্য করিবার অভ্যাস নাই তাহাদের নিকট সকল উটের পদচিহ্নই একরূপ দেখায়। কিন্তু সন্ধানীর শিক্ষিত দৃষ্টিতে মানুষের মুখের মত বিভিন্ন উটের পদচিহ্ন বিভিন্ন প্রকারের। তোমরা যেমন মানুষের মুখ দেখিয়া তাহা মনে রাখিতে পার, এই সন্ধানিগণও সেইরূপ উটের পদচিহ্ন মনে রাখিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাইরোর নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে একটা উট চুরি যায়। সন্ধানী পুলিশ ডাকিয়া আনা হইল এবং উটের পদচিহ্ন দেখান হইল। সন্ধানী বহু দূর পর্য্যন্ত তাহা অনুসরণ করিয়া চলিল। অবশেষে কতকগুলি বড় বড় রাস্তায় আসিয়া চিহ্ন পংক্তি অপরাপর পদচিহ্নের মধ্যে একেবারে সম্পূর্ণ হারাইয়া গেল। কিন্তু এক বৎসর পরে সেই সন্ধানী পুলিশ হঠাৎ উক্ত উটের নূতন পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। এই এক বৎসর ধরিয়া সে ঐ উটের পদচিহ্নের চেহারা মনে রাখিয়াছিল। পরিষ্কার দেখা গেল আরো একটি উট ঐ উটের সঙ্গী। সেই উটের পদচিহ্ন এক বিখ্যাত উষ্ট্র-তস্করের উটের পায়ের ছাপ বলিয়া চিনিল। সুতরাং সহরে আসিয়া সে আর পদচিহ্নের খোঁজ করিল না, কিন্তু পুলিশ সহ চোরের আস্তাবলে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানে এক বৎসর আগে হারান উটটি দেখিতে পাইল।

দক্ষিণ আমেরিকার "গৌকো" বা রাখাল বালকগণ খুব ভাল স্কাউট। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ গোচর, বেড়া বা প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করা হইয়াছে; পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না। সুতরাং বহু গৃহপালিত পশু পথভ্রষ্ট বা অপহৃত হইত। এবং রাখালদিগকে বহু মাইল পথ হারানো পশুর কেবল পদচিহ্ন দেখিয়া সন্ধান লইতে হইত। এই জন্য তাহারা ভাল পদাঙ্ক-সন্ধানী হইয়া উঠিয়াছিল। গল্পে আছে, এই শ্রেণীর এক

জন সন্ধানীকে একটি অপহৃত ঘোড়ার সন্ধানে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু লোকটি পদচিহ্ন খুঁজিয়া পাইল না। দশ মাস পরে দেশের অন্য এক অঞ্চলে, মাটীতে সেই ঘোড়ার নূতন পদচিহ্ন দৈবাৎ সে দেখিতে পাইল। এই দশ মাস ধরিয়া ঘোড়ার পদচিহ্নের চেহারা সে মনে রাখিয়াছিল। সুতরাং এই নূতন পদাঙ্ক রেখা অনুসরণ করিয়া চলিল এবং প্রভুর ঘোড়াটি আনিয়া দিল।

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

কার্য্যক্ষেত্রে অনুমান-প্রয়োগ শিক্ষা দিবার প্রণালী ঃ—শেরলক হোমস্-এর "Memoirs" অথবা "Adventures"-এর যে সব গল্পে খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ ও তাহা হইতে অনুমান গ্রহণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাহার একটি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কর।

তার পর বালকদিগকে প্রশ্ন কর—"কোন কোন নির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় পৌছিতে কোন্ কোন্ বিশেষ বিষয় হইতে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে।" তাহাদের উত্তর শুনিয়া বুঝিতে পারিবে, অনুমান পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহারা যথার্থ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা।

সাধারণ পদচিহ্ন অনুসরণ কর এবং তাহা হইতে অর্থ গ্রহণ কর। দৈনিক কার্য্যাভ্যাসের উদাহরণের জন্য মৎপ্রণীত "স্কাউটিং সহচর" ("Aids to Scouting") পাঠ কর।

অনুমান-পদ্ধতি অনুশীলনের উদাহরণ

কাশ্মীরে প্রস্তরপূর্ণ এক গিরিপথে একদিন প্রাতর্ভ্রমণকালে আমি কতকগুলি চিহ্ন দেখিয়া যেরূপ অনুমানে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা এই—

দৃষ্টচিহ্ন—পথের পাশে একটি কাটা গাছের অবশিষ্ট কাণ্ড, প্রায়

তিন ফুট উঁচু। ইহার নিকটেই প্রায় নারিকেলের আকারে একটি পাথর। এই পাথরের গায়ে লাগান কিছুটা থেৎলান আখরোটের খোসা শুকাইয়া রহিয়াছিল। গাছের গুঁড়ির উপরেও কতকগুলি আখরোটের খোসা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া ছিল। নিকটেই রাস্তার পাশে একটি উঁচু ঢালু শিলাকূট ছিল। একমাত্র যে আখরোটের গাছ দেখা যাইতেছিল তাহা গাছের কাণ্ড হইতে প্রায় ১৫০ গজ উত্তরে।

কাণ্ডের গোড়ায় একখানা শক্ত কাদার চাকতি। ইহাতে ঘাসের জুতার তলার ছাপ ছিল।

এই সকল চিহ্ন দেখিয়া তোমরা কিরূপ অনুমানে উপনীত হইবে? আমি এই প্রকার মীমাংসা করিয়াছিলাম।

একটি লোক মোট পিঠে করিয়া নিতেছিল। কারণ মুটেরা বিশ্রাম করিতে চাহিলে বসে না, কিন্তু ঢালু পাহাড়ের গায়ে বোঝা ঠেকাইয়া তাতে পিঠ রাখিয়া বিশ্রাম করে। আর সাথে বোঝা না থাকিলে, হয়ত সে গাছের গুঁড়ির উপর বসিত, কিন্তু তা না করিয়া সে আরো ত্রিশ গজ দূরে পাহাড়টার ওখানে গেল। ওখানে মেয়েরা মোট বহে না, সুতরাং সে পুরুষ। কিন্তু সে ১৫০ গজ উত্তর হইতে আখরোট আনিয়া প্রথমে তার খোসা গাছের গুঁড়ির উপর পাথরখানা দিয়া ভাঙ্গিয়াছিল। সুতরাং সে দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল। পায়ে যখন জুতা ছিল, তখন সে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া আসিতেছিল। বাড়ীর কাছে তাহার ভ্রমণের পাল্লা হইলে জুতা পরিত না। তিন দিন আগে বৃষ্টি হইয়াছিল, জুতায় কাদার চাকতি লাগিয়া ছিল মাটী ভিজা থাকিতে থাকিতেই; কিন্তু এর পর আর বৃষ্টি হয় নাই। কাজেই চাকতি শুকাইয়া গিয়াছে। আখরোটের খোসাও শুকাইয়া গিয়াছিল,

কাজেই কয় দিন আগে যে সে এই দিকে আসিয়াছিল, সেই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

এই বিবরণের সহিত কোন সারবান আখ্যায়িকার সংযোগ নাই; ইহা স্কাউটদের অবশ্য কর্ত্তব্য দৈনিক অনুশীলনের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

অনুমানবিষয়ক খেলা ও প্রতিযোগিতা

বালকদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত কয়েক জন লোক পথিকরূপে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবে, এমন বন্দোবস্ত কর। প্রত্যেক বালক স্বতন্ত্রভাবে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে লক্ষ্য করুক। কতক ক্ষণ পরে প্রত্যেক পথিকের চেহারা, দেখিয়াই পরিচয় করা যায় এমন সব বিশেষত্ব, কি উদ্দেশ্যে কে যাইতেছে বলিয়া মনে হয়, এই সব বিষয় সম্পূর্ণ বর্ণনা দিবার জন্য প্রত্যেক বালককে বল। অথবা তোমার কোন বন্ধুর সহিত প্রত্যেক বালক দুই মিনিট করিয়া কথাবার্ত্তা বলুক, এবং এই সময় মধ্যে প্রশ্ন ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তোমার বন্ধু সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিবরণ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করুক।

কোন গল্পের অপরাধীর পদচিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্ন একটি ঘরে বা বাহিরে মাটির উপর কোথাও তৈরী করিয়া রাখ। সেই অংশ পর্য্যন্ত গল্পটি পড়িয়া শুনাও। তার পর প্রত্যেক বালক বা প্যাট্রলকে একে একে স্থানটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পরীক্ষা করিতে দাও। তার পর প্রত্যেকে চুপি চুপি তার সিদ্ধান্তটি বলুক।

প্রথমে অতি সহজসাধ্য ও প্রারম্ভিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। ক্রমে তাহা জটিলতর করিয়া তুলিতে পারা যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গাছের পাশে কতকগুলি পদচিহ্ন এবং ব্যবহৃত দীপকাঠি রাখ, এইটুকু দেখাইবার জন্য যে একটি লোক এখানে সহজে চুরুট ধরাইতে পারিতেছিল না।

পূর্ণতর আলোচনার জন্য শের্লক হোম্‌স্‌-এর "Memeirs" হইতে "The Resident Patient" নামক গল্পের অনুরূপ কোন রহস্যময় বিষয় গ্রহণ কর। একটি কামরাকে রোগীর কামরা করিয়া লও, সেখানে তাহাকে গলায় ফাঁসি লাগান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। গালিচার উপরে থাকিবে কাদামাখা বুটজুতার তলার ছাপ, অগ্নিস্থলীর পাশে কামড়ান বা কাটা চুরুটের মাথা, চুরুটের ছাই, পেঁচ বসাইবার যন্ত্র এবং পেঁচ ইত্যাদি। চিল্‌তা, লাঠী, রুমাল অথবা কাগজ প্রতিযোগীদের পা ফেলিবার জন্য রাখিয়া দাও, যেন তাহাদের পদক্ষেপে বর্ত্তমান পদচিহ্ন-গুলি এলোমেলো না হইয়া যায়। তার পর স্কাউট বা প্যাট্রলকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে কামরায় আসিতে এবং তিন মিনিট কাল চিহ্নাদি পরীক্ষা করিতে দাও। তার পর তাহারা বাহিরে যাইবে এবং আধ ঘণ্টা পরে তাহাদের সিদ্ধান্ত মুখে মুখে বলিবে অথবা লিখিয়া দিবে।

D' Artagnan যে প্রকারের পথরেখার অর্থোদ্ধার করিয়াছিলেন, এক প্যাট্রোলকে তদনুরূপ পথরেখা গঠন করিতে দাও। অন্য এক প্যাট্রোল ডিটেক্‌টিভের কাজ করিবে।

হত্যাকারীর অনুসরণ

হত্যাকারী হত ব্যক্তিকে ছোরা মারিয়া ছোরা সহ পলায়ন করিবে, তাহার সেই ছোরা হইতে রক্ত ঝরিতে থাকিবে। প্রতি তিন পদ অন্তর রক্তবিন্দু পড়িয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য বোতাম বা রঙ্গীন কাগজের টুকরা ফেলিয়া যাইবে। অপর বালকেরা এক মিনিট পরে এই সকল চিহ্ন খুঁজিয়া তাহার অনুসরণ করিবে। তাহার সহকারী (the umpire) ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে বলিয়া দিবে কোন্‌ স্থানে তাহাকে যাইতে হইবে। যদি সে অনুসরণকারীদের আট মিনিট বেশী আগে

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারে এবং তাহারা তাহাকে পথিমধ্যে ছুঁইতে না পারে তবে তাহারই জয় হইবে। যদি তাহারা তার সহকারীর নিকট পৌছিতে না পারে তবে কাহারও জয় হইবে না।

নাটকাভিনয়

শেরলক হোম্‌সের যে কোন গল্প লইয়া নাটকাভিনয় চলিতে পারে।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী

"Memoirs of Sherlock Holmes", 7s. 6d. nett. & 2s nett.

"Adventures of Sherlock Holmes", 7s. 6d. nett. & 2s. nett.

গোপনে চলিবার প্রণালী

পঞ্চম অধ্যায়

আরণ্য-কথা অথবা জীবজন্তু ও প্রকৃতিসম্বন্ধে জ্ঞান

ক্যাম্প ফায়ারীর কথা—১৪ নং

উপদেষ্টাগণের প্রতি ঈঙ্গিত

* * প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রণালী।

কাছে চিড়িয়াখানা কি প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘর থাকিলে স্কাউটগণকে তাহা দেখাইতে লইয়া যাইতে হইবে। কোন বিশেষ জন্তু সম্বন্ধে কথা বলিতে পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া উপদেষ্টা স্কাউটগণকে সেই জন্তুর নিকট লইয়া যাইবেন। এক দিনে ছয়টি জন্তু সম্বন্ধেই শিক্ষা দিতে পারিলেই যথেষ্ট।

পল্লীগ্রামে থাকিলে, বলদ ও ঘোড়াকে কি প্রকারে সাজ পরাইতে হয়, কিরূপে খাওয়াইতে হয়, কি প্রকারে জল পান করাইতে

ও স্নান করাইতে হয় ও কিরূপে পায়ে নাল লাগাইতে হয় তাহা স্কাউট-দিগকে দেখাইবার জন্য কোন গৃহস্থের অনুমতি লইবেন, লাগাম ইত্যাদি সাজপোষাক লাগানো, কোনও ঘোড়া পলায়নপর হইলে তাহাকে কিরূপে ধরিতে হয়, এবং কি প্রকারে গাই দোহাইতে হয় তাহাও বালকদিগকে দেখাইবেন। চুপি চুপি নিকটবর্ত্তী হইয়া গরু কাঠবিড়ালি, পাখী, ইঁদুর, মাছ প্রভৃতি যখন যাহা করে, ভালরূপে দেখিয়া তাহাদের চালচলন অধ্যয়ন করিবেন।

[কোন পশুপ্রদর্শনী গৃহে আপনার স্কাউটদিগকে লইয়া যাইবেন এবং জন্তুদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া বলিবেন।] * *

গোপনাভিগমন

পর্য্যবেক্ষণবিষয়ে সাহায্য—নিজেকে কিরূপে লুকাইয়া রাখিতে হয়—কি প্রকারে সন্তর্পণে কাছে যাইবার কৌশল শিক্ষা করিতে হয়—খেলা—গোপনাভিগমনবিষয়ে পুস্তক।

কোন কৃত্রিম যুদ্ধকলা প্রদর্শনীতে (Manœuvres) দুই দল পরস্পর-বিরোধী সৈন্য, এক দল অন্য দলকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য, লুক্কায়িতভাবে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। অবশেষে উভয় দলের মধ্যে একটি অত্যন্ত খোলা মাঠ পড়িয়া গেল, এবং একজন স্কাউটের পক্ষে এই খোলা মাঠ গোপনে পার হওয়া অসম্ভব মনে হইল। যাহা হউক, যে স্থানে এক দল লুকাইয়া ছিল তথা হইতে খোলা মাঠের কতক অংশ পর্য্যন্ত, দুই ফিট গভীর ঝোপজঙ্গলে পূর্ণ একটি নালা ছিল। তাহারা দেখিল বিপরীত দিক হইতে দুইটি বাছুর মাঠের ভিতর দিয়া

আসিতেছে, বাছুর দুইটি খোলা মাঠ পার হইয়া পূর্ব্বোক্ত নালার অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিল। তার পর একটু থামিয়া পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল।

এখন একজন স্কাউট আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিয়া এই নালাটি ব্যবহার করিতে চলিল, তাহার আশা হইল যে কোনরূপে নালার অপর প্রান্তে বাছুর দুইটির কাছাকাছি যাইতে পারিবে, এবং সেখানে গেলে হয়ত অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইবে, যাতে সে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারে অথবা তথা হইতে অন্তত উঁকি মারিয়া শত্রুর অবস্থান অপেক্ষাকৃত ভাল রূপে লক্ষ্য করিবার সুযোগ ঘটে। সে নালার প্রায় অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সেই নালা হইতে শত্রুপক্ষীয় এক জন স্কাউট তার প্রতি গুলি করিল। মধ্যস্থ (umpire) ইতিমধ্যেই নালায় তাড়াতাড়ি ঘোড়া দৌড়াইয়া আসিয়া দ্বিতীয় স্কাউটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অলক্ষিতে কিরূপে এখানে আসিতে পারিলে?" শত্রুপক্ষীয় স্কাউট উত্তর করিল, "আমি বুঝিতে পারিলাম অলক্ষিতে বা অদৃশ্যভাবে কিছুতেই খোলা মাঠের উপর দিয়া নালায় পৌছাইতে পারা যাইবে না। আমার প্যাট্রোল যে জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া ছিল তথায় আমি ঐ দুইটি বাছুর দেখিতে পাইলাম। এই দুইটি বাছুরের মধ্যে গিয়া তাহাদিগকে লেজে ধরিয়া চালাইয়া দিলাম এবং উভয়ের আড়ালে থাকিয়া খোলা নালার নিকট আসিয়াই বাছুর দুইটিকে ছাড়িয়া দিলাম, আর নালায় গড়াইয়া পড়িলাম; কেউ আমাকে দেখিতে পাইল না।

কি প্রকারে লুকাইয়া থাকিবে

কোন বন্যজন্তুর জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিলে,

অলক্ষিতে তোমাকে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে ;—অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়া এমন ভাবে তাহাদের নিকটে যাইবে, যেন তাহারা তোমাকে দেখিতে না পায়, এবং তোমার গায়ের গন্ধও না পায়।

কোন শিকারী যখন কোন বন্য জন্তুকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করিতে চায়, তখন সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া রাখে।

সমর স্কাউটও শত্রুসৈন্যের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহাই করিয়া থাকে।

সেইরূপ তোমরা যখন কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে চাও, কি লক্ষ্য করিতে যাও, তখন লোকটির দিকে মুখোমুখি চাহিয়া থাকিও না। যাহা জানিতে চাও তাহা দুই একবার আড়চোখে চাহিয়াই সংগ্রহ করিয়া লইবে; যদি তাহার সম্বন্ধে আরও বেশী জানিতে চাও, তবে তাহার পিছনে পিছনে হাঁটিয়া চলিবে। পশ্চাৎ দিক্ হইতে দেখিয়াই যথেষ্ট বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, এবং প্রকৃতপক্ষে সম্মুখের দিক্ হইতে দেখিয়া যাহা পারিবে, তাহা হইতে বেশীই পারিবে। তাহার উপর সেই ব্যক্তি যদি স্কাউট না হয় এবং ঘন ঘন পশ্চাৎ ফিরিয়া না চায় তবে তোমরা যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছ, তাহা জানিতেও পারিবে না।

যুদ্ধের স্কাউট এবং মৃগয়ার্থী শিকারী যখন অন্য কাহারো দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিতে চায়, তখন তাহারা দুইটি বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ করে। প্রথম, তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী জমি অথবা গাছপালা ও গৃহাদির রং যাহাতে তাহাদের পোষাকের রঙের অনুরূপ হয়, এ বিষয়ে সাবধান হয়।

দ্বিতীয়, যদি দেখা যায় শত্রু কি হরিণ তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য

করিতেছে, তবে তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চল ও স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং ওরা যতক্ষণ সেখানে থাকে ততক্ষণ একটুও নড়ে না।

স্কাউট এই প্রকারে, খোলা জায়গায় থাকিয়াও অপরের দৃষ্টি এড়াইতে পারে। পশ্চাৎভূমি (background) বাছিয়া লইবার সময় তোমার পোষাকের রং কিরূপ তাহা দেখিবে। যেমন, যদি তুমি থাকি পোষাক পরিয়া থাক, তবে সাদা চুণকাম করা প্রাচীরের সম্মুখে অথবা ঘন কৃষ্ণবর্ণের ছায়াযুক্ত ঝোপের সম্মুখে গিয়া কখনও দাঁড়াইবে না, কিন্তু থাকি রংএর বালুকা বা ঘাস কি পাথর তোমার পেছনে থাকে এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইবে—ও সম্পূর্ণ স্থির ভাবে থাকিবে; তাহা হইলে অল্প দূর হইতেও শত্রুর পক্ষে তোমাকে পরিচয় করা কঠিন হইবে।

যদি কাল রংএর পোষাক পরিয়া থাক, তবে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যাও অথবা কোন গাছের কি পাহাড়ের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াও। কিন্তু যেখানে যাও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে যে তোমার পেছনের দৃশ্যও যেন কাল হয়। তুমি যে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার পেছনের ভূমি যদি ফিকা রংএর হয়, তার উপর তোমার ছবি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিবে।

কোন পাহাড়ের উপর হইতে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে গেলে, তোমার চেহারাখানা কখনই যেন পর্ব্বতের শীর্ষস্থান অর্থাৎ পর্ব্বত ও আকাশের মিলন রেখার উপরে দেখা না যায়, এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। প্রথম স্কাউটিং শিক্ষার্থী (tenderfoot) সর্ব্বদাই এই ভুলটি করিয়া থাকে।

জুলু স্কাউট কি প্রকারে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য পর্ব্বত-শৃঙ্গ অথবা ক্রমোন্নত ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা দেখিয়া চমৎকার শিক্ষা লাভ করা যায়। ঘাসের উপর সটান ভাবে পড়িয়া এবং হাতে

পায়ে ভর করিয়া সে পাহাড়ে চড়ে। শৃঙ্গের উপর উঠিয়া, সে খুব ধীরে ধীরে ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া মাথাটি তুলিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না—দৃশ্যস্থল তার দৃষ্টি-গোচর হয়। দূরের শত্রুপক্ষকে দেখিতে পাইলে, ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া লয় ; কিন্তু যদি বুঝিতে পারে, যে শত্রুর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে, তবে অনেককাল মাথাটি সম্পূর্ণ স্থির করিয়া রাখে, যেন শত্রুপক্ষীয় লোকেরা তাহার মাথাকে একটি পাথর কি গাছের গোড়া বলিয়া ভুল করে। যদি সে ধরা না পড়ে—অর্থাৎ শত্রুগণ তাহাকে দেখিতে না পায়, তবে পুনরায় অতি ধীরে ইঞ্চির পর ইঞ্চি করিয়া ঘাসের মধ্যে মাথা লুকাইয়া লয়, এবং ধীরে সুস্থিরে হামাগুড়ি দিয়া আপন স্থানে ফিরিয়া যায়। চক্রবাল রেখার উপর হঠাৎ তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে মাথা নাড়িলে বহুদূর হইতে তৎপ্রতি অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া খুবই সম্ভব।

রাত্রিকালে যথা সম্ভব নিম্ন ভূমি অথবা নালা দিয়া গতিবিধি করিবে, তাহাতে তোমরা নিজে নীচের অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিবে, অথচ কোন শত্রু যদি কাছে আসে তবে তার চেহারা উচ্চ ভূমিতে নক্ষত্রালোকে ফুটিয়া উঠাতে সহজেই তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

রাত্রিকালে ঝোপের ছায়ায় নীচু হইয়া বসিয়া এবং নিশ্চলভাবে থাকিয়া একদা আমি শত্রু পক্ষীয় এক জন স্কাউটকে—পাক্‌ড়াও করিয়াছিলাম। স্কাউটটি আমাকে দেখিতে না পারাতে আমার মাত্র তিন ফিট দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; এবং সে পেছন ফিরিতেই আমি দাঁড়াইয়া তাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছিলাম। চলাফেরা করিবার সময় বিশেষভাবে রাত্রিকালে, চলা ফেরার সময় নিজেকে গোপন রাখিতে হইলে একটি কথা বেশ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে তোমাকে নিঃশব্দে চলিতে হইবে। হাঁটিয়া চলিবার সময় প্রায় সকল

মানুষেরই পা ফেলার শব্দ বহু দূর হইতে শুনা যায়। কিন্তু স্কাউট এবং শিকারী সর্ব্বদাই লঘু পদক্ষেপ, গোড়ালিতে ভর না দিয়া, পায়ের তলায় অগ্রপিণ্ডের উপর ভর রাখিয়া চলে। তোমরাও চলিবার সময় সর্ব্বদা এই প্রকারে হাঁটিতে অভ্যাস করিবে, সে দিনেই হউক কি রাত্রেই হউক ঘরের মধ্যেই হউক কি বাহিরেই হউক, যেন এই প্রকার যথাসম্ভব নিঃশব্দে ও লঘুপদে চলা তোমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়। তাহ'লে দেখিবে, এরকম হাঁটিবার অভ্যাস যত বেশী হইবে, দূরপথ হাঁটিয়া যাইবার শক্তিও তত বাড়িবে, এবং অধিকাংশ লোকের মত গুরু পদক্ষেপে ধপ্ ধপ্ করিয়া চলিলে যত শীঘ্র ক্লান্ত হওয়া যায়, তত শীঘ্র ক্লান্তও হইবে না।

কোন বন্য জন্তু কিংবা পাকা স্কাউটকে লক্ষ্য করিয়া সন্তর্পণে চলিবার সময় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে বাতাস যত মৃদু হউক না কেন তুমি এমন স্থানে থাকিবে যেন বায়ুস্রোত তোমার লক্ষ্যের দিক হইতে তোমার দিকে বহে।

অতর্কিতভাবে শত্রুর সন্ধান করিবার জন্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখিয়া লইবে কোন দিক্ হইতে বাতাস বহিতেছে ; এবং তাহা দেখিয়া বাতাসের বিপরীত দিক্ হইতে চলিতে থাকিবে। বাতাস কোন দিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছে, জানিবার জন্য, হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি মুখে দিয়া ভিজাইয়া লও ; অতঃপর আঙ্গুলটি উর্দ্ধমুখে ধরিয়া অনুভব কর কোন দিক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শীতল বোধ হইতেছে, অথবা পাতলা বালুকা কি শুষ্ক ঘাস কি পাতা উপর হইতে নীচের দিকে সোজা ভাবে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া লও, কোন দিক হইতে বাতাস বহিতেছে। আমেরিকার আদিম (Red Indian) স্কাউটগণ, শত্রুশিবিরের সন্ধান করিতে গেলে, পিঠে নেকড়ে বাঘের চামড়া বাঁধিত, হাতে পায়ে ভর

দিয়া নেকড়ের মত চলিত এবং শত্রুশিবিরের চারদিকে ঘুরিয়া নেকড়ে বাঘের ডাক ডাকিত।

অষ্ট্রেলিয়াতে এমু (emu) নামে খুব বড় এক প্রকার পক্ষী আছে—দেখিতে কতকটা উটপক্ষীর (ostrich) ন্যায়। এই এমু পক্ষী শিকার করিতে গিয়া, লোকেরা এমুর চামড়া গায়ে পরিয়া শরীর নত করিয়া এক হাত পক্ষীর মাথা ও গলার আকারে উপরে তুলিয়া ধরিয়া তার সন্ধান করে।

এক স্কাউট অন্য স্কাউটকে ষ্টক করিতেছে

("মাফেকিং ও পূর্ব্ব-আফ্রিকার চিত্রাবলী" নামক পুস্তক হইতে—মেসার্স স্মিথ, এলডার এণ্ড কোংএর অনুমতিক্রমে।)

আমেরিকার স্কাউটগণ, পাহাড়ে উচ্চস্তরে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার সময়, অথবা চক্রবালের উপর মাথা দেখা যায় এমন স্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিবার সময়, নেকড়ে বাঘের কর্ণ-সংযুক্ত-শিরশ্চর্ম্মের টুপী পরিয়া যায়, যাহাতে তাহাদিগকে দেখিলে নেকড়ে বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

আমাদের দেশের স্কাউটগণও, তৃণক্ষেত্র হইতে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবার সময়, মাথায় একগাছি দড়ি বা ফিতা বাঁধে এবং তাহাতে অনেকগুলি

ঘাস গুঁজিয়া দেয়,—এই ঘাসের কতকগুলি মাথার উপর সোজাভাবে থাকে, এবং কতকগুলি মুখের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদের মাথা দেখা যায় না।

কোন বৃহৎ প্রস্তর, মৃত্তিকাস্তূপ, বা অন্য কিছুর পশ্চাতে লুকাইয়া সন্ধান লইতে গেলে, তাহারা প্রস্তরাদির উপরে মাথা তুলিয়া তাকায় না, কিন্তু ঐ গুলির পাশ দিয়া চাহিয়া দেখে।

গোপনাভিগমন শিক্ষা দিবার প্রণালী

* * [পশ্চাৎ ভূমির সহিত পরিহিত পোষাকের বর্ণসাদৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনের জন্য] একটি বালক ৫০০ শত গজ দূরে গিয়া একটি একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পশ্চাদ্‌ভূমির সম্মুখে দাঁড়াক, যে পর্য্যন্ত না তাহার পোষাকের বর্ণ পশ্চাদভূমির সহিত মিলিয়া যায়।

প্যাট্রোলের অবশিষ্ট স্কাউটগণ লক্ষ্য করিবে—উপযুক্ত পশ্চাদভূমির সম্মুখে কেমন করিয়া সে দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায়। অর্থাৎ ধূসর বর্ণের সার্ট পরিহিত একটি বালক যদি কাল বর্ণের ঝোপের সাক্ষাতে দাঁড়ায়, তবে তাহাকে পরিষ্কার রূপেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—কিন্তু যদি সে ধূসর বর্ণের প্রস্তর কি গৃহের সম্মুখে দাঁড়ায় তবে তাহাকে তেমন পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইবে না। কাল রংএর সার্ট পরিহিত বালককে, সবুজ ঘাসপূর্ণ মাঠে, সুস্পৃষ্টরূপেই দেখা যায়, কিন্তু যদি খোলা দরজার ভিতরের অন্ধকার ছায়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তখন তাহাকে আর দেখা যাইবে না।

গোপনাভিগমন সম্পর্কিত ক্রীড়া

স্কাউট মৃগয়া

একজন স্কাউটকে বাহিরে গিয়া লুকাইয়া থাকিবার সময় দেওয়া হয়। তার পর অন্যান্য স্কাউট তাহাকে খুঁজিতে বাহির হয়। প্রথম

স্কাউট যদি ধরা না পড়ে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সকলের স্পর্শ এড়াইয়া যাত্রাস্থলে ফিরিয়া আসিতে পারে তবে তাহারই জয় হইবে।

সংবাদবহন

কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে, এক নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে একখানা পত্র লইয়া যাইবার জন্য একটি স্কাউটকে পাঠান হয়। বিরুদ্ধপক্ষীয় অন্যান্য স্কাউটগণ, তাহাকে তথায় যাইতে যাইতে যাতে বাধা দিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে, স্থানে স্থানে লুকাইয়া থাকে। পত্রধারী স্কাউট যথাস্থানে পৌছিবার পূর্ব্বে, যদি দুই জন বিরুদ্ধপক্ষীয় লোক তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে, তবে শত্রুপক্ষের কাছে ধরা পড়িয়াছে বিবেচিত হইবে।

ডাক ডাক দৌড় (ঘোড়ার ডাকের ন্যায় দৌড়)

দুই প্যাট্রোলে প্রতিযোগিতা করিবে—কারা দৌড়িয়া বা সাইকেলে চড়িয়া একটা সংবাদ হাত বদলাইয়া বদলাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে কোন দূর স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারে। একে একে তিনটি সংবাদ বা অভিজ্ঞানবস্তু (যেমন গাছের ডাল বা চারা গাছ) দুই মাইল বা কোন দূরতর স্থান হইতে পাঠাইতে প্যাট্রোলকে আদেশ করা হয়। প্যাট্রোল নায়ক আপন প্যাট্রোলকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবায় সময় পথে পথে সুবিধামত দূরে দূরে স্কাউট রাখিয়া যায়। এরা ডাক লইয়া দৌড়ে এবং প্রত্যেকে তার পরবর্ত্তী ডাকওয়ালার কাছে পত্র দিয়া ফিরিয়া আসে। ডাকওয়ালাদিগকে জোড়ায় জোড়ায় বসাইলে এক সঙ্গে উভয় দিক হইতে সংবাদ চলিতে পারে।

গোপনাভিগমন (বা সন্তর্পণে শিকারের সন্নিহিত হওয়া) উপদেষ্টা হরিণ সাজিবেন। তিনি লুকাইয়া থাকিবেন না; কিন্তু দাঁড়াইয়া

থাকিবেন অথবা ইচ্ছা হইলে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু পদচারণা করিবেন।

স্কাউটগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে যাইবে এবং প্রত্যেকেই আপন আপন পন্থামত উপদেষ্টা যাহাতে তাহাকে দেখিতে না পান, এমন ভাবে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিবে।

উপদেষ্টা কোন স্কাউটকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দাঁড়াইতে বলিবেন,—তার হার হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময় পরে উপদেষ্টা উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন :—"টাইম" (সময় হইয়াছে) অমনি স্কাউটগণ যে যেখানে আছে, ঠিক সেই স্থানেই দাঁড়াইবে। যে স্কাউট উপদেষ্টার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছে, তাহারই জয় হইল।

স্কাউটগণ নিঃশব্দে পা ফেলিয়া চলিতে পারে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য এই একই খেলা খেলিতে পারা যায়। মধ্যস্থ (umpire) আপন চোখ বাঁধিয়া দাঁড়াইবেন। যে স্থানে শুষ্ক ছোট ছোট ডালপালা আছে কিম্বা ছোট ছোট (নুড়ি) পাথর রহিয়াছে, তাহাই এই খেলা খেলিবার অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্থান। স্কাউটগণ অন্ধ শত্রুর সন্ধান ১০০ গজ দূর হইতেই আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি (ধর, দেড় মিনিট মধ্যে) কাজ সমাপন করিতে হইবে। অন্ধ ব্যক্তিকে স্কাউট এমন ভাবে স্পর্শ করিবে যেন সে তাহাকে স্পর্শ করিবার আগে তিনি তার কোন সাড়া না পান।

গোপনাভিগমন ও তাহার বিবৃতি

মধ্যস্থ কোন উন্মুক্ত স্থানে বা মাঠে দাঁড়াইবেন, স্কাউটদিগকে এক একজন করিয়া অথবা দুই দুইজন করিয়া বিভিন্ন দিকে আনুমানিক অর্দ্ধ মাইল দূরে পাঠাইয়া দিবেন। অতঃপর স্কাউটগণ যথাস্থানে পৌছিলে

মধ্যস্থ একখানা নিশান দেখাইবেন, তাহাতে বুঝা গেল খেলা আরম্ভ হইল এবং স্কাউটগণও তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করিয়া লইবে এবং তার পর মধ্যস্থের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা হামাগুড়ি দিয়া চলিবে এবং তিনি যাহা যাহা করেন তাহা লক্ষ্য করিবে। তিনি যখন পুনরায় নিশান নাড়িবেন, স্কাউটগণ উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার নিকটে আসিবে এবং প্রত্যেকে, পৃথক্‌ভাবে, তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন তাহার বিবৃতি দিবে। মধ্যস্থের আদেশ মত বিবৃতি মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে। খেলার সময় মধ্যস্থ চারদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এবং কোন স্কাউটকে দেখিতে পাইলেই তাহার মার্ক হইতে দুই পয়েণ্ট কাটিয়া লইবেন। তিনি নিজে সামান্য অঙ্গ চালনা করিবেন, যেমন কখনও বসিবেন, কখনও জানু পাতিয়া থাকিবেন, দুর্বীণ দিয়া দেখিবেন, রুমাল দিয়া মুখ বা হাত মুছিবেন, অল্পক্ষণের জন্য মাথার টুপি খুলিয়া লইবেন, বৃত্তাকারে কখন কখন বেড়াইবেন—যেন স্কাউটরা তাহার সম্বন্ধে বিবৃতির উপাদান পায়। শুদ্ধরূপে বর্ণনা করিতে পারিলে স্কাউটগণ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তিন মার্ক পাইবে। মধ্যস্থ খেলার পূর্ব্বেই একখানা Scoring card প্রস্তুত করিবেন। তাহা হইলে ফল বাহির করিতে কম সময় লাগিবে। এই কার্ডে প্রত্যেক স্কাউটের নাম থাকিবে, মধ্যস্থের প্রতি কার্য্য বা অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির জন্য এক একটি করিয়া স্তম্ভ থাকিবে; তাহাতে প্রতি স্কাউটের নামের সাক্ষাতে যে যত সংখ্যা পাইল তাহা লিখিতে হইবে, এবং অন্য এক স্তম্ভে যে স্কাউট তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়া যত সংখ্যা হারাইল তাহা লিখিতে হইবে।

মাকড়সা ও মাছি

এক মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রস্থ একটি স্থান পল্লী অঞ্চলেরই

হউক অথবা সহরের এক অংশেই হউক, মাকড়সার জালরূপে কল্পনা করিয়া লইবে, ইহার চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে এবং কোন্ সময় খেলা বন্ধ হইবে তাহাও ঠিক করিয়া লইবে।

এক প্যাট্রোল অথবা অর্দ্ধ প্যাট্রোল মাকড়সারূপে বাহির হইয়া আপনাদের লুকাইবার স্থান বাছিয়া নিবে।

পনর মিনিট পরে অন্য প্যাট্রোল কি অর্দ্ধ প্যাট্রোল, মাছি সাজিয়া, মাকড়সার অন্বেষণে বাহির হইবে। তাহারা ইচ্ছামত ক্রীড়াক্ষেত্রের যে কোন স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু কোন কিছু দেখিতে পাইলেই তাহা নায়ককে জানাইতে হইবে।

প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি থাকিবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (ধরা যাউক—দুই ঘণ্টা) মাছিরা যদি মাকড়সা দলকে বাহির করিতে না পারে, তবে মাকড়সাদের জয় হইল। মাকড়সার দলের কেহ যদি মাছির দলের কোন স্কাউটকে দেখিতে পায়, তবে তাহার নাম লিখিয়া রাখিবে। সেইরূপ মাছির দলের কেহ যদি মাকড়সার দলের কোন স্কাউটকে দেখে, তবে তাহারও নাম লিখিবে; তৎসহ কোন স্থানে সে লুকাইয়াছিল তাহাও লিখিতে হইবে।

উভয় দল দুই ভিন্ন রঙের অথবা দুই ভিন্ন কায়দায় পোযাক পরিবে, (যেমন—একদল পাগড়ী পরিবে)।

আসেগাই নিক্ষেপ

একটি পাতলা অল্প কিছু খড়ভরা ছালা, অথবা একখানা স্থূল কাগজ কিম্বা একখানা ফ্রেমে টানভাবে লাগানো একখণ্ড ক্যানভাস Target (চাঁদমারি)রূপে গ্রহণ কর।

লাঠির ভারী দিকের অগ্রভাগ সরু করিয়া কাটিয়া, অথবা লোহার

তীরের মুখ তাহাতে সংযোজিত করিয়া আসেগাই (বর্ষার মত) প্রস্তুত করিবে।

পতাকা আক্রমণ

("Aids to scouting" নামক পুস্তক হইতে—
মূল্য এক শিলিং। Gale and Polden.)

প্রত্যেক দিকেই দুই কি ততোধিক প্যাট্রোল থাকিবে। প্রত্যেক প্যাট্রোলেই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে একটী ঘাঁটি গঠন করিয়া তিনটী নিশান রক্ষা করিবে (রাত্রিকালে তিনটী লণ্ঠন মাটী হইতে দুই ফিট উচ্চে রাখা হইবে)। ঘাঁটি হইতে নিশানগুলি কমপক্ষে ২০০ গজ দূরে (রাত্রিতে ১০০ গজ দূরে) সংরক্ষিত হইবে। যে ঘাঁটি নিশানগুলি রক্ষা করিবার ভারপ্রাপ্ত হইবে, তাহারা একত্রে অথবা দুই দুই জন করিয়া লুকাইয়া থাকিবে। তার পর অন্য পক্ষ শত্রুর গতিবিধি ও অবস্থান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য স্কাউট প্রেরণ করিবে যখন ইহারা ঘাঁটি কোথায় আছে দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা নিশানের নিকটবর্ত্তী হইয়া, নিশান তাহাদের নিজ সীমায় আনিবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং হামাগুড়ি দিয়া বিপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবে। একজন স্কাউট একখানা নিশানের বেশী আনিবে না

এইরূপ ঘাঁটিতে প্যাট্রোল সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে অবস্থান করে:—

প প	প প	প প
দুইজন স্কাউট	দুইজন স্কাউট	দুইজন স্কাউট

প
প্যাট্রোল লীডার (নায়ক)

PPP
নিশানগুলি

যদি কোন স্কাউট প্রবলতর কোন দলের পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসে এবং শত্রুরা তাহাকে দেখিতে পায়, তবে তাহাকে তখনই "খেলার বাহির" করা হইবে। কিন্তু সে যদি শত্রুর পক্ষের দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া হামাগুড়ি দিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে তার কাজ ঠিক হইয়াছে ধরিতে হইবে।

যে সকল স্কাউট পাহারা দিবার জন্য ঘাঁটির রক্ষকরূপে পাহারায় নিযুক্ত, তাহারা তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহাদের শক্তি দ্বিগুণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহারা তাহাদের প্রতিবেশী অথবা আপনাদের স্কাউটিং পক্ষের নিকট এক একজন দূত প্রেরণ করিতে থারিবে।

প্রত্যেক ঘাঁটিতে এবং প্রত্যেক স্কাউটীং প্যাট্রোলের সঙ্গে এক এক-জন মধ্যস্থ থাকিবে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা বন্ধ হইবে, এবং সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিবৃতি দাখিল করিবার জন্য একত্র হইবে। নিম্নলিখিতরূপে মার্ক দেওয়া যাইতে পারে :—

প্রত্যেক নিশান বা লণ্ঠন দখল করিয়া আনিবার জন্য—৫

শত্রুর ঘাঁটির অবস্থানের প্রত্যেক ছবি বা বিবৃতির জন্য—৫

শত্রুপক্ষীয় স্কাউটিং প্যাট্রোলের গতিবিধির প্রত্যেক বিবৃতির জন্য—২

যে-পক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইবে তাহারই জয়।

ক্যাম্প ফায়ারা কথা—নং ১৫

জীব-জন্তু

বন্যজন্তুর ডাক—পশু পক্ষী—সরীসৃপ—মৎস্য—পোকামাকড়—খেলা—পাঠ্যপুস্তক।

পৃথিবীর মধ্যে বহু স্থানে স্কাউটরা পশু-পক্ষীর ডাক ডাকিয়া পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করে, বিশেষভাবে রাত্রিকালে, অথবা জঙ্গল মধ্যে কি কুজ্ঝটিকা ইত্যাদির ভিতরে। কিন্তু যদি তোমরা পশুপক্ষীর চালচলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে চাও, তাহা হইলে তাহাদের ডাক অনুকরণ করিতে পারিলে খুবই সুবিধা হয়।

ভারতীয় বেদে শৃগাল ডাকিতেছে

এই শিক্ষা মুরগীর বাচ্চা ডাকিয়া আরম্ভ করা যায়; অথবা কুকুরের সহিত কুকুরের ভাষায় কথা বলিয়া, তাহা হইলে দেখিবে, কুকুরের সক্রোধ বা সলীল গর্জ্জন বেশ উচ্চারণ করিতে পারিতেছ। পেঁচা, বন্য পারাবত, কোকিল প্রভৃতির ডাক অতি সহজে শিখিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষে দেখিয়াছি এক জাতীয় যাযাবর লোক শেয়ালের মাংস খায়। শেয়ালকে ফাঁদে ধরা বড়ই কঠিন—কারণ পশুদের মধ্যে তাহারা অতিশয় সংশয়শীল। কিন্তু এই জাতের বেদে ঠিক তাদের মত ডাকিয়া তাদের আনিয়া ধরিয়া ফেলে।

কয়েকজন লোক তাহাদের কুকুরসহ, কোন ছোট ক্ষেতের চারিদিক্‌-কার ঘাস ও ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। এই উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একজন বেদে শেয়ালেরা যে ভাবে পরস্পরকে ডাকিয়া থাকে সেই প্রকার ডাকিতে আরম্ভ করে। সে ক্রমে ক্রমে উধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে এমন ভাব প্রকাশ করে, যেন অনেকগুলি শেয়াল একত্রিত হইয়াছে। তারপর মনে হয় যেন, শেয়ালগুলি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, অবশেষে মনে হয় যেন তাহারা পরস্পরকে ধরিয়াছে ও ভীষণ-ভাবে কামড়া কামড়ি করিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এক আঁটি শুষ্ক পাতা এমন ভাবে নাড়িতে থাকে, যাহাতে মনে হয় অনেকগুলি জন্তু ঘাস ও নলখাগের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। তারপর সে মাটীতে পড়িয়া ধূলা উড়াইতে থাকে; তাহাতে তাহার শরীর আর দেখা যায় না, কিন্তু তার চীৎকার ও লড়াইর অনুকরণ চলিতে থাকে। নিকটস্থ কোন শৃগাল যদি সেই শব্দ শুনিতে পায়, সে লতা বন ছিঁড়িয়া, উন্মত্ত ভাবে লড়াইতে যোগ দিবার জন্য ছুটিয়া আসে। সেখানে গিয়া যখন শেয়াল দেখিতে পায় যে ঐস্থানে একজন মানুষ রহিয়াছে, সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা অবিলম্বে শেয়ালকে ধরিয়া মারিয়া ফেলে।

মিষ্টার উইলিয়ম্ লঙ "Beasts of the Field" নামক তাঁহার মনোরম পুস্তকখানিতে লিখিয়াছেন, কিরূপে তিনি একটা শম্বরকে ডাকিয়া

আনিয়াছিলেন। শম্বর প্রকাণ্ড একজাতীয় হরিণ ; নাকটি বিশ্রী ন্যুব্জ ও প্রলম্বিত। উত্তর আমেরিকা ও ক্যানাডার জঙ্গলে ইহারা বাস করে। ইহাদের নিকটবর্ত্তী হওয়া বড় শক্ত এবং রাগিলে ইহারা মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

মিষ্টার লঙ্‌ একখানি পাতলা নৌকায় (canoe) বসিয়া বড়শীতে মাছ ধরিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন পাশের জঙ্গলে একটি শম্বর ডাকিতেছে। তামাসা করিবার জন্য তিনি তীরে উঠিলেন এবং বার্চ্চ (Birch) গাছ হইতে এক টুকরা বাকল কাটিয়া নিয়া তাহা একটি মোচা বা সানাইর আকারে গোল করিয়া পাকাইয়া লইলেন, যেন একটি ধ্বনিবর্দ্ধন (megaphone) যন্ত্র (প্রায় ১৫ইঞ্চি লম্বা, বৃহত্তর প্রান্তের ব্যাস ৫ ইঞ্চি এবং মুখের দিকে এক কি দুই ইঞ্চি।) এই যন্ত্র দ্বারা মিঃ লঙ্‌ পুং শম্বরের ঘুৎকার শব্দ অনুকরণে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার ফল ভয়াবহ হইয়া পড়িল। সেই বৃদ্ধ শম্বরটি লতাবন ছিঁড়িয়া ছুটিয়া আসিল ; এমন কি তাঁহাকে ধরিতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কেবল প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া তিনি তাকে এড়াইতে পারিয়াছিলেন।

স্কাউটদের একটা প্রধান জিনিষ বড় বড় পশু (মৃগ) অর্থাৎ হাতী, সিংহ, গণ্ডার, বন্যশূকর, বড় হরিণ এবং ঐ জাতীয় বড় বড় পশুর অনুসরণ। এতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ভাল স্কাউট হওয়া চাই।

এই কার্য্যে যথেষ্ট রকম উত্তেজনা ও যথেষ্ট রকম বিপদাশঙ্কা দুই-ই আছে। পর্য্যবেক্ষণ, পদাঙ্ক-অনুসরণ, আত্মগোপন প্রভৃতি বিষয়ে আগে যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্তের প্রয়োগ এইখানে। যদি কৃতকার্য্যতা চাও, তবে এই সকলের অতিরিক্ত তোমাকে জন্তুদের চালচলন, স্বভাব এবং সব কিছু জানিতে হইবে!

আমি বলিয়াছি, স্কাউটব্রত-সাধনার একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মৃগয়া—অর্থাৎ

বড় বড় পশুর অন্বেষণ ; বলি নাই যে, পশুদের গুলি করা বা হত্যা করা একটা খুব বড় কথা। কারণ পশুপক্ষীদের যত বেশী জানিতে থাকিবে, ততই তাহাদিগকে ভালবাসিবে এবং শীঘ্রই দেখিবে, যে তখন তাহাদিগকে কেবল হত্যার জন্যই হত্যা করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। আর যতই তাহাদের চালচলন লক্ষ্য করিবে, ততই তাহাদের মধ্যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল দেখিতে পাইবে।

অরণ্যের সাহস-বিলসিত জীবনযাত্রা, শিকারী হইবার পরিবর্ত্তে অনেকস্থলে শিকার হইবার সম্ভাবনা, পশুদের পদাঙ্ক-অনুসরণের কৌতুক, গোপনে পেছন নিয়া চেষ্টা চরিত্র লক্ষ্য করা এবং তাহাদের রীতিনীতি শিক্ষা করা, এই হইতেছে মৃগয়ার সবটুকু আনন্দ। সর্ব্বশেষে পশুকে গুলি করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায় সমস্তের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। কোন সত্য কারণ ব্যতীত কোন স্কাউট পশু বধ করিবে না ; প্রকৃত কারণ থাকিলে যাহাতে সে যথাসম্ভব কম কষ্ট পায় সেই ভাবে অতি ক্ষিপ্র এবং সুনিশ্চিত আঘাতে তাহাকে হত্যা করিবে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে বহু "বড়-পশু"-শিকারী বন্দুকের গুলি অপেক্ষা ফটো ক্যামেরা দ্বারা শিকার করা বেশী পছন্দ করেন। তারও ফল একই প্রকারের কৌতুকপ্রদ। কেবল যখন ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন, তখন অবশ্যই মৃগের ছবি তুলিলে হইবে না, তাকে বধ করিতেই হইবে।

অল্পদিন হইল আমার ভাই পূর্ব্ব আফ্রিকায় "বড়-পশু"-শিকারে গিয়াছিলেন। সেখানে অরণ্যে বাস, হাতী, গণ্ডার, এবং অন্যান্য বড় বড় পশুর পদাঙ্ক-অনুসরণ, গোপন সন্ধান, এবং অবশেষে অতর্কিত ভাবে ক্যামেরার বোতাম টেপা—এই করিয়া অনেকগুলি শিকার আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি চুপিচুপি একটি হাতীর নিকটে উপস্থিত হইয়া ক্যামেরা খাড়া করিয়া, কাপড়ের তলে মাথা নিয়া নাভি লক্ষ্য করিতেছিলেন,

এমন সময় তাহার চাকর চীৎকার করিয়া উঠিল, "চেয়ে দেখুন মশায়।" এবং তৎক্ষণাৎ পলাইতে লাগিল। আমার ভাই কাপড়ের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়াই দেখিতে পাইলেন একটী প্রকাণ্ড হাতী তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—মাত্র কয়েক গজ দূরে। তিনিও ক্যামেরার বোতামটি টিপিয়াই আলোটি নিবাইয়া দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন। হাতী ক্যামেরা পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল, যেন সে বুঝিতে পারিল যে ইহা কেবলমাত্র একটি ক্যামেরাই, এবং তাহার নিজের বৃথা ক্রোধোন্মত্ততার জন্য, যেন হাসিতে হাসিতে পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া গেল।

মিঃ শ্ শিলিং প্রণীত "with Flash Light and Rifle in America" নামক পুস্তক বন্য জন্তুর সদ্যগৃহীত আলোকচিত্রের একটি মনোরম সংগ্রহ। এই চিত্রগুলি স্ফুরিতালোক (Flash light) সাহায্যে রাত্রিতে তোলা হইত, এবং তার জন্য তিনি যে তার মেলিয়া রাখিতেন, তাতে নাড়া দিয়া জন্তুরা নিজে কল টেপার কাজ করিয়া লইত।

তিনি এইরূপে সিংহ, হায়েনা, সর্ব্বজাতীয় হরিণ, জেব্রা এবং অন্যান্য বহু পশুর চমৎকার ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে এক সিংহ একটি হরিণ ধরিবার জন্য লাফ দিয়া একবারে শূন্যে উঠিয়াছে এরূপ একখানা ছবি আছে।

শূকর সমুদয় জন্তুর মধ্যে নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী। সে-ই প্রকৃত "জঙ্গলের রাজা" অন্যান্য সকল জন্তুই তাহা জানে।

অরণ্যমধ্যে যে জলাশয়ে পশুরা জলপান করে, তাহা যদি রাত্রিকালে মন দিয়া দেখ, তবে দেখিতে পাইবে, অন্যান্য জন্তুরা জলপান করিতে আসিবার সময়, লুক্কায়িত কোনও শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়াই যেন অতি সন্তর্পণে, কম্পিতকলেবরে, এদিক-ওদিক চাহিয়া অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু বন্য শূকর যখন আসে, সে আসে বলদৃপ্ত পদক্ষেপে তাহার প্রকাণ্ড মস্তক এবং সমুজ্জ্বল দন্ত এপাশ হইতে ওপাশে দুলাইয়া দুলাইয়া। সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না ; কিন্তু তাহাকে সকলেই গ্রাহ্য করে। এমন কি কোন কোন বৃহদাকার ব্যাঘ্রও যদি জল পান করিতে আসিয়া তাহাকে দেখে, সে একবার মাত্র খেঁকাইয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবে।

আমি জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্না রাত্রিতে প্রায়শই বাহিরে শুইতাম, শুধু জন্তুদের, বিশেষভাবে বন্য শূকরের, চালচলন দেখিবার জন্য। আমার কাছে এই তামাসা দেখাটা শিকারের জন্য পশুদের পাছে পাছে ছোটার সমানই কৌতুকজনক মনে হইত।

একটি বন্য শূকরের ছানা এবং চিতা বাঘের বাচ্চাও আমি ধরিয়া পুষিয়াছিলাম। সে দুইটা ছিল যেন দুইটি ছোট ভিক্ষুক বেচারী—ভারি মনোরম এবং কৌতুকপ্রদ। শূকরটি আমার বাগানে থাকিত ; যদিও একেবারে বাচ্চা অবস্থা হইতেই তাহাকে পালন করিয়াছিলাম, তবুও সে কোন সময়ই ঠিকভাবে পোষ মানে নাই।

ডাকিলে সে আমার নিকট আসিত, কিন্তু অতি সন্তর্পণে ; কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকটে সে যাইত না, কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তিকে তাড়া করিয়া তাহার ছোট দাঁত দিয়া তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিত।

বাগানের মধ্যে একটি গাছের গুঁড়ি ছিল, তার দিকে ও তার চার-দিকে ঘুরিয়া শূকরটি পূর্ণ বেগে ছুটিয়া বেড়াইত এবং তাহাতে তাহার দাঁতের ব্যবহার অভ্যাস করিত। একসঙ্গে পাঁচ মিনিটেরও বেশী সময় সে ক্রমাগত এই গাছের পাশে এবং চারদিকে সবেগে দৌড়াইয়া ৪ (চারি) সংখ্যার (ইংরেজী আটের) ছবি রচনা করিত এবং তার পর একপাশে শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িয়া হাঁপাইত।

আমার চিতাটিও ছিল একটি সুন্দর জীব, এমন লীলারসিক যে দেখিয়া আনন্দ হইত। কুকুরের মত আমার সঙ্গে বেড়াইত কিন্তু অপরিচিত লোক দেখিলে, কাহার সহিত যে কি ব্যবহার করিত, তাহার ঠিক ছিল না।

আমার বোধ হয় প্রথম জীবজন্তু পুষিয়া পরে বনে গিয়া তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলে তাহাদের কথা বেশী জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়।

বনে জঙ্গলে বড় বড় পশুর বিষয় জানিতে যাইবার আগে কিন্তু বাড়ীতেই পোষা এবং বন্য সব রকম জন্তুর প্রকৃতি অধ্যয়ন করিবে। প্রত্যেক স্কাউট যদি ঘোড়া, কুকুর, কিম্বা নানারকমের পাখী, বেজী কিম্বা জীবজন্তু, প্রজাপতি প্রভৃতি কোন জীব বাড়ীতে পোষে, তবে বেশ হয়।

যে সকল গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রত্যহ দেখা যায়, সেইগুলি—সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় প্রত্যক স্কাউটের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ঘোড়ার পরিচর্য্যা করিতে, তাহাকে দানা দিতে ও স্নান করাইতে, ঘোড়ার সাজপোষাক পরাইতে ও তাহা খুলিয়া নিতে এবং ঘোড়াকে আস্তাবলে (stable) নিয়া কি ভাবে রাখিতে হয়, এবং ঘোড়ার পায়ে কখনও দোষ হইলে তাহাকে যে আর খাটান অনুচিত, এসব তোমাদের জানা উচিত।

অপরাপর জ্ঞাতব্য গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে অবশ্য কুকুর অন্যতম। ভাল কুকুর যে কোন স্কাউটের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী। প্রয়োজনীয় বহুবিধ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যত দিন স্কাউট একটি ভাল কুকুরকে শিক্ষা না দিয়াছে ততদিন তাহাকে ঠিক ভাল স্কাউট বলা যাইতে পারে না। এই কাজে যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং স্নেহ ও কুকুরের প্রতি আন্তরিক অনুকম্পার প্রয়োজন। হারানো মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং সংবাদ প্রেরণ করিতে প্রায়ই কুকুরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে

“ট্রূপ্-ডগ” তৈরী করিয়া তার সাহায্যে স্কাউটেরা অনেক সুন্দর ও হিতকর কাজ করিয়া লইতে পারে।

সমুদয় জন্তুর মধ্যে কুকুরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনুষ্যধর্ম্মী; সুতরাং মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী। কুকুর সর্ব্বদাই ভদ্রাচারী; সর্ব্বদাই খেলার জন্য প্রস্তুত, কৌতুকপ্রিয় এবং অতিশয় বিশ্বাসী ও স্নেহপরায়ণ।

অবশ্য পশুপক্ষি-চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুবিধা সহরবাসী স্কাউট অপেক্ষা গ্রামবাসী স্কাউটের অনেক বেশী।

তবুও যাহারা বড় সহরে বাস করে, তাহারা চিড়িয়াখানায় বহু জাতীয় জীবন্ত পক্ষী দেখিতে পায় এবং প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের যাদুঘরে (Natural History Museum) তুলাঠাসা ও জীবন্ত আকারে রক্ষিত মৃত পক্ষীও দেখিতে পারে, সুতরাং যে সকল স্কাউট বালক বড় বড় সহরে বাস করে, তাহাদিগেরও পশুপক্ষিবিষয়ে নানাবিধ তথ্য অধিকাংশ লোকে যতটা জানে ততটা জানা থাকা উচিত।

যাদুঘরে বিবিধরকম বন্যপক্ষী, পশু ও পোকামাকড় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মান্দ্রাজে আছে একটি চমৎকার মৎস্য সরোবর (aquarium); মাছের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করা তার উদ্দেশ্য।

যে কোন স্থানের পার্কে অথবা তোমার জানালার নিকটে পক্ষীদিগকে আহার দিবার জন্য একটি বাক্স (feeding box) স্থাপন করিয়া বেশ পর্য্য-বেক্ষণের কাজ চালাইতে পার। তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, যদি তোমার কোন ছুটি উপলক্ষে রেলওয়ে যোগে কি সাইকেল চড়িয়া অথবা পায়ে হাঁটিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য গ্রামে যাইতে পার। তথায় অলক্ষিতে সাপ, শশক, উইচিংড়ে, পাখী, মাছ প্রভৃতির অনুসরণ করিবে; তারা যা যা করে লক্ষ্য করিবে; তাহাদের বিভিন্ন জাতি ও নাম, মাটির উপরকার

পদচিহ্ন কিরূপভাবে পড়ে, এবং তাহাদের বাসা, ডিম প্রভৃতি সব কিছু জানিয়া নিবে।

যদি সৌভাগ্যক্রমে তোমাদের কাহারও ক্যামেরা থাকে, তবে তার পক্ষে সব চেয়ে ভাল হইবে, জীবন্ত পশুপক্ষীর ফটো সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করা। সাধারণতঃ বালকেরা যে ভাবে ডাক-টিকিট, কুলচিহ্ন (crests) স্বাক্ষর প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা উল্লিখিত প্রকারে জীবন্ত পশুপক্ষীর ফটো তোলা দশগুণ বেশী কৌতুকপ্রদ। কারণ বাড়ীতে বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া লোককে বিরক্ত করিয়া ডাকটিকিট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে যে কোন গাধা।

স্কাউটরূপে তোমাদিগের নিম্নলিখিত জীবজন্তুর মধ্যে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব প্রাণীর রীতিনীতি অধ্যয়ন করা আবশ্যক :—

কৃষ্ণসার মৃগ,	শেয়াল,	বজ্রকাতী,	শল্যংকণ্ঠ বা কাঁটাচুয়া,
হরিণ,	খেঁকশিয়ালী,	উদ্বিড়াল,	গন্ধমার্জ্জার,
শশক,	বেঁজি,	চামচিকা,	কাঠবিড়ালি,
ইঁদুর,	সজারু,	ছুঁচো,	তাড়ীবিড়াল,
নেংটী ইঁদুর।			

এর প্রত্যেকটি জন্তুর পর্য্যবেক্ষণে আনন্দ আছে। একটি সিংহের অলক্ষিত অনুসরণ যেমন কঠিন, একটি বেঁজিরও তেমনি! এমন কি অতি সামান্য কাঁটাচুয়াও জন্তুদের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণের প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে। একটি কাঁটাচুয়া এবং একটি বিষধর সর্পের মধ্যে, এক লড়াইয়ের বিবরণ মিঃ মিলেইস তাঁহার "The Mammals of Great Britain and Ireland" নামক পুস্তকে দিয়াছেন।

ম্যামেল শব্দের অর্থ যার স্তন্যদায়িনী মা আছেন, অর্থাৎ যাহারা

জীবন্ত জন্মগ্রহণ করে, মুরগীর মত ডিম হইতে জন্মায় না; পক্ষীরা স্তন্যপায়ী জীব নহে।

সকলেই জানে কাঁটাচুয়া প্রায় সর্ব্বপ্রকার সরীস্থপের, বিশেষতঃ বিষধরদের, "জাতশত্রু", কিন্তু সে কি উপায়ে এমন ভয়ানক শত্রুকে পরাজিত করে, তাহা হয়ত অল্প লোকেই জানে।

"আমার পাহারাওয়ালা (চৌকিদার) একদিন গ্রীষ্মকালে, তার দৈনিক টহলে বিষধর সর্প-পরিপূর্ণ এক জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। সে দেখিতে পাইল একটি প্রকাণ্ড সাপ রৌদ্রে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সে গুলি করিয়া সাপ মারিতে যাইবে, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটি কাঁটাচুয়া অতি সতর্কভাবে শৈবালের উপর দিয়া যাইতেছে এবং নিঃশব্দে সেই সরীস্থপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তার পর সে দেখিল এক অদ্ভুত লড়াই। কাঁটাচুয়া শিকারের নিকট গিয়াই দাঁত দিয়া তার লেজ কামড়াইয়া ধরিল, এবং চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই, নিজের দেহ তাল পাকাইয়া একটি বলের মত হইয়া রহিল। সাপ কামড়ের যন্ত্রণায় জাগরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কাঁটাচুয়ার উপর এক প্রকাণ্ড ছোবল মারিল। কিন্তু কাঁটাচুয়া নড়িল না। উত্তেজিত বিষধর সোজা হইয়া ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। আবার নিজেকে মোচড়াইয়া ভীষণভাবে কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার দেহ রক্তাক্ত এবং মুখ একটা আঘাতের স্তূপ হইয়া উঠিল—কাঁটাচুয়ার কাঁটার ঘায়ে। অবশেষে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

"আরও দুই চারিটি অঙ্গ-চেষ্টা, যন্ত্রণার শেষ আক্ষেপ, তার পর মৃত্যু।"

কাঁটাচুয়া যখন বুঝিল যে সাপটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তখন সে

তাহার কামড় ছাড়িয়া দিল এবং ধীরে ধীরে শরীরের পিণ্ড খুলিল। তার পর ভোজন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া সাপটিকে ভক্ষণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় আমার চৌকিদারটিকে দেখিয়া ভয় পাইল এবং পুনরায় পিণ্ড পাকাইয়া যতক্ষণ না লোকটি বনের ভিতর সরিয়া গেল ততক্ষণ পড়িয়া রহিল।

আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি, জন্তুদের আচরণ তাহাদের সহজ জ্ঞান অর্থাৎ একটি জন্মগত ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা অনুমান করিয়া থাকি যে উদ্বিড়ালের বাচ্চাকে জলে দিলেই সে সাঁতার কাটিতে পারে; এ শক্তি তাহার স্বাভাবিক; হরিণশাবক মানুষ দেখিলেই পালায়, কারণ মানুষের প্রতি আছে তার স্বাভাবিক জন্মগত ভয়।

মিঃ ডব্লিউ লং তাঁহার "The Schools of the Woods" (বনের স্কুল) নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, জন্তুরা তাহাদের কুশলতার জন্য মায়ের কাছেই অধিক ঋণী—মায়ের কাছেই তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়। তিনি দেখিয়াছেন একটি উদ্বিড়ালী দুইটি শাবক পিঠে লইয়া কিছুক্ষণ জলে সাঁতার কাটিল। তারপর হঠাৎ ডুব দিয়া জলের তলায় চলিয়া গেল এবং শাবকগুলি জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তাহাদের মা নিকটেই পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া শাবকদিগকে সাঁতার কাটিয়া তীরে ফিরিয়া যাইতে সাহায্য করিতে লাগিল। এই প্রকারে মা শাবকদিগকে ক্রমে ক্রমে সাঁতার কাটা শিখাইয়া ফেলিল।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় একদা এক সিংহীকে দেখিয়াছিলাম; সে তাহার চারিটি ছোট শাবক নিয়া এক সারিতে বসিয়া আমার আগমন লক্ষ্য করিতেছিল। সিংহীকে দেখিয়া মনে হইল, মানুষ নিকটবর্ত্তী হইলে কি প্রকার আচরণ করিতে হইবে, তাহাই যেন সে শাবকদিগকে শিক্ষা দিতেছিল।

সে স্পষ্টই যেন শাবকদিগকে বলিতেছিল:—"দেখ বাচ্চারা! মানুষ দেখিতে কিরূপ, তাই এখন তোমরা ভালরূপে লক্ষ্য কর। তার পর তোমরা একে একে লাফাইয়া উঠিবে এবং লেজ নাড়া দিয়া পলায়ন করিবে। যখন ঘাসের মধ্যে তোমাদিগকে আর দেখা যাইবে না

শাবকদিগকে শিক্ষা দিতেছে

তখন গুড়ি মারিয়া চলিবে এবং আস্তে আস্তে পিছন দিকে অর্থাৎ যেদিকে বাতাস বহিতেছে, মানুষের সেই দিকে চলিয়া যাইবে। তার পর তাহাকে অনুসরণ করিও, মানুষটি যেন সর্ব্বদাই বাতাসের স্রোতের উজান দিকে থাকে, যেন তোমরা সর্ব্বদাই তাহার গায়ের গন্ধ পাইয়া জানিতে পার, সে কোন্ দিকে যাইতেছে; কিন্তু লোকটি তোমাদের গায়ের গন্ধ না পায়; এবং তোমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে।"

"The School of the Woods" নামক পুস্তকে মিঃ লং লিখিতেছেন—

একটি কাকের বাসা লক্ষ্য কর। একদিন দেখিবে পক্ষিমাতা বাসার নিকটে দাঁড়াইয়া, তাহার বাচ্চাদের উপর দিয়া আপন ডানা মেলিতেছে। শাবকগুলিও তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার ছোট ছোট পাখাগুলি বিস্তার করিবে। ইহা হইল প্রথম পাঠ।

পরের দিন হয়ত দেখিবে, পক্ষিমাতা পায়ের নখের উপর ভর দিয়া উঠিল এবং সবেগে পাখা নাড়িতে নাড়িতে নিজেকে সেই অবস্থায় রাখিতে লাগিল। শাবকগণ তাহার অনুকরণ করিয়া পাখা নাড়িল এবং অবিলম্বে বুঝিতে পারিল, তাহাদের পাখায় এত শক্তি আছে যে সেগুলি তাহাদের ভার বহন করিতে পারিবে। পরের দিন হয়ত দেখিবে, তাহাদের পিতামাতা উভয়েই, নিকটে এক শাখা হইতে অন্য শাখায় আসা-যাওয়া করিতেছে এবং লম্বা লাফ দিবার সময় পাখার সাহায্য নিতেছে। বাচ্চাগুলি এই খেলায় পিতামাতার সঙ্গে যোগ দেয় এবং দেখিতে দেখিতে শিখিয়া ফেলে উড়িবার কৌশল। জানেও না যে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পক্ষী

যাঁহারা পক্ষি-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পক্ষি-তত্ত্ববিৎ (ornithologist) বলে। মার্ক টুয়েইন নামে একজন কৌতুকপ্রিয় কিন্তু সহৃদয় মার্কিন লেখক বলেন:—"এমন লোকও পৃথিবীতে আছেন, যাঁহারা পক্ষি বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া থাকেন—পাখী-গুলিকে এতই ভালবাসেন যে অনাহার ও ক্লান্তি বরণ করিয়াও তাহারা নূতন জাতের পাখী খুঁজিয়া বধ করিয়া বেড়ান। ইহাদিগকে পশু-বিজ্ঞানবিৎ বলা হয়।

"আমি নিজে পক্ষি-বিজ্ঞানবিৎ হইতে পারিতাম, কারণ আমি পক্ষী ও জীবজন্তুকে খুবই ভালবাসিতাম এবং আমি এই বিদ্যা শিখিতে যাইতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম, একটি পাখী গাছের শুক্‌নো ডালে বসিয়া, মাথা পিছনে হেলাইয়া চক্ষু বিস্তৃত করিয়া গান করিতেছে।

কোন কিছু চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই আমি পাখীটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম ; সহসা তার গান বন্ধ হইয়া গেল, এবং ডাল হইতে সে পড়িয়া গেল—এক খণ্ড নেকড়ার মত শিথিল ; এবং আমি দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাকে কুড়াইয়া তুলিলাম ; তার প্রাণবায়ু তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। আমার হাতে তাহার শরীরখানা, তখনও উষ্ণ, মাথাটি এক দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে, যেন ঘাড়টি ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার চোখের উপর দিয়া একখানি সাদা পর্দ্দা পড়িয়াছে, মাথার পাশে এক বিন্দু শোণিত ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এবং এ কি ! চোখের জলের জন্য আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সেই অবধি যে জীব আমার অনিষ্ট করে নাই, এমন কোন জীবকে আমি হত্যা করি নাই, এবং ভবিষ্যতে আর কখনও হত্যা করিব বলিয়াও মনে হয় না।”

মার্ক টুয়েইন ভাল স্কাউটকে ভাল ‘পক্ষি-তত্ত্ববিৎ’ হইতে বলেন, কথাটি সাধারণতঃ ঠিক। অর্থাৎ স্কাউটগণ পাখীর অনুসরণ করিতে এবং পাখী যাহা যাহা করে তাহা লক্ষ্য করিতে ভালবাসে। কোথায় কিরূপে তাহারা নীড় নির্ম্মাণ করে তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আবিষ্কার করে। সাধারণতঃ বালকেরা যেমন পাখীর বাসা হইতে ডিম চুরি করিয়া আনিতে যায়, স্কাউট কখনই তাহা করে না।

কিন্তু কি প্রকারে পাখীরা ডিমে তা দেয়, কি প্রকারে ডিম ফুটায়, কি প্রকারে শাবকদিগকে খাইতে এবং উড়িতে শিখায় স্কাউট তাহা দেখিতে ভালবাসে। ডাক শুনিয়া এবং উড়িবার কায়দা দেখিয়াই সে প্রত্যেক জাতের পাখীকে চিনিতে পারে। কোন্ জাতীয় পক্ষী বারমাসই দেশে থাকে এবং কোন্ কোন্ পাখী বিশেষ ঋতুতে আসে তা সে জানে। কোন্ পক্ষী কিরূপ খাদ্য ভালবাসে, কি প্রকারে তাহারা তাহাদের পুরাতন পালক ফেলিয়া নূতন পালক ধারণ করে, কোন্ পাখী

কিরূপ বাসা প্রস্তুত করে এবং কোন্ পাখীর ডিম দেখিতে কি রকম তাও তার জানা।

বাড়ীতে পাখী পুষিয়া, বাড়ীর নিকটে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, বিশেষতঃ তাহাদিগকে প্রত্যহ খাদ্য দান করিয়া, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের অধ্যয়ন অনেকটা চলিতে পারে। কোন্ পাখী কিরূপ গান করে, কিরূপ কতকগুলি পুরুষ পক্ষী গান করিয়া পক্ষিণীর প্রণয় ভিক্ষা করে, আবার কতকগুলি গোলাবাড়ীর কুক্কুটের মত অপরকে আহ্বান করে; এসব দেখাতে ভারি আমোদ আছে। হেরিং গাংচিল গান করিতে চেষ্টা করিয়া এবং "মহিলাদের" সাক্ষাতে "বাহার" দেখাইবার চেষ্টা করিয়া নিজে কি ভয়ঙ্কর গাধাই বনে! বৃদ্ধ বায়সও "তথৈবচ"। তারপর কিরূপে ডিম হইতে শাবক বাহির হয় তা দেখাও বেশ আমোদজনক। কোন কোনটির গায়ে একটি পালকও থাকে না, একবারে উলঙ্গ, চক্ষু মুদ্রিত ও ওষ্ঠ বিস্তৃত। কারও বা সর্ব্বাঙ্গে নরম পাতলা পালক; বেশ তাহারা প্রাণবান ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত। যেমন, ছোট ছোট ডাহুকীর বাচ্চা: ডিম হইতে বাহির হইয়াই তাহারা সাঁতার কাটিতে পারে। মুর্গীর বাচ্চা জন্মিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়া দেয় এবং কীটপতঙ্গ ধরিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। আবার চড়ুই পাখীর ছানা বহুদিন পর্য্যন্ত অসহায় হইয়া পড়িয়া থাকে—তখন তাহাদের পিতামাতাকে তাহাদিগের আহার ও যত্নের ভার নিতে হয়।

৩

ভারতবর্ষে বহুবিধ পক্ষী আছে। নিম্নে কতকগুলি সচরাচর দেখা যায় এমন পাখীর নাম করা গেল; এই সকল পাখীকে দেখিয়া এবং কাকলি শুনিয়া স্কাউটদের চিনিতে পারা উচিত:—

ঘুঘু (Dove)	জীবঞ্জব (পার্ব্বত্য) (Pheasant)	মরুকুক্কুট (Sand-grouse)
ফিঙা (Drongo)	কোকিল (Koil)	তিতির (Partridge)
বন্য পাতিহাঁস (Wild-duck)	ভারুই (Quail)	কাকজীবঞ্জব (Crow-Pheasant)
বন্য রাজহাঁস (Wild goose)	ভেওয়ার (Plover)	কাদাখোঁচা (Snipe)
দোয়েল (Treepic)	ময়না (Mynah)	রাতকুঁড়ুলে বা ছাগল-পেষা (Night-Jar)
বক (Egret)	নিশাকাক (Night-heron)	বুলবুল (Bulbul)
খঞ্জন (Wagtail)	তালচঞ্চু (Swallow)	দাড়িওয়ালা (Barbil)
কাঠঠোক্‌রা (Wood-pecker)	গাঙ্‌চিল (Gull)	লঘুবেগা (Swift)
পেঁচা (Owl)	বাজ (Hawk)	সাগর লাঙ্কা (Yern)
শকুন (Vulture)	ঈগল (Eagle)	চিল (Kite)
হল্‌দে পাখী (Oriole)	কিরীটী পাখী (Hoopoe)	মানিয়া (Munia)
কলকণ্ঠ, সরালী (Babbler)	মধুকরভুক্‌ (Bee-eater)	কটকটে পাখী, চোখ-দয়ালা (Flycatcher)
তেলাকুচি (Roller)	মধুপায়ী (Sun-bird)	বাবুই (Weaver bird)
সমুদ্রকাক (Cormorant)	চড়ুই (Sparrow)	টিয়া (Parroquet)
মাছরাঙ্গা (King-fisher)	কাক (Crow)	টুনটুনি (Tailer bird)

কোন কোন দেশে অনেক জাতীয় পক্ষী প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছে,

কারণ বালকেরা তাহাদের বাসা পাইলেই সব ক'টি ডিম আত্মসাৎ করে। পাখীর বাসা চুরি ঠিক বড় জন্তু শিকারেরই মত। যে পাখীটি তুমি চাও, তার বাসা যে যে স্থানে থাকা সম্ভব বলিয়া তোমার শিকার-বুদ্ধি তোমাকে বলিয়া দিবে, সেই সেই স্থানেই তুমি তার সন্ধান কর। পাখীরা উড়িয়া ভিতরে আসে, উড়িয়া বাহিরে যায়, তুমি তা লক্ষ্য কর এবং তাহাদের বাসা কোথায় বোঝ; কিন্তু তখন গিয়া বাসাটি ভাঙিয়া সবগুলি ডিম লইয়া আসিও না। যদি বাস্তবিকই তুমি ডিম সংগ্রহ করিবার অভ্যাস করিয়া থাক, তবে একটি মাত্র ডিম বাসা হইতে লইবে, অন্যান্যগুলি রাখিয়া আসিবে। সকলের উপরে মনে রাখিও, "বাসাটি" নিয়া টানা-হেঁচড়া করিবে না। তাহা হইলে পাখী জোড়া বাসাখানা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এবং যে ডিমগুলি ফুটিয়া সুন্দর সুন্দর বাচ্চা বাহির হইত সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে।

ডিমসংগ্রহ অপেক্ষা স্বীয় বাসায় উপবিষ্ট পক্ষিমাতার ফটো তোলা বা চিত্র অঙ্কিত করা, কিম্বা বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাসার চিত্র সংগ্রহ করা শতগুণে ভাল।

স্কটল্যাণ্ডের এবার্ডিন নগর নিম্নলিখিত কারণে ভরতপক্ষী (Sky-larks)-এর জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মার্চ্চের শেষভাগে একবার ভীষণ প্রবল বায়ু ও তুষার ঝটিকা হইয়াছিল। দেশের ভিতরকার উচ্চভূমি মাত্রেই বরফ ও তুষারস্তূপের নীচে এমনিভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল যে পাখীগুলিকে সমুদ্রতীরের নিকটে নিম্নভূমিতে নামিয়া যাইতে হইয়াছিল। সমুদ্রপার্শ্বের মাঠগুলি পাখীতে একবারে ছাইয়া গিয়াছিল।

বহু লোক তখন সূতা, জাল, ফাঁদ এবং বন্দুক লইয়া পাখী ধরিতে

বাহির হইয়াছিল। জীবন্ত ধরা পড়িয়াছিল অনেক, সেগুলি বিক্রয়ের জন্য লণ্ডন এবং অন্যান্য বড় বড় সহরের বাজারে পাঠান হইত।

এক ভদ্রলোক দেখিলেন, একটা লোক এক খাঁচা বিক্রয় করিতে নিতেছে। খাঁচাটি পাখীতে একবারে ভয়ঙ্কর ভাবে ভর্ত্তি। বন্দী হইয়া সবগুলি পাখী আতঙ্কে পাখা ঝাপ্টাইতেছে, এবং পলায়নের জন্য পাগল হইয়া একটি আরটির উপর ছোটাছুটি করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার এতই দুঃখ বোধ হইল যে তিনি সবগুলি কিনিয়া লইলেন এবং মাল-গুদামে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের জন্য যথেষ্ট স্থান, খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা করিলেন।

তারপর তিনি জানাইলেন যে, যতগুলি লার্ক বিক্রয়ের জন্য ধরা পড়িবে, সবগুলিই বাজারদরে কিনিয়া নিতে তিনি প্রস্তুত। এই ভাবে তিনি এক হাজার পাখী সংগ্রহ করিলেন। এই গুলিকে রাখিলেন এক প্রকাণ্ড কোঠায়—যেখানে তাদের অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা এবং যথেষ্ট খাদ্য লাভ হইল। ভোরবেলা নাকি তাহাদের গান কানে তালা লাগাইয়া দিত এবং সেই গান শুনিবার জন্য ঘরের চালে অসংখ্য পাখী জড় হইত।

অবশেষে "দুর্য্যোগ" কাটিয়া গেল ; সূর্য্য আবার আকাশে দেখা দিল, এবং মাঠ আবার সবুজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন যিনি দুর্যোগে পাখীগুলিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন সেই সহৃদয় লোকটি পক্ষিশালার বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। পাখীগুলি দলে দলে আনন্দে বাহির হইতে লাগিল এবং কলস্বরে প্রাণ ঢালিয়া সমুজ্জ্বল আকাশে উধাও হইল, অথবা নিকটবর্ত্তী মাঠে কি জঙ্গলে উড়িয়া গেল। সেইখানে তাহারা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া এবং ডিমে তা দিয়া শাবক জন্মাইল ; তাহাতেই আজকাল এবারডিন সহরের আশেপাশে Larkএর সুমধুর কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া যায়।

সরীসৃপ ও মৎস্য ইত্যাদি

নিম্নলিখিত জীবগুলিকে স্কাউট মাত্রেরই চিনিয়া রাখা উচিত :—

সর্প, টিকটিকি ও গিরগিটি, কুম্ভীর, কচ্ছপ, ভেক, সোনা-বেঙ্ ইহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায়, এবং সচরাচর বিভিন্ন জাতের দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্কাউটের নিজের খাদ্যের জন্য মাছ ধরিতে পারা উচিত—যদি তাহা তার ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হয়।

যে টেণ্ডার-ফুট (Tender-foot) মৎস্য-পূর্ণ নদীতীরে থাকিয়াও অনাহারে মরিতে বসে, তাহাকে খুবই বোকা মনে হয়; অথচ যে কখনো মাছ ধরিতে শিখে নাই তাহার জীবনে এমনটা ঘটিতে পারে।

স্কাউটের অনেকগুলি গুণ মৎস্যশিকারে বিকাশ লাভ করে, বিশেষতঃ যদি টোপ দিয়া মাছ ধরিতে যাও। মাছের চালচলন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে হয়ঃ কিরূপ স্থানে সে সাধারণতঃ চরে, দিনের কোন্ সময়ে এবং কিরূপ আবহাওয়ায় সে আহার গ্রহণ করে, কিরূপ খাদ্য সবচেয়ে ভালবাসে, কতদূরে সে দেখিতে পায় ইত্যাদি। এসব বিষয় না জানিয়া তুমি যদি বঁড়শি লইয়া বসিয়া বসিয়া মুখ মলিন করিয়া ফেল, তথাপি একটি মাছও ধরিতে পারিবে না।

সাধারণতঃ স্রোতোজলেই মাছের বিশেষ আড্ডা। একবার একটি মাছকে যথাস্থানে দেখিতে পাইলে, তুমি চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়া তাহার নিকট যাইতে পার এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পার।

তারপর তোমার বঁড়শির সূতার কোমল তন্তুগুলিতে বিশেষ বিশেষ গেরো দিতে পারা চাই; আনাড়ীর পক্ষে এসব একটা ধাঁধাঁর মত ঠেকিবে। আর একটা প্রয়োজন অফুরন্ত ধৈর্য্য। ঝোপে ঝাড়ে বা

নলখাগড়ায় সূতা বাধিয়া যায়, বঁড়শি কাপড়ে বিঁধিয়া যায়, অথবা আর কিছু না হইলেও সময়ে সময়ে সূতায় আপনা আপনি গেরো লাগিয়া যায়। তখন রাগ করা বৃথা। এই সময় দুইটি কাজ করিতে হয়ঃ—প্রথমতঃ দাঁত বাহির করিয়া হাসিবে, দ্বিতীয়তঃ, বেশ ধীরে সুস্থে সূতা মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। তারপর সূতা ছিঁড়া বা অন্য দুর্ঘটনাতে মাছ হারাইয়া তোমাকে কত নিরাশ হইতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিবে যে, প্রথম মৎস্যশিকারে গেলে সকলের ভাগ্যেই এই প্রকারের বাধাবিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; এবং তা অতিক্রম করিতে পারিলেই শেষ কালটাতে জিনিসটা বিশেষ উপভোগ্য হইয়া দাঁড়ায়।

মাছ ধরিতে পারিলে তোমরাও আমার মত করিবে—কেবল যেগুলি তুমি খাইতে চাও, বা নমুনার মত রাখিতে চাও, সেগুলি বাদে বাকী সবগুলি মাছ ধরিবা মাত্রই জলে ছাড়িয়া দিবে।

মাছের মুখে শুধু চামড়া থাকে, তাহাতে বঁড়শির খোঁচা লাগিয়া যে সামান্য সামান্য ক্ষত হয়, সেইগুলি বেশী সময় তাহাদিগকে কষ্ট দেয় না। তাহারা পুনরায় জলে পড়িয়াই আনন্দে সাঁতার কাটিয়া তাহাদের জল-জীবনের সুখ উপভোগ করিবার জন্য ছুটাছুটি করে।

মাছ ধরিতে গিয়া যদি শুকনো পতঙ্গ ব্যবহার কর অর্থাৎ বঁড়শির টোপ্‌কে জলের তলায় না ডুবাইয়া জলের উপরে ধরিয়া রাখ, তাহা হইলে তোমার নিজেকে গোপন করিয়া মাছের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঠিক যেমন হরিণ বা পশু শিকারের বেলায় কর। কারণ ট্রাউটের দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ আর সে খুব ভীরু।

ফাঁদ পাতিয়া বা জাল ফেলিয়া অথবা কাঁটা বর্শার দ্বারা গাঁথিয়া (যেমন স্কাউটদিগকে প্রায়শই করিতে হয়) মাছ শিকার করিতে পার। আমি এইভাবে অনেকবার ধরিয়াছি; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে

গেলে অভ্যাসের প্রয়োজন। কিন্তু একটি প্রথা বন্ধ করিতে স্কাউটদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা বিষ প্রয়োগে অথবা অন্য উপায়ে স্থানবিশেষের সমুদয় মৎস্য মারিয়া ফেলার প্রথা। অজ্ঞ গ্রাম্য লোকেরা প্রায়শঃ এইরূপ করিয়া থাকে।

সাপ সম্বন্ধে অবশ্য স্কাউটদের জ্ঞান থাকা চাই। কারণ প্রায় সকল দেশের অরণ্যমধ্যেই বহুতর সাপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের অনেকগুলিই ভয়ানক বিষধর।

যদি কাহাকেও সাপে কাটে, বিশেষ চেষ্টার সহিত সাপটি ধরিবে এবং রোগী ও সাপকে একসঙ্গে চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইবে, কারণ কোন্ জাতীয় সাপে কামড়াইয়াছে জানিতে পারিলেই, উপযুক্ত চিকিৎসা চলিতে পারে।

বোম্বাইর প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত সমিতি (Bombay Natural History Society) দ্বারা প্রকাশিত "চিত্রমান" (chart)এর সাহায্যে ভারতবর্ষের বিষাক্ত সাপগুলি চিনিতে পারা যায়। গায়ের রঙ্ দেখিয়া ঠিক করার মূল্য নাই, কারণ অনেকস্থলে যে সাপের বিষ নাই, তাহার গায়ের রঙ্ এবং তীব্র হলাহল-ধারী সাপের গায়ের রং প্রায় এক প্রকার।

সাপের একটা ভয়ানক কৌশল আছে; সে তাঁবুর মধ্যে, কম্বলের তলায় কি বুটজুতার ভিতর অদৃশ্য ভাবে প্রবেশ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। যাহাদের শিবিরে বাস করিয়া অভ্যাস, তাহারা রাত্রে গিয়া অতি সাবধান হইয়া, কম্বলগুলি ওলটপালট করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং প্রাতঃকালে বুটজুতা পরিবার পূর্ব্বে তাহা ভালরূপে ঝাড়িয়া লয়। আমি সেই পুরানো অভ্যাসবশে বাড়ীতেও তাহাই করিয়া থাকি।

সর্পেরা সাধারণতঃ বন্ধুর কোন কিছুর উপর দিয়া চলিতে চায় না।

এই জন্য ভারতবর্ষে গৃহের চারিদিকে ধারাল কাঁকর দ্বারা এক রাস্তা প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে সাপ বাগান হইতে গিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রেরীতে শিকারিগণ কম্বলের চারিদিক ঘিরিয়া মাটিতে চুলের দড়ি ফেলিয়া রাখে।

চুলের দড়িতে এত বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুঁয়া বাহির হইয়া থাকে যে তাতে বুক কুট্‌কুট্‌ করার জন্য সাপ তাহার উপর দিয়া চলিতে পারে না।

আমি স্কুলে পড়িবার সময় লম্বা লাঠির প্রান্তে একটি ছোট দুই ডাল অস্ত্র লাগাইয়া সাপ ধরিতাম। সাপ দেখিলেই আমি তার পিছন নিতাম, এবং তার ঘাড়ে লাঠির কাঁটা চাপিয়া ধরিতাম, তারপর পুরাতন কম্বলের দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া নিয়া যাহারা জীবজন্তু পোষে তাহাদের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যাইতাম। কিন্তু সাপ জিনিসটী বড় আদরের পাত্র নন। অধিকাংশ লোকই সাপ দেখিলে ভয় পায়। স্থতরাং যে বাড়ীতে চাকর-বাকর ও অন্যান্য লোকেরা যাওয়া-আসা করে, তথায় সাপ রাখা সদ্বিবেচনার কাজ নহে।

বিষধর সর্পের মুখ-গহ্বরে একটি বিষের থলিয়া থাকে। তাহাদের বিষদাঁত বা লম্বা ছুঁচালো দাঁত দুইটি একপ্রকার কব্জার উপর বসান। সাধারণতঃ এই দাঁত, মাড়ীর পাশ দিয়া বিছান থাকে। কিন্তু যখন সাপ রাগিয়া যায় এবং কাহাকেও দংশন করিতে চায়, তখন দাঁত দুইটি সোজা হইয়া দাঁড়ায় এবং সে ছোবল মারিয়া শত্রুর গায়ে তাহা বিঁধাইয়া দেয়। এইরূপ করিবার সময় বিষ তাহার গণ্ড বা বিষ-ভাণ্ডের ভিতর হইতে বাহির হইয়া দাঁতের আঘাতে চামড়াতে যে দুইটি ছিদ্র হয় তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। বিষ তখন সর্প-দষ্ট ব্যক্তির শিরার ভিতর দিয়া রক্তের সহিত মুহূর্ত্তমধ্যে দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া মারাত্মক হইয়া

পড়ে—যদি না দংশন মাত্রই রক্ত চুষিয়া ফেলিয়া এবং উপরের দিকে শিরা বাঁধিয়া দিয়া রক্ত চলাচল বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা যায়। সাপের বিষ গিলিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

পোকা-মাকড় ইত্যাদি

পোকামাকড় সংগ্রহ করা, তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তাহাদের ছবি তোলাতে বেশ আমোদ আছে।

যে স্কাউট মাছ ধরে অথবা পক্ষী ও সরীসৃপ বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করে তাহার পোকামাকড় সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক ; কারণ মাছ, পক্ষী ও সরীসৃপ বৎসরের এক এক ঋতুতে এবং দিনের এক এক সময়ে এক এক জাতীয় পোকামাকড় ধরিয়া খায়।

নিম্নলিখিত পোকামাকড় বিষয়ে স্কাউটগণ অধ্যয়ন ও গবেষণা করিবে ঃ—

ঝিঁঝিপোকা	মশা	ছারপোকা
পতঙ্গ (moth)	পিপীলিকা	গোবর-পোকা
ফড়িং	প্রজাপতি	মাকড়সা
জোনাকী	খদ্যোত (firefly)	মৌমাছি
কাঁকড়া	বিছা	বোল্‌তা
উকুন	ভীমরুল	

কেবল মধু-মক্ষিকা সম্বন্ধেই বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে ; তাহারা মৌচাক নির্ম্মাণকালে আশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা বহুদূর হইতে, এমন কি তিন ক্রোশ দূর হইতেও পথ চিনিয়া মৌচাকে ফিরিতে পারে। মধু প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে মিষ্ট রস মিশাইবার জন্য তাহারা উপযুক্ত ফুলের অন্বেষণে গমন করে এবং মধু লইয়া মৌচাকে ফিরিয়া আসে।

মৌমাছিরা একটি আদর্শ সম্প্রদায়, কারণ তাহারা তাহাদের রাণীকে মান্য করিয়া চলে এবং যে সকল মৌমাছি কাজ করিতে পারে না, তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

তার পর কতকগুলি কীটপতঙ্গ খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। লবণের কাজ পিঁপড়া দিয়া চালান যায়। শলভ একজাতীয় বৃহদাকার পতঙ্গ ভারতের কোন কোন স্থানে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ম্যাফেকিংএ দুই এক ঝাঁক পাইয়া আমরা ভারি খুসী হইয়াছিলাম। তখন তাহারা মাটিতে বসিতেই আমরা থালি ছানা লইয়া সেখানে গেলাম এবং যেই তাহারা উড়িতে যাইতেছিল অমনি আঘাত করিয়া করিয়া তাহাদিগকে মারিতে লাগিলাম। পরে সেগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করা হইল এবং আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইল।

উপদেষ্টাগণের প্রতি ঈঙ্গিত

কর্ম্মাভ্যাস

* * স্কাউটদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিবৃতি-দান করিতে বলিবে ঃ—

পল্লী অঞ্চলে ঃ—ইঁদুর কি প্রকারে তাহার গর্ত্ত খনন করে। যখন একদল হরিণ ভয় পাইয়া পলায়ন করে, তখন কি প্রত্যেক হরিণ, অন্য সঙ্গীরা দৌড়ায় বলিয়াই দৌড়ায়, না, প্রত্যেক হরিণ পলায়নের পূর্ব্বে চারি-দিক চাহিয়াও দেখে, বিপদটা কি প্রকারের? কাঠঠোকরা কি গাছের ছাল ভেদ করিয়াই পোকা ধুরে, না কোঠর হইতেও পোকা ধরে? অথবা তাহারা কিরূপে পোকা ধরে ইত্যাদি।

সহরে ঃ—স্কাউটদিগকে সহরের মধ্যে ঘুরিতে পাঠাও। তাহারা কোন খোঁড়া বলদ বা ঘোড়া, অথবা মুখে ফোড়া কি ক্ষত আছে এমন কোন বলদ কি ঘোড়া দেখিতে পাইলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে।] * *

সিংহ মৃগয়া

একজন স্কাউট সিংহের পাঠ অভিনয় করিবে। সে তাহার পায়ে ট্র্যাকিং কাঁটা পরিয়া এবং পকেটে কতকগুলি বোতাম বা ছোট ছোট দ্রব্য ও ছয়টা টেনিস বল কি নেকড়ার বল লইয়া, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যাত্রা করিবে। অতঃপর অবশিষ্ট প্যাট্রল প্রত্যেকে এক একটি টেনিস বল সহ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে ঃ বলগুলিই তাহাদের বন্দুক। সিংহ লুকাইয়া থাকিতে পারে, অথবা হামাগুড়ি দিয়া, কি দৌড়িয়াও চলিতে পারে—সে নিজ ইচ্ছামত সুযোগ বুঝিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। কিন্তু শক্ত এবং পিচ্ছল মাটির উপর দিয়া যাইবার সময়, তাহার পথের (trail)এর চিহ্ন প্রদর্শন করিবার জন্য দুই চারি গজ দূরে দূরে কয়েকটি বোতাম বা ক্ষুদ্র দ্রব্য তাহাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে।

শিকারী দল সিংহকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে, কোন দলেরই জয় হইল না। শিকারী যখন সিংহের বাসস্থানের নিকট যাইবে, তখন সে তাহার টেনিসবল শিকারীর উপর ছুঁড়িয়া মারিতে চেষ্টা করিবে। সিংহের বল কোন শিকারীর পায়ে লাগিলে, শিকারী তৎক্ষণাৎ হতের অভিনয় করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, সে আর কোন বল নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। সিংহের গায়ে শিকারীদলের কেহ বল ছুঁড়িয়া মারিতে পারিলে সিংহ আহত হইল। তাহার উপরে যদি তিনটি বল পড়ে তবে সে হত হইল। টেনিস্ বল দ্বারা কেবল একবারই গুলি করা যায়। বল একবার ছুঁড়িয়া মারিলে, সেই বলদ্বারা আর দ্বিতীয় বার গুলি করা যায় না।

খেলার পরে প্রত্যেক স্কাউট তাহার আপন বল কুড়াইয়া লইয়া ফিরাইয়া দিবে।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী

"The Jungle Book," by Rudyard Kipling. Price 6s.

"An Old Wolf's Favourites: Animals I have known," by Lord Baden-Powell of Gilwell. 1s. 6d., paper; 2s. 6d., cloth.

"Birds of an Indian Village," by Dewar. Rs. 1-4.

"Indian Birds: Key to Identification," by Dewar. Rs. 5-14.

"Birds of Calcutta," by Frank Finn.

"Tribes on my Frontier," by E. H. A.

"Zoology," by Pfleidener.

"Birdcraft of Young India," by Joseph Ross and E. L. King.

ক্যাম্পফায়ারীর কথা—১৬নং

উদ্ভিদ

বৃক্ষ ও বৃক্ষপত্র—আহার্য্যরূপে উদ্ভিদ—উদ্ভিদ সম্বন্ধে কর্ম্মাভ্যাস ও খেলা।

উদ্ভিদ যদিও জীবজন্তু শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তথাপি স্কাউটগণের এই বিষয়েও অল্পবিস্তর জ্ঞানার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। স্কাউট যে অঞ্চল দেখিয়া আসিয়াছে, অনেক সময়ই সেই স্থান সম্বন্ধে তাহাকে বিবরণ লিখিতে হয়। সেই স্থান অরণ্যসমাকুল হইলে, বিবরণের পাঠকগণ জানিতে চাহিবে অরণ্যে কোন্ কোন্ জাতীয় বৃক্ষ আছে।

যেমন অরণ্যে যদি দেবদারু বৃক্ষ থাকে, তবে বুঝিতে পারা যাইবে, সেখানে সেতু নির্ম্মাণের উপযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড সকল পাওয়া যাইবে। তথায় নারিকেল বৃক্ষ থাকিলে নারিকেল ফল এবং খেজুর গাছ থাকিলে খেজুর ফল ও খেজুর রস খাদ্য ও পানীয় রূপে ব্যবহার করিতে পারা যাইবে।

সুতরাং স্কাউট নিজ দেশের বিবিধ বৃক্ষের নাম ও তাহাদের আকার জানিয়া রাখিবে।

স্কাউট প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিবে এবং বৃক্ষস্থ পত্রের সহিত সংগৃহীত পাতাগুলি মিলাইয়া দেখিবে। অতঃপর বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ, মোটামুটি কিরূপ দেখায়, তাহাও লক্ষ্য করিবে, যেন, যে-কোন সময়ে দূর হইতেই উহা কোন্ জাতীয় বৃক্ষ তাহা সে নির্ণয় করিতে পারে।

নিম্নে কতকগুলি বৃক্ষের নাম প্রদত্ত হইল। স্কাউটগণ এই সকল বৃক্ষ দেখিলেই চিনিয়া লইতে পারে:—

কুলগাছ	জঙ্গলী আতা	বেল	Flame of the forest
নিম	তেঁতুল	Gold Mohour	লাল দেবদারু
Drumstick	Camel's foot	সেগুণ	Rose wood
পেয়ারা	ডুমুর	কাঁটাল	Red wood
অশোক	শাল		শোলা
Silk Cotton (তুঁতে)	Portia	Cassia	নারিকেল
চন্দন	আম	Acacia	Terminalia (তেঁতুল)
শিরীষ	Raintree	মহুয়া	শিশু
Sarisage	বট্	Pipal	
খেজুর	Palmyra	সুপারী	
চম্পা	Dillenia	Casuœrina	

উদ্ভিদ

বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন, কোন্ কোন্ উদ্ভিদ খাদ্যের উপযুক্ত। মনে কর, কোনরূপ খাদ্য সঙ্গে না লইয়া তোমাকে জঙ্গলে যাইতে হইল! খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদের বিষয় যদি তুমি না জান, তবে তোমাকে হয়ত অনাহারে অথবা বিষাক্ত ফল পাতা খাইয়া মরিতে হইবে। কারণ

কোন্ উদ্ভিদ আহার্য্য এবং কোন্‌টি বিষাক্ত তুমি তাহার কিছুই জান না।

জঙ্গলে বহু বেরী জাতীয় ফল, সুপারী জাতীয় ফল, মূল, বল্কল এবং পাতা আছে, সেগুলি খুব উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য।

নানা জাতীয় শস্য ও বীজ, সজীমূল, ঘাস ইত্যাদিও স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের লোকেরা জলজ আগাছা খায়। কোন কোন জাতীয় শেওলাও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপদেষ্টাগণের প্রতি ইঙ্গিত

কর্ম্মাভ্যাস

* * স্কাউটগণকে লইয়া গিয়া বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের ও লতাগুল্মের পাতা, ফল, ফুল ও কলি সংগ্রহ কর। বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের পাতা সংগ্রহ কর; স্কাউটগণ প্রতি পাতার ছবি আঁকিবে এবং তাহার নাম লিখিয়া দিবে।

পল্লীঅঞ্চলে স্কাউটেরা সর্ব্বজাতীয় শস্য সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করিবে :—কোন্ সময়ে কোন্ শস্য জন্মে—শস্য অঙ্কুর হইতে পরিপক্ক ফল পর্য্যন্ত কোন্ অবস্থায় কিরূপ আকার ধারণ করে; যেন শস্যের ক্ষেত্র দেখিয়াই তাহারা বলিতে পারে ইহা কোন্ জাতীয় শস্য।

সম্ভব হইলে একটি বাগান প্রস্তুত কর—প্যাট্রলের সকলে মিলিয়া, একত্রেও একটি বাগান করিতে পারে, অথবা প্রত্যেক স্কাউট পৃথক ভাবেও বাগান প্রস্তুত করিতে পারে। তাহারা ফুল ও শাকসজীর বাগান করিলে, বিক্রয় করিয়া পয়সা পাইবে, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের জামা কাপড় ইত্যাদি পোষাক কিনিতে পারিবে।

যে সকল বন্য উদ্ভিদ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে সেইগুলি স্কাউটগণকে পরিচয় করাইয়া দাও। * *

পঠিতব্য গ্রন্থ

"Glimpses of Plant Life." by Pfleidener.
"Some Madras Trees," by Butterworth.

খেলা

উদ্ভিদ সংগ্রহের দৌড়

স্কাউটগণকে সাইকেলে বা পায়ে হাঁটিয়া যেদিকে ইচ্ছা যাইতে দাও এবং যে সকল উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহের জন্য আদেশ করা হইবে, সেইগুলি লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব স্বস্থানে ফিরিতে বল। নিম, আম, দেবদারু প্রভৃতি যেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হয়, সেই সকল উদ্ভিদের নাম করিবে। ইহাতে তাহাদের কোথায় কোন্ গাছ দেখিয়াছে, স্মরণ করিতে গিয়া, স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা হইবে এবং কে কত সত্বর দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে তজ্জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জন্মিবে।

খেলা (হীরক-চোর)

(উন্মুক্ত মাঠে, মূক অভিনয় দ্বারা এই খেলা ভাল হয়) ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জনকামী একদল লোক দক্ষিণ-আফ্রিকার অরণ্য মধ্যে হীরা খুঁজিতে গিয়া একটি বহুমূল্য হীরক প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তাহারা সফলকাম হইয়া আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিল। পথে অশ্ব-রোগে, তাহাদের সকল ঘোড়াই মরিয়া গেল। সুতরাং পায়ে হাঁটিয়াই তাহারা চলিতে লাগিল, এবং নিজে নিজেই স্ব স্ব কম্বল, খাদ্য রন্ধনপাত্রাদি বহন করিয়া লইয়া চলিল।

দিনের বেলা ভয়ঙ্কর গরম পড়িল, তাহারা আর পথ চলিতে পারে না; সুতরাং পথে তাঁবু খাটাইতে হইল, তাহারা স্থির করিল রাত্রিকালে, ঠাণ্ডা পড়িলে, পুনরায় রওয়ানা হইবে। তাহারা কম্বল দিয়া তাঁবু খাটাইল এবং রান্না করিবার জন্য আগুন জ্বালিল; তাহারা মাতুর বুনিল, স্বদেশের বন্দনা-গান গাহিল এবং তাস খেলিল,—এইরূপে আনন্দে দিন যাইতেছে। সার্দ্দিন মাছের টিনের বাক্স হইতে হীরকটি

খুলিয়া সকলে দেখিতে লাগিল, এবং নানাভাবে হীরকের প্রশংসা করিতে লাগিল। তারপর অতি সাবধানে হীরকটি পুনরায় বাক্সে পুরিয়া সকলে যাহাতে দেখিতে পায়, এমন ভাবে, একজন প্রহরীর তত্ত্বাবধানে ইহা রাখা হইল। অন্যান্য সকলে আহার করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ক্যাম্পটি যখন চুপচাপ তখন প্রহরীও দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্ত বোধ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং চোখ বুজিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এই সময়ে "মুক্তাচোর" চুপি চুপি ক্যাম্পের নিকটে আসিয়া ঘুমন্ত প্রহরীকে লক্ষ্য করিল: হঠাৎ প্রহরী ঘুম হইতে চমকিয়া উঠিলে চোর গুড়ি মারিয়া লুকাইল।

অবশেষে প্রহরী লম্বা হইয়া শয়ন করতঃ ঘুমাইয়া পড়িল। চোর তিল তিল করিয়া অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে প্রহরীর বন্দুক বা পিস্তল সরাইয়া লইল। তারপর তাড়াতাড়ি হীরকের বাক্সের নিকট গেল এবং তাহা লইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিল। যাইবার সময় এক দিক হইতে ফিরিয়া অন্যদিকে চলিতে লাগিল, পশ্চাতে হাঁটিয়া চলিল, পায়ের দাগ মুছিয়া ফেলিতে লাগিল, যেন তাহার অনুসরণ-কারিগণ কিছুতে তাহার খোঁজ না পায়।

তখন হাই তুলিয়া দলপতি ঘুম হইতে উঠিল, চারদিকে চাহিয়া দেখিল এবং প্রহরীকে দেখিতে না পাইয়া চমকিয়া উঠিল। সে লাফ দিয়া উঠিয়া ঘুমন্ত প্রহরীকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল :— "হীরক কোথায়?" প্রহরী উঠিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে দলের সকলেই জাগিয়া উঠিয়া প্রহরীর নিকটে জড় হইল এবং ক্রোধভরে তাহাকে ভয় দেখাইল, ও নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

কতক্ষণ এইরূপে হৈ চৈ করিয়া একজন হঠাৎ চোরের পদচিহ্ন দেখিতে

পাইল ; সে হেচ্‌কা লম্ফে কয়েক পদ পথচিহ্ন দেখিতে দেখিতে গেল। দলের অবশিষ্ট সকলে এক একজন করিয়া পথচিহ্ন (trail) অনুসরণ করতঃ বাহিরে চলিয়া গেল। দলপতি তাহাদের সঙ্গে যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সে অন্যান্য সকলকে হাত নাড়িয়া অগ্রসর হইবার জন্য ইসারা করিয়া, প্রহরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। প্রহরী হতবুদ্ধি হইয়া বোকার মত দাঁড়াইয়াছিল। দলপতি তাহার হাতে একটি পিস্তল দিয়া ইঙ্গিতে বলিল, যে, যেহেতু সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্ধুদের এত বড় অনিষ্টসাধন করিয়াছে, এইজন্য তাহার এই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্য করা কর্ত্তব্য। এখন দলপতি দলের অন্যান্য সকলকে অনুসরণ করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারা কোন্‌দিকে যাইতেছে, দেখিতে চেষ্টা করিল। ঠিক যে সময় প্রহরী অপরাধী, তাহার নিজ মস্তকে পিস্তলে গুলি ছুঁড়িতে প্রস্তুত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়, বাহিরে একটু দূরে, অনেকের চীৎকার শোনা গেল। দলপতি প্রহরীকে গুলি করিতে বারণ করিল এবং দুই জনেই কান পাতিয়া গোলমাল শুনিতে লাগিল।

অনুসরণকারিগণ হীরক সহ চোরকে ধরিয়া লইয়া আসিল। (সকলে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে বসিবে এবং মধ্যস্থলে মাটির ঢিপির উপর কি কোন বাক্সের উপর দলপতি বসিবে।) চোরের হাতে হাতকড়াঃ— সে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সে কয়েক পদ সরিয়া, পিছন ফিরিয়া আসিয়া তাহার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিতে লাগিল।

প্রহরীরও বিচার হইল। তাহার উপর এই দণ্ডাদেশ হইল যে সে-ই চোরকে গুলি করিয়া মারিবে।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া একটি কবর খনন করিতে গেল। সমুদয় প্রস্তুত হইয়া গেলে, চোরকে দণ্ডায়মান করিয়া তাহার চোখ বাঁধিয়া

দেওয়া হইল। প্রহরী একটি পিস্তল লইয়া চোরকে গুলি করিল। দলের আর সকলে একখানা কম্বল আনিয়া মৃত ব্যক্তিকে তাহাতে তুলিয়া, কবরের কাছে লইয়া গেল। এই কবর দর্শকগণের সম্মুখের দিকে খনন করা থাকিবে ; যেন সকলেই দেখিতে পায় যে মৃত দেহকে কবরে সত্যই নামান হইতেছে। তৎপর কম্বলখানা সরাইয়া আনা হইবে এবং কবর মাটিতে পূর্ণ করিয়া পায়ের দ্বারা মাটি বসাইয়া দিবে। সকলেই প্রহরীর সহিত করমর্দ্দন করিবে—তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাহারা প্রহরীকে ক্ষমা করিয়াছে।

অতঃপর সকলে তাঁবু তুলিয়া, হিরক লইয়া যাত্রা করিবে।

চোরকে গুলি না করিয়া একটি গাছকে ফাঁসিকাষ্ঠরূপে ব্যবহার করিবে, তাহার নীচে, ইতিপূর্ব্বেই একটি ছোট নালা খনন করিয়া লইবে এবং ঘাস পাতা লতা বন দ্বারা সেই নালাটি বেশ করিয়া আবৃত করিবে। যে বালককে চোর সাজাইবে, তাহার চেহারা মনে করিয় একটি পুতুল নালার মধ্যে রাখিয়া দিবে।

কয়েদীকে প্রাণদণ্ড দিবার অজুহাতে, গলায় ফাঁস পরাইবার জন্য এবং অন্যান্য সমুদয় বিষয় ঠিক করিবার জন্য নালার পাশে শোয়াইয়া তাহার বদলে পুতুলের গলায় ফাঁসি লাগাইবে এবং নালা দিয়া চোররূপী বালকটি সরিয়া পড়িবে।

পূর্ব্বোক্ত কবরের ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপে করিয়া লইবে।

অভিনয়-স্থানের একপার্শ্বে পূর্ব্বেই একটি গর্ত্ত খনন করিবে। এই গর্ত্তের সঙ্গে একটি নালা খনন করিয়া সংযুক্ত করিতে হইবে। এই নালা দিয়া চোর কবরের ভিতর হইতে যেন সরিয়া যাইতে পারে। এই নালার উপরে তক্তা বা price board স্থাপন করিয়া তদুপরি ঘাসের চাপড়া স্থাপন করিলে দর্শকগণ বুঝিতে পারিবে না যে চোর এই দিকে

সরিয়া গেল। কবরটি কিছু ছোট করিয়া খনন করিবে এবং তাহার কতকাংশ ঘাসের চাপড়া দিয়া ভর্ত্তি করিবে।

যাহারা কবর খনন করিবে তাহাদিগকে ঘিরিয়া কয়েকজন স্কাউট এমনভাবে দাঁড়াইবে যে দর্শকগণ যেন দেখিতে না পায় এখানে প্রকৃত রূপে কি কাজ হইতেছে।

তথাকথিত মৃতদেহ কবরে নামাইয়া দিলেই চোর নালা দিয়া সরিয়া পড়িবে। তারপর খননকারিগণ শূন্য কবরটি মাটি দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া তাহার উপর লম্ফ-জম্ফ করিবে, যেন উহা দেখিতে ঠিক কবরের মতই দেখায়।

এই অভিনয়টি পূর্ব্ব হইতে তালিম (rehearsal) দিয়া সম্পাদন করিলে দর্শকগণকে মুগ্ধ করা যাইবে, এবং তার সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া করুণ স্বরে গাহিলে সকলেরই চক্ষে জল আসিবে। ট্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে খোলা মাঠে এই অভিনয়টি দ্বারা অনেক লোককে আকৃষ্ট করা যাইতে পারিবে ও তাহাতে বেশ কাজ হইবে।

হৃৎপিণ্ড সবল করিবার জন্য "ধ্বস্তাধ্বস্তি"

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্কাউটদের সহনশীলতা অথবা সবল হইবার পন্থা

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

একটি মহৎ জাতীয় প্রয়োজনে কিরূপে সহায় হইতে হয়।

* * স্কাউট বালকদের শিক্ষা তাহাদের মধ্যে শারীরিক কর্ম্মক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের ধারণা জন্মাইতে না পারিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

শারীরিক ক্ষয় অনেক ক্ষেত্রেই নিবারণ করা যায়; সুতরাং এই দিক দিয়া উপদেষ্টার সম্মুখে জাতীয় কল্যাণ সাধনের এক ক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। আমি আশা করি আগামী তিনটী ক্যাম্প ফায়ারী কথায় তাঁহাদের উপদেশ একটি বিশিষ্টতা লাভ করিবে। এই কথাগুলিতে এমন ইঙ্গিত আছে যে বালকদের শারীরিক শক্তি, স্বাস্থ্য, এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিবেশের জন্য **তারা নিজেরাই দায়ী**; একথা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। * *

ক্যাম্পফায়ারী কথা—১৭ নং

কিরূপে সবল হইতে হয়।

স্কাউটদের শক্তিশালী হইবার প্রয়োজনীয়তা—ব্যায়াম—
শরীরের যত্ন—নাক—কান—চোখ—
দাঁত—নখ—অনুশীলন।

স্কাউটের সহনশীলতা

একজন স্কাউট ভারতবর্ষে এক হাসপাতালে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার ব্যাধিটি ছিল মারাত্মক, নাম কলেরা। ডাক্তার শুশ্রূষাকারীকে বলিলেন, তার রক্ষা পাইবার একমাত্র সম্ভাবনা থাকে যদি তার পা ভয়ঙ্কর ভাবে ঘষিয়া গরম করিয়া দেওয়া হয়, এবং অনবরত মার্জ্জনার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সচল রাখা যায়। ডাক্তার পেছন ফিরিতেই লোকটি রোগীর শরীর মাজা ছাড়িয়া বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রোগীবেচারা কথা বলিতে পারে না, কিন্তু যাহা হইতেছে সবাই বোঝে। শুশ্রূষাকারীর ব্যবহারে তার এত রাগ হইল, যে সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, অন্তত এই ব্যক্তিকে একটা শিক্ষা দিবার জন্যও তাহাকে বাঁচিতে হইবে। ভাল হইবার সঙ্কল্প করিয়া সে ভাল হইয়াই উঠিল।

স্কাউটের আদর্শবাক্য "মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মরিবার কথা কখনো মুখে আনিবে না।" এবং যদি সে এই বাক্য অনুসরণ করিয়া চলে, তবে যে অবস্থাতে সব কিছু তার বৈরী বলিয়া মনে হইবে, এমন বহু সঙ্কট হইতে সে নিজেকে টানিয়া তুলিতে পারিবে। এর অর্থ সাহস ধৈর্য্য এবং শক্তি এই তিনটির মিশ্রণ, যাকে বলে "সহনশীলতা।"

দক্ষিণ-আফ্রিকার বড় শীকারী ও স্কাউট এফ্‌, সি, সিলাস্ জাম্বেসী

নদীর উত্তরে বেরটুসিল্যাণ্ডে মৃগয়া কালে স্কাউট জনোচিত সহনশীলতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। মধ্য রাত্রিতে এক বৈরীভাবাপন্ন গোষ্ঠির লোক হঠাৎ তাঁহার তাঁবুর উপর চড়াও করিয়াছিল এবং বেশ নিকট হইতে গুলি ছুঁড়িতেছিল।

তিনি এবং তাঁর ক্ষুদ্র দল অন্ধকারের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং লম্বা ঘাসের মধ্যে গা ঢাকা দিলেন। সিলাস নিজে একটি বন্দুক এবং গোটা কয়েক কার্ত্তুস খপ্ করিয়া তুলিয়া নিয়াই ঘাসের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহার অনুচরদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, শত্রু তাঁবুটি দখল করিয়া লইয়াছে, এবং পলায়নের জন্য সম্মুখে আরো কয়েক ঘণ্টা অন্ধকার আছে; সুতরাং দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হইলেন, দক্ষিণ ক্রুশের যোগতারাকে পথপ্রদর্শক করিয়া।

তিনি অতি সন্তর্পণে শত্রুদের এক ঘাটি পার হইয়া গেলেন, এবং যাইতে যাইতে শত্রুদের কথাবার্ত্তাও দুই চারিটি গোপনে শুনিতে পাইলেন; তারপর নদী সাঁতরাইয়া পার হইলেন, এবং অবশেষে বেশ দূরে আসিয়া পড়িলেন; এই অবস্থায় তাঁর পোষাক মাত্র একটি সার্ট, একটি সর্ট এবং জুতা। এর পর কয়েকদিন দিবারাত্রি তিনি দক্ষিণমুখী চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে প্রায়ই শত্রুদিগকে এড়াইবার জন্য তাঁহাকে আত্মগোপন করিতে হইত। খাদ্যের জন্য তিনি হরিণ মারিতেন।

এক রাত্রি মিত্রভাবাপন্ন মনে করিয়া এক গ্রামে আশ্রয় লইলেন। সেখানে তাঁর বন্দুকটি চুরি গেল; এবং আত্মরক্ষা বা খাদ্য সংগ্রহের কোন উপায় ছাড়াই আবার তাঁহাকে পলাতক হইতে হইল। যাহা হউক, বাঁচিবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাকিতে হাল ছাড়িবার লোক তিনি ছিলেন না। তিনি সম্মুখের দিকে আগাইতে লাগিলেন এবং অনবরত পথ

চলিয়া অবশেষে একস্থানে আপন অনুচর কয়েক জনের দেখা পাইলেন , তাহারাও পলাইয়া আসিয়াছিল। আরো কিছু পথ চলিয়া তাঁহারা নিরাপদে মিত্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু যে সময়টা তাদের এই ভাবে কাটিল তাহা কি ভয়ঙ্কর!

আক্রমণের পর তিন সপ্তাহ কাটিয়াছিল, এবং এর অধিকাংশ কালই সিলাস ছিলেন নিঃসঙ্গ—শত্রুদ্বারা অনুসৃত, ক্ষুৎপীড়িত, সর্ব্বাঙ্গে গলদ্‌ঘর্ম্ম।

অসাধারণ ভাবে সহনশীল স্কাউট ভিন্ন কেহ এই বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু সিলাস ছিলেন পুরুষ, যিনি বাল্যকালে শরীরের যত্ন ও ব্যায়াম দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কখনো তিনি ধূমপান বা মদ্যপান করিতেন না। সবটা সময় তিনি বুকের পাটা উদ্যত রাখিয়াছিলেন।

এতে দেখা যায়, তোমরা যদি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় হীনপ্রাণ না হইয়া এই প্রকার সঙ্কট বরণ করিতে ও তাহার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাদের নিজেকে শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান্ এবং শিশুর মত অতন্দ্রিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সিলাসের সহনশীলতার অপর প্রমাণ, তাঁর বয়স যখন প্রায় সত্তর, তিনি পূর্ব্ব-আফ্রিকায় জার্ম্মাণদের সঙ্গে লড়াই করিতে রণক্ষেত্রের পুরোভাগে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। তিনিই একমাত্র কর্ম্মচারী যিনি অনবরত কঠিনতম সামরিক চরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্বরে বা অন্য কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কখনো দেখা যায় নাই।

একব্যক্তি অল্পদিন হইল আমাকে গর্ব্ব করিয়া বলিতেছিলেন যে তিনি তাঁহার ছেলেকে অতি দীর্ঘ পথ কুচ করাইয়া এবং দ্বিচক্র চড়াইয়া

সহনশীলতা শিক্ষা দিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি ছেলেকে বরং উল্টাটাই শিখাইতেছেন। বালকের সহনশীলতাগুণ লাভ অদ্ভুত কর্ম্ম দেখাইবার চেষ্টায় হয় না ; এতে তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে। এই গুণ লাভ হয় ভাল আহার ও নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা নিজেকে সবল ও সুস্থ করিয়া। তাহা হইলেই বয়স হইলে, এবং মাংসপেশীগুলি সুদৃঢ় হইলে সে যেসব পরিশ্রম ও অত্যায়াস সহ্য করিতে পারিবে, একজন দুর্ব্বলতর লোক তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

অঙ্গচর্চ্চা এবং তার উদ্দেশ্য

শারীরিক চর্চ্চার নামে বহু অর্থহীন সাধনা আমাদের মধ্যে চলে। তাতে অনেকেই মনে করে যে ব্যায়ামের উদ্দেশ্য শুধু প্রকাণ্ড মাংসপেশী নির্ম্মাণ। কিন্তু নিজেকে সবল ও সুস্থ করিবার জন্য শরীরের সংস্কার ভিতর হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন—যাতে রক্ত নিয়মিত হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের কাজ ভাল চলে। ইহাই সমস্তটা ব্যাপারের ভিতরকার কথা, এবং অঙ্গচর্চ্চা তোমাকে তাই করিয়া দিবে। তার প্রণালী এইরূপ ঃ

(ক) রক্তকে সর্ব্বাঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে পরিচালিত করিবার জন্য, এবং তাতে করিয়া মাংস, অস্থি এবং মাংসপেশী নির্ম্মাণ করিবার জন্য **হৃৎপিণ্ডকে সবল কর।**

ব্যায়াম "ধ্বস্তাধ্বস্তি" এবং "কব্জি ঠেলাঠেলি" ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(খ) রক্তে নির্ম্মল বায়ুর স্পর্শ সাধনের জন্য **ফুস্‌ফুস্‌কে সবল কর।** ব্যায়াম প্রাণায়াম। ৩২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(গ) রক্ত হইতে দূষিত পদার্থ দূর করিবার জন্য **শরীর ঘামাও।** ব্যায়াম ঃ—স্নান অথবা ভিজা গামছা দিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করা।

(ঘ) রক্তের পুষ্টির জন্য **পাকস্থলীকে কাজ করাও**। ব্যায়াম ঃ—শঙ্কু (Cone), অথবা অঙ্গাবনমন ও আঙমোচড়। ৩২২-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(ঙ) শরীর হইতে খাদ্যের অগ্রাহ্য অংশ ও ময়লা দূর করিবার জন্য **অন্ত্রকে সক্রিয় রাখ**।

ব্যায়াম ঃ—অঙ্গাবনমন (শরীর নোয়ান) ও পেট ডলা। প্রচুর নির্ম্মল জল পান করা। প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ।

(চ) **শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের মাংসপেশীর চালনা,** যেন সেই অঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত হয়, ও শরীরের বলবৃদ্ধি হয়। ব্যায়াম ঃ—দৌড় ও ভ্রমণ, বিশেষ বিশেষ মাংসপেশীর বিশেষ বিশেষ চর্চ্চা—যেমন, কব্জি ঠেলাঠেলি ইত্যাদি। ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শরীর ভাল ও সুস্থ রাখিবার রহস্য রক্ত পরিষ্কার ও সচল রাখার মধ্যে। এই সকল বিভিন্ন ব্যায়াম সেই কাজ করিয়া দিবে, যদি প্রতিদিন তাহার অনুশীলন কর।

একব্যক্তি বলিয়াছেন, "যদি প্রতিদিন সকালে শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস কর তবে কখনও পীড়িত হইবে না। এবং যদি প্রতিরাত্রে এক পাইণ্ট (দেড় পোয়াটেক) গরম জল খাও, কখনও মরিবে না।"

রক্তের উন্নতি পুষ্টিকর খাদ্যে, প্রচুর ব্যায়ামে, প্রচুর নির্ম্মল বায়ু সেবনে, শরীরের অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধিতে ; এবং মধ্যে মধ্যে শরীর ও মনের উপযুক্ত বিশ্রামে।

রুষ জাপান যুদ্ধে দেখা গেছে, জাপানীদের দেহ খুব সুস্থ ও সবল। তাহাদের মধ্যে রোগ খুব কম, এবং যাহারা আহত হইত, তারা সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিত, কারণ তাদের গাত্রচর্ম্ম ছিল পরিষ্কার, এবং রক্ত সুস্থ ও নিরাময়। তারাই অনুকরণের যোগ্য শ্রেষ্ঠ

আদর্শ। রোজ দুই-তিন বার স্নান করিয়া তারা শরীরটি অত্যন্ত পরিষ্কার রাখে।

তাহারা অত্যন্ত সাদাসিধা খাদ্য গ্রহণ করে, প্রধানতঃ ভাত এবং ফল, তাও বেশী খায় না। তারা যথেষ্ট জল খায়, মদ খায় না; এবং ব্যায়াম করে প্রচুর পরিমাণে। তারা মেজাজ সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখে এবং মস্তিষ্ককে পীড়া দেয় না। দিনরাত্রি যতদূর সম্ভব তারা খোলা বাতাসে থাকে। তাহাদের প্রিয় ব্যায়াম 'যুযুৎসু'। ইহা যতটা কসরৎ তার চাইতে বেশী খেলা; সাধারণতঃ দুই দুই জন করিয়া এই খেলা খেলিতে হয়। ছেলেরা এ খেলা এত ভালবাসে যে সাধারণতঃ তারা পাঠ সমাপনের পরেই খেলিতে লাগিয়া যায়।

নিয়ম যে খোলা বাতাসে 'যুযুৎসু' সাধনা করিবে; যুযুৎসু দ্বারা মাংসপেশী ও শরীর স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। ইহার জন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; ইহা দ্বারা একবার পেশী গঠিত হইলে ব্যায়াম ছাড়িয়া দিলেও তাহা ক্ষীণ হইয়া যায় না—যাহা নাকি অপর সাধারণ ব্যায়ামের বেলায় হয়।

আমাদের বন্ধু জাপানীদের প্রধান নৌ-সেনানী অ্যাডমিরাল কমিমুরা যুবক ও বালক মাত্রকেই যুযুৎসু অভ্যাস করিতে জোর উপদেশ দেন, কারণ তাতে শুধু শরীরের শক্তি না, মনের ক্ষিপ্রতাও জন্মে।

নাক :—রাত্রে শত্রুর সন্ধান নিবার জন্য স্কাউটের ঘ্রাণশক্তি প্রবল হওয়া চাই। এ বিষয়ে প্রচুর সাহায্য হয়, যদি সে সর্ব্বদাই নাক দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে, মুখ দিয়া না। কিন্তু সর্ব্বদা নিশ্বাস নিবার ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় মিষ্টার ক্যাটলিন একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তার নাম "মুখ বন্ধ কর এবং জীবন রক্ষা কর।" তাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন, রেড ইণ্ডিয়ানরা কিরূপে

বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এই নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিল ; এমন কি রাত্রে তাহাদের চোয়ালে বাঁধিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিত, যেন শুধু নাক দিয়াই তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস চলে।

নাক দিয়া নিশ্বাস নিলে ব্যাধি-বীজ বাতাস হইতে গলা ও পেটের ভিতর ঢুকিতে পারে না। গল নালীর পেছন দিকটাতে একপ্রকার শোষণতন্তু (adenoids) আছে, তাহার বৃদ্ধিও ইহাতে নিবারিত হয়। ইহার বৃদ্ধিতে নাকের শ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হইতে ও বধিরতা জন্মিতে পারে।

স্কাউটের পক্ষে নাকে নিশ্বাস গ্রহণ বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়।

মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে কঠিন পরিশ্রমের সময়ও তৃষ্ণা পাওয়া বারণ হয়। রাত্রিতে নাক দিয়া নিশ্বাস নিলে নাক ডাকা বারণ হয় ; এবং শত্রুদেশে কোথাও যদি নিদ্রা যাও, তবে নাক ডাকাটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। সুতরাং সব সময় মুখ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া নিশ্বাস নিবার অভ্যাস কর।

কান :—স্কাউটের শ্রবণশক্তি ভাল হওয়া আবশ্যক। সাধারণত কান যন্ত্রটি বড় মৃদু এবং একবার তার বিকৃতি ঘটিলে সে বধিরতা সারিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। লোকে সাধারণত কান পরিষ্কার করিতে ছুরির কোণা, পিন ইত্যাদি ব্যবহার করে—এ যেন অতি তুচ্ছ ব্যাপার ; অনেক সময় কার্নে শক্ত তুলা ভর্ত্তি করিয়াও রাখে ; কানের মত কোমল অঙ্গের পক্ষে এ সবই বিপজ্জনক। কানের পটহ এক খণ্ড মৃদু পাতলা চামড়া—বেশ টানের সহিত প্রসারিত ; সহজেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। বহু শিশুর কর্ণপটহ চপেটাঘাত খাইয়া জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়।

চোখ :—স্কাউটের দৃষ্টিশক্তি অবশ্য বিশেষ ভাবে তীক্ষ্ণ হইবে। যে কোন বস্তু খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব দূর হইতে দেখিতে পারা চাই। দূরের

বস্তু দেখিবার অভ্যাস করিলে দৃষ্টি প্রখর হয়। খুব শৈশব হইতেই চোখ বাঁচাইয়া চলিবে, নতুবা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিবে না। সুতরাং প্রদীপের আলোয় পড়া যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিবে, এবং দিনের বেলাও যখন কাজ কর, আলো যেন পেছন দিকে বা একপাশে থাকে। যদি আলোর মুখোমুখি হইয়া বসিয়া কাজ কর তবে চোখে পীড়া বোধ করিবে। বাড়ন্ত ছেলেদের একটি সাধারণ অবহেলার বিষয় চোখে চাপ পড়া বা জোর লাগা—যদিও তারা জানে না কেমন করিয়া পড়িতেছে; এবং ইহার ফল মাথাধরা। ছেলেদের পক্ষে ভ্রূকুঞ্চন করা সাধারণতঃ চোখে চাপ পড়ার একটি লক্ষণ।

ভাল দৃষ্টিশক্তি ত স্কাউটের চাইই, তার উপর যে জিনিষ চোখে পড়ে, তাহার বর্ণ কি তাও বলিতে পারা চাই। বর্ণান্ধতা কোন কোন বালকের ভয়ঙ্কর ব্যাধি। ইহা তাহাদিগকে একটা আনন্দ হইতে বঞ্চিত করে, এবং কোন কোন ব্যবসা ও বাণিজ্যের পক্ষে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাল ও সবুজের পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে কেহ খুব ভাল রেলওয়ে সিগন্যাল ম্যান বা এঞ্জিন চালক অথবা নাবিক হইতে পারিবে না।

বর্ণান্ধতা প্রায়ই সারান যায়, এবং তার একটা সহজ পন্থা এই :—তোমার যদি কিছুটা বর্ণান্ধতা থাকে, তবে বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি উল বা কাগজের টুকরা লইয়া তুমি যাহা লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি মনে কর, তাহা একটি একটি করিয়া বাছিয়া লও, এবং তোমার নির্ব্বাচন কোথায় ঠিক হইয়াছে, কোথায় হয় নাই, কাহাকেও দেখাইয়া জানিয়া লও। তার পর আবার পরখ করিতে থাক, দেখিবে ধীরে ধীরে তোমার উন্নতি হইতেছে। যে পর্য্যন্ত না তুমি অক্লেশে ঠিক বর্ণটি ধরিতে পার,

সেই পর্য্যন্ত এইরূপ অনুশীলন করিবে। আরও ভাল যদি রাত্রে ঔষধের দোকানের বা রেলওয়ে সিগ্‌ন্যালের আলোর দিকে চাহিয়া অভ্যাস কর।

দাঁত:—এক জন নূতন সৈনিক পদপ্রার্থী বুয়ার যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য সৈন্যসংগ্রাহক কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইল। দেখা গেল তার শরীর বেশ মজবুত ও শক্তিশালী; কিন্তু তারা তার দাঁত

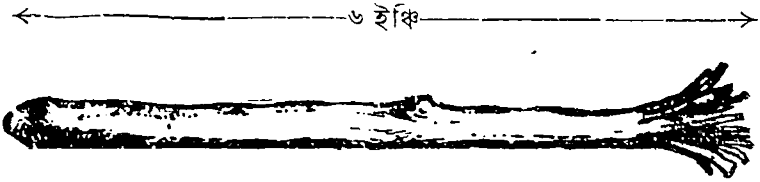

ক্যাম্প দন্ত মার্জ্জনী

পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল তাদের অবস্থা বড় খারাপ। কাজেই তাকে বলা হইল যে সে সৈন্য হইতে পারিবে না। ইহাতে লোকটি উত্তর করিল, "কিন্তু মশাই এমন দুর্ভাগ্যের যোগ্য আমি নই বলিয়াই ত মনে হয়। নিশ্চয় যুদ্ধে মানুষ মারিয়া তাহাদিগকে খাইতে হয় না। হয় কি?"

যে স্কাউটের দাঁত খারাপ, সে স্কাউটিঙের অনুপযুক্ত; কারণ অনেক সময় তাকে শক্ত বিস্কিট ও মাংস খাইয়া থাকিতে হয়, এবং সম্ভবত দাঁত ভাল না থাকিলে সে তাহা হজম করিতে পারে না; এবং দাঁত ভাল থাকা শৈশবে দাঁতের যত্নের উপর নির্ভর করে; তার অর্থ দাঁতগুলিকে অতি সাবধানে পরিষ্কার রাখিতে হইবে। টুথ ব্রাস এবং টুথ পাউডার বা পেষ্ট দিয়া তাহাদিগকে ভিতরে বাহিরে দিনে দুইবার অন্ততঃ পরিষ্কার করিতে হইবে—

একবার যখন সকালে ঘুম হইতে উঠ, আবার যখন ঘুমাইতে যাও ; এবং সম্ভব হইলে প্রত্যেক বার খাবার পর জলের দ্বারা কুলকুচা করিতে হইবে—বিশেষতঃ ফল এবং খাদ্য খাইলে।

স্কাউটেরা বনে সর্ব্বদা টুথব্রাস পায় না, কিন্তু তারা তার অনুকল্প করিয়া নেয় এক টুক্‌রা কাঠি (ছোট ডালের টুকরা) দিয়া ; তার এক মাথা থেঁতলাইয়া তাহা বুরুষের মত করিয়া নেয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধকালে তিন হাজার লোককে বিদায় করিয়া দিতে হইয়াছিল—কারণ তাদের দাঁত ভাল ছিল না, শক্ত বিস্কিট চিবাইতে পারিত না ; অথচ সে এই বিস্কিট খাইয়াই বাঁচা।

সাধারণ ধারণা যে আমেরিকার রাখাল বালকদের পাল্লায় পড়িলে বেশ একটু রূঢ় ব্যবহার লাভ করিতে হয় ; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অতি উঁচুদরের শান্তি স্কাউট। তাদের জীবনযাত্রা কঠোর—সহর ও সভ্যতা হইতে দূরে, কঠিন ও বিপজ্জনক কাজের ভিতর দিয়া ; সেখানে কেউ তাদের দেখিতে পায় না ; কিন্তু একটা সভ্যজনোচিত কাজ তারা করে—রোজ সকালে বিকালে দাঁত পরিষ্কার করে।

বহুদিন পূর্ব্বে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া নেটাল দিয়া যাইতেছিলাম, এবং রাত্রি কাটাইবার জন্য একটি আশ্রয় কোথায় পাই ভাবিয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম, এমন সময় একটি পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই বোধ হইল ইহার অধিবাসী শ্বেতজাতীয়, কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখা গেল না। ঘরের ভিতরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদিও ঘরের সাজসজ্জা অত্যন্ত স্থূল রকমের, তবুও প্রক্ষালন-মঞ্চের মত একটা জিনিসের উপর কয়েকটি টুথব্রাস রহিয়াছে। কাজেই অনুমান করিলাম, এই কুটীরের মালিক নিশ্চয়ই একজন সুরুচিসম্পন্ন লোক, এবং স্বচ্ছন্দ

চিত্তে তাঁর ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম ; তারপর তিনি আসিলে দেখিলাম, যাহা মনে করিয়াছিলাম, ঠিক।

নখ ঃ—প্রায়শঃ লোকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখ পাশের দিকে বাড়িতে বাড়িতে পাশের আঙ্গুল পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, এবং তাকে পীড়িত ও খঞ্জ করিয়া ফেলে। এর কারণ নখ বেশী বাড়িতে দেওয়া। নখ না কাটিলে, জুতার চাপে পাশের দিকে বাড়িয়া বাড়িয়া পাশের আঙ্গুলে ঢুকিয়া যায়। স্থতরাং প্রত্যেক স্কাউট সাবধানে অল্পদিন পর পরই নখ কাটিয়া লইবে। সপ্তাহ বা দশদিন পরই একবার নখের মাথা সোজা করিয়া কাটিবে।

হাতের নখগুলিকেও সুস্থ রাখিবার জন্য, ধারাল কাঁচি দিয়া সপ্তাহে একবার কাটিয়া দিবে। নখ কামড়ান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

যাতে বল বাড়ে এরূপ ব্যায়াম—

শরীরের মাপ

* * আপন স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তরুণ পৌরজনকে শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিকাশসাধনার রীতিকে নিয়মিত করে, এই হিসাবে শারীরিক ড্রিল বেশ ভাল জিনিষ। কিন্তু ইহা বালককে এই বিষয়ে কোন দায়িত্বজ্ঞান দেয় না।

স্থতরাং প্রত্যেক বালকের ওজন, উচ্চতা এবং বুক, কোমর, হাত, পা ইত্যাদির মাপ বয়স অনুসারে কত হওয়া উচিত, তাকে তা বলিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তারপর তার মাপ নেওয়া হয়, এবং সে জানিয়া নেয় কোন্ কোন্‌টাতে সে আদর্শ অপেক্ষা খাটো আছে। তখন তাকে দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, সেই সেই বিশেষ দিকে উন্নতির জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে কোন্ কোন্ ব্যায়াম করিতে হইবে।

পরে নিয়মিতকালে, যেমন তিনমাস বা এরূপ সময় পর, মাপ লইয়া তাকে উৎসাহ দিতে হয়।

বয় স্কাউট এসোশিয়েন, ২৫ নং বাকিংহাম পেলেস রোড, লণ্ডন, (দক্ষিণ পশ্চিম ১) The Boy Scouts Association, 25, Buckingham Palace Road, London, S. W. I, হইতে কার্ড আনান যাইতে পারে। এই কার্ডে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের আদর্শ মাপ দেওয়া আছে, তাছাড়া নিয়মিতকাল পর পর মাপ লইয়া পূর্ণ করিবার স্তম্ভ সব আছে; তাতে পরবর্ত্তী মাপের অঙ্ক ও উন্নতির পরিমাণ দেখা যায়। যদি প্রত্যেক বালকের এক এক খানা কার্ড থাকে, তবে কয়েক মিনিটের অবসর পাইলেই নিয়মের অতিরিক্ত সময়ও শরীরের উন্নতি চেষ্টা করিতে সে বেশ উৎসাহ পায়।

এই প্রণালী সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে ক্রমেই গুরুত্ব লাভ করিবে। আর যাহাই হউক, অন্ততঃ বালকের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান বাড়াইতে ইহা যে বেশ বোধগম্য ভাবে সহায়তা করে, তা পরিষ্কারই দেখা যায়। * *

আরোহণ

ভারতবর্ষের বড় রাষ্ট্রনেতা শিবাজী নিজে অত্যন্ত আরোহণপটু ছিলেন—এবং আরোহণ বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। একবার তিনি একটি অধৃষ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং ইহা বাস্তবিক অধৃষ্য হইয়াছে কি না, এবিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য, যে ইহার প্রাচীর বাহিয়া উঠিতে পারিবে, তাকে একটি সুন্দর সুবর্ণ বলয় এবং এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। দড়ি বা মই ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। একজন লোক আগাইয়া গেল ও প্রাচীর-আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্পকাল মধ্যেই দুর্গের উচ্চতম প্রাকার-শীর্ষে নিশান উড়াইয়া দিল। সে পুরস্কার লাভ করিল। তারপর দুর্গপ্রাকার এমন ভাবে বদলাইয়া দেওয়া হইল যে এমন কি সেই মক্ষিকাকল্প লোকটির পক্ষেও আবার তাহা আরোহণ করা অসম্ভব ছিল। আরোহণ মানুষকে

শুধু সমর্থ এবং সবল করে না, কিন্তু তাহাকে আশ্চর্য্যরকমে সাহসী, সহনশীল, নিরলস এবং সহচর বৎসল করিয়া তোলে।

যে সকল বীর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ এভারেষ্ট লইয়া লাগিয়া পড়িয়াছিল, এবং শূরোচিত সংগ্রামের পর প্রায় চূড়ায় গিয়া উঠিয়াছিল, প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁদের নামে গৌরব বোধ করিবে। এই সংগ্রামে তাঁদের সাতজন প্রাণ দিয়াছিল, কিন্তু তাঁদের মৃত্যুও মহান্, এবং তাঁহারা সাহস ও সংকল্প, সহনশীলতা ও সাধু সাহচর্য্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।—এ সাহচর্য্যে সকলেরই ভাগ ছিল; ভারতবাসী ও বৃটেনবাসী একযোগে কাজ করিয়াছিল, এক দলে মিলিত হইয়া বীরোচিত ব্যবহার করিয়াছিল, এবং এই বৃহৎ বিপৎসঙ্কুল কার্য্যের কৃচ্ছ্র ও বিপদ, আনন্দ ও উত্তেজনার ভাগ সমান ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

শক্তিবৃদ্ধির খেলা

ঘুষি, কুস্তি, দাঁড়টানা, লাফান, কুক্কুটযুদ্ধ এই সবগুলিই শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে মূল্যবান স্বাস্থ্যসহায়ক।

সংঘর্ষ (ধস্তাধস্তি) ঃ—দুই জন খেলোয়াড় প্রায় দুই হাত তফাতে মুখোমুখি দাঁড়ায়, দুই পাশে বাহু বিস্তৃত ও হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, এবং পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া বুকে বুক সংলগ্ন করিয়া পরস্পরকে ঠেলিতে থাকে, এবং চেষ্টা করে কে কাহাকে ঠেলিয়া নিয়া ঘরের দেয়ালে বা কোন গন্তব্য লাইনে লাগাইতে পারে। প্রথমে প্রথমে অল্পক্ষণের সংঘর্ষেই হৃদ্যন্ত্রের রক্তক্ষেপণ আরম্ভ হইয়া যায়; কিন্তু কিছুদিন অভ্যাসের পর হৃৎপিণ্ড সবল হইলে অনেকক্ষণ তারা ঠেলাঠেলি করিতে পারে।

কব্জিঠেলা ঃ—এক জনের ব্যায়াম। দাঁড়াও; হাত দুখানি সম্মুখে ও কটিদেশের সামনে থাকিবে। এক কব্জি আর কব্জির উপর রাখিয়া হাত কাটাকাটি কর, যেন এক হাতের মুষ্টি নিম্নমুখী এবং আর হাতের মুষ্টি উর্দ্ধমুখী থাকে। মুঠি শক্ত কর।

এখন নীচের হাত দিয়া উপরের দিকে এবং উপরের হাত দিয়া নীচের দিকে ঠেলিতে থাক। দুই কব্জি দিয়া যত জোরে পার চাপ দিতে থাক। শুধু প্রচণ্ড বাধা পাইবার পর নীচের হাত উপরের হাতকে ঠেলিতে ঠেলিতে কপালের সোজাসুজি তুলিবে; তারপর উপরের হাত নীচের হাতকে ঠেলিয়া নামাইবে—কিন্তু নীচের হাত সর্ব্বক্ষণ বাধা দিতে থাকিবে।

এই দুইটি ব্যায়াম ক্ষুদ্র ও নিতান্ত সহজ মনে হইলেও সর্ব্বাঙ্গের, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের চারিদিককার সব গুলি পেশীকে সবল করিবে—যদি ব্যায়াম কালে শরীরের সবশক্তি প্রয়োগ করা যায়। এককালে অনেকক্ষণ এই ব্যায়াম করা উচিত নয়; একবারে এক মিনিটের মত সময় করিয়া দিনের মধ্যে অনেকবার করিবে।

'কব্জি ঠেলা'র ব্যায়াম দুই জনের মধ্যেও চলিতে পারে। তাহারা অর্দ্ধেক মুখোমুখি হইয়া পরস্পরের দুই হাত দূরে দাঁড়াইবে। প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকটতর কব্জি বাড়াইয়া দিবে। একে অন্যের কব্জিতে চাপ দিয়া তাকে পেছন দিকে ঘুরাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে।

দণ্ড সঞ্চালন (Staff Exercise) ঃ—সম্ভব হইলে সঙ্গীতি-সহযোগে।

দণ্ড আস্ফালন (Staff Tossing) ঃ—ডান হাতে দণ্ডটি গোড়ার দিকে ধরিয়া সোজা খাড়া করিয়া রাখ। তারপর সোজা উপরের দিকে ছুঁড়িয়া মার—প্রথম প্রথম অল্পদূর ছুঁড়িবে। দণ্ড যখন নামিতে থাকিবে,

তখন বাম হাতে গোড়ার কাছে ধরিয়া লোফ। আবার বাম হাতে সোজা উপরের দিকে ছুঁড়িয়া মার, এবং ডান হাতে লোফ। এই রকম অভ্যাস করিতে থাক—যে পর্য্যন্ত না দণ্ডটি পড়িতে না দিয়া এক-শ বার লুফিতে পারিবে।

নেতার অনুসরণ ঃ—অনেক ছেলেয় মিলিয়া অভিনয়টি বেশ মনোহর হয়, এবং খুব সহজও,—নিয়মিত মৃদুকদম, মধ্যে মধ্যে জানুতোলা, সঙ্গে বাদ্য। রাত্রিতেও এ খেলা চলিতে পারে—প্রত্যেক বালক লাঠির আগায় করিয়া একটি করিয়া চীনা লণ্ঠন লইয়া চলিবে। ঘরে হইলে অবশ্য বাতিনিবাইয়া দিতে হইবে। এই খেলার একটি দোষ—ইহা এত বেশীক্ষণ চালান হয় যে অভিনেতা এবং দর্শক উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

সবল হইবার সহজ পন্থা

বালক যত কেন ক্ষুদ্রকায় ও দুর্ব্বল হউক না, যদি প্রতিদিন কয়েকটি করিয়া অঙ্গচালনা অভ্যাস করিবার কষ্ট স্বীকার করে তবে তাহার পক্ষে সবল ও সুস্থ মানুষ হইয়া ওঠা সম্ভব। এই অঙ্গচালনাগুলিতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগে, এবং ডাম-বেল্, প্যারালাল বার ইত্যাদির মত কোন সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না।

এই ব্যায়ামগুলি রোজ ভোরে ঘুম হইতে উঠিবার পর প্রথম করণীয়, এবং রোজ রাত্রিতে ঘুমাইতে যাইবার পূর্ব্বে শেষ করণীয়। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি ব্যায়ামের সময় গায়ে সামান্য কাপড় রাখ, বা কাপড় একেবারে না রাখ, এবং খোলা জায়গায় বা খোলা জানালার কাছে ব্যায়াম কর। ব্যায়ামের সময় প্রত্যেকটি অঙ্গচালনার উদ্দেশ্য চিন্তা কর, এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত নিশ্বাস নাকের দ্বারা গ্রহণ কর ও

প্রশ্বাস মুখের দ্বারা ত্যাগ কর. তবে ইহার মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া যায়। মুখের দ্বারা নিশ্বাস নিলে যে সকল রোগের বীজ ও বিষের বীজ বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহা তুমি গিলিয়া ফেলিবে। বিশেষ ভাবে যে সকল ঘরে নির্ম্মল বায়ুর প্রবেশপথ অবরুদ্ধ, তাহাই এই সকল বীজের আড্ডা; এই প্রকার গৃহ বিষময়। জানালা কদাচিৎ খোলা হয়, এবং বাতাস অস্বাস্থ্যকর গ্যাস ও জীবাণুতে পূর্ণ, এমন সব ঘরে বাস করাতে বহুলোককে রুগ্ন ও বিবর্ণ দেখায়। দূষিত বায়ু বাহির হইবার জন্য প্রতিদিন ঘরের জানালা খুলিয়া দিবে, বিশেষ ভাবে উপরের জানালাগুলি।

কতকগুলি ভাল ভাল ব্যায়ামের প্রণালী এই :—

১। মাথা ও ঘাড়ের জন্য।

২। বুকের জন্য।

৩। পাকস্থলীর জন্য।

৪। ধড়ের (Trunk) জন্য।

৫। নিম্ন দেহ ও পায়ের পশ্চাদ্‌ভাগের জন্য।

৬। পা, পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুলের জন্য।

এই সব ব্যায়াম খোলা পায়ে করিলে পায়ের পাতা ও আঙ্গুল সবল হয়।

১। **মাথা**—হাতের তেলো ও আঙ্গুল দিয়া মাথা মুখ ও ঘাড় কয়েকবার বেশ করিয়া ডলিবে। ঘাড়ের ও গলার পেশীগুলি বুড়ো আঙ্গুল দিয়া ডলিয়া দিবে। জাপানীরা ইহা খুব বেশী করে; এবং তাহাতে তাহাদের গলা এত শক্ত ও পেশাল হয় যে গলা টিপার ভয় তাদের নাই; অন্যথা গলা যন্ত্রটি অতি মৃদু ও দুর্ব্বল

চুল আঁচড়াইবে, দাঁত পরিষ্কার করিবে, মুখ ও নাক ধুইবে, এক পেয়ালা শীতল জল পান করিবে, তারপর পরবর্ত্তী ব্যায়ামগুলি করিবে।

অঙ্গচালনা যথা সম্ভব ধীরে ধীরে করিতে হইবে।

২। **বুক**—সোজা খাড়া অবস্থা হইতে সামনের দিকে নত হও, বাহু দুটি নীচের দিকে জানুর সম্মুখ পর্য্যন্ত প্রসারিত কর—হাতের পিঠে পিঠে মিলিবে। শ্বাস ত্যাগ কর।

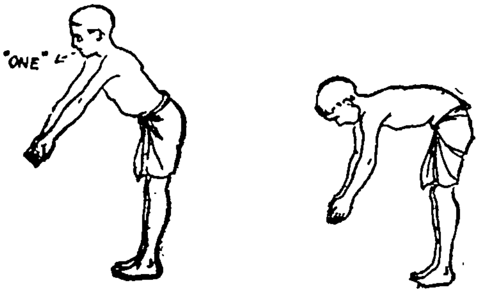

১ নং চিত্র

ঠিক প্রণালী ভুল প্রণালী

এই ——> চিহ্নের অর্থ নাক দিয়া নিশ্বাস টানা।

o—•—> চিহ্নের অর্থ মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলা।

হাত ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলিয়া যথাসম্ভব পেছন দিকে ঝোঁক, সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়া গভীর নিশ্বাস আকর্ষণ কর—অর্থাৎ বিধাতার বায়ু ফুস্‌ফুস ও রক্তের মধ্যে গ্রহণ কর। হাত ধীরে ধীরে দুই পাশে নামাও সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়া শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে "থ্যাঙ্কস্" (ভগবানকে ধন্যবাদ) কথাটি উচ্চারণ কর।

সর্ব্বশেষ আবার সম্মুখের দিকে নত হও; যেটুকু শ্বাস ভিতরে অবশিষ্ট আছে, ছাড়িয়া দাও; সঙ্গে সঙ্গে যতবার ব্যায়ামটি করা হইল তার হিসাব রাখিবার জন্য সংখ্যাটি উচ্চারণ কর।

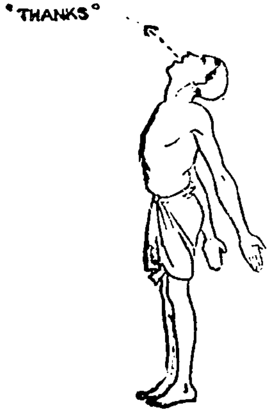

২ নং চিত্র

এই ব্যায়ামটি বারকয়েক কর।

ব্যায়াম করিবার সময় মনে রাখিও, এর উদ্দেশ্য কাঁধ, বুক, হৃৎপিণ্ড এবং অন্তরস্থ শ্বাসযন্ত্রের পরিপোষণ।

৩। **পাকস্থলী**—সরল ভাবে দাঁড়াইয়া, আঙ্গুল বিস্তারিত করিয়া দুই হাত সোজা সম্মুখের দিকে মেলিয়া দাও, তার পর পা ঠিক জায়গায় রাখিয়া কোমরের উপরে ধীরে ধীরে ডান দিকে ঘোর; ডান হাত যত পার পেছন দিকে নিবে এবং দুই হাত কাঁধের সমতলে বা সামান্য উঁচুতে থাকিবে।

তার পর একটু থামিয়া ফিরতি পাকে যথা সম্ভব বাম দিকে ঘোর। বার কয়েক এইরূপ কর।

এই ব্যায়ামের উদ্দেশ্য যকৃৎ অন্ত্র ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহকে চালিত করিয়া তাদের কাজের সাহায্য করা এবং পাকস্থলী ও পাঁজরের চারিদিককার বাহ্য পেশীগুলিকে সবল করা।

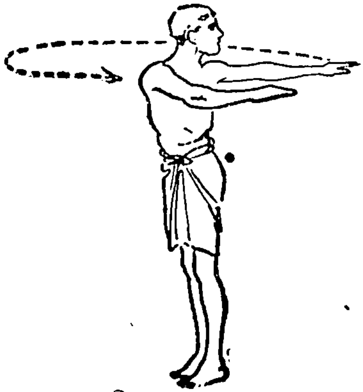
শরীর মোচড়ান

এই ব্যায়াম করিবার সময় শ্বাসক্রিয়াকে সাবধানে নিয়মিত করিতে হইবে। ডানদিকে ঘুরিবার সময়

নাক দিয়া নিশ্বাস টানিবে—মুখ দিয়া নয়। বাঁদিকে ঘুরিবার সময় মুখ দিয়া নিশ্বাস ছাড়িবে, এবং সেই সঙ্গে কয়বার ঘোরা হইল তাহা জোরে জোরে গুনিবে।

অথবা তার চাইতেও ভাল হইবে, যদি এই ব্যায়ামকে তোমার প্রভাত উপাসনার অঙ্গ ভাবিয়া পর্য্যায়ক্রমে জোরে জোরে বল, রামকে আশিস্ (Bless Rama), পিতার শুভ (Bless father), এরূপ তোমার পরিবারের যে কারো নাম, অথবা বন্ধুদের নাম করিবে।

ডান পাকে নিশ্বাস টানিয়া বার কয়েক ইহা করিবার পর বাঁ পাকে নিশ্বাস টানিয়া আবার কর। অর্থাৎ বামাবর্ত্তে পেছন দিকে ঘুরিবার সময় নিশ্বাস টান, এবং দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিবার সময় নিশ্বাস ফেল।

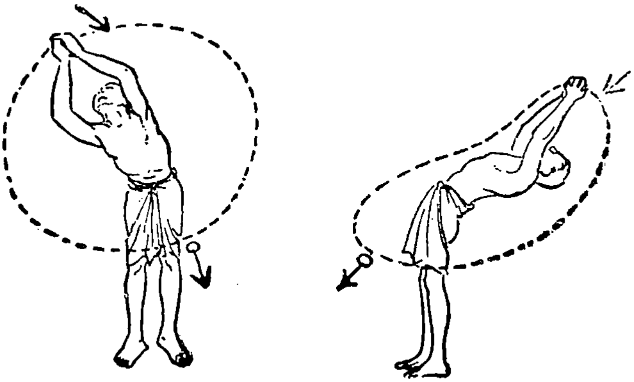

'শঙ্কুর' ব্যায়াম

৪। **ধড়**—শঙ্কুব্যায়াম—"অ্যালার্ট" অবস্থায় দাঁড়াইয়া তুই হাত যথাসম্ভব মাথার উপরে তোল এবং আঙ্গুলে আঙ্গুল বাঁধ। পেছন দিকে ঝোঁক। তারপর বাহু তুটিকে শঙ্কুর মত করিয়া ঘোরাও, যেন হাত শরীরের উপরেও চারিদিকে একটি বৃহৎ বৃত্ত রচনা করে, কোমরের উপরে

শরীর ঘোরে ; প্রথম এক পাশে শরীর নত হয়, তার পর সম্মুখে, তার পর অপর পাশে, তার পর পেছনে। কোমর ও পাকস্থলীর পেশীর জন্য এই ব্যায়াম, এবং উভয় দিকে ঘুরিয়া প্রত্যেক দিকে বার দু-এক ইহা করিতে হইবে।

এইরূপ ঘুরিবার সময় চোখ দিয়া তোমার পেছনে যাহা কিছু হইতেছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই ব্যায়ামের একটা অর্থ আছে, চর্চ্চার সময় তাহা ভাবিবে। অর্থটা এই : আঙ্গুল বাঁধিবার অর্থ তোমরা সকল বন্ধু (অর্থাৎ স্কাউটগণ) পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ডাইনে, বাঁয়ে, সম্মুখে, পশ্চাতে যেমন সবদিকে শরীর নত কর তেমনি সবদিকে বন্ধুদের সঙ্গে এই বন্ধন। প্রণয় ও মৈত্রী ভগবানের দান ; সুতরাং যখন উপরের দিকে মুখ কর, ঊর্দ্ধ হইতে তখন বাতাসের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য গ্রহণ কর ; তার পর তাহা প্রশ্বাসের সহিত চারিদিকে সহচরদিগকে দান কর।

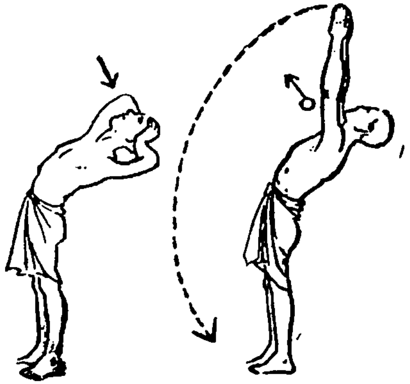

১ নং চিত্র 2নং চিত্র

৫। **নিম্নদেহ—**অপরাপর ব্যায়ামগুলির মত এই ব্যায়ামটি শ্বাসের

ব্যায়ামও বটে ; ইহার দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের পরিপোষণ হয়, এবং রক্ত সতেজ ও সুস্থ হয়।

শুধু দাঁড়াইয়া পেছনের দিকে ঝুঁকিয়া আকাশের দিকে যতদূর পার হাত বাড়াইয়া দাও, তার পর সম্মুখের দিকে নুইতে নুইতে পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ কর—**জানু সোজা রাখিয়া।**

পা একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াও—বাহু দুটি তোল ; হাত দুখানা একত্র ও মাথার পেছনে থাকিবে—যত দূর পার পেছনে হেলিয়া আকাশের দিকে তাকাও—যেমন প্রথম চিত্রে দেখান হইয়াছে।

যদি, আগে যেমন বলা হইয়াছে, ব্যায়ামের সঙ্গে প্রার্থনা মিলাইয়া নেও, তবে আকাশের দিকে চাহিবার সময় ভগবানের কাছে নিবেদন করিবে **"আপাদমস্তক আমি তোমার !"** এবং বিধাতার বায়ু পান করিবে—মুখ দিয়া নয়, নাক দিয়া। তার পর দুই হাত উপরের দিকে যতদূর পার বাড়াইয়া দাও (দ্বিতীয় চিত্র), ব্যায়াম সংখ্যা উচ্চারণ করিতে করিতে নিশ্বাস ছাড় ; তার পর ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ও নীচের দিকে নত হও—জানু সোজা ও শক্ত রাখিয়া এবং হাতের আঙ্গুলের মাথা দিয়া পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ কর। (তৃতীয় চিত্র)। নীচের দিকে নুইবার সময় পিঠের সরু অংশটায় (ঠিক কোমরের উপর দিকে) খুব শক্ত করিয়া যেন টান পড়ে। তার পর বাহু এবং জানু শক্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে শরীর তোল এবং পূর্ব্ব অবস্থায় যাও। এই ব্যায়ামটি কয়েকবার কর।

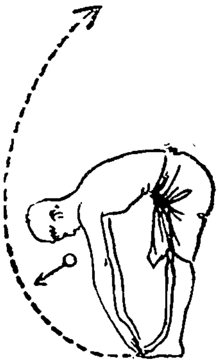

৩ নং চিত্র

কেহ কেহ পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে মহা কষ্ট বোধ করিয়া থাকে।

ব্যায়ামও বটে; ইহার দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের পরিপোষণ হয়, এবং রক্ত সতেজ ও সুস্থ হয়।

শুধু দাঁড়াইয়া পেছনের দিকে ঝুঁকিয়া আকাশের দিকে যতদূর পার হাত বাড়াইয়া দাও, তার পর সম্মুখের দিকে নুইতে নুইতে পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ কর—**জানু সোজা রাখিয়া।**

পা একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াও—বাহু দুটি তোল; হাত দুখানা একত্র ও মাথার পেছনে থাকিবে—যত দূর পার পেছনে হেলিয়া আকাশের দিকে তাকাও—যেমন প্রথম চিত্রে দেখান হইয়াছে।

যদি, আগে যেমন বলা হইয়াছে, ব্যায়ামের সঙ্গে প্রার্থনা মিলাইয়া নেও, তবে আকাশের দিকে চাহবার সময় ভগবানের কাছে নিবেদন করিবে **"আপাদমস্তক আমি তোমার!"** এবং বিধাতার বায়ু পান করিবে—মুখ দিয়া নয়, নাক দিয়া। তার পর দুই হাত উপরের দিকে যতদূর পার বাড়াইয়া দাও (দ্বিতীয় চিত্র), ব্যায়াম সংখ্যা উচ্চারণ করিতে করিতে নিশ্বাস ছাড়; তার পর ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ও নীচের দিকে নত হও—জানু সোজা ও শক্ত রাখিয়া এবং হাতের আঙ্গুলের মাথা দিয়া পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ কর। (তৃতীয় চিত্র)। নীচের দিকে নুইবার সময় পিঠের সরু অংশটায় (ঠিক কোমরের উপর দিকে) খুব শক্ত করিয়া যেন টান পড়ে। তার পর বাহু এবং জানু শক্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে শরীর তোল এবং পূর্ব্ব অবস্থায় যাও। এই ব্যায়ামটি কয়েকবার কর।

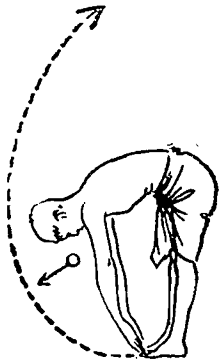

৩ নং চিত্র

কেহ কেহ পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে মহা কষ্ট বোধ করিয়া থাকে।

তাহারা প্রথমতঃ জঙ্ঘা স্পর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া চেষ্টা চালাইতে থাকিবে; তাহা হইলে কয়েক দিনেই অঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে। আমি নিজে আঙ্গুলের গ্রন্থি দিয়া পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করিতে পারি। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করা অপেক্ষা ইহা অধিকতর শক্ত, ইহাতে পশ্চাৎ দিকের পেশীতে অধিকতর টান পড়িয়া থাকে। দেখ তোমরা ইহা করিতে পার কিনা।

৬। **পদ ও পদতল (জঙ্ঘা ও অঙ্ঘ্রি)**—নগ্নপদে সমভঙ্গ বা 'Alert'-এর ভঙ্গিতে দাঁড়াও। প্রথম অবস্থায় কোমরে হাত রাখ।

পায়ের আঙ্গুলের মাথায় ভর করিয়া গোড়ালী তোল। অতঃপর জানুদ্বয় বহির্মুখী করিয়া, ধীরে ধীরে অবনত হইতে থাক এবং গোড়ালীর উপরে বসিয়া পড়। সমস্তক্ষণই পায়ের গোড়ালী মাটি হইতে উর্দ্ধে থাকিবে।

তার পর ধীরে ধীরে শরীর উত্তোলন করিতে থাক এবং প্রারম্ভে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিলে পুনরায় সেই ভাবে দাঁড়াও। এইরূপ "ওঠা-বসা" অনেকবার কর।

কোমর সব সময়েই একটু সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া রাখিবে। দাঁড়াইবার কালে নাক দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিবে এবং বসিবার কালে ব্যায়ামের সংখ্যা উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ দিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে।

সমস্তক্ষণই পদাঙ্গুলির উপর দেহভার রাখিবে। শরীরকে অটল রাখিয়া (balance ঠিক রাখিয়া) ওঠা-বসা করিবার সুবিধার জন্য জানুদ্বয় একটু বাহিরের দিকে বাঁকাইয়া দিবে। এই ব্যায়াম অভ্যাস করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, উরুদেশ, পায়ের ডিম এবং পদাঙ্গুলীর

পেশী সবল করা ইহার উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহা দ্বারা পাকস্থলীরও চালনা হয়, স্থতরাং অবসর মত দিনের যে কোন সময়, যত বেশী বার এই ব্যায়ামটি অভ্যাস করিবে তত বেশী উপকারও হইবে।

এই ব্যায়ামের সময় পর্য্যায়ক্রমে এক বার উঠিতে হয়, আবার বসিতে হয়; তাই ইহার সহিত এই ভাব যোগ করিতে পার যে দাঁড়াইয়া থাক বা বসিয়া পড়, কাজ কর বা বিশ্রাম কর, সকল সময়, সকল অবস্থায় যেমন হাত দুখানা কোমরের উপর আবদ্ধ রাখিয়াছ, তেমনি নিজেকে সংযত করিয়া রাখিবে এবং যাহা সত্য ও সৎ শুধু তাহাই করিবে।

এই ব্যায়ামগুলি কেবল সময় কাটাইবার পন্থা নয়, দেহের বৃদ্ধি ও বলবিধানই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

স্বদেশরক্ষী সৈন্যদলে (Territorial armyতে) যোগ দিতে হইলে শরীরের স্থনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকা প্রয়োজন। প্রার্থীদের মধ্যে মাপে যাহারা খাটো, তাহাদের এই দৈহিক অভাব পূরণ করিয়া দিবার ভার, স্থপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর য়ুজিন স্যাণ্ডো (Eugene Sandow) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের জন্য এমন ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিলেন, যে কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই, তাহাদের কেহ কেহ দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত এবং বক্ষ পরিসরে চারি পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃদ্ধিলাভ করিল। স্যাণ্ডোর নিজের শরীর ছিল বাল্যকালে তাঁহার বয়সের তুলনায় ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল; তবুও উত্তরকালে তিনি দানবের মত পেশী ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কেবল যথার্থ প্রণালীতে ব্যায়াম অভ্যাস দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। স্থতরাং যে কোন বালক ইচ্ছা করিলেই স্যাণ্ডোর ন্যায় সবলকায় ও স্থদৃঢ় শরীর গঠন করিয়া তুলিতে পারে।

আরোহণ (Climbing)

প্রত্যেক বালকই গাছে চড়িতে ভালবাসে। এই কাজটিতে লাগিয়া থাকিলে এবং কাজটি ভালরূপে করিলে, চিরকালই অভ্যাসটি থাকিয়া যাইবে। উত্তরকালে যাঁহারা পর্ব্বতারোহণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন,

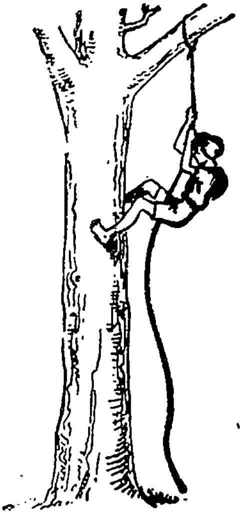

তাঁহাদের অধিকাংশই এই বিদ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রথমে দড়ি ও খুঁটি চড়িয়া, তারপর গাছে চড়িয়া ; এবং তারপর আরও বহুশিক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিয়া পাহাড়ে চড়ায় দক্ষ, ও ক্রমে পর্ব্বতারোহণে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে অভ্যাস করিতে না পারিলে এবং দেহের মাংসপেশী সকলকে সুদৃঢ় ও সবল করিয়া তুলিতে না পারিলে পর্ব্বতারোহণ সম্ভব হইবে না। বরং পদস্খলন হওয়াতে প্রাণ হারাইবে। সুতরাং বৃক্ষারোহণের পর শিলারোহণ অভ্যাস কর। তৎপর পর্ব্বতারোহণের চেষ্টা করিও। পর্ব্বতারোহণ গৌরবজনক, এবং বিপদবরণ ইহাতে পদে পদে। এরূপ কার্য্যে প্রয়োজন, দেহের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবলতা, বুকের পাটা, অটল সংকল্প এবং সহনশীলতা ;— এ সকলই কেবল অভ্যাস দ্বারা লাভ হয়।

পর্ব্বতারোহণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ শরীরের ভারসাম্য বা স্থিরতা রক্ষা করিতে পারা, এবং লঘুতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত, যে স্থানে প্রয়োজন সেই স্থানেই পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হওয়া। ইহা অভ্যাস করিতে তক্তার উপর হাঁটা (ওয়াকিং দি প্ল্যাঙ্ক), পাথরের উপর ধাপে ধাপে চলা (ষ্টেপিং ষ্টোনস্), মরিস্ ডেনসিং (Morris Dancing), এর মত খেলা

আর নাই! "ওয়াকিং দি প্ল্যাঙ্ক" খেলাতে একখানা তক্তা তার দীর্ঘ প্রান্তের উপর দাঁড় করাইয়া তার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয়। "ষ্টেপিং ষ্টোনস্" খেলাতে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে পাথরের খণ্ড সকল স্থাপন করিয়া একটি লাইন করিতে হইবে। সেই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের কোণ থাকিবে। তারপর পাথরে পাথরে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়। যৌবনকালে আমি বেশ লাফ দিতে পারিতাম, এবং সর্ব্বদাই দিতাম। তখন (Skirt Dancing) স্কার্ট নৃত্যে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের সৈন্যদের নাটকীয় অভিনয়ে আমার নাচ দেখিয়া সকলেই বেশ আনন্দ লাভ করিতেন। এবং আমার পক্ষেও এতে বেশ ব্যায়ামের কাজ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহার আরো একটি মূল্য ছিল; তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম পরবর্ত্তী কালে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় ম্যাটাবল্‌দের বিরুদ্ধে কিছুটা দৌত্যকার্য্য বা স্কাউটিং আমাকে করিতে হইয়াছিল। আমি মাটোপো পাহাড়ে তাহাদের পর্ব্বত দুর্গে আরোহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু শত্রুগণ আমাকে দেখিয়া ফেলিল। তখন পলায়ন করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে জীবন্ত ধরিয়া ফেলা এবং আমার প্রাণান্তের উৎসবে গুলি করিয়া মাথার খুলি উড়াইয়া দেওয়ার চাইতে একটা বিশেষ নূতনতর পন্থা অবলম্বন করা। তাদের মৎলব ছিল কোন প্রকার অপ্রীতিকর পীড়ন; কাজেই যখন দৌড়াইয়াছিলাম বেশ মন দিয়াই দৌড়াইয়াছিলাম। পাহাড়ে ছিল বহুল পরিমাণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দানাবাঁধা শিলাখণ্ড, আর শিলাখণ্ডগুলি ছিল একটির উপর আর একটি করিয়া স্থাপিত। আমার দৌড় শুধু এক প্রস্তর হইতে অন্য প্রস্তরে লাফাইয়া যাওয়া। স্কার্ট নৃত্যে যে ভারসাম্য ও পাদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করিয়াছিলাম এই সময়েই তাহা আমার সহায় হইল। দেখিলাম লাফে লাফে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার সময় আমি

আরোহণ (Climbing)

প্রত্যেক বালকই গাছে চড়িতে ভালবাসে। এই কাজটিতে লাগিয়া থাকিলে এবং কাজটি ভালরূপে করিলে, চিরকালই অভ্যাসটি থাকিয়া যাইবে। উত্তরকালে যাঁহারা পর্ব্বতারোহণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন,

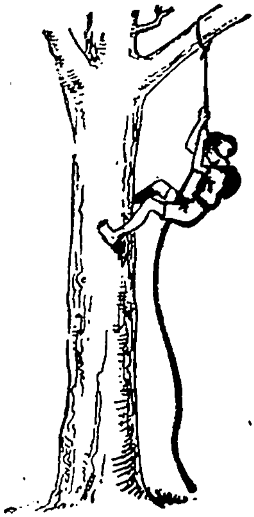

তাঁহাদের অধিকাংশই এই বিদ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রথমে দড়ি ও খুঁটি চড়িয়া, তারপর গাছে চড়িয়া ; এবং তারপর আরও বহুশিক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিয়া পাহাড়ে চড়ায় দক্ষ, ও ক্রমে পর্ব্বতারোহণে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে অভ্যাস করিতে না পারিলে এবং দেহের মাংসপেশী সকলকে সুদৃঢ় ও সবল করিয়া তুলিতে না পারিলে পর্ব্বতারোহণ সম্ভব হইবে না। বরং পদস্খলন হওয়াতে প্রাণ হারাইবে। সুতরাং বৃক্ষারোহণের পর শিলারোহণ অভ্যাস কর। তৎপর পর্ব্বতারোহণের চেষ্টা করিও। পর্ব্বতারোহণ গৌরবজনক, এবং বিপদবরণ ইহাতে পদে পদে। এরূপ কার্য্যে প্রয়োজন, দেহের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবলতা, বুকের পাটা, অটল সংকল্প এবং সহনশীলতা ;— এ সকলই কেবল অভ্যাস দ্বারা লাভ হয়।

পর্ব্বতারোহণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ শরীরের ভারসাম্য বা স্থিরতা রক্ষা করিতে পারা, এবং লঘুতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত, যে স্থানে প্রয়োজন সেই স্থানেই পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হওয়া। ইহা অভ্যাস করিতে তক্তার উপর হাঁটা (ওয়াকিং দি প্ল্যাঙ্ক), পাথরের উপর ধাপে ধাপে চলা (ষ্টেপিং ষ্টোনস্), মরিস্ ডেনসিং (Morris Dancing), এর মত খেলা

আর নাই। "ওয়াকিং দি প্ল্যাঙ্ক" খেলাতে একখানা তক্তা তার দীর্ঘ প্রান্তের উপর দাঁড় করাইয়া তার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয়। "ষ্টেপিং ষ্টোনস্" খেলাতে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে পাথরের খণ্ড সকল স্থাপন করিয়া একটি লাইন করিতে হইবে। সেই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের কোণ থাকিবে। তারপর পাথরে পাথরে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়। যৌবনকালে আমি বেশ লাফ দিতে পারিতাম, এবং সর্ব্বদাই দিতাম। তখন (Skirt Dancing) স্কার্ট নৃত্যে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের সৈন্যদের নাটকীয় অভিনয়ে আমার নাচ দেখিয়া সকলেই বেশ আনন্দ লাভ করিতেন। এবং আমার পক্ষেও এতে বেশ ব্যায়ামের কাজ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহার আরো একটি মূল্য ছিল; তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম পরবর্ত্তী কালে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় ম্যাটাবল্‌দের বিরুদ্ধে কিছুটা দৌত্যকার্য্য বা স্কাউটিং আমাকে করিতে হইয়াছিল। আমি মাটোপো পাহাড়ে তাহাদের পর্ব্বত দুর্গে আরোহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু শত্রুগণ আমাকে দেখিয়া ফেলিল। তখন পলায়ন করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে জীবন্ত ধরিয়া ফেলা এবং আমার প্রাণান্তের উৎসবে গুলি করিয়া মাথার খুলি উড়াইয়া দেওয়ার চাইতে একটা বিশেষ নূতনতর পন্থা অবলম্বন করা। তাদের মৎলব ছিল কোন প্রকার অপ্রীতিকর পীড়ন; কাজেই যখন দৌড়াইয়াছিলাম বেশ মন দিয়াই দৌড়াইয়াছিলাম। পাহাড়ে ছিল বহুল পরিমাণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দানাবাঁধা শিলাখণ্ড, আর শিলাখণ্ডগুলি ছিল একটির উপর আর একটি করিয়া স্থাপিত। আমার দৌড় শুধু এক প্রস্তর হইতে অন্য প্রস্তরে লাফাইয়া যাওয়া। স্কার্ট নৃত্যে যে ভারসাম্য ও পাদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করিয়াছিলাম এই সময়েই তাহা আমার সহায় হইল। দেখিলাম লাফে লাফে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার সময় আমি

আমার অনুসরণকারী শত্রুদলকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছি। এরা সকলেই সমতলবাসী ছিল। পাথরের উপর লাফ দিয়া চলিবার অভ্যাস তাহাদের ছিল না, সুতরাং তাহারা অতি কষ্টে অবতরণ করিতেছিল। এই সুযোগে দৌড়াইয়া আমি প্রাণ বাঁচাইলাম। এই ঘটনা হইতে পর্ব্বতারোহণ ও অবতরণ বিষয়ে নিজের শক্তির উপর এতই শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল যে আমি আরও বহুবার এই প্রকার পার্ব্বত্য অভিযানে অগ্রসর হইয়া সফলতা লাভ করিয়াছি।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী

"Play-ground games" (by Chesterton মূল্য ৩½ শিলিং।
"Boxing" (by Norman Clark") মূল্য ২ শিলিং
(C. A. Pearson Ltd.)
স্কাউট চার্ট, নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ২০ প্রত্যেকটি ৪ পেন্স।
(ডাঃ মাশুল লাগে না)
দি স্কাউট পত্রিকার আফিস, ২৪, ময়দান লেন, লণ্ডন, (পশ্চিম কেন্দ্র)।

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—নং ১৮

স্বাস্থ্যপ্রদ অভ্যাস

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক, ধূমপান করিও না, মদ্যপান করিও না,
পবিত্র থাক, প্রাতরুত্থান কর, প্রাণ খুলিয়া
হাস, মোটা হও।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—বড় বড় শান্তি স্কাউটদের সকলেরই অল্প-বিস্তর ডাক্তারী বিদ্যা জানা ছিল। তাহা না হইলে তাঁহারা পাহাড়-জঙ্গলপূর্ণ দেশের ভিতরে নানাবিধ আবিষ্কার-কার্য্যে এবং মৃগয়ায় সফলকাম হইতে পারিতেন না। কারণ সেই সকল অঞ্চলে রোগ,

আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং ক্ষত ব্রণাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এইগুলির প্রতিকারের জন্য সেই জনশূন্য অরণ্য মধ্যে ডাক্তার বা ঔষধালয় পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কিছু কিছু চিকিৎসা বিদ্যা না জানিলে কোন স্কাউট এদিকে অগ্রসর হইতে পারে না। তার পক্ষে বাড়ী থাকাই শোভন—এর চেয়ে বেশী তার কাছে আশা করা যায় না।

সুতরাং নিজে স্বাস্থ্য রক্ষা অভ্যাস কর ;—তাহা হইলেই কি উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় তাহা অপরকে দেখাইতে পারিবে।

এইরূপে তোমরা বহু পরোপকার করিতে পার। সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ও শান্তি স্কাউট ডেভিড্ লিভিংষ্টোন, চিকিৎসা-চাতুর্য্যে আফ্রিকাবাসিগণের প্রিয় হইয়াছিলেন। তারপর তোমার নিজের শরীরের যত্ন নিজে লইতে পারিলে, ঔষধের জন্য আর তোমাকে অর্থব্যয় করিতে হইবে না। সুবিখ্যাত ইংরাজ কবি ড্রাইডেন "Cymon and Iphigenia" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন :—স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ডাক্তারকে টাকা দেওয়া অপেক্ষা সুনির্ম্মল বাতাস এবং ব্যায়ামের উপর নির্ভর করা ভাল।

"মৃগয়ার ছলে যদি মাঠে মাঠে ছুটে ছুটে
স্বাস্থ্য পাই মূল্য নাহি দিতে,
বৈদ্যের দর্শনী দিয়া দুই ফোঁটা ঔষধের
তিক্ত রস কে চায় কিনিতে ?
জ্ঞানিজন আপনার রোগমুক্তি তরে, শুধু
ব্যায়ামে নির্ভর ক'রে থাকে ;
বিধাতার সৃষ্টি-শিল্প মানুষের হাত হতে
সংস্কারের অপেক্ষা না রাখে।"

আপনাকে পরিষ্কার রাখ

দক্ষিণ-আফ্রিকার সংগ্রাম ক্ষেত্রে আমাদের বহুলোক নানাবিধ পীড়া এবং আঘাতের ক্ষত হইতে প্রাণ হারাইয়াছিল। জাপান যুদ্ধে জাপানীরা রোগে মারা গিয়াছিল অতি অল্পই এবং আহতদের মধ্যে যাহারা মরিয়াছিল তাহাদের অনুপাত অতি সামান্য। এই পার্থক্যের হেতু কি? সম্ভবতঃ ইহার বহু কারণ ছিল। আমাদের লোকেরা ভালমন্দ বিচার না করিয়া জলপান করিত, এবং জাপানী অপেক্ষা মাংস বেশী খাইত। তাহা ত বটেই; কিন্তু তদুপরি তাহারা আপন আপন শরীর ও পোষাক-পরিচ্ছদ বেশী পরিষ্কার রাখিত না; জল সংগ্রহ করা এক বিষম দায় ছিল। ওদিকে জাপানীরা প্রত্যহ স্নানের দ্বারা শরীর খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিত।

হাত যখন অপরিষ্কার থাকে, তখন কাটিয়া গেলে, খুব সম্ভব ক্ষত-স্থানে পুঁজ হইবে, এবং তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু কাটিবার সময় যদি হাত বেশ পরিষ্কার—সদ্যধৌত থাকে, তবে সেই ক্ষত হইতে কোন ক্ষতি হইবে না। বরং তাহা সহজে ও সত্বর শুকাইয়া উঠিবে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষত সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যাহারা নিজেদের পরিষ্কার রাখিত না, তাহাদের ক্ষতই মারাত্মক হইয়া পড়িত।

চর্ম্ম পরিষ্কার রাখিলে, দেহের রক্ত পরিষ্কারেরও সাহায্য হয়। জাপানীরা বলিয়া থাকে:—ব্যায়াম করিয়া অব্যবহিত পরেই স্নান না করিলে, ব্যায়ামের অর্দ্ধেক ফলই নষ্ট হইয়া যায়।

যে স্থানে প্রচুর জল পাওয়া যায় না, অথবা শীত খুব বেশী, সে স্থানে বাস করিবার সময় প্রত্যহ স্নান করা হয়ত সম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু প্রতিদিন ভিজা গামছা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মাজিয়া পুছিয়া লওয়া

কিছুই কঠিন নহে। যেদিন ইহারও সুযোগ না হয় সেই দিন শুষ্ক বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া, কঠিন শ্রমসাধ্য কর্ম্মক্ষম অবস্থায় শরীর বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রত্যহ উক্তরূপে গাত্রমার্জ্জন করা উচিত।

পরিধানের পোষাকও পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। নীচের জামা ও উপরের জামা, অন্তর্বাস ও বহির্বাস দুইই সমান ভাবে পরিষ্কার রাখিবে। পোষাক যখনই পরিধান করিবে তখনই আগে একটি ছড়ি দ্বারা আঘাত করিয়া, ধুলা মাটি ঝাড়িয়া লইবে। যদি সুস্থ এবং বলবান্ হইতে চাও, তবে দেহাভ্যন্তরের রক্তও সুস্থ এবং বিশুদ্ধ রাখা চাই। প্রচুর পরিমাণে সুনির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে, গভীর নিশ্বাসের সাহত বায়ু গ্রহণ করিলে এবং নিত্যনৈমিত্তিক মলত্যাগের দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কার রাখিলে রক্ত সুস্থ ও বিশুদ্ধ থাকে। দিনে দুইবার মলত্যাগ করিলে কাহারো শরীর ভাল থাকে। কোনদিন কোষ্ঠ শুদ্ধিতে বাধা পড়িলে, খুব বেশী করিয়া জল পান করিবে, বিশেষতঃ প্রাতরাশের পূর্ব্বে ও ঠিক পরে অঙ্গাবর্ত্তন (Body Twisting) ব্যায়াম করিবে। তাহা হইলেই যথারীতি পেট পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া কোন কিছু, অন্ততঃ এক পেয়ালা গরমজল, পেটে না দিয়া কোন কাজ করিতে যাইবে না।

লম্বাচওড়া লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়া, যে সকল ঔষধ-বটী বিক্রয় করিবার চেষ্টা চলে, সেইগুলি ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ এই সকলের দ্বারা পরিণামে প্রায়ই শরীরের হানি হইয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পরে গভীর জলে কখনই স্নান করিবে না। তাহাতে আকুঞ্চনী (Cramp) হওয়ার সম্ভাবনা, এবং এরূপ শরীর মোচড়াইয়া যাওয়ার ফলে ডুবিয়া মরিবে।

ধূমপান

স্কাউট কখনই ধূমপান করে না। যে কোন বালক ইচ্ছা করিলেই তামাক টানিতে পারে, ইহাতে কোন বাহাদুরি নাই। কিন্তু কোন স্কাউট তা করে না; কারণ সে বোকা নয়। সে জানে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ পরিণতি হইবার পূর্ব্বে ধূমপান করিলে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইবে, ইহা প্রায় নিশ্চিত; এবং বালকের দেহে হৃৎপিণ্ডেরই গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। শরীরে মাংস, হাড় এবং পেশী গঠন করিয়া তুলিবার জন্য হৃৎপিণ্ড দ্বারাই শোণিত দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ড যদি আপন কর্ম্ম সুসম্পন্ন না করে, তবে শরীর সুস্থ অবস্থায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না। প্রত্যেক স্কাউট জানে ধূমপান করিলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। ঘ্রাণশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুইটি শক্তিই কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিখ্যাত ডাক্তার স্যার উইলিয়াম ব্রড্‌বেণ্ট এবং অধ্যাপক সিম্‌স্‌ উড্‌হেড উভয়েই বলিয়াছেন, তামাক বালকদের স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি করে। বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, সৈনিক পুরুষ, নাবিক এবং অন্যান্য লোক কোন প্রকার ধূমপান করেন না; তাঁহারা দেখিয়াছেন, তামাক না খাওয়াই তাঁহাদের পক্ষে ভাল। পরলোকগত লর্ড বেরেস্‌ ফোর্ড, অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রধান সাতজন, টেনিস্‌ খেলার ভূতপূর্ব্ব চ্যামপিয়ন্‌ ইয়ুস্‌টেস্‌ মাইলস্‌, ফুটবল খেলোয়াড় ব্যাসেট্‌, নৌ-চালক হ্যান্‌লন্‌, পদভ্রমণদক্ষ ওয়েসটন্‌, গল্‌ফ্‌ খেলোয়াড় টেলর্‌, স্কাউট বার্ণহাম্‌, শিকারী সিলাস্‌ এবং আরও বহু বিখ্যাত লোক ধূমপান করিতেন না। শারীরিক শক্তি ও সহনশীলতার জন্য যে শিখগণ সুপ্রসিদ্ধ তাহারা কেহই ধূমপান করেন না।

আমেরিকার রেলওয়ে এবং ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল বালক

ধূমপান করে, তাহাদিগকে চাকুরী দেন না। আমি একজন বড় ব্যবসায়ীকে জানি তিনি নিজে ধূমপান করেনই না, আর যে ধূমপান করে, তাহাকেও কোন কাজে নিযুক্ত করেন না। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জেও যাহাদের হাতে চাকুরী দিবার ভার আছে, তাহাদের অনেকেই এইরূপ করিয়া থাকেন। জাপানে কুড়ি বৎসরের কম যার বয়স সে ধূমপান করিতে পায় না, করিলে তাহার পিতামাতাকে ধরিয়া আনিয়া জরিমানা করা হয়।

দুর্ব্বলচরিত্র বালক পূর্ণবয়স্ক লোকের অনুকরণে ধূমপান করিতেছে; বালকটি ভবিষ্যতে বিশেষ কাজের লোক হইতে পারিবে না।

শক্তিশালী সুস্থবালক পায়ের কাছে বল রাখিয়া দণ্ডায়মান।

অধ্যাপক অস্‌লার ধূমপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিবার সময় বলিয়াছিলেন, অতি চমৎকার হইত যদি একদিন পৃথিবীর যত সব সুরা সমুদ্রে ঢালিয়া ফেলা যাইত, এবং পরের দিন সব তামাকও সেইরূপে

জলমগ্ন করা হইত, ইহা সকলের পক্ষেই খুব ভাল হইত যদিও মাছের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইত।

বালকেরা যে ধূমপানটা খুব ভাল লাগে বলিয়াই ধূমপান আরম্ভ করে তাহা নয়; আরম্ভ করে সাধারণত এই জন্য যে, উহা না করিলে ভীরু বলিয়া অপর বালকেরা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবে, অথবা তাহারা মনে করে যে ধূমপান করিবার সময় তাহাদিগকে একজন মাতব্বরের মত দেখাইবে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহাদিগকে দেখায় এক একটি ছোট গাধার মত। অতএব ভয় পাইও না; নিজের মনে মনে সংকল্প কর যে, পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই কিছুতেই ধূমপান করিবে না; এবং এই সংকল্প অটল রাখ। অর্দ্ধভুক্ত সিগারেট দুই ঠোঁটের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মাতালের মত কথা বলার চেয়ে বরং তামাক না খাইলেই তোমাকে মানুষের মত দেখাইবে। যাহারা ধূমপান করে না তাহাদিগকে ধূমপায়ী বালকেরা মনে মনে সম্মান করিয়াই থাকে; এবং কালে হয়ত উচ্চতর আদর্শের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কেহ কেহ ধূমপান পরিত্যাগ করে। যদি কোন বালক তোমার অনুকরণ করিয়া ধূমপান পরিত্যাগও করে, তবে অজ্ঞাতসারে তুমি পৃথিবীর একটি মহদুপকার সাধন করিলে। এই সামান্য আরম্ভ হইতে তুমি হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনে আরো কত মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে। এ সকল ছাড়াও একটা কথা ভাবিবার আছে যে, ধূমপান করিতে গেলে অর্থের অপচয় হয়—তাহা আমাদের পোষায় না।

মদ্যপান

একদিন রাত্রিকালে সৈনিকের মত দেখিতে একটি লোক আমার নিকট আসিয়া তাহার একখানা ছাড়পত্র আমার সম্মুখে ধরিল;

তাহাতে দেখা গেল, লোকটি দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমার অধীনে সৈনিকের কাজ করিত। সে বলিল, কোন চাকুরী না পাওয়াতে তাহার আহার জুটিতেছে না। সৈনিক ছিল বলিয়াই যেন সকলেই তার প্রতি বিমুখ। আমি কিন্তু তাহাকে দেখিয়া এবং তাহার গায়ের গন্ধ পাইয়াই বুঝিলাম প্রকৃতপক্ষে কি কারণে সে বিপন্ন।

তার কাপড়ের ভিতর হইতে তামাক ও বিয়ার মদের বিকট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছিল; সিগারেটের ধোঁয়ায় হাতের আঙ্গুলের ডগা হলদে হইয়া গিয়াছিল। তাহার নিশ্বাসে ছিল হুইস্কির গন্ধ; তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টায় সে সুগন্ধি লজেনজেস্ খাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং কেহ যে-এই ব্যক্তিকে কাজ দেয় নাই অথবা মদ খাইবার জন্য কেহ তাহাকে আরও টাকা দেয় নাই, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। টাকা পাইলেই সে মদ খাওয়া ব্যতীত আর কিছুই করিত না। প্রত্যেক দেশেরই দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের হেতু এই সব লোক যাহারা মদ খাইয়া সময় ও অর্থের অপব্যয় করিয়া থাকে; এবং এই অতিরিক্ত পানাভ্যাসই বহুবিধ পাপকর্ম্ম, রোগ ও মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য দায়ী। দেহকে সবল ও সুস্থ রাখিবার জন্য কোনপ্রকার সুরারই কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং ঠিক তার উল্টো। প্রাচীন প্রবাদ আছে, "তীব্র মদিরা দুর্ব্বল মানুষ তৈরী করে"—ইহা অতি সত্য কথা।

মদ্যপায়ীর পক্ষে স্কাউট হওয়া অসম্ভব। মদ্য এবং সর্ব্বপ্রকারের মাদকদ্রব্য প্রথম হইতেই পরিহার কর, সংকল্প কর যে কোন সম্পর্কই এর সঙ্গে রাখিবে না। তৃষ্ণা নিবারণ ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্য নির্ম্মল জল, চা বা কফিই যথেষ্ট। অথবা খুব গরম বোধ করিলে লেমনেড্ অথবা টাটকা লেবুর সরবৎ অনেক বেশী উপকারী। ভাল স্কাউট কোন পানীয় ছাড়াই যাহাতে চলিয়া যায় এরূপ অভ্যাস বেশ

ভালভাবে গঠন করিয়া নেয়। ইহা অভ্যাসেরই বিষয়। হাঁটিয়া চলিতে অথবা দৌড়াইবার সময়, যদি মুখ বন্ধ করিয়া চল অথবা একটি নুড়ী মুখে রাখিয়া চিবাও (ইহাতে তোমার মুখ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইবে) তাহা হইলেই তৃষ্ণা পাইবে না; কিন্তু মুখ খুলিয়া বাতাস এবং বাতাসের সঙ্গে শুষ্ক ধূলা ভিতরে টানিয়া লইলে, সহজেই তৃষ্ণা পাইয়া থাকে। আবার শরীরকেও সুস্থ এবং সুদৃঢ় অবস্থায় রাখিতে হইবে। ব্যায়ামের অভাবে শরীর যদি মোটা হইয়া যায় তবে এক মাইল চলিতে না চলিতেই তৃষ্ণা পাইবে এবং জল পানের ইচ্ছা হইবে। প্রথম তৃষ্ণা পাইলেই যদি জলপান না কর, তবে অল্পক্ষণ মধ্যে আপনাআপনি তৃষ্ণা মরিয়া যাইবে। চলিতে চলিতে অথবা খেলার সময়, যদি ঘন ঘন জল পান কর, তাহা হইলে, দম রাখিতে পারিবে না, সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।

মিতাচার (পানদোষহীনতা)

মনে রাখিও মদ্যপানে কখনই কোন দুঃখ বিপদ্ দূর হয় নাই। বরং যতই মদ্যপানের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে ততই দুঃখ-জঞ্জাল বাড়িয়া চলিবে। মদ্যপানে অল্পক্ষণ দুঃখকষ্টের কথা ভুলাইয়া রাখে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর সকল কথাও ভুলাইয়া দেয়। মদ্যপায়ীর যদি স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকে, মাতাল হইয়া সে ভুলিয়া যায় যে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কাজ করাই তাহার কর্ত্তব্য, মদ খাইয়া কাজের অযোগ্য হওয়া উচিত নয়।

মাতাল সাধারণতঃ ভীরু সৈন্যদলের মধ্যে আগেকার দিনে অনেক দেখা যাইত। আজকালকার দিনে সৈন্যেরা অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর, তাহারা মদ খায় না।

অর্দ্ধ মূঢ়তার অনুভূতিটা ভাল লাগে বলিয়াও কেহ কেহ মদ খাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই, কারণ একবার তাহারা মদ ধরিলে আর কেহই তাহাদের বিশ্বাস করে না, সুতরাং শীঘ্রই তাহারা বেকার হইয়া বসিয়া থাকে ও সহজেই পীড়িত হইয়া পড়ে ও ফলে চরম দুর্দ্দশার মধ্যে তাহাদের জীবনের অবসান হয়। মাতাল হওয়ার মধ্যে পৌরুষ কিছুমাত্র নাই।

যদি কেহ কোন প্রকারে একবার মদের নেশায় পড়িতে পারে, তবে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, জীবন নষ্ট নয়, তাহার নিজের সুখ এবং পরিবারের সুখ বিনাশ পায়। মদ্যপান রূপ ব্যাধির একমাত্র ঔষধ :— "কখনই এই পান-ব্যাধিগ্রস্ত না হওয়া।"

ইন্দ্রিয় সংযম

ধূমপান ও মদ্যপান এই দুইটি কোন কোন ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে, সকলকে নয়, কিন্তু একটি প্রলোভন আছে যাহা কোন না কোন সময় তোমাকে আক্রমণ করিবেই, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। তারই বিষয় আমি তোমাদের সকলকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই।

"বালকদের স্কাউটিং" পুস্তকে এবং অন্যত্র এই বিষয়ে যাহা আমি বলিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়া কত বালক যে চিঠি লিখিয়াছে, তাহা জানিলে হয়ত তোমরা বিস্মিত হইবে। সুতরাং আমি আশা করি এই যে একটা গোপন পাপ এত সব লোককে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, এর সম্বন্ধে উপদেশ শুনিতে আরো অনেকে ইচ্ছা করিবে।

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ইহার নাম দেওয়া হয় "পাশবিকতা" এবং ইহা এই মহাপাপের সবচেয়ে উপযুক্ত নামই বটে। ধূমপান, মদ্যপান,

এবং জুয়াখেলা এইগুলি মানুষের পাপ, সুতরাং কোন কোন মনুষ্যশিশু ইহাদের মোহে পড়ে বটে; কিন্তু এই "পাশবিকতা" মানুষের পাপ নয়; ইহার কাছে যে আত্মসমর্পণ করে, মানুষ তাহাকে শুধু ঘৃণার চক্ষেই দেখে।

যাহারা শুধু বাহাদুরি নিবার জন্য ধূমপান আরম্ভ করে, তাহাদেরই মত কোন কোন বালক অশ্লীল গল্প বলা ও শোনাও একটা মজার ও পৌরুষের ব্যাপার মনে করে; কিন্তু ইহাতে তাহাদের কেবল নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়।

তবু এই প্রকার আলাপে যোগ দেওয়া, বাজে গল্প পড়া এবং অশ্লীল চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকা তরলমতি বালককে আত্মরমণে প্রলোভিত করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইহা অতি ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর। কারণ যদি এই পাপকার্য্য অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে বালকদের স্বাস্থ্য ও তেজোবীর্য্য চিরজীবনের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কোন পৌরুষ থাকে, তবে এই প্রলোভনকে তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়া দিবে; ওরূপ পুস্তকের দিকে চাহিবে না; ওরূপ গল্পে কান দিবে না; মনকে অন্যবিধ চিন্তায় ডুবাইয়া দিবে।

কখন কখন বদহজম, অতি গুরুপাক আহার অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে এইরূপ পাপ বাসনার উদয় হয়। সুতরাং এই সকল কারণের প্রতিকার করিলেই, এই কাম প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত থাকা যায়। তৎক্ষণাৎ শীতল জলে স্নান করিলে, অথবা বাহু পরিচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা উর্দ্ধ অঙ্গের ব্যায়াম করিলেও এই ব্যাধি প্রশমিত হয়। প্রথম বার হয়ত এই প্রলোভনকে জয় করা কিছুটা কঠিন হইতে পারে কিন্তু একবার কৃতকার্য্য হইলে পরে কাজটি সহজ হইয়া যাইবে। কুৎসিত স্বপ্ন এই বিপদের অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত সুখোষ্ণ শয্যায়

অনেকগুলি কম্বল লইয়া শুইলে, অথবা চিৎ হইয়া ঘুমাইলে এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখা যায়। কাজেই এই সকল কারণ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিবে।

যদি দেখ ইহাতেও এই বিপদ তোমাকে জ্বালাতন করে, তবে ইহা গোপনে না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ স্কাউট মাষ্টারের নিকট গিয়া সকল কথা খুলিয়া বল; তাহা হইলেই তোমার ব্যাধির প্রতিকার হইবে।

প্রাতরুত্থান

স্কাউটের পক্ষে সবচেয়ে বেশী কাজ করিবার সময় ভোরবেলা। এই সময়েই বন্যজন্তুরা আহার ও চলা-ফেরা করে। উষার প্রাক্‌কালেই শত্রুকে আক্রমণ করিবার প্রশস্ত সময়। এই সময় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া, হামাগুড়ি দিয়া অদৃশ্য ভাবে শত্রুর নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়; আবার শত্রুপক্ষের ঘুম ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে হঠাৎ আক্রমণ করিবার জন্য যথেষ্ট আলোকও পাওয়া যায়।

সুতরাং স্কাউটগণ অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ অভ্যাস করিবে। ইহা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে, পরে আর সেরূপ কষ্ট বোধ হইবে না, যেরূপ কোন কোন স্থূলকায় ও অলস লোক, রৌদ্র উঠিয়া গেলেও শয্যাত্যাগ করা দিগদারি মনে করে।

সুবিখ্যাত সম্রাট্ সালিমান্ প্রাচীনকালের একজন শ্রেষ্ঠ স্কাউট ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মধ্যরাত্রে শয্যাত্যাগ করিতেন।

ডিউক অব্ ওয়েলিংটন যিনি নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের মত ছোট ক্যাম্প-খাটে ঘুমাইতে ভালবাসিতেন, বলিতেন:—"যখন বিছানায় পাশ ফিরিবার সময় হয়, তখনই বিছানা পরিত্যাগ করিবারও সময়।"

যাঁহারা অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহারা দুই এক ঘণ্টা আগে জাগিয়া উঠিয়াই, অতিরিক্ত কাজ করিবার সময়

করিয়া নেন। উষাকালে জাগিয়া উঠিলে, খেলিবারও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় পাওয়া যায়।

অন্যান্য লোক অপেক্ষা যদি তুমি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে গাত্রোত্থান কর, তাহা হইলে তাহাদের চেয়ে তোমার জীবনকালও মাসে ত্রিশ ঘণ্টা বাড়িয়া গেল।

তাহাদের বৎসর বারমাসে, কিন্তু তোমার বৎসর বারমাস এবং ৩৬৫ ঘণ্টায়; মানে তাহাদের অপেক্ষা ত্রিশ দিন বেশী; অর্থাৎ তোমার বৎসর ১৩ মাসে।

"সকালে শয়ন করি সকালে উঠিবে;
সুস্থ, সুখী, ধনী, জ্ঞানী, তবে ত হইবে।

এই প্রাচীন ছড়াটির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে।

হাসি

হাসির অভাব অর্থ স্বাস্থ্যের অভাব। যত পার হাস। ইহাতে তোমার উপকার হইবে। সুতরাং বেশ ভাল হাসির সুযোগ পাইলেই প্রাণ খুলিয়া হাসিতে থাকিবে; এবং সম্ভব হইলে অপর সকলকেও হাসাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতে তাহাদেরও উপকার হয়।

যদি কখন দুঃখ বা বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দাও। যদি কথাটি স্মরণ রাখ এবং জোর করিয়াও হাসি আনিতে পার, তবে দেখিবে, মন প্রকৃতই অনেকখানি হাল্‌কা হইয়া যাইবে। বড় বড় স্কাউট মহাজনদের কথা, যেমন "পথপ্রদর্শক", কাপ্তেন জন স্মিথ, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী যদি পাঠ কর তবে দেখিবে, তাঁহারা সাধারণতঃ পরিণত বয়সেও বেশ সদানন্দ—স্ফূর্ত্তিতে ভরপূর ছিলেন।

শারীরিক ব্যায়ামাভ্যাসের সময় যেখানে একটু কষ্ট করিতে হয়,

সাধারণ বালকেরা সেখানেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে; কিন্তু বয়স্কাউটকে সকল সময়ই হাসিতে হইবে; যখনই সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে, তখনই সে তাহার ক্রীড়াঙ্ক হইতে এক নম্বর হারায়।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

ব্যায়াম

প্রাণায়াম (গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জ্জন):—ফুস্‌ফুসে নির্ম্মল বায়ু গ্রহণের জন্য, রক্তে ইহার স্পর্শ সংক্রামিত করিবার জন্য এবং বক্ষের বিস্তৃতি সাধনের জন্য প্রাণায়ামের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহা অতি সাবধানে অভ্যাস করিবে; উপদেষ্টা যেরূপ উপদেশ দিবেন, তাহার ব্যতিক্রম করিবে না। কখনই নির্দ্দিষ্ট সময় ও মাত্রা অতিক্রম করিবে না; করিলে হৃৎপিণ্ডের পীড়া জন্মিতে পারে। জাপানীরা প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই সর্ব্বপ্রথম, কয়েক মিনিট কাল প্রাণায়াম করে; এই শ্বাসের ব্যায়াম সর্ব্বদা খোলা বাতাসেই করিয়া থাকে। তাহাদের প্রণালী এই:—পাঁজরগুলি, বিশেষতঃ পৃষ্ঠের পাঁজরগুলি, যাহাতে ফুলিয়া উঠে এমনভাবে নির্ম্মল বায়ু নাকের ভিতর দিয়া টানিয়া তুলিতে হয়; তারপর সেই বাতাস অভ্যন্তরে কিছুকাল ধারণ করিয়া, মুখ দিয়া অতি ধীরে—ক্রমে ক্রমে এমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়, যেন শরীরের ভিতরে এক বিন্দুও বাতাস না থাকে; তারপর অল্পক্ষণ থামিয়া আবার পূর্ব্বের মত বাতাস নাক দিয়া গ্রহণ এবং মুখ দিয়া বর্জ্জন করিতে হয়।

মিস্‌টার টমলিনের প্রণালীতে গান করিলে, একই সময়ে, যথারীতি শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, এবং হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, বক্ষস্থল ও কণ্ঠনালীর ক্রিয়া

বর্দ্ধিত হইয়া থাকে—তদুপরি সঙ্গীত করিতে করিতে মনে নাটকোপযোগী ভাবেরও বিকাশ হয়।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত তাঁহার "হুলিগান টেমিং" বা গুণ্ডা ছেলেকে সায়েস্তা করার প্রণালী।

অনেকগুলি দুর্দ্দান্ত বালককে একত্র করা হয়, তাহারা পিয়ানোর সঙ্গে চীৎকার করিয়া "Hearts of Oak" অথবা এই জাতীয় কোন কোরাস্ সঙ্গীত গান করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চৈঃস্বরে একটি গল্পের প্রস্তাবনা করেন :—যেন তাহারা নির্ভীক চিত্তে একটি কেল্লা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদের দেশের এবং নিজেদের গৌরব বাড়াইবার জন্য এই কেল্লাটি তাহারা আড়ম্বরের সহিত অধিকার করিবে। হঠাৎ যেন তাহারা বুঝিতে পারিল যে শত্রুগণ তখনও জানিতে পারে নাই যে, তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন তাহাদিগকে হামাগুড়ি দিয়া, বুকে ভর করিয়া, চাপা গলায় গাহিতে গাহিতে চলিতে হইবে, এবং অতি সন্তর্পণে দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে। নিকটে, আরো নিকটে,—সুর এবার ধীরে ধীরে চড়িতেছে। তারপর পাহাড়ে উঠিয়া আক্রমণ, গোলা বৃষ্টির ভিতর দিয়া এগিয়ে যাওয়া, একটা হুড়াহুড়ি, কতকদূর ধাওয়া, এক দণ্ডের লড়াই ও একেবারে কেল্লা ফতে!

কিন্তু এবার আহতগণকে স্নেহভরে তুলিয়া আনা, মৃতদেহগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত কবর দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে গান চলিতেছে শান্তভাবে, তালে তালে, গম্ভীর অথচ করুণ সুরে।

তাহারা পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র কুড়াইয়া লয় এবং বন্দীদের ও লুণ্ঠিত দ্রব্য সব সঙ্গে লইয়া জয়োল্লাসে কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া চলে—ফুস্‌ফুসের সর্ব্ব শক্তি দিয়া গান গাহিতে গাহিতে। শীতের সন্ধ্যায় অদ্ভুত সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গীসহ পাহাড়ীয়াগণের মত পল্লীনৃত্য বেশ আনন্দদায়ক।

রিলেরেস্ বা ডাকের দৌড়

দুই প্যাট্রোলের মধ্যে, কোন্ দল অপেক্ষাকৃত কম সময় মধ্যে দূরের সংবাদ আনয়ন করিতে পারে, তাহা নিয়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীরা দৌড়াইয়াও যাইতে পারে, অথবা সাইকেলে (বাইক করিয়া)ও যাইতে পারে। খুব দ্রুত যাওয়া আসা করিবার জন্য, সমান সমান দূরত্বের মধ্যে স্কাউটেরা দাঁড়াইয়া থাকে ও একজনের নিকট হইতে অন্য জন চিঠি গ্রহণ করিয়া, সবেগে ছুটিয়া যায়। প্যাট্রোলকে আদেশ দেওয়া হয়, তাহারা পর পর তিনটি সংবাদ বা অভিজ্ঞান বস্তু, দুই মাইল বা আরো দূরে বহন করিবে, (যেমন চিঠি কি কোন লতাগুল্মের ডগা)। এই ব্যবধানের মধ্যে দলপতি দৌড়িয়া শেষ প্রান্তে যাইবার পথে দূরে দূরে ঘাটি স্থাপন করিয়া এক এক জন স্কাউটকে এক এক ঘাটিতে রাখিয়া যাইবে। ইহারা এক ঘাটি হইতে অন্য ঘাটিতে এই পত্র পৌঁছাইয়া দিয়া আপন স্থানে ফিরিয়া আসিবে। প্রতি ঘাটিতে দুইজন করিয়া ডাকওয়ালা রাখিলে দুই দিক হইতেই সংবাদ চালনা হইতে পারে।

বর্শা নিক্ষেপ

চাঁদমারি—পাতলাভাবে খড় ভর্ত্তি করা একটি থলিয়া, অথবা একখানা কার্ডবোর্ড, কিম্বা ফ্রেমে আঁটা একটুকরা ক্যানভাস্। লাঠির মোটা দিক সরু করিয়া কাটিয়া অথবা (লোহার) তীরফলক (শরমুখ) সংযুক্ত করিয়া আসাগাই বা পাতলা বর্শা প্রস্তুত করিবে।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী ঃ

"What's the Harm in Smoking?" by B. McCall Barbour. Price 1d. (Pickering and Inglis, 14 Paternoster Row.)

"In my Youth," by B. McCall Barbour. Price 1½d.

"A Note for Parents," by J. H. Bradley. Price 4d. (post free). To be had direct only from Secretary, Moral Education Committee, Thurloe Square, Kensington, W. Suggestions for teaching children about reproduction.

"In Confidence," by H. Bisseker. Price 3½d., or 14s. per 100. "The Alliance of Honour," 118 City Road, London, who can give the best advice and help.

"Private Knowledge for Boys," by Rev. Arthur Sibly. Price 1s. (post free), direct only from Mr. W. G. Davis, High Street, Stonehouse, Glos.

"Just a Line," Letter to a Scout, by F. Haydn Dimmock. 1s. nett. (Pearson.)

ক্যাম্প ফায়ারী কথা—নং ১৯

রোগ নিবারণ

ক্যাম্প-চিকিৎসা—জীবাণু—কিরূপে তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে হয়,—উপযুক্ত খাদ্য—পরিধেয়—কসরৎ ও ব্যায়ামের উপকারিতা

ক্যাম্প-চিকিৎসা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কাশ্মীরে ছিলাম, একদিন কয়েকজন গ্রামবাসী একটি যুবককে ক্যাম্প্-খাটে করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিল। তাহারা বলিল লোকটি এক উচ্চ শিলা-শৈল হইতে পড়িয়া মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং মরিতে বসিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, লোকটির স্কন্ধাস্থি মাত্র স্থানচ্যুত হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে একটু গুরুতর ভাবে চোট লাগিয়াছে। কিন্তু সে মনে করিতেছে যে সে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।

জুতা খুলিয়া, লোকটির মাথার দিকে মুখ করিয়া বসিলাম, লোকটির বগলে আমার পায়ের গোড়ালি রাখিয়া, সজোরে লোকটির হাত ধরিয়া

টানিতেই স্কন্ধের অস্থি যথাস্থানে বসিয়া গেল। তীব্র যাতনায় কিন্তু লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গীরা ভাবিল, আমি লোকটিকে মারিয়া ফেলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং সে বুঝিতে পারিল, তাহার "ভাঙ্গাহাড়" জোড়া লাগিয়া গিয়াছে, ইহা দেখিয়া স্থানীয় লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আমার মত এত বড় ডাক্তার আর সে দেশে যায় নাই। সুতরাং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে অসংখ্য রোগী তাহারা আমার নিকট পাঠাইতে লাগিল। পরবর্ত্তী দুই দিন এত বেশী রোগীর ভিড় হইল যে আমার পক্ষে সেটা ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল।

স্থানচ্যুত স্কন্ধ-অস্থির পুনঃস্থাপন

যত রকমের রোগী আমার নিকট আসিতে লাগিল; কিন্তু আমার সঙ্গে ঔষধপত্র প্রায় কিছুই ছিল না, তথাপি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে

লাগিলাম। তাহাতে বহুলোক আরোগ্যলাভ করিল। তবে ঔষধের গুণ অপেক্ষা, আমি তাহাদের অনেকটা ভাল করিতেছিলাম, বেচারীদের এই বিশ্বাসের শক্তিই বেশী কার্য্যকরী হইয়াছিল বলিয়া, আমি মনে করি।

কিন্তু অপরিচ্ছন্ন থাকাতেই ও আহত স্থানে বাহিরের ময়লা লাগিয়া বিষাক্ত হওয়াতেই অনেকে ভুগিতেছিল। আবার বহুলোকের রোগের কারণ ছিল—অপরিষ্কার জলপান এবং অপরিচ্ছন্ন পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি।

আমি ইহা গ্রামের সর্দ্দারগণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম; আশা করি উপদেশ শুনিয়া, ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রামের লোকদের কিছুটা উপকার হইয়াছিল। আর যাহা হউক পল্লীসাধারণ খুব কৃতজ্ঞ হইয়াছিল, এবং এর পর সর্ব্বদাই তাহারা আমাকে ভল্লুক শীকার ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ইত্যাদিতে যথেষ্ট সাহায্য করিত।

যদি কিছুটা ডাক্তারি না জানিতাম তবে অসহায় লোকগুলির জন্য আমি কিছুই করিতে পারিতাম না।

রোগ চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া তোমাদের এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে চাই মেমন-ভোলানো ভাষায় বিজ্ঞাপন দিয়া যে সকল হাতুড়ে ঔষধের কথা প্রচারিত হয় সেইগুলি ও প্যাটেণ্ট ঔষধ পত্র যেন অতিরিক্ত ব্যবহার না করা হয়। বহুতর সংবাদপত্রেই এই সকল বিজ্ঞাপন পড়িয়া মনে হয় যেন ইহারা সর্ব্বরোগ-নাশক। ইহার মধ্যে কোন কোনটি হিতকর হইলেও, অন্যান্যগুলি অত্যন্ত অনিষ্টকর হইতে পারে, বিশেষতঃ যদি অধিক মাত্রায় এই সকল ঔষধ গ্রহণ করা যায়। সুতরাং রোগ হইলে চিকিৎসকের নিকট যাইবে; কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখিয়া তথাকথিত "সর্ব্বরোগহর" ঔষধ কখনই ব্যবহার করিবে না।

জীবাণু এবং কিরূপে তাহাদের সঙ্গে লড়িতে হয়

ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচর যে-সব কীট বাতাস এবং জলের মধ্য দিয়া রোগ বহন করিয়া বেড়ায়, ইহাদিগকে রোগের বীজ (germ) বা জীবাণু (microbes) বলে। তোমরা খুব স্বাভাবিক ভাবেই মুখ দিয়া নিশ্বাসের সহিত অথবা পানীয় ও আহার্য্যের সহিত এই জীবাণুগুলি উদরস্থ করিয়া থাক এবং ইহার ফলে, তোমাদের শরীরের ভিতর ইহারা রোগ জন্মাইতে থাকে। শরীরের রক্ত যদি সতেজ ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকে তবে এই জীবাণুতে বড় একটা কিছু আসে যায় না; শরীরের ক্ষতি হয় না। কিন্তু দুর্ব্বলতা কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধতাবশতঃ রক্তের বিকৃতি ঘটিলে, অর্থাৎ তাহা নিয়মিতভাবে দেহের সকল অংশে সঞ্চালিত না হইলে এই সব জীবাণু হইতে তোমাদের পীড়া হইতে পারে। সুতরাং প্রধান কথা এই যে, জীবাণুগুলিকে সম্ভব হইলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহারা অন্ধকারপূর্ণ, স্যাঁৎসেতে, অপরিষ্কার স্থানে থাকিতে ভালবাসে। অপরিষ্কার পয়ঃপ্রণালী, পুরাতন আবর্জ্জনা-স্তূপ ও মাছ মাংস হইতে—এক কথায়, দুর্গন্ধযুক্ত স্থান হইতে ইহারা আসিয়া থাকে। সুতরাং তোমাদের গৃহ, ক্যাম্প, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িয়া রাখিবে এবং যাহাতে উত্তমরূপে বাতাস লাগিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে; এবং দুর্গন্ধপূর্ণ স্থান হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিবে। প্রত্যেক বার আহারের পূর্ব্বে সর্ব্বদাই হাত ও আঙ্গুলের নখ বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে, কারণ কাজে কর্ম্মে যা-কিছুতেই হাত দাও, তাহা হইতেই জীবাণু আসিয়া তোমার হাতে আশ্রয় নিতে পারে।

সহরের অনেক প্রকাশ্য স্থানে দেখিয়া থাকিবে বিজ্ঞাপন দিয়া তথায় "থুথু" ফেলিতে বারণ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই ঃ

ফুস্‌ফুসের রোগগ্রস্ত বহুলোক যখন "থুথু" ফেলে, তখন সেই থুথু হইতে রোগ-জীবাণু সকল বাতাসে সংক্রামিত হয়; সেই জীবাণুপূর্ণ বাতাস সুস্থ ব্যক্তির দেহে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় প্রবেশ করিয়া তাহাকেও রোগগ্রস্ত করে। এমনও হইতে পারে যে, তোমার দেহমধ্যে বহু বৎসর ধরিয়া কোনও রোগের বীজ সঞ্জাত রহিয়াছে, তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই—সুতরাং তুমি ইহা জানিতেও পার নাই। এই অবস্থায় তুমি যদি যেখানে সেখানে থুথু ফেল, তবে নীরোগ ব্যক্তির ভিতরও তুমি সেই পীড়া সংক্রামিত করিতে পার। সুতরাং তাহাদের ভালর জন্যও ওরূপ কাজ করা উচিত নয়।

যদি তুমি নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস গ্রহণ কর এবং সর্ব্বদা তোমার শরীরের রক্ত বিশুদ্ধ এবং নিয়মমত সচল রাখ, তবে কোনরূপ রোগ হইতে তোমার ভয়ের কারণ নাই।

বহু জনাকীর্ণ ছবিঘর অথবা সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়াই কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিবে এবং নাক ঝাড়িয়া নাকের হাওয়া বাহির করিয়া দিবে; তাহা হইলে যদি দৈবাৎ কোনও ক্রমে, কোনও রুগ্ন ব্যক্তির প্রশ্বাস বায়ু হইতে তোমার নাকে মুখে কোনও প্রকার জীবাণু প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইগুলি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িবে। রাস্তাঘাটে যাহাদের সঙ্গে তোমার চলাফেরা করিতে হয় এমন বহুসংখ্যক লোকের "ক্ষয়রোগ" (consumption) থাকে এবং ইহা অতিশয় সংক্রামক। যে সকল গৃহের দরজা জানালা সর্ব্বদা বন্ধ করিয়া রাখা হয়, সেই সকল স্থানেই প্রধানতঃ এই ব্যাধিটির উৎপত্তি হয়। যদি তোমার কোন দিন এরূপ অসুখ হয়, তবে সর্ব্বদা ঘরের বাহিরে শয়ন করাই এর হাত হইতে মুক্তি পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। স্কাউটগণকে অধিকাংশ সময়ই উন্মুক্ত বাতাসে ঘুমাইতে হয়—এইজন্য তাহারা যখন ঘরের ভিতর

ঘুমায় তখনও তাহাদের সমস্ত জানালা যতদূর সম্ভব খোলা রাখিয়া শুইতে হয়; তাহা না হইলে যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। অন্য দিকে যাহাদের গরম ঘরে ঘুমাইয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহারা বাহিরে ক্যাম্পে গেলেই সর্দ্দিতে আক্রান্ত হয়। যে স্কাউটের মাথায় সর্দ্দি জমিয়া থাকে, তাহার চেয়ে বেশী হাস্যাস্পদ জীব আর কিছু হইতে পারে না; তাহাকে স্কাউট না বলিয়া টেণ্ডার-ফুট নাম দিলেই মানায় ভাল। গৃহের জানালা উন্মুক্ত রাখিয়া ঘুমাইবার অভ্যাস করিলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দিতে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

খাদ্য

অতিরিক্ত আহার এবং অভক্ষ্য ভোজনই বহুবিধ রোগের কারণ।

কিরূপে নিজের যত্ন নিতে হয় তাহা অবশ্যই স্কাউটেরা শিক্ষা করিবে। যে স্কাউট তাহা জানে না, সে কোন কাজেরই নহে। স্কাউট সতত হালকা ও কর্ম্মতৎপর থাকিবে। যদি একবার তাহার মাংসপেশীগুলি সুগঠিত হইয়া উঠে, তবে আর তাহার পেশীরক্ষার জন্য ব্যায়াম না করিলেও চলিতে পারে, যদি সে ঠিক রকমের খাদ্য গ্রহণ করে।

ভূতপূর্ব্ব টেনিস্ ও র‍্যাকেট্ চ্যাম্পিয়ন য়ুস্টেস্ মাইলস্কে খেলিবার পূর্ব্বে ট্রেনিং নিতে হয় না। তিনি জানেন, তাঁর পেশীগুলি ঠিকমত গঠিত হইয়া আছে; এবং সর্ব্বদাই তিনি সহজ লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহার শরীরটা সর্ব্বদাই খুব শ্রমসাধ্য খেলাও খেলিতে সমর্থ। কখনও তিনি মাংস খান না।

মাফেকিং অবরোধ কালে, খাদ্যদ্রব্যের অভাব হওয়াতে সকলেরই খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সৈন্যাবাসে যাহারা পূর্ব্ব হইতেই অল্পাহারের অভ্যাস করিয়াছিল, তাহাদের বিশেষ কষ্ট

হইল না। কিন্তু যাহারা আগে উদর পূর্ণ করিয়া খাইত, তাহাদের ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল; তাহারা দুর্ব্বল এবং অত্যন্ত খিট্‌খিটে হইয়া পড়িল। অবরোধের শেষভাগে, প্রত্যেকের সমস্ত দিনের আহার ছিল রুটির মধ্যে একমুষ্টি যবের ছাতু আর এক পাউণ্ড মাংস আর দুই পাইন্ট সাওয়েন—অতি কদর্য্যভাবে প্রস্তুত লেইর মত একটা জিনিষ।

শুক্‌না মটর, ময়দা, যবসার (oatmeal), আলু, সিদ্ধ ভুট্টা এবং পনির, এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যের এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য; ফল, শাকসব্জী, মাছ, ডিম, বাদাম, ভাত এবং দুধ প্রভৃতিও অতি সুখাদ্য; এই সকল খাদ্য আহার করিয়া মাংস ছাড়াও সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কলা বিশেষভাবে উত্তম খাদ্য, ইহার মূল্যও অল্প, ভিতরে বীজ নাই—সুতরাং খাইলে পাকস্থলীর উত্তেজনা হইবে এমন ভয়ও নাই। বাহিরে খোসা থাকাতে কোনরূপ রোগের বীজ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কলার খোসার ভিতরের সার অংশটা স্বাস্থ্যকর এবং তৃপ্তিজনক।

আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলবাসিগণ সারা জীবন কলা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু খায় না; তাহারা বেশ মোটাসোটা এবং সুখী।

প্রচুর পরিমাণে সুনির্ম্মল বাতাস গ্রহণ করিবার সুযোগ থাকিলে, আহার্য্যদ্রব্য কম পরিমাণে গ্রহণ করিলেও চলে। অপর দিকে যদি ঘরে বসিয়া বসিয়াই দিন কাটাইতে হয়, তবে গুরুভোজন করিলে শরীর মোটা হয় এবং ঘুমন্তভাব লাগিয়া থাকে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই অল্পাহার উপকারী। তবু বাড়ন্ত শিশুদের পক্ষে না খাইয়া, অথবা অল্পাহার করিয়া ক্ষীণজীবী হওয়া উচিত নহে। আবার ইস্কুলের

ভোজে সেই বৃকোদর বালকটির ন্যায় পেটুক হওয়াও উচিত নহে, যে বালকটিকে অতিরিক্ত আহার করিতে দেখিয়া যখন একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি কি আর কিছু খাইতে পার না?" তখন সে উত্তর করিল, "হ্যাঁ মহাশয়, আরও খাইতে পারিতাম, কিন্তু ভিতরে যে রাখিবার স্থান নাই।"

আজকাল অসুখের একটা বড় কারণ, ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন কিছুমাত্র না থাকিলেও মানুষগুলি ডোজের পর ডোজ ঔষধ ঢালিয়া খায়।

উন্মুক্ত বাতাস এবং ব্যায়াম, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে প্রাতঃকালে বড় এক পেয়ালা ঠাণ্ডা জল এবং রাত্রে বিছানায় যাইবার সময় অর্দ্ধসের উষ্ণ জল—এর মত ঔষধ আর নাই।

পোষাক-পরিচ্ছদ

নিজের সহ্য করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য এবং দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া চলিবার জন্য, স্কাউটকে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—সেটি তাহার জুতা। দীর্ঘপথ হাঁটিতে গিয়া যদি স্কাউটের পায়ে ফোস্কা পড়ে তবে ত সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।

অতএব স্কাউটকে পায়ের ঠিক মাপ মত, কষা বা ঢিলা নহে, বেশ টেঁকসই এবং যথাসম্ভব নগ্ন পায়ের আকারের অনুরূপ করিয়া নির্ম্মিত জুতা, সাবধানে ও সযত্নে পছন্দ করিয়া কিনিতে হইবে। ভিতরের দিকে কিনারা অপেক্ষাকৃত সোজা থাকিবে। মুচিরা যে চোস্ত জুতা প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, সেইরূপ জুতা স্কাউটের কোন প্রয়োজনে লাগে না।

পা যথাসম্ভব শুষ্ক রাখিবে। যদি ভিজিয়া যায় তবে চামড়া কোমল

হইয়া যাওয়াতে পায়ে শীঘ্রই ফোস্কা পড়ে এবং জুতার একটু ঘষা লাগিলেই ফোস্কা নরম মাংসের আকার ধারণ করে। পা বাহিরের জল হইতে যেমন ভিজে, তেমনই নিজের ঘাম হইতেও ভিজিতে পারে। সুতরাং পা শুষ্ক রাখিবার জন্য গরম উলের মোজা ব্যবহার করা উচিত। বুট অপেক্ষা জুতাই ভাল, কারণ তাহাতে পায়ের কাছে বেশী বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। জুতা হইতেও স্যাণ্ডেল ভাল।

যদি কোনও ব্যক্তি পাতলা সুতী কি রেশমী মোজা পরেন তবে তাঁহাকে দেখিয়াই বলিতে পারা যায় যে, হাঁটায় তিনি মজবুত নহেন। কোন ব্যক্তি যখন প্রথম উপনিবেশে যায়, তাহাকে লোকে টেণ্ডার-ফুট বলে, কারণ সহজেই তাহার পায়ে ফোস্কা পড়ে; অবশেষে চলিবার অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে তাহার পায়ের উপযুক্ত যত্ন নিতে পারে। মোজা পরিধান করিবার পূর্ব্বে, পায়ের তলায় মোজার ভিতরের অংশে সাবান বা চর্ব্বি মাখিয়া নেওয়া খুব ভাল।

পা যদি সর্ব্বদাই খুব ঘামে তবে সোহাগার খইর গুঁড়া, পালো, এবং মারিত যশদ (oxide of zinc) সমান ভাবে মিশাইয়া সেই গুঁড়া পায়ে মালিস করিলে বেশ উপকার পাইবে। গুঁড়া পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকেও ঘর্ষণ করিবে যেন তাতে কড়া পড়িতে না পারে। ফিটকিরি কি লবণ জলে মিশ্রিত করিয়া, সেই জলে পা ভিজাইয়া রাখিলে তার কোমলতা কতকটা দূর হইতে পারে।

যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বি, ডাবিন্ বা রেড়ীর তেল মাথাইয়া জুতা নরম করিয়া রাখিও; বিশেষভাবে, যখন বৃষ্টি ইত্যাদিতে ভিজিয়া যায়। প্রত্যহ পদপ্রক্ষালন করিবে।

অনুশীলন

ড্রিল

* * [স্কাউট বালকদের জন্য ড্রিলের এই সরল প্রণালীটি বর্ণনা করিবার আগে আমি এটুকু বুঝাইতে চাই যে, ইহার উদ্দেশ্য স্কাউট মাষ্টারদিগকে কুচকাওয়াজের জন্য শৃঙ্খলার সহিত ট্রুপ ও প্যাট্রোল পরিচালনায় সমর্থ করা ; কিন্তু অন্য কাজের সুবিধা থাকিতে বালকদিগকে শুধু ইহারই চর্চ্চায় নিয়োজিত রাখা উচিত নয়।

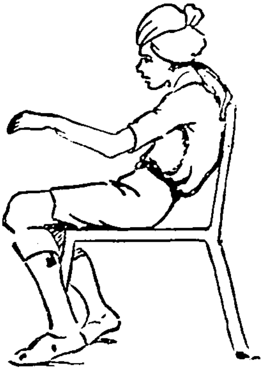

কেমন করিয়া বসিবে না

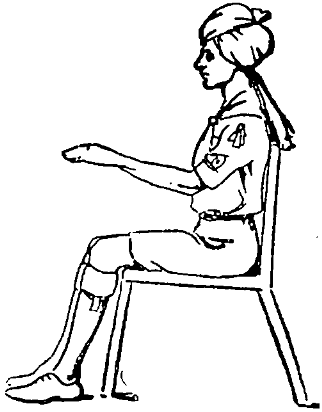

কেমন করিয়া বসিবে

যখন দেখা যায় যে কোন ট্রুপ বেশ ভাল রকম ড্রিল করিতেছে, কিন্তু পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে জানে না, কিম্বা নিজের আহার্য্য রন্ধন করিতে পারে না, তখনই স্কাউট-মাষ্টারের পটুতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। যাঁহার মধ্যে কল্পনাশক্তির অভাব, তিনি ড্রিলকেই একমাত্র সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।] * *

একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্কাউটদিগকে দ্রুতপদে ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই ড্রিলের প্রয়োজন। ড্রিল করিলে স্কাউটদের অঙ্গ সঞ্চালন অভ্যাস হয়। ইহা তাহাদিগকে সুচতুর ও ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন করে।

ড্রিল করিলে দেহের ভারবহনকারী পেশীগুলি বলিষ্ঠ হয়; দেহ উন্নত ও সরলভাবে রাখিবার অভ্যাস হওয়াতে, ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদপিণ্ড কাজ করিবার যথেষ্ট স্থান লাভ করে; এবং দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদি যথাস্থানে রক্ষিত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করে। উর্দ্ধাঙ্গের অবনমিত ভঙ্গীতে অভ্যন্তরের যন্ত্রাদিও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সুনিয়মে আপন আপন ক্রিয়া সাধন করিতে পারে না। সুতরাং ঘাড় নুইয়ে রাখার অভ্যাসে মানুষ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। বালকবালিকার শরীর যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহারা ঘাড় নোয়াইয়া চলিতে খুব ভালবাসে। ব্যায়াম ও ড্রিল করিয়া এই কুঅভ্যাসের হাত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা যেন তারা যথাসাধ্য করে।

যখন দাঁড়াইবে তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইবে; যখন বসিবে, পিঠ সটান করিয়া চেয়ারের পশ্চাদ্দেশে বেশ চাপিয়া বসিবে। কি চলন্ত অবস্থায় কি দণ্ডায়মান অবস্থায়, কি উপবিষ্ট অবস্থায় শরীর জাগ্রত থাকিলে মনও জাগ্রত থাকে; এই জাগরূক ভঙ্গীটির মূল্য আছে। চেহারায় যার সতর্কতা আছে, কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য এমন ব্যক্তিকেই লোকে চায়; ঢিলা চেহারার লোককে নয়। যখন কিছু লিখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িবে, এমন কি জুতার ফিতা বাঁধিবার জন্যও নত হইবে, তখনও পিঠ বাঁকা করিও না; কোমর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া রাখিও, তাহাতে শরীরে বল পাইবে। 'এলার্ট' ('Alert', সাবধান') আদেশ শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ স্কাউট দুই পদ সংলগ্ন ভাবে স্থাপন করিয়া, দুই হস্ত স্বাভাবিক ভাবে শরীরের দুই পাশ দিয়া ঝুলাইয়া, অঙ্গুলিগুলি সোজা রাখিয়া এবং ঠিক সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঋজুভাবে দাঁড়াইবে।

'ইজি' (Easy অর্থাৎ সোজা) আদেশ শুনিবামাত্র, বামপদ বামদিকে

ছয় ইঞ্চি দূরে স্থাপন করিবে, হাত পিছন দিকে নিয়া এক হাত অন্য হাতে ধরিবে ; এই অবস্থায় মাথা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়।

'সিট্ ইজি' (Sit easy, আরামে বস) আদেশ প্রদত্ত হইলে, যে কোন ভাবে মাটিতে ইচ্ছানুরূপ বসিতে পারা যায়। যে স্থানে স্কাউটগণ দাঁড়াইয়া আছে, সেই স্থানের মাটি যদি শুষ্ক থাকে,এলার্ট থাকার কোন প্রয়োজন থাকে না, সাধারণতঃ তখনই 'সিট ইজি' আদেশ প্রদান করিবে।

কুইক্ মার্চ্চ (Quick march, জোরে চল) আদেশে বালকেরা অগ্রে বামপদ ফেলিয়া, দ্রুত ও সতেজ পদক্ষেপে দুই হাত স্বাধীনভাবে দোলাইতে দোলাইতে চলিবে। ইহাতে সমস্ত শরীর, মাংসপেশী এবং অভ্যন্তরের যন্ত্রাদির খুব ভাল ব্যায়াম হইয়া থাকে।

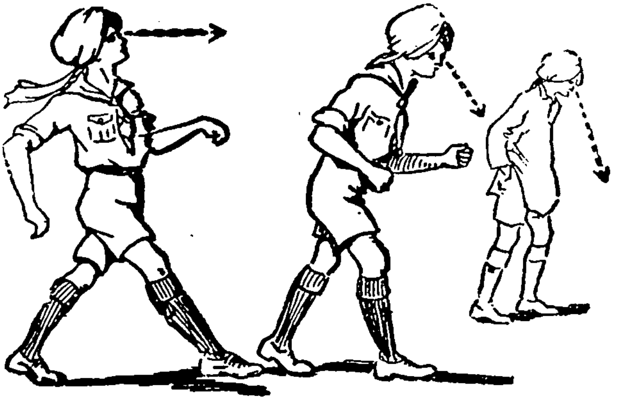

১ ২ ৩

ব্যায়ামের জন্য পদক্ষেপ

১। হাঁটিবার ঠিক প্রণালী। ৩। অতিশয় মন্দ প্রণালী।
২। সাধারণ প্রণালী। ···→ চক্ষের দৃষ্টিপথ (প্রায়শ যাহা দেখা যায়)

'ডব্‌ল্‌' (Double) আদেশ করিলে হ্রস্ব, সহজ ও নিয়মিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে দৌড়াইতে হইবে, হাত দুলাইয়া দুলাইয়া চলিবে, পাশে হাত গুটাইয়া রাখিবে না।

'স্কাউট পেইস্‌' (Scout Pace) আদেশ করিলে বালকেরা কুড়িপদ 'কুইক্‌ মার্চ্চ' করিয়া, তৎপর কুড়ি পদ 'ডবলে' চলিবে; এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে দৌড়াইয়া ও হাঁটিয়া চলিবে। অবশেষে 'কুইক্‌ মার্চ্চ' অথবা 'হল্ট' আদেশ দিলে তদনুরূপ কাজ করিবে।

'রাইট টর্ণ' (Right Turn, ডাইনে ফের) আদেশ দিলে বালকেরা ডানদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে।

'ফলো ইয়র্‌ লীডার' 'লীডার রাইট্‌ টর্ণ' (Follow your leader. Leader right turn) অর্থাৎ 'নেতাকে অনুসরণ কর' ও 'নেতা ডাইনে ঘুর' বলিলে নায়ক ডানদিকে ঘুরিবে; অবশিষ্টেরা একে একে নায়ক যে স্থানে ঘুরিয়াছিল, সেই স্থান পর্য্যন্ত গিয়া তাহার অনুসরণ করিবে।

নায়কের অনুসরণ কালে 'ফ্রন্ট্‌ ফ'ম্‌ লাইন্‌' (Front form line, 'সামনে সারি বাঁধ') আদেশ দিলে যাহারা পশ্চাতে আছে, তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া নেতার বামদিকে সারি বাঁধিবে।

লাঠি হাতে কসরৎ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—লাঠির ঠিক মধ্যস্থলে একটি খাঁজ কাটিয়া লইবে, তাহাতে হাতটা সর্ব্বদা লাঠির মধ্যস্থলে রাখিয়া ধরিতে সুবিধা হইবে।

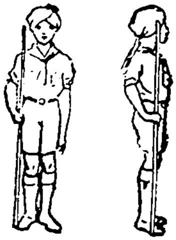

সতর্ক অথবা লাঠি সোজা
ক'রে
(এলার্ট বা অর্ডার ষ্টেভস্)

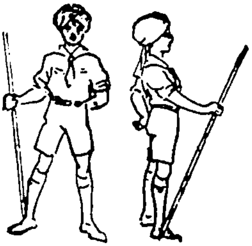

আরামে
(অ্যাট ইজ্)

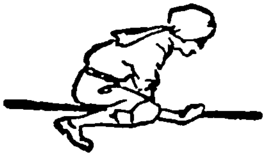

আরামে বস
(সিট অ্যাট ইজ্)

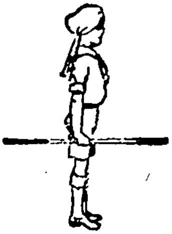

লাঠি সামনে সোজা মুখে।
(ট্রেইল ষ্টেভস্)

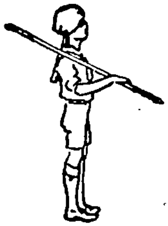

লাঠি কাৎ ক'রে।
(হাত কনুই-এর সঙ্গে
এক লাইনে ও কনুই
পাশে লাগানো
থাকবে)
(শ্লোপ ষ্টেভস্)

লাঠি কাঁধে লাগানো।
(শোলডার ষ্টেভস্)

লাঠি ধ'রে ।
(যখন পাশাপাশি
সারিবদ্ধ হইয়া
চলিবে তখন
বেশী আরামের
জন্য)
(সাপ্পর্ট ষ্টেভস্)

অভিবাদন
(এলার্ট অবস্থায়)

অভিবাদন (সেলিউট)
মার্চ্চ করিবার সময়

পূর্ণ অভিবাদন
(লাঠি ছাড়া)

লাঠি শক্ত করে ধর (সিকিয়র্ ষ্টেভস্)
(খুব কাছে সারি বাঁধার জন্য
অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়)

লাঠি ভর ক'রে বিশ্রাম
(রেষ্ট অন্ ষ্টেভস্)
(অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়)

অগ্নি প্রজ্জ্বলনের প্যারেড প্রদর্শনী

প্রতি প্যাট্রোলের সহকারী নেতা তাহার কেট্‌লী সঙ্গে লইবে ; তাহার মধ্যে আগুন জ্বালাইবার কাগজ, একটা দেশলাই এবং একগাছি

দড়ি লইবে, তার এক মাথায় ফাঁস্ (লুপ্) আর এক মাথায় কড়া (হুক্)।

লুপ্ বা ফাসের উদ্দেশ্য তিনটি লাঠির মাথা একত্রে বাঁধা, যাহাতে ইহাদের একত্র খাড়া করিলে একটি ত্রিপদী গঠিত হইতে পারে।

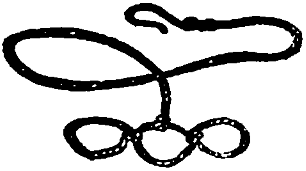

ফাঁস এবং কড়া

ইহার সহিত একগাছি দড়িতে একটি তারের বাঁকানো কড়া লাগান থাকে ও এই কড়াতে কেটলীটি ঝুলাইয়া আগুনের উপরে রাখিতে পারা যায়।

নকল শিবির-বহ্নি জ্বালিবার জন্য প্যাট্রোলের ৩নং ও ৪নং স্কাউট কয়েক খণ্ড মেটে রংএর ব্রাউন কাগজ আনিবে। 'আগুন জ্বাল, তুনা চল্‌তি'—লাইট্ ফায়ারস্, ('ডবল') আদেশ পাওয়া মাত্র প্রত্যেক একান্তরিত (alternate) প্যাট্রোল দৌড়িয়া সম্মুখের দিকে কুড়ি পদ অগ্রসর হইবে। (পদক্ষেপ তাহারা মনে মনে গণনা করিবে) এবং পরস্পর এক লাইনে দাঁড়াইবে।

বাঁশী বা সিঙ্গাতে একবার ফুঁ দিলে প্রত্যেক প্যাট্রোলের সহকারী নেতা তাহার লাঠি মাটিতে রাখিবে এবং তাহার কেটলী হইতে ফাঁস লিয়া লইবে। ৩নং ও ৪নং স্কাউট নিম্ন অঙ্কিত ছবির অনুরূপ

তাহাদের লাঠি ও সহকারীর লাঠি দুই পাশে স্থাপন করিবে। যেন লাঠিগুলির মাথা ঠিক একটি অন্য দুইটির ভিতরে ঘেঁসিয়া থাকে।

তারপর সহকারী লাঠি তিনটার মাথায় ফাঁস পরাইবে এবং অন্য দুই স্কাউটের সাহায্যে ফাঁস আঁটিয়া দিবার জন্য দুই তিন বার তাহার লাঠিটি ঘুরাইবে। তাহা হইলেই লাঠি তিনটিতে মিলিয়া একটি ত্রিপদী

খাড়া হইবে। সবগুলি ত্রিপদী ঠিক এক লাইনে খাড়া হওয়া চাই। ত্রিপদীগুলি খাড়া করা মাত্র প্যাট্রোল বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া 'সতর্ক' (এলার্ট) অবস্থায় ত্রিপদী ঘিরিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়াইবে।

শিঙ্গা বা বাঁশী দুইবার ফুঁকিলে সকলে ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবে।

সহকারী নেতা তাহার কেট্‌লী হইতে দেশলাই এবং কাগজের টুকরাগুলি বাহির করিবে এবং কেটলী কড়ায় ঝুলাইয়া দিবে। ৩নং ও ৪নং স্কাউট ছোট একটি কাগজের স্তূপ রচনা করিয়া, আগুন জ্বালাইবার অভিনয় করিবে। (অথবা সত্যই যদি আগুন জ্বালিতে হয় তবে প্রত্যেক স্কাউট ছোট এক আঁটি জ্বালানি কাঠ তাহার থলিয়ার ভাঁজে করিয়া আনিবে; সকলেই আপন আপন কাঠ বাহির করিয়া দিবে এবং তাই দিয়া সত্যিকার আগুন জ্বালান হইবে)।

স্তূপ রচিত হওয়া মাত্র, সকলে বৃত্তাকারে এলার্ট অবস্থায় দাঁড়াইবে; সহকারী নেতা আগুন জ্বালিবার জন্য দেশলাই খুলিয়া প্রস্তুত থাকিবে। তারপর শিঙ্গা বা বাঁশীতে তিনটি ফুঁ দিলে তৃতীয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই ২নং স্কাউট অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবে এবং সমুদয় স্কাউট চট্‌পট্‌ বসিয়া পড়িবে।

প্যাট্রোল লীডার বা শ্রেণীনায়কের এই সময়ের প্রধান কর্ত্তব্য, স্কাউটগণ স্ফূর্ত্তির সহিত ঠিক ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করিতেছে কি না, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা। এই সময় কেহই কোন কথা বলিবে না।

'আগুন নিবাও' ('ফায়ার্স-আউট') আদেশ হইলে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিঙ্গা একবার বাজাইলে, সকলে চট্‌পট্‌ উঠিয়া দাঁড়াইবে। সহকারী তাঁহার কেটলী খুলিয়া লইবে। ৩নং ও ৪নং স্কাউট ত্রিপদী মাটিতে ফেলিয়া ফাঁস খুলিয়া দিবে। সহকারী নেতা 'লুপ'টি তাহার

কেটলীতে রাখিয়া দিবে। অন্যান্য স্কাউটগণ পায়ে মাড়াইয়া আগুন নিবাইয়া দিবে এবং কাগজের টুকরাগুলি সংগ্রহ করিয়া লইবে। সকলে ভিতরের দিকে মুখ রাখিয়া বৃত্তাকারে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়াইবে।

শিঙ্গাতে দুইবার ধ্বনি করিলে, প্রত্যেক প্যাট্রোল এক লাইনে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সতর্ক অবস্থায় দাঁড়াইবে। র‍্যালি (মেলা) এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলন এই দুইটিই প্রদর্শনীর জন্য উপযুক্তরূপে অভ্যাস করিবে। পরিদর্শনকালে মার্চ্চ্-পাস্ট্-এর পরিবর্ত্তে এই দুইটি দেখানই ভাল। কারণ মার্চ্চ-পাস্ট্ শুধু সামরিক কুচ-কাওয়াজের অনুকরণ মাত্র।

দ্রষ্টব্য—সসম্মান অভিবাদন (Guards of Honour), পরিদর্শন (Review), এবং চার্চ্চ্ প্যারেড (Church Parade), প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষের জন্য এই অনুশীলনগুলির উল্লেখ করা হইল। নিত্য-নৈমিত্তিক ড্রিল করিবার উদ্দেশ্যে ইহা দেওয়া হয় নাই। ২০০ পৃষ্ঠায় ('ড্রিল' দ্রষ্টব্য) স্কাউটদের শিক্ষায় আমরা সামরিক ড্রিল বাদ দিতে চাই ; কারণ স্কাউটরা তরুণ 'প্রান্তারণ্যবাসীদের' মত (Back woods men), নকল সৈনিক নহে।

ট্রুপ গঠন

লাইন (পাশাপাশি দাঁড়ান সারি):—প্রত্যেক প্যাট্রোলের স্কাউটগণ এক লাইনে দাঁড়াইবে। সহকারী শ্রেণীনায়ক অপর স্কাউটদের ডানদিকে থাকিবে এবং নায়ক মধ্যস্থলের তিনপদ সম্মুখে দাঁড়াইবে।

সারি বাঁধা ট্রুপ

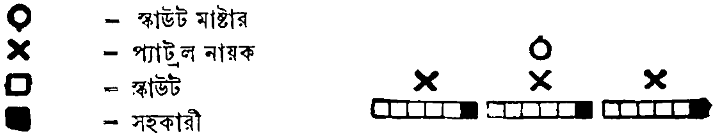

স্তম্ভ (একসারি অন্য সারির পিছনে দাঁড়ান)।

পাট্রোল-স্তম্ভে বিভক্ত ট্রুপ

আদেশ—'প্যাট্রোল ডাইনে ঘোর রাইট্ হুইল্' (লাইন হইতে)। 'হল্ট'। (একজনের পশ্চাতে অন্যজন দাঁড়াইবে এবং তাহাদের দূরত্ব পরস্পরের মধ্যে এমন হইবে, যেন তাহারা ডানদিকে কি বামদিকে সহজে ঘুরিয়া সারিবদ্ধ হইতে পারে।) ইহাকে মুক্ত স্তম্ভ বা 'ওপ্ন্ কলাম্' বলে।

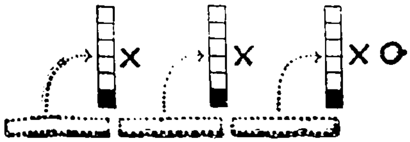

ক্লোজ কলাম্ (পাশাপাশি স্তম্ভ সাজানো) :—পেছনের প্যাট্রোল-গুলি সামনের প্যাট্রোল্এর নিকট অগ্রসর হইবে, যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানেই প্যারেড্ করান সম্ভব হয় ; অথবা কোন পরিদর্শক কর্ম্মচারী অভিভাষণ শুনিতে পারে।

ওপ্ন্ কলাম হইতে ডানদিকে কি বামদিকে প্যাট্রোলদিগকে ঘুরাইয়া সেই সেই দিকে লাইন গঠন করা যায়। অথবা সামনের দিকেও লাইন গঠন করা যায়। তাহাতে সম্মুখের প্যাট্রোল অটল থাকিবে বা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবে ; দ্বিতীয় প্যাট্রোল সরিয়া আসিয়া সম্মুখের প্যাট্রোলের ডানদিকে সারি বাঁধিবে ; তৃতীয় প্যাট্রোল বামদিকে গিয়া দাঁড়াইবে। এই প্রকারে যুগ্মসংখ্যক প্যাট্রোল Leading প্যাট্রোলের ডানদিকে এবং অযুগ্ম সংখ্যক প্যাট্রোল বামদিকে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া এক লাইনে দাঁড়াইবে। প্যাট্রোল সকল যখন অগ্রসর হইবে তখন 'ডবল্' পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে।

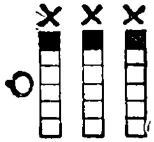

সকলের প্রতি ' 'বাউট-টর্ণ' আদেশ দিলে ('বাউট টর্ণ, আদেশে সর্ব্বদাই ডানদিকে ঘুরিবে) 'ওপ ন্ কলাম্' হইতে পশ্চাৎদিকেও লাইন করা যায়। ' 'বাউট টর্ণ' আদেশে সকলে পূর্ণাবর্ত্তন করিবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে অগ্রসর হইয়া লাইন করিবে।

দ্রষ্টব্য—অগ্নিজ্বলনের কুচ কাওয়াজ সম্বন্ধে সহায়ক (Manuals on fire drill), প্রাথমিক প্রতিবিধান (First aid) প্রভৃতি পুস্তক সাম্রাজ্যিক মুখ্য কার্য্যালয় (Imperial Headquarters) হইতে পাওয়া যায়। লিখিলে মূল্য-তালিকা পাঠান হয়।

স্কাউটদের মেলা (র‍্যালি)।

স্কাউটগণ সাধারণতঃ সৈন্যদের ন্যায় প্যারেড করে না, কিন্তু গোপনে লুকাইয়া থাকে, ও অধিনেতা আহ্বান করিলেই চারিদিক হইতে দৌড়িয়া ছুটিয়া আসে। প্রত্যেক প্যাট্রোল তাহার নায়কের অনুসরণ করে এবং আনন্দধ্বনি করিতে করিতে ও নিজ নিজ প্যাট্রোলের সাঙ্কেতিক আহ্বান উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা অধিনেতা হইতে প্রায় কুড়ি গজ দূরে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। তখন সকলে 'প্রস্তুত হও' ('Be prepared') এই গান করে এবং অধিনেতার আদেশ শুনিবার জন্য নীরবে 'এ্যাট্ ইজ্' বা আরামের অবস্থায় বসিয়া পড়ে। স্কাউটের সংখ্যা খুব বেশী হইলে প্রত্যেক প্যাট্রোল অগ্রপশ্চাৎ ভাবে সজ্জিত স্বতন্ত্র শ্রেণী বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। সংখ্যা কম হইলে বৃত্তাকারে এক লাইনে থাকিবে। যখন অধিনেতা '৮এর আকারে' ('figure of eight') বা 'চক্রাকারে ('Circle') অথবা সর্পাকারে ('Spiral') স্কাউটদিগকে পরিচালিত করিবার আদেশ দেন, তখন ভারপ্রাপ্ত স্কাউট মাষ্টার বলেন 'অ্যালার্ট' 'ফলো ইয়র লীডার'। আদেশ হওয়া মাত্র তিনি অথবা

তাঁহার যে কোন স্কাউট মাষ্টার বৃত্তের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন ; তাঁহার সর্ব্বনিকটবর্ত্তী প্যাট্রোল-নায়ক তাঁহার অনুসরণ করে, তাঁহার পিছনে চলে তার প্যাট্রোল অগ্রপশ্চাৎভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, তৎপর তাহাদের পরবর্ত্তী প্যাট্রোল তাহাদের অনুসরণ করে ; এইরূপে সমুদয় প্যাট্রোল নাতিদ্রুত ও নিয়মিত পদক্ষেপে দণ্ড (লাঠি) পশ্চাদ্দিকে লম্বিত করিয়া এক ফাইল বা শ্রেণীতে চলিতে থাকিবে। স্কাউট মাষ্টার ধীর পদক্ষেপে দল পরিচালনা করিবেন এবং বেশ বড় '৪'এর ছবি অথবা চক্র রচনা করিয়া অগ্রসর হইবেন। অথবা চক্রাবর্ত্তও রচনা করা হয় ; চক্রাবর্ত্ত ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া চারিদিক হইতে অধিনেতাকে কেন্দ্রে আবদ্ধ করে এবং তারপর সেই বৃত্তবন্ধন বিপরীত দিকে খুলিয়া যায়। এর পর স্কাউট মাষ্টার 'রিফর্ম্ র্যালি' আদেশ করিয়া স্কাউটদিগকে ঘুরাইয়া আনেন এবং প্রাথমিক চক্র পুনর্গঠন করেন।

চক্র নির্ম্মিত হইলে স্কাউট মাষ্টার আদেশ দেন 'সিট্ এ্যাট্ ইজ্'। অধিনেতা তখন স্কাউটদিগকে কিছু বলিবার থাকিলে বলেন, অথবা প্রস্থান করিবার আদেশ বা সঙ্কেত দান করেন। স্কাউটগণ পূর্ণাবর্ত্তন করিয়া নিঃশব্দে দৌড়িয়া প্রস্থান করে। প্রত্যেক প্যাট্রোল তাহার নায়কের অনুসরণ করে, প্রত্যেক স্কাউট বিলম্বিত স্বরে শিস্ দিতে দিতে প্যারেড-ভূমি পরিত্যাগ করে। তারপর তাহারা আগেকার গোপন আশ্রয়ে গিয়া বসিয়া পড়ে।

ক্রীড়া

জিউ-জুৎসু—ইহাতে বহুসংখ্যক আনন্দপ্রদ খেলা আছে—তাহাতে নানাভাবে ধরিবার ও পাকড়াইবার কৌশল শিক্ষা হয় ; এবং মাংসপেশীর উন্নতি হয়।

চিকিৎসা—পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক স্কাউট দেশপর্য্যটক বা প্রচারকরূপে অভিনয় করে, তাহাদের সঙ্গে কয়েকটি ঔষধ থাকে। ক্রমান্বয়ে তিনজন রোগী তাহার নিকট আনীত হয়। প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রোগ—বা বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন থাকে। সে ঔষধের ব্যবস্থা করিবে, অথবা বলিয়া দিবে তাহাদের কিরূপ চিকিৎসা আবশ্যক।

যে-সকল খেলায় সকলেই যোগদান করিতে পারে, কেহই দর্শক থাকে না সেইগুলিই আনন্দপ্রদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ খেলা; যেমন:— ব'লিপ ফ্রগ্' ('ভেক লম্ফ'), 'রাউণ্ডারস্' স্ক য়াশ্ ফুটবল' 'টিপ্ অ্যাণ্ড রান্' প্রভৃতি।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী:

"The Complete Ju-Jitsuan," by Prof. Garrud. 5s. nett. (Methuen.)

"Health and Strength," weekly journal. 2d.

"How to Keep Fit." 4d. By Surgeon-Captain Waite. (Gale and Polden.)

"My System," by Lieut. J. P. Müller. 3s. 6d. nett.

"How to be Healthy. A Complete Course of Physical Culture." Price 9d. nett.

"Indian Games," by G. H. Gray. (Y. M. C. A. Press, Calcutta.)

"Practical Athletics and How to Train," by Alec Nelson. 2s. nett.

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষত্রিয়োচিত (নাইট্‌দের) বীরধর্ম্ম।

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত।

** [বয় স্কাউট্‌ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য প্রাচীনযুগের নাইট্‌ ও ক্ষত্রিয়গণের আচরিত কতিপয় নিয়মপ্রণালীর যথাসম্ভব পুনরুজ্জীবন। তখনকার দিনে জাতির নৈতিক ভাবধারাকে এই সব নিয়মপ্রণালী বহুভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, ঠিক যেমন প্রাচীন সামুরাই নাইট্‌দের বুসিদো (Bushido) ধর্ম্ম জাপানের জাতীয় চরিত্র গঠনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে, এখনো করিতেছে। দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশে এই বীরধর্ম্মকে বহুল পরিমাণে লোপ পাইতে দেওয়া হইয়াছে, অথচ জাপানে শিশুরা এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে; ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে ইহা তাহাদের একটি আচরণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। অপরাপর দেশেও শিশুদিগকে ইহা শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তাহা কল্যাণকর হয়। এই দিকে আমাদের চেষ্টার বিষয় হইবে, বাহির হইতে বালকদের উপর একটা বিনীতির শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়া নয়, বালকেরা যাহাতে আপনা হইতে বিনীতিপরায়ণ হইয়া উঠে, তাহার উপায় করা

এই স্বল্পায়তন পুস্তকে বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র সম্ভব; বিস্তৃত আলোচনার ভার উপদেষ্টার উপর রহিল। নাইটদের অবলম্বিত বিধান অনুসারে যে যে গুণ স্কাউটদের থাকা প্রয়োজন, তাহা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) পরের প্রতি পালনীয় সেবাধর্ম্ম।
(২) আত্মবিনীতি বা আত্মশাসন।
(৩) আত্মোন্নতি। * *

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২০

অন্যের প্রতি বীরোচিত সেবাধর্ম্ম পালন—কল্যাণকর্ম্মের অনুসন্ধান, পর্য্যটনকারী, ও বিপদবরণে উৎসাহী বীরগণ—পরের সহায়তা; নারীর প্রতি সৌজন্য।

আপন আপন ধারণা অনুযায়ী পৌরুষের উচ্চ আদর্শ বহুদেশেই আছে, এবং প্রাচীন কাল হইতে পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক কর্ম্ম-প্রবাহের ভিতর দিয়া এই আদর্শ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের ধারণা বা কর্ত্তব্যজ্ঞান ভারতবর্ষে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত; এবং আমি আশা করি প্রত্যেক ভারতীয় স্কাউট বালক এই আদর্শ জীবনে পালন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। সকলের উপরে তোমার ধর্ম্ম, মানে, ভগবানের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য, জনকজননীর প্রতি তোমার কর্ত্তব্য, মানবজাতির প্রতি তোমার কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডের "সেই পুরাতন যুগে নাইট্‌রা ছিল যখন সাহসী" তখন ঘনশ্যামল বনের ভিতর দিয়া ঘোড়ার পিঠে ছুটিয়া চলা এই নাইটের মূর্ত্তি—সর্ব্বাঙ্গে লোহার সাঁজোয়া, ঝলমল বর্ম্ম; হাতে ঢাল ও বর্শা;

মাথায় বায়ুতাড়িত পাখীর পালক;—কি সুন্দর দেখাইত! ঘোড়াও ছিল লড়াইয়ের ঘোড়া, সাহসী এবং সবল, পিঠের এই গুরুভার বহনের যোগ্য, আর শত্রুকে আক্রমণ করিবার মত তেজস্বী। পাশে তাঁর অশ্বারোহী সহচর—তরুণ যুবক, তাঁহার সাথী ও সহকারী, এবং ভবিষ্যৎ নাইট্।

নাইটের পশ্চাতে ঘোড়ার পিঠে তাঁহার দলবল বা প্যাট্রোল। তাহাদের প্রত্যেকে অস্ত্রধারী, সবলাঙ্গ এবং রণ-নিপুণ; প্রয়োজন হইলে তাঁহার পাছে পাছে তারা মৃত্যুদ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতে প্রস্তুত। ইহারাই প্রাচীন যুগের দৃঢ়কায় স্বেচ্ছাসেবী সাদীসৈন্য; ইহারাই তাহাদের নাইট্দের প্রতি অনুরাগ ও সাহসের বলে এতগুলি সুন্দর সুন্দর যুদ্ধ বৃটেনকে জিতিয়া দিয়াছে।

শান্তির সময়ে যুদ্ধের যখন প্রয়োজন থাকিত না, নাইটরা তখন প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন, যদি কারো কোন উপকার করিবার সুযোগ পান—কোন সাহায্যপ্রার্থীর, কোন বিপন্ন ব্যক্তির, বিশেষতঃ কোন নারীর বা শিশুর। এইরূপ মঙ্গল কার্য্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় তাঁহারা 'নাইট এরাণ্ট' নামে পরিচিত হইতেন। প্যাট্রোলের কর্ম্ম স্বভাবতই নায়কের অনুরূপ ছিল; তাহার সবল বাহু বিপন্নের সহায়তায় সমানভাবে উদ্যত ছিল। প্রাচীন কালের নাইটরা ছিলেন জাতির প্যাট্রোল-লীডার, এবং তাঁহাদের অস্ত্রধারী দলবল ছিল তার স্কাউট।

সুতরাং তোমরা প্যাট্রোল-লীডার এবং স্কাউটগণও অনেকটা সেইসব নাইট এবং তাঁহাদের দলবলেরই মত,—বিশেষভাবে যদি তোমরা তোমাদের আত্মমর্য্যাদাকে চোখের সামনে সকলের আগে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং আর্ত্তের উদ্ধার ও প্রার্থীর সাহায্যের জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা কর। তোমাদের আদর্শবাক্য, এরূপ পরোপকারের জন্য 'প্রস্তুত হও'। নাইটদেরও বচন এই একই ধারার—'সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক'।

ইংলণ্ডে বীরধর্ম্ম বা নাইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রাজা আর্থার প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে।

তাঁহার পিতা রাজা য়ুথার পেন্‌ড্রাগোণের মৃত্যুর পর কেহই জানিত না, কে রাজা হইবে; তিনি ছিলেন তখন তাঁহার পিতৃব্যের আশ্রয়ে; তিনিই যে সেই স্বর্গগত রাজার পুত্র, একথা তাঁহার নিজেরই জানা ছিল না।

তারপর গির্জ্জার আঙ্গিনায় একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর পাওয়া গেল; তাহাতে একখানা তরোয়াল আবদ্ধ ছিল, এবং লেখা ছিল যে 'যে কেহ এই তরোয়ালখানা এই পাথর হইতে টানিয়া বাহির করিবে, সে সমস্ত ইংলণ্ডের ধর্ম্মগত অধিকারী রাজা'।

লর্ডদের প্রধান প্রধান সকলেই তরোয়ালখানা ধরিয়া টানাটানি করিলেন, কিন্তু কেহই তুলিয়া লইতে পারিলেন না।

সেইদিন একটি কৌতুক-যুদ্ধের (টুর্নামেণ্টের) অনুষ্ঠান হইয়াছিল, এবং আর্থারের পিতৃব্যপুত্রের এই যুদ্ধে লড়িবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি রঙ্গভূমিতে পৌঁছিলে পরে দেখিলেন যে তরবারিখানা ভুল বশতঃ বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। তাহা লইয়া আসিবার জন্য তিনি আর্থারকে পাঠাইলেন। আর্থার তরোয়ালখানা খুঁজিয়া পাইলেন না; কিন্তু উপাসনা-মন্দিরের আঙ্গিনায় বদ্ধ সেই তরোয়ালের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সেখানে গিয়া তরোয়ালখানা ধরিয়া টান দিতেই তাহা উঠিয়া আসিল, এবং তাই নিয়া তিনি ভাইকে দিলেন। কৌতুক-যুদ্ধের অবসানে আবার তিনি তাহা লইয়া সেই পাথরে বিদ্ধ করিয়া

রাখিলেন। তারপর আবার সেইখানি লইয়া সকলের টানাটানি; কিন্তু কেহই তাহা নড়াইতে পারিলেন না; কিন্তু আর্থার যখন ধরিয়া টান দিলেন, অতি সহজেই তাহা উঠিয়া আসিল। সুতরাং তাঁহাকেই রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

এরপর তিনি নিজের চারিদিকে একদল নাইটকে জড় করিলেন। ইহাদিগকে লইয়া তিনি একটি প্রকাণ্ড গোল টেবিল ঘিরিয়া বসিতেন। তাই তাঁহাদিগকে 'গোলমঞ্চের নাইটমণ্ডলী' বলা হইত। টেবিলটি এখনও উইঞ্চেষ্টারে আছে।

সেণ্ট জর্জ

তাহাদের রক্ষাকারী সিদ্ধপুরুষ সেণ্ট জর্জ; কারণ সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন অশ্বারোহী; য়ুরোপের সর্ব্বত্র তিনিই অশ্বসাদী ও স্কাউটদের রক্ষক।

সেণ্ট জর্জ আবার ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সিদ্ধ মহাপুরুষ। নাইটদের রণনাদ ছিল 'For St. George and Merry England'—'সেণ্ট জর্জ ও মনোরম ইংলণ্ডের জন্য'।

এপ্রিলের ২৩শে তারিখ সেণ্ট জর্জ দিবস। সেই দিন সব বৃটিশ স্কাউট একটি একটি গোলাপফুল ধারণ করিয়া এবং পতাকা উড়াইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখায়।

সেণ্ট জর্জ একজন কাল্পনিক ব্যক্তি। তাঁহার সত্তা খৃষ্টান ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। কি করিয়া সাহস ও সংকল্পের সহিত হৃষ্টচিত্তে বিঘ্ন বিপদ ও প্রলোভনের সহিত লড়াই করা যায়, সেণ্ট জর্জের কাহিনী তাহারই একটি উদাহরণ। অন্যায় কার্য্যের ইচ্ছা যখন তোমার চিত্তে চাপিয়া বসিবে, ভাবিও এই প্রলোভন সেই পৌরাণিক পক্ষধর সর্প,

শ্বাসপ্রশ্বাস যার আগুনের হল্‌কা, যার প্রবল পুচ্ছবেষ্টন তোমাকে নিষ্পেষিত করিতে উদ্যত। দুর্ব্বলের মত আত্মসমর্পণ করিলে সে তোমাকে গ্রাস করিবে; পলায়ন করিলে আবার তার কবলে পড়িবে। সেণ্ট জর্জের দৃষ্টান্ত তোমাকে উৎসাহ দিতেছে—এই মূর্ত্তিমান পাপকে সোজা আক্রমণ কর—পরাজিত কর।

আমি জানি, হিন্দু পুরাণেও একটি চিত্র আছে, যা অনেকটা এই সেণ্ট জর্জের মত। সেই বীর ঘোড়ায় চড়িয়া নির্ভীক চিত্তে আপন শত্রু এক পশুকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন। বীরপুরুষটির নাম আমি জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি প্রাচীন ভারতীয় নাইটগণের অন্যতম এবং প্রাচীন ইংলণ্ডের নাইটদের অনুরূপ।

ঐ সকল নাইট্ যে-যে নিয়ম পালন করিতেন, তাহা নীচে দেওয়া হইল; পড়িয়া ধারণা করিতে পারিবে, তোমাদের য়ুরোপীয় স্কাউট ভাইরা কি পদ্ধতিতে কাজ করিয়া থাকে। নিজেদের শাস্ত্রগ্রন্থ যদি আলোচনা কর এবং ভারতবর্ষে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাহিনী যদি পড়, তবে নিশ্চয়ই দেখিবে তাঁহাদের আচরণের মূলনীতিও এই একই রকমের ছিল। ইঁহাদের অনুসরণ করা ছাড়া তোমাদের আর সুষ্ঠু পন্থা নাই।

নাইটদের নিয়ম

ইংলণ্ডের নাইটগণ যে যে বিধি পালন করিতেন তাহা এই ঃ—

'রাত্রিতে বিশ্রাম লইবার সময় ভিন্ন সর্ব্বদা বর্ম্ম পরিয়া প্রস্তুত থাকিবে।

নিঃস্বকে রক্ষা কর; যাহারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদিগের সহায়তা কর।

এমন কিছু করিবে না, যাহাতে অন্যে শরীরে বা মনে আঘাত পায়।

ইংলণ্ডের স্বাধীনতারক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

যে কোন উদ্দেশ্যে কাজ কর, সম্মান ও সাধুতার জন্য যশ লাভ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে, এবং তাহা লাভ করিবে।

কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। জীবন দিয়াও দেশের সম্মান রক্ষা করিবে, নির্লজ্জের মত বাঁচার চেয়ে সাধু হইয়া মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়ঃ।

তরুণগণ হৃষ্টচিত্তে ও সুষ্ঠুভাবে যত শ্রমসাধ্য ও ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য কাজ সব করিতে এবং পরোপকার করিতে শিক্ষালাভ করিবে, ইহা বীরধর্ম্মের দাবী।'

এই সকল প্রাথমিক বিধান লইয়াই প্রাচীন ইংরাজ নাইটগণ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং বর্ত্তমানের স্কাউট বিধানাবলী তাহা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে।

নাইট (অথবা স্কাউট) সর্ব্বকালেই ভদ্র। বহুলোক মনে করে যে ভদ্র হইতে গেলে যথেষ্ট টাকা থাকা চাই; কিন্তু টাকা থাকিলেই ভদ্রলোক হয় না। যে কেহ নাইটদের বীরধর্ম্ম পালন করে, সেই ভদ্রলোক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, লণ্ডনের পুলিস ভদ্রলোক; কারণ, সে বিনীতিসম্পন্ন, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ভদ্র, সাহসী, ধীরপ্রকৃতি এবং স্ত্রীলোক ও বালকদের সহায়তা করিতে সর্ব্বদাই অগ্রসর।

নিঃস্বার্থপরতা

কাপ্তান স্মিথ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিপদ বরণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। লোকটি নিতান্ত সহজ প্রকৃতির ছিলেন না। বহু দেশে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন

এবং যুদ্ধে বহুবার আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারও অন্তঃকরণটি স্নেহ, দয়া ও অমায়িকতায় পূর্ণ ছিল। তিনি পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শের স্কাউটের তুল্য ছিলেন। একটি কথা তাঁর প্রিয় ছিল: 'আমরা নিজেদের জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই; পরোপকার করিবার জন্যই জন্মিয়াছি'। তিনি জীবন ভরিয়া এই আদর্শ কার্য্যে পালন করিয়া গিয়াছেন; তিনি একজন অত্যন্ত নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন।

আত্মবলি

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ কালে, মেসোপটেমিয়ার সমরক্ষেত্রে নবম ভূপাল পদাতিক সৈন্যদলের চণ্ডসিংহ নামক একজন সৈনিক দেখিতে পাইল, তাহাদের সেনাপতি মাঠে আহত হইয়া পড়িয়া আছেন।

নিজের বিপদের কথা চিন্তা না করিয়া, সৈনিকটি সেনাপতির আহত স্থান বাঁধিয়া দিল; এবং নালাকাটার যন্ত্রের সাহায্যে একটি আশ্রয়স্থান খনন করিল। ততক্ষণ তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনবরত শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলাগুলি আসিয়া পড়িতেছিল।

রাত্রির অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচঘণ্টা ধরিয়া সে আহত সেনাপতির নিকটেই রহিল। তাঁহার দেহ যে দিকে অনাবৃত ছিল, সেদিকে সে আপন দেহ স্থাপন করিয়া সেনাপতিকে গুলিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিল। অবশেষে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সাহায্যের জন্য লোক সংগ্রহ করিল এবং তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিল।

আর একটি দৃষ্টান্ত:—কারী নামক আঠার বৎসরের একটি বালক ক্লাইড, ব্যাঙ্কের রেলপথে একটি ছোট বালিকাকে খেলিতে দেখিল। দেখিতে দেখিতে একখানা গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। কারী বালিকাটিকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ফুটবল খেলায় পায়ে চোট পাইয়া

সে খোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিল। বালিকার নিকটে যাইতে তাহার বিলম্ব হইল, এবং ফলে দুইজনেই গাড়ী চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

কারীর এই নির্ভীক উদ্যম বীরধর্ম্মের উদাহরণ, এবং স্কাউটদের অনুকরণযোগ্য ;—একটি শিশুকে বাঁচাইতে গিয়া আত্মদানের ইহা একটি মহৎ দৃষ্টান্ত।

ইতিমধ্যেই অপরের প্রাণ রক্ষার জন্য স্কাউটদের বীরত্বের ঘটনা প্রায় হাজার দুই ঘটিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে চতুর্থ ইলিংট্রুপের ডোনাল্ড স্মিথের বীরত্ব একটি। এই সাহসী বালক নিজের বিপদের চিন্তায় তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া একটি ডুবন্ত বালককে রক্ষা করিবার জন্য এক খালে ঝাঁপ দিয়াছিল। সে নিজে ডুবিয়া মরিয়াছিল ; কিন্তু তার এই বীরোচিত কার্য্যের দ্বারা সে তাহার সহকর্ম্মিগণকে সাহস ও আত্মোৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল তাহা অত্যুজ্জ্বল।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ভূতপূর্ব্ব বয়স্কাউটদের বীরত্ব সম্বন্ধে বহু গল্প বলিতে পারি ; কিন্তু স্কাউট-মাস্টার ল্যুকিসের মৃত্যু ও তাঁর স্কাউট-বালকদের শূরত্বের তুল্য ঘটনা বিরল।

কাপ্তান ল্যুকিস্ ও সহকারী স্কাউট-মাস্টার ষ্টার্ণ ত্রয়োদশ লণ্ডন রেজিমেণ্টে যোগ দিয়াছিলেন। সঙ্গে গিয়াছিল প্রায় আশীজন বয়স্কাউট —যে যতটুকু পারে করিতে। কাপ্তান ল্যুকিস্ নবশাপেলে একটি বোমাদ্বারা সাংঘাতিকভাবে আহত হন। দুই জন স্কাউট ফ্যারো এবং বার্স্টেড্ শিলাবৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ মাথায় করিয়া তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া আসে এবং পরম আদরের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকে। ফ্যারো এই কার্য্যে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল ; কিন্তু নিজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করিয়া তাহারা তাহাদের স্কাউট্-মাস্টারের সেবা করিতে লাগিল।

তারপর, যিপ্রেসে এই ব্যাটালিয়নের ১০০ লোক রণক্ষেত্রে গিয়াছিল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় যখন নাম ডাকা হইল, দেখা গেল, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোকের সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

অনেকেই শত্রুকে আক্রমণ করিতে গিয়া গুলি খাইয়াছে এবং ততোধিক লোক, জার্ম্মাণদের নিক্ষিপ্ত বিষবাষ্প আঘ্রাণ করিয়া মারা পড়িয়াছে অথবা পশ্চাতে বিতাড়িত হইয়াছে।

এই যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু স্কাউটদের দল গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিল। বিষবাষ্প এবং গোলাগুলি অগ্রাহ্য করিয়া, আবক্ষ নিমজ্জমান অবস্থায় নালার ভিতর দিয়া তাহারা অগ্রসর হইল, এবং আপন দলের বহুলোকের মৃতদেহের উপর দিয়া, অতি কষ্টে চলিতে চলিতে, সকলের পুরোবর্ত্তী ট্রেঞ্চে গিয়া পৌছিল এবং জার্ম্মাণগণের প্রাণপণ আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত অপরাহ্ণকাল ট্রেঞ্চটি রক্ষা করিল।

অবশেষে সংখ্যাধিক্য বলে জার্ম্মাণগণেরই জয় হইল। ট্রেঞ্চ দখল করিয়া নিয়া যুদ্ধের পরেও যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহারা তাড়াইয়া দিল। ট্রেঞ্চের মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় সকলেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। রাত্রে যে কয়জন স্কাউট ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা মাত্র ছয়। যাহাদিগের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তাহাদের আশা সকলেই ত্যাগ করিল। কারণ দীর্ঘকালের কঠোর সংগ্রামে জার্ম্মাণগণ এতই উত্তেজিত ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, যে, তাহারা কাহাকেও বন্দী করিত না, সকলকেই সংহার করিত। যে ছয়জন প্রাণ লইয়া ফিরিল, তাহাদের এক ফটো তুলিয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই ফটোতে লিখিত ছিল ঃ—'আমাদের স্কাউট বিভাগের যে কয়জন এখনো বাঁচিয়া রহিয়াছে ইহাই তাহাদের আলোক-চিত্র।'

সেন্সর-অফিসারের হাত দিয়া যখন ফটোখানা আসে, তিনি তাহাতে লিখিয়া দিলেন 'এবং তাহারা অতি চমৎকার'।

ভারতবর্ষের স্কাউটেরা প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সেবায়, এবং যাহাদের শরীর ভীষণভাবে পুড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের ক্ষতস্থানের উপরে বসাইবার জন্য, নিজের শরীর হইতে চামড়া কাটিয়া দিয়া সাহায্য করিবার মত বহু আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে।

দয়া

স্পেনদেশে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে; তাহার অর্থ:—'দয়া ও ভদ্রতা পরম ধর্ম্ম'। আর একটি প্রবাদের অর্থ:—'উপকার কর—কিন্তু কার উপকার করিতেছ জানিতে চাহিও না'। ইহার ভাবার্থ এই:—বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র বিচার না করিয়া সকলের দরদী হও।

নাইটদের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই ছিল যে তাঁহারা সর্ব্বদাই লোকের হিত ইচ্ছা করিতেন এবং তাহাদের হিতসাধন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, প্রত্যেককেই মরিতে হইবে। কিন্তু তোমার সংকল্প থাকা চাই যে, তোমার সময় আসিবার পূর্ব্বে কোন-না-কোন হিতসাধন তুমি করিবেই। সুতরাং এখনি তাহা করিয়া ফেল। কারণ, তুমি জান না কখন তোমার জন্য মৃত্যুর ডাক আসিবে।

স্কাউটদের বেলাও এই কথা। আমাদের বিধান এই যে, আমরা নিত্য কাহারো কোন উপকার করিব। সেই উপকার যতই কেন ক্ষুদ্র হউক, তাতে কিছু যায় আসে না। কোন বৃদ্ধার বোঝাটি তুলিয়া দেওয়া, কোন শিশুকে জনাকীর্ণ পথ পার হইতে সাহায্য করা, অথবা

তোমার চাইতে যাহার প্রয়োজন বেশী, এমন কোন ব্যক্তিকে তোমার খাবারটি দান করা—এরূপ কত কিছু। জীবনের প্রত্যেক দিন কোন-না-কোন উপকার করা চাই। অদ্য হইতেই এই নিয়ম পালন করিতে আরম্ভ কর। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, একদিনের জন্যও এই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না :—তোমার স্কাউটের ব্যাজ-এর গ্রন্থির কথা স্মরণ কর ;—ইহা অপরের হিতকর কোন কাজ করিবার স্মারক গ্রন্থি। কেবল তোমার বন্ধুবান্ধবের উপকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না ; অপরিচিত ব্যক্তির এমন কি শত্রুরও উপকার করিবে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীরা যখন পোর্ট আর্থার-এ রুষসৈন্যবাহিনীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তখন জাপানীরা সুদীর্ঘ ও সুগভীর নালা (Trenches) খনন করিয়া, রুষ সৈন্যের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল ; এই নালার মধ্যে রুষ সৈন্য, গুলি ছুঁড়িতে পারিত না। একদা জাপানীগণ এত নিকটে গিয়া পৌঁছিল যে, একজন রুষ সৈন্য নালার (Trench-এর) মধ্যে চিঠি ছুঁড়িয়া দিতে পারিল। এই চিঠিতে লেখা ছিল, সৈন্যটি রুষদেশে তাহার মায়ের নিকট সংবাদ পাঠাইতে চায় ; কারণ তার মা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আছেন। কিন্তু এখন পোর্ট আর্থার হইতে কোন সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব নহে। জাপানীরা যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহার সংবাদ, তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ চিঠির সঙ্গে তাহার মাকে লিখিত পত্র এবং ডাকখরচের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রাও সংলগ্ন ছিল।

যে জাপানী সৈন্যটি চিঠি পাইল সে স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল না। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্কাউটের মত, সে তাহার অধিনায়কের নিকট মুদ্রা ও চিঠি লইয়া গেল। জাপানী সেনাপতি রুষ সৈন্যের মায়ের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া পুত্রের সংবাদ প্রেরণ করিলেন ;

এবং শত্রুদের দুর্গ মধ্যে এক চিঠি ছুঁড়িয়া জানাইলেন, সংবাদটি রুষদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

মিস্টার্ রিচমণ্ড স্মিথ প্রণীত 'পোর্ট আর্থারের অবরোধ ও পতন' গ্রন্থে এই আখ্যায়িকাটি এবং রুষ ও জাপান উভয় পক্ষীয় লোকের দ্বারা, অপর যে সকল বীরত্ব ও মহত্বপূর্ণ কাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিখিত আছে।

বদান্যতা

ভারতবাসীরা বদান্যতার জন্য বিখ্যাত। বাস্তবিকই ভারতবর্ষের বহু দয়ার্দ্রচিত্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তি নানা প্রকারে অর্থীপ্রত্যর্থী ও দূর সম্পর্কীয় কুটুম্বগণ শোষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেই ভালবাসে, কখনই তাহা ব্যয় করে না। বহুস্থলে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, অন্নাভাবের সময় অধিক মূল্য পাইবার আশায়।

মিতব্যয়ী হওয়া নিশ্চয়ই ভাল; কিন্তু অর্থদান করাও খুব ভাল এবং প্রয়োজনানুসারে অর্থদান অপেক্ষাও সেবাদান অধিক বাঞ্ছনীয়। বস্তুত, অর্থ-সঞ্চয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য, পরার্থে দান। কিন্তু তোমার সাবধান থাকা আবশ্যক যেন অপাত্রে দান না কর। ভারতবর্ষে এমন বহুলোক আছে, ভিক্ষা করাই যাদের ব্যবসায়, যদিও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য তাহাদের যথেষ্টই আছে, যদ্দ্বারা তাহারা অনায়াসে উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে। বিশেষভাবে বড় বড় সহরে এই প্রকৃতির প্রতারক লোকের সংখ্যা খুবই বেশী। তোমার মনে দরিদ্রকে দান করিবার ইচ্ছা হইলে, কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া, অনুরোধ করিও, যেন তাঁহারা যোগ্য ব্যক্তিকে দান করেন। রামকৃষ্ণ

মিশনের মত অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা পীড়িত ও দুঃস্থদের কার্য্যকরী সহায়তা করে, তুমি তাহাদের সাহায্য করিতে পার।

দানশীল হইতে হইলেই যে ধনী হইতে হইবে তাহা নহে। নাইট্‌গণের অনেকে দরিদ্র ছিলেন। একটা যুগ ছিল যখন কোন কোন নাইট্ শিরস্ত্রাণের চূড়ায় একই অশ্বের উপর দুইজন নাইট্ চড়িয়া আছেন এরূপ একটি বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিতেন; ইহার অর্থ, 'তাঁহারা এতই দরিদ্র যে প্রত্যেকে একটি করিয়া ঘোড়া পোষণ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না।'

বক্‌শিশ

যে কোন প্রকার বকশিশ গ্রহণ করা বড় অন্যায়। যেখানে যাও না কেন, দেখিতে পাইবে, যে সকল সামান্য কাজ সদ্ভাবে বিনা পয়সায় করা উচিত, তজ্জন্যও লোকেরা বক্‌শিশ চাহিয়া বসে। স্কাউট কখনই বক্‌শিশ গ্রহণ করিবে না। কোন কাজের পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিবে না; আপনা হইতে দিতে গেলেও না। কোন কোন স্থলে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হয়; কিন্তু স্কাউটের নিকট খুবই সহজ উপায় আছে। তাহাকে বলিলেই হয়ঃ—'আপনাকে ধন্যবাদ, আমি একজন স্কাউট, কোন উপকার করিয়া বক্‌শিশ গ্রহণ করা আমাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ।'

বক্‌শিশ গ্রহণ করিলেই সকলের সহিত সম্পর্ক বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে।

যদি তোমার মনে চিন্তা থাকে কাজ শেষ হইলে তুমি কত বকশিশ পাইবে, তবে তুমি বন্ধুভাবে কারো কোন কাজ করিতে পারিবে না। স্কাউটগণ অপরের যে সকল কাজ করিবে, তাহা কেবল বন্ধুভাবেই সম্পন্ন করিবে।

স্কাউটগণকে প্রশংসা করিয়া লিখিত বহু চিঠি দেশের অনেক প্রদেশ হইতে আমি পাইয়াছি। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, স্কাউটেরা ভাল করিয়াছে। কিন্তু বকৃশিশ নিতে রাজি হয় নাই। স্কাউটগণ, ইহা শুনিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে।

উপযুক্ত কাজ করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অন্য কথা। সেই পারিশ্রমিক লইতে তোমার অধিকার আছে। স্কাউট সকলের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করিবে, এবং তাহা দেখাইবার জন্য হাসি মুখে ফিরিবে। আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিও না। সর্ব্বদাই সকলের সহিত মনখোলা দেলখোস ব্যবহার করিও। তোমার ব্যবহারের দ্বারা সকলকে বুঝিতে দিবার চেষ্টা করিবে যে, পৃথিবী বড় সুখের স্থান—বিশেষতঃ তুমি এখানে আছ বলিয়া এই স্থানের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হয় নাই। অপর ব্যক্তিকে, কিম্বা সে কি কাজ করে তাহাতে কিছু আসে যায় না; যদি সে সৎলোক হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তোমার অমায়িকতায় সাড়া দিবে। কিন্তু বন্ধুতা যেন ধৃষ্টতায় পরিণত না হয়। অনেক বালক মনে করে, কাহারও প্রতি প্রগল্‌ভ ও রূঢ় ব্যবহার করিতে পারিলেই তাহার সহিত বন্ধুতা সম্ভব হয়। ইহা কখনই বন্ধুত্বের পরিচায়ক নহে।

সৌজন্য

সৌজন্যের একটি উদাহরণ দেখা গিয়াছিল ফন্টিনয় রণক্ষেত্রে, যখন আমরা ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম।

আমাদের কোলড্‌স্‌ট্রীম্‌ রক্ষিদল একটি পাহাড়ে উঠিয়া, হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহারা ফরাসী রক্ষিদলের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। উভয় পক্ষই হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং এক মিনিট কি দুই মিনিট কেহই গুলি ছুঁড়িতে পারিল না।

সেই প্রাচীন কালে, সাহসী বীরগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পিস্তল লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিতেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধকালে যোদ্ধৃদ্বয় সঙ্কেতধ্বনি শোনামাত্র একসঙ্গে পিস্তল আওয়াজ করিতেন। কিন্তু এমনও হইত দুইজনের মধ্যে একজন, নিজ সাহস দেখাইবার জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথম গুলি ছুঁড়িতে বলিতেন। উল্লিখিত দুই সৈন্যদলের মধ্যেও তাহাই হইল। যখন উভয় দল গুলি ছুঁড়িতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন ব্রিটিশ সেনাপতি ভদ্রতা ও সাহস দেখাইবার জন্য ফরাসী সেনাপতিকে বলিলেন, 'মহাশয়! প্রথম আপনারা গুলি করুন।'

ফরাসী রক্ষিদল (French guards) যখন লক্ষ্য স্থির করিল, তখন কোলড্স্ট্রীম দলের একজন সৈনিক বলিয়া উঠিল—'আমরা যাহা গ্রহণ করিতে যাইতেছি তার জন্য পরমেশ্বর আমাদের হৃদয় যথার্থ কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করুন।' গুলি ছুটিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বহুসৈন্য ধরাশায়ী হইল। কিন্তু যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা প্রত্যুত্তরে সমান ভাবে মারাত্মক গোলাবৃষ্টি করিল ও তৎক্ষণাৎ সঙ্গীন্ পাতিয়া এমন আক্রমণ চালাইল যে, ফরাসী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

নাইট্গণ সৌজন্য ও ভদ্রতা বিষয়ে যে সকল গল্প করিতেন তার মধ্যে একটি জুলিয়াস্ সিজারের গল্প।

একদা একজন কৃষক সিজার্কে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কৃষক ভাবিয়াছিল এর ন্যায় উচ্চবংশীয় রাজপুরুষের জন্য এক থালা লবণাক্ত শির্কাযুক্ত (Pickles) আচারই অতি উপযুক্ত খাদ্য। সে তাহাই উপস্থিত করিল। যদিও ইহা খাইয়া সিজারের মুখ পুড়িয়া যাইতে লাগিল, তথাপি তিনি সমস্তই আহার করিলেন। ফলে অবশ্য তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

স্পেন দেশে যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর, সে কেবল তাহা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইবে না। টুপী খুলিয়া তোমায় অভিবাদন করিবে এবং বলিবে, তোমাকে সে সেই স্থানে লইয়া গেলে খুবই আনন্দিত হইবে; এবং তোমায় ঠিক স্থানে পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে হাঁটিয়া চলিবে; সে কোন পুরস্কার গ্রহণ করিবে না। ফরাসীগণ কোন অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলিবার সময় সম্মান প্রদর্শনার্থ মাথার টুপী খুলিয়া থাকে; এমন কি লণ্ডনের রাস্তায় প্রায়ই তোমরা দেখিতে পাইবে যে তাহারা পুলিসকে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিবার সময়ও এইরূপে টুপি খুলিয়া থাকে।

হৃষ্টপুষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণের ওলন্দাজ মৎস্যব্যবসায়িগণ রাস্তা জুড়িয়া দল বাঁধিয়া চলে; কিন্তু অপরিচিত কাহাকেও দেখিলেই রাস্তার একপাশে সরিয়া যায় এবং হাসিমুখে টুপি খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন করে।

একজন ভদ্রমহিলা কানাডাদেশের পশ্চিম প্রান্তের এক সহরে ভ্রমণ করিবার সময় একদল 'চাষাড়ে' রাখাল বালককে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মহিলাটি নিকটবর্ত্তী হইতেই, রাখালগণ রাস্তার একপাশে সরিয়া গেল, বহু সম্মান সহকারে মাথার টুপি খুলিয়া ফেলিল, এবং তাঁহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিল।

নারীগণের প্রতি শিষ্টাচার

প্রাচীনকালের নাইট্‌গণ নারীর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন ও বিশিষ্ট ভদ্রব্যবহার করিতেন।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বীরধর্ম্ম পালনের একটি মনোরম প্রথা ছিল। কোন নারী বিপদে পড়িলে কোন একজন সাহসী বীর যোদ্ধার নিকট

আপন বলয় পাঠাইয়া দিতেন। সেই যোদ্ধা তখন, কোনদিন চোখের দেখা না থাকিলেও, ধর্ম্মতঃ সেই নারীর রাখী-বদ্ধ ভাই বা বলয়-গ্রহণকারী ভাই হইতেন, এবং তাহাকে বিপদে রক্ষা করিবার ভার লইতেন।

দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন যখন গুজরাটের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন এই প্রকারের একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মহারাণী কর্ণবতী তাঁহার পুত্র উদয় সিংহকে রক্ষা করিবার অনুরোধ জানাইয়া, হুমায়ুনের নিকট তাঁহার কাঁকন পাঠাইয়া দিলেন; অর্থাৎ তিনি হুমায়ুনকে ধর্ম্মভাই বলিয়া স্বীকার করিলেন।

হুমায়ুন ইহা পাইয়া খুব আনন্দিত হইলেন—প্রত্যেক কর্ত্তব্যপরায়ণ নাইট্ই এইরূপ অবস্থায় আনন্দিত হইয়া থাকেন এবং তিনি উদয়সিংহকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

স্কাউট যখন কোন ভদ্রমহিলা কি শিশুকে লইয়া ভ্রমণ করিবে তখন সর্ব্বদাই তাঁহাকে বাম দিকে রাখিয়া চলিবে। তাহা হইলে তাহার ডান হাত সর্ব্বদাই তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য মুক্ত থাকিবে। রাস্তায় চলিবার সময় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। রাস্তার যে দিকে গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতির গমনাগমন বেশী, পুরুষটী সেই দিকে থাকিয়া দুর্ঘটনা ও কাপড়ে কাদামাটির ছিটা লাগার ভয় হইতে মহিলাকে রক্ষা করিবে।

ট্রাম অথবা রেলগাড়ীতে যদি বেশী ভিড় হয়, পুরুষনামধারী কেহই কোন নারী কি শিশুকে দণ্ডায়মান রাখিয়া, নিজে বসিয়া থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় কোন নারীকে দেখিলেই পুরুষ নিজে দাঁড়াইয়া, তাহার স্থানে মহিলাটিকে বসিতে দিবে। স্কাউটরূপে গাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে তোমারই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে স্থান ছাড়িয়া

দিবার সময়, হাস্যমুখে প্রফুল্ল অন্তরে কাজ করিবে, যেন মহিলাটি মনে না করেন, যে তুমি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া, মনে মনে বিরক্ত হইয়াছ।

রাস্তায় চলিবার সময় সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবে, কোন নারী কি বালক-বালিকাকে সাহায্য করিতে পার কি না। এই কার্য্যের জন্য অতি প্রশস্ত সুযোগ—যখন তাঁহারা রাস্তা পার হইয়া যাইতে চান, অথবা কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন; অথবা কোন ট্যাক্সি কি বাসের সন্ধান করেন। যদি এইরূপ দেখ, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য করিও, কিন্তু কোন পুরস্কার গ্রহণ করিও না।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি দেখিলাম, একটি বালক একজন ভদ্রমহিলাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিতে সাহায্য করিতেছে। গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিতেই মহিলাটি সেই বালককে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। বালক হাস্যমুখে তাহার মাথার টুপি স্পর্শ করিয়া বলিল;—'না ভদ্রে, আপনাকে ধন্যবাদ; ইহা আমার কর্ত্তব্য'। এই কথাটি বলিয়াই বালক চলিতে লাগিল। আমি বালকটির সহিত 'করমর্দ্দন' করিলাম। বুঝিতে পারিলাম, যদিও সে স্কাউটের শিক্ষা লাভ করে নাই, তথাপি বালকটি একজন স্বাভাবিক স্কাউট।

এই প্রকার শিষ্টাচার আজকাল বালকদের মধ্যে বাঞ্ছনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে এক বালিকার কোন কিছু চুরি যায়। বালিকা চোরের পেছনে পেছনে ছুটিল; কিন্তু চোর এক ছোট অলিগলির সরু পথে ঢুকিয়া পড়াতে আর তার অনুসরণ করিতে পারিল না। সেখানে সে অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং জনতাও দাঁড়াইয়া রহিল। চোর আবার বাহিরে আসিলে বালিকা তাহাকে পাকড়াও করিল, এবং যাহাতে সে পলাইতে না পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু জনতা

হইতে কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না ; যদিও তাহাতে পুরুষ ও বালকের কোনও অভাব ছিল না। এদের মনুষ্যত্ব কি হীন !

দুর্ঘটনার কালে পুরুষ ও বালক সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে, যাহাতে স্ত্রীলোক ও শিশুরা নিরাপদে বিপন্মুক্ত হয় ; নিজের ভাবনা পরে ভাবিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-উপকূলে দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হয়—জেব্বা এবং স্যুয়েভিক। সেই সময় পুরুষগুলিকে রক্ষার জন্য কোন কল্পনা করিবার আগে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে রক্ষা করিবার আয়োজন যে অতি সতর্কতার সহিত করা হইয়াছিল, তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য। মহিলাদের প্রতি শিষ্টাচার পালন সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। যদি বসিয়া থাক, এবং কোন মহিলা গৃহে প্রবেশ করেন, তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং বসিবার আগে তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পার কি না দেখিবে।

আচরণ

উপকার করিবার অন্যবিধ পন্থা ছোট ছোট কাজ করা ; যেমন, পিচ্ছিল পথে বালি ছড়াইয়া দেওয়া—(তেমন পথে ঘোড়া পিছলাইয়া গিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে) ; বাঁধান স্থান হইতে কমলা বা কলার ছোবড়া সরাইয়া ফেলা ; ইহাতে পা পড়িলে মানুষ আছাড় খাইতে পারে ; গেট খোলা রাখিবে না ; বেড়ার কোন লোকসান করিবে না ; পল্লীতে গেলে ক্ষেত মাড়াইবে না ; বৃদ্ধ লোককে জল বা জ্বালানি কাঠ বহিতে দেখিলে সাহায্য করিবে ; রাস্তায় কাগজের টুকরা প্রভৃতি পড়িয়া থাকিলে তাহা সরাইয়া পরিষ্কার রাখিবে ; দরিদ্র শিশুদিগকে খাবার দিবে।

তোমাদের বড় বড় মেলায় ভারতীয় স্কাউটদিগকে, বিশেষতঃ

বয়স্কদিগকে, চমৎকার জনসেবা করিতে দেখিয়াছি। বহু লোক, বিশেষ ভাবে বুড়োরা এবং শিশুরা ভিঁড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়। কেহ কেহ জানিতে চায়, কোথায় গেলে চারিটি খাদ্য এবং ঘুমাইবার একটু স্থান পাইবে। এই সব বিষয়েই স্কাউটরা কর্ত্তব্যের ভার লইয়া দিনরাত্রি শ্লাঘনীয় কাজ করিয়াছে।

এই সকল স্কাউটের অনেকেই অতি উচ্চ বংশীয়। কিন্তু ইহারা কেহই কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভেদ বিচার করে নাই; জাতি-বর্ণ পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে যাহারই সাহায্যের প্রয়োজন, তাহাকেই তাহারা সাহায্য করিয়াছে। স্কাউট মাত্রেরই এই পদ্ধতি পালনীয়।

ধন্যবাদ

তারপর দেখ, অনেকেই একটি অত্যাবশ্যক শিষ্টাচারের কথা ভুলিয়া যান; কোন স্কাউটেরই ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। কাজটি, এই ঃ—যে কোন সদাশয়তা অপর হইতে লাভ করিবে, তজ্জন্য দাতাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। কেহ কোন দ্রব্য তোমাকে উপহার দিলে, তুমি যতক্ষণ না তাহাকে ধন্যবাদ দিয়াছ, ততক্ষণ সেই দ্রব্য তোমার নিজস্ব হইতে পারে না। যে স্থানে শিবির (ক্যাম্প্) স্থাপন করিয়াছ, সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁবু গুটাইয়া লইয়া স্থানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া ফেলিলেও, সেই স্থানের অধিকারীকে ধন্যবাদ না দেওয়া পর্য্যন্ত, এবং যে পরমেশ্বরের কৃপায় এইস্থানে প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছ, তাঁহার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন না করা পর্য্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হইল না।

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

* * [বীরধর্ম্ম পালন কিরূপে অভ্যাস করিতে হয় ঃ—প্রতিদিন কোনও 'জনহিতকর কার্য্য করিতে হইবে, এই কথা স্মরণ রাখিবার

জন্য প্রত্যেক স্কাউট পোষাকে একটি গাঁট দিয়া রাখিবে, যে পর্য্যন্ত না ইহা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়।

ক্লাবের সান্ধ্য-খেলায় যোগদান করিতে এবং ক্যাম্পফায়ারী কথা শুনিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন বালককে যেন প্রত্যেক স্কাউট তাহার অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে।] * *

খেলাধূলা

বীরোচিত সাহচর্য্য :—প্যাট্রোলরূপে একজন করিয়া বা দুইজন করিয়া স্কাউটরা বাহিরে যাইবে; সহরে হইলে কোন সাহায্যযোগ্য নারী কি শিশুর সন্ধান করিতে হইবে এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে কিরূপে সাহায্য করিয়াছ, তাহার সত্য বিবরণ আপন আত্মমর্য্যাদার (honour-এর) নামে শপথ করিয়া যথাযথ বিবৃত করিবে।

পল্লী অঞ্চলের কোন গৃহস্থের বাসস্থান কি গোলাবাড়ীতে গিয় বিনা পারিশ্রমিকে তাহার কোন কাজ করিবে। এই খেলাকে কল্যাণসাধনের প্রতিযোগিতায় (বা গুড্ টার্ণ রেসে) পরিণত কর যাইতে পারে।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী

"Ivanhoe," by Sir Walter Scott. 2s.
"Stories of King Arthur," Cutler. 3s.
"The White Company," by Sir Conan Doyle. 2s. nett.
"Puck of Pook's Hill," by Rudyard Kipling. 6s. nett.
"Children of the Motherland," by Dr. Annie Besant. (Hindu College, Benares.)

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২১

আত্মশাসন

আত্মসম্মান—আদেশ পালন – নির্ভীকতা—প্রফুল্লতা

* * [আত্মসম্মানের অর্থ কি স্কাউটদের তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের মনে আত্মসম্মান-জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়াই স্কাউটমাষ্টারের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এই কাজটি সব সময়ে সহজসাধ্য নহে। কিন্তু চরিত্রগঠনের ইহাই মূল ভিত্তি।

উল্‌ফ কাব্‌ (Wolf cub) শিক্ষা হইতে এই বিষয়টি ইচ্ছা করিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ বিষয়টি এত কঠিন যে অল্পবয়স্ক বালকদের নিকট তাহা সম্পূর্ণ অবোধ্য। কিন্তু স্কাউটগণের বয়সের পক্ষে ইহা খুবই উপযুক্ত, এই সময় ইহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে ফল সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হইবে।

আত্মসংযমী লোকের চিত্র কবি ব্রাউনিং (Browning) দিতেছেন :

“যে কথনো ফিরে নাকো ভয়ে,
বুকপাতি বিঘ্নঠেলি সম্মুখেই শুধু চলে যায়,
(কভু না তাকায়
পশ্চাতের সুস্থিত আশ্রয়ে) ;
নিঃসংশয় জানে
দুর্য্যোগ কাটিয়া যাবে (দেবতার মঙ্গল বিধানে)।
ধর্ম্মের আপাত গ্লানি হেরি স্বপ্নেও ভাবে না বীরবর
অধর্ম্মের হবে কভু জয় :
মানুষ আছাড় খায় উঠিতে নিশ্চয়,
হারে শুধু যুঝিবারে দ্বিগুণ বিক্রমে অতঃপর,
নিদ্রা যায় স্বপ্নশেষে জাগিতে আবার,
অটল বিশ্বাস এই তার।”

লাইকার্‌গাস্ (Lycurgus) বলিয়াছেন—

রাষ্ট্রের সম্পদ সুস্থ-দেহ, সুস্থ-মন লোকের উপর যত নির্ভর করে, অর্থের উপর ততটা করে নাঃ প্রজাকুলের শরীর কঠোর শ্রমসহিষ্ণু এবং সহনশীল হইলে, মনোবৃত্তি সকল সম্পূর্ণ সংযত থাকিলে, তাহাদের দৃষ্টি প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি তাহার গুরুত্বের যথাযথ অনুপাতে পড়িলে, রাষ্ট্রের সম্পদ (জনবল) যতটা বাড়ে, ধনবলে তত বাড়ে না।] * *

আত্মমর্য্যাদা

ডাক্তার অ্যানি বেশান্ত 'দেশমাতৃকার সন্তানগণ' (Children of the Motherland) নামে একখানা চমৎকার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে মেবারের [উদয়পুরের] রাজকুমার চন্দ সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতবর্ষে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের কি সুন্দর ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। চন্দ পিতার নিকট আত্মমর্য্যাদার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য সিংহাসনের ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ করিবেন—এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাণা লক্ষার মৃত্যুর সময় হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, বালকের নামে রাজ্যশাসন করিয়া চন্দ বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। অবশেষে গুপ্তঘাতকের হস্তে এই ভাই নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি রাজসম্মান অর্পণ করেন। অতঃপর শিশু রাণার তথাকথিত রক্ষক রাও রিনমল সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিলে একদিন চন্দ শিশু রাণাকে নগরের বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া, কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া দুর্গে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বাসঘাতক রিনমলকে নিহত করিলেন। এই ঘটনার পর চন্দ শিশু রাণা কুম্ভকে মেবারের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। চন্দের রাজভক্তি এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের স্মৃতিচিহ্নরূপে

একটি বর্শা উদয়পুরের প্রাসাদ-চূড়ায় রক্ষিত হইয়া এখনও সেই ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে। রাও রিনমলের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য এ কথা বলা প্রয়োজন যে দুর্বৃত্ত হইলেও তাহার বীরত্ব প্রশংসনীয়। ডাক্তার বেশান্ত তাহার মৃত্যুকালের ঘটনা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"চন্দ দুর্গে প্রবেশ করিয়া রিনমলকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু রিনমল তখন আফিং সেবন করিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল, এই সময় একজন দাসী রিনমল যে শয্যায় শুইয়াছিল, তাহার পাগড়ী দ্বারা তাহাকে সেই শয্যার সহিত বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহার সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সরাইয়া ফেলিল। শত্রুদল সবেগে ঘরে প্রবেশ করিল; রক্ষিদের রক্তে অবলিপ্ত শাণিত তরবারি, তাহার চারিদিকে ঝলমল করিতে লাগিল। বৃদ্ধ যোদ্ধা জাগ্রত হইয়া সিংহের মত লাফাইয়া উঠিল; পৃষ্ঠে তাহার সেই শয্যা বাঁধা; পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণের বাধা সৃজনের সে যেন একটি অত্যাশ্চর্য্য বর্ম্ম! নিরস্ত্র রিনমল দণ্ডায়মান হইয়া শূন্যহস্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। রিনমলের প্রবল মুষ্টি তখনও শিথিল হইয়া যায় নাই, যাহাকে সামনে পাইল, তাহাকেই ধরিয়া সে প্রাচীরগাত্রে প্রচণ্ডবেগে নিক্ষেপ করিল। তারপর আরো একটি, তারপর আরো একটি—তারপর আরো। স্বল্প পরিসর স্থানে রিনমলের উপর যে সকল নিষ্ফল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে মানুষ আহত হইতে পারে, মরে না। সুতরাং একে একে সতরজন সৈন্য রিনমলের শূন্য হাতের আছাড়ে প্রাণ হারাইল। রিনমল যখন অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আছাড় দিবার জন্য ধরিয়াছে, তখন সেই লোকটি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। উন্মত্ত যোদ্ধা গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "যমের কবলে পড়িয়া তুই হাসিতেছিস্ যে?" লোকটি উত্তর করিল—"সর্দ্দার! আমাকে হত্যা করিয়া, তোমার এক বিশেষ দাবীকেই তুমি হত্যা করিতেছ। কে বিশ্বাস

করিবে, তুমি একাকী, শূন্যহাতে এই সতর জনকে হত্যা করিয়াছ এবং এখন অষ্টাদশের স্থলে আমাকেও হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছ? লোকেরা তোমার কথা ত বিশ্বাস করিবে না। সকলেই মনে করিবে তুমি মিথ্যা অহঙ্কার করিতেছ; সুতরাং তোমার তিলমাত্র গৌরব লাভ হইবে না।" "তবে যা তুই অভিশপ্ত শয়তান! তুই নিজে গিয়া আমার বীরত্বের কথা প্রচার কর্।" এই কথা বলিয়া রিনমল সেই লোকটিকে ঘরের বাহিরে ছুড়িয়া মারিল।

বৃদ্ধ যোদ্ধা তখন রক্তাক্ত কলেবরে দরজা বন্ধ করিয়া, সেই গৃহস্থিত মৃত্যু শয্যাশায়ী অন্যান্য যোদ্ধবৃন্দের মধ্যে শয়ন করিয়া অবশাঙ্গ হইতে লাগিল এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

এই বীরপুরুষের সহনশীলতা দেখিয়া তদনুরূপ সাহসী একজন ইংরাজের কথা মনে হইতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে কথা-গীতিকায় আছে ঃ

"স্যার অ্যাণ্ড্রু বার্টন হাঁকিলেন—বীরগণ যুদ্ধ চালাও। আমি হত হইনি, আহত হয়েছি মাত্র! কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি; রক্ত যা ঝরবার ঝরে পড়ুক; তারপর আবার উঠে দাঁড়াব—আবার যুদ্ধ করব।"

প্রকৃত নাইট সকলের উপরে আত্মসম্মানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতেন। ইহা পবিত্র। যাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, তাহাকে সর্ব্বদাই বিশ্বাস করা যায়। তিনি কখনই অসম্মানজনক কাজ করিতে পারেন না। মিথ্যা কথা বলা, কিম্বা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কি কর্ম্মকর্ত্তাকে প্রবঞ্চনা করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে সর্ব্বদাই সম্মান করিয়া চলে। তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাতেই আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হন। যত জাহাজ ডুবি হইয়াছে, কাপ্তান জাহাজ ত্যাগ করিয়াছেন সকলের শেষে। কেন?

জাহাজখানা ত কাষ্ঠখণ্ড ও লৌহখণ্ডের সমষ্টি মাত্র। জাহাজে

কত নারী ও শিশু থাকেন, তাহাদের জীবনের মতই, কাপ্তেনের জীবনেরও মূল্য আছে। কিন্তু কাপ্তান, তাঁহার অধিকতর মূল্যবান জীবন বাঁচাইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য সকলকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেন। কেন ?

কারণ, জাহাজ তাঁর ; তিনি প্রথম হইতেই শিক্ষা পাইয়াছেন, তিনি কোন অবস্থায় ইহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না ; এবং তিনি মনে করেন, তাঁহার এই কর্ত্তব্য পালন না করা, তাঁহার সম্মানের হানিকর। সুতরাং নিজের মর্য্যাদাকে তিনি নিরাপত্তার উপরে স্থান দান করেন। এইরূপে প্রত্যেক স্কাউট তার আত্মমর্য্যাদাকে সকলের চেয়ে বেশী মূল্যবান্ মনে করিবে।

ন্যায় আচরণ

ন্যায় আচরণের জন্য অন্য সকল লোকের চেয়ে স্কাউটেরাই বেশী জিদ করেও দাবী করে। তুমি যদি দেখিতে পাও একটি সবলকায় বালক একটি ছোট দুর্ব্বল শিশুকে মারিতে যাইতেছে, তুমি তাহাকে বারণ কর—কারণ ইহা ন্যায়সঙ্গত আচরণ নহে।

দুই জন লড়াই করিতে গেলে, একজন যদি অপরকে ভূপাতিত করে, সে যতক্ষণ পড়িয়া আছে, ততক্ষণ তাহাকে আঘাত করা বা পদদলিত করা উচিত নহে। যদি কেহ এইরূপ করে, তবে সকলেই তাহাকে একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার বলিয়া ঘৃণা করিবে। অথচ এই সম্বন্ধে কোন আইন খাটে না। এই কার্য্যের জন্য লোককে কারারুদ্ধ করা যায় না। সত্য কথা এই যে ন্যায়বিচার বীরধর্ম্মের একটা প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন কালের নাইটগণ হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। ইহা রক্ষা করিয়া চলা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

সাধুতা

সাধুতা আত্মমর্য্যাদার অন্যতম রূপ।

মর্য্যাদাজ্ঞানবিশিষ্ট মানুষের নিকট যত ইচ্ছা অর্থ রাখিয়া অথবা যত খুশী মুল্যবান দ্রব্য রাখিয়া 'নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, যে তিনি তাহা চুরি করিবেন না। প্রবঞ্চনা সর্ব্বদাই পর্দ্দার আড়ালে গা ঢাকা দিয়া সাপের মত আঁকাবাঁকা পথে চলে।

কোন খেলায় জিতিবার জন্য যখন প্রবঞ্চনার দিকে মন যায়, অথবা কোন খেলায় হারিয়া যাইতেছ দেখিয়া যখন মন খুব ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন আপন মনে বলিবে, "ইহা ত একটি খেলা মাত্র; আমি হারিলেও মরিয়া যাইব না। চিরদিন কেহ জয়লাভ করিতে পারে না। পরাজিত হইয়াও খেলা ছাড়িব না; ভাগ্য ফিরিতে পারে। এই ভাবে যদি মাথা স্থির রাখিতে পার, তবে অনেক সময়ই দেখিবে, অতিরিক্ত ব্যস্ত ও নিরাশ না হওয়াতে, পরিণামে তুমি জয়লাভ করিতেছ।

আর ভুলিও না তুমি যদি সত্য স্কাউট হইয়া থাক, তবে খেলাতে যখনই হারিবে, তখনই জয়ী দলকে হর্ষধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবে; যে তোমাকে হারাইয়াছে, তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া আনন্দজ্ঞাপন করিবে। বয়স্কাউটগণ সকল রকম খেলা ও প্রতিযোগিতায় এই বিধি মান্য করিয়া চলিবে।

প্রভুভক্তি

নাইটগণের সর্ব্বোপরি একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল প্রভুভক্তি। রাজা ও দেশের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; এবং তাহাদের রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও উৎসুক ছিলেন। তেমনি বীরধর্ম্মের (নাইটের) আদর্শ অনুসরণকারী যাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে

আনুগত্য; শুধু রাজার আনুগত্য নহে, তাঁহার ঊর্দ্ধতন যে কোন কর্ম্মচারী বা কর্ম্মাধ্যক্ষ—সকলের আনুগত্য। তাহাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গরূপে জীবনের সকল সংগ্রামে, সকল পরীক্ষায় তাহারা তাহাদিগের উপর-ওয়ালাদের প্রতি অটলভাবে অনুরক্ত থাকিবে। যদি কেহ বিশ্বাসী ও অনুগত থাকিতে না চায়, তবে তাহার মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

আপনার বন্ধুবান্ধবের নিকটেও সমানভাবেই বিশ্বাসী ও অনুগত থাকা প্রয়োজন। এবং সম্পদে বিপদে তাহাদের অবিচলিত সহায়রূপে দণ্ডায়মান থাকা কর্ত্তব্য। প্রাচীন কালে একজন রোমদেশীয় সৈন্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল। বিসুবিয়াস্ আগ্নেয়গিরি হইতে উত্থিত ভস্ম ও ধাতু নিঃস্রবণে যখন পম্পিয়াই (Pompeii) নগর সমাচ্ছন্ন, তখন সে ছিল তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অটলভাবে দাঁড়াইয়া। শ্বাসরোধ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য হাতখানি তাহার নাক ও মুখের উপর স্থাপিত—এই অবস্থায় এখনও তাহার দেহাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যদিও পরিশেষে শ্বাসরোধ হইয়াই সে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল।

মহাযুদ্ধের সময় আমাদের সৈন্যগণের বিনীতির শাসনানুবর্ত্তিতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। তাহারা তাহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অনুগত হইয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রকার আদেশ পালন করিয়া চলিত; কারণ ন্যায় পথে লড়িয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে, নেতাদিগকে সহায়তা করিতে এবং আত্মপক্ষকে জয়ী করিতে তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। এই প্রকার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়াই সঙ্গত এবং ইহাই প্রকৃত বিনীতি বা নিয়মাধীনতা। আশা করি প্রত্যেক স্কাউট এই আদর্শ পালন করিয়া চলিবে।

এই বিষয়ে ল্যান্সনায়ক লালা—একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাহস, রাজ-ভক্তি এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর প্রতি নিষ্ঠানুগত্যের জন্য সে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। অন্য রেজিমেণ্টের একজন বৃটিশ কর্ম্মচারী শত্রুসৈন্যের নিকটেই আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহা দেখিয়া সে তাঁহাকে টানিয়া একটি অস্থায়ী আশ্রয় স্থলে লইয়া আসিল। সেই আশ্রয়স্থান সে নিজেই প্রস্তুত করিয়াছিল এবং এখানে সে ইতি-পূর্ব্বে আরও চারিজন আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া তাহাদের সেবা করিয়াছিল।

এই ইংরাজ কর্ম্মচারীর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াই সে তাহার আপন রেজিমেণ্টের সহকারী সেনানীর (Adjutant) আহ্বান শুনিতে পাইল; তিনি ভয়ানক রূপে আহত হইয়া উন্মুক্ত স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। শত্রুরা এক শত গজের বেশী দূরে ছিল না। সুতরাং উন্মুক্ত স্থানে বাহির হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু ল্যান্সনায়ক লালা জেদ করিয়া তাহার সেনানীর নিকট গেল এবং তাঁহাকে পিঠে করিয়া হামাগুড়ি দিয়া, আশ্রয় স্থানে লইয়া আসিতে চাহিল; কিন্তু তাহাকে এই বিপজ্জনক কার্য্য করিতে দেওয়া হইল না; তখন সে তাহার সমুদয় কাপড় খুলিয়া আহত অফিসারকে আবৃত করিয়া রাখিল, যেন তাঁহার শরীরের উত্তাপ রক্ষা পায়। অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত সে তাঁহার পাশেই বসিয়া রহিল, এবং তারপর তাহার আশ্রয়স্থানে ফিরিয়া আসিল।

রাত্রে অন্ধকার হওয়ার পর, সে প্রথমোক্ত আহত ইংরাজ অফিসারকে প্রধান ট্রেঞ্চে (Trench) লইয়া আসিল। পরে একখানা ক্যাম্বিসের শয্যা লইয়া গিয়া তাহার অ্যাডজুটেণ্টকে বহিয়া আনিল।

যে জাতিতে ল্যান্সনায়ক লালা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই জাতির লোক বলিয়া তোমরা ভারতীয় স্কাউটগণ গৌরববোধ করিতে পার।

সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য পালন

তোমরা সকলেই বিধিনিরপেক্ষ শাসনের (Lynch-Law) কথা শুনিয়া থাকিবে ; ইহার অর্থ কঠোর ন্যায় বিচার—দুষ্কর্ম্মের জন্য প্রাণ-দণ্ড। আয়ার্লণ্ডের অন্তর্গত গলওয়ে হইতে এই নাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; তথায় লিঞ্চ (Lynch) নামক সেই সহরের একজন প্রধান হাকিমের (ম্যাজিষ্ট্রেটের) স্মৃতিচিহ্ন এখনও রক্ষিত হইতেছে। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ওয়াণ্টার লিঞ্চ একজন স্পেনদেশীয় যুবককে হত্যা করে। তিনি তজ্জন্য আপন পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

যথানিয়মে হত্যাকারীর বিচার হয় এবং তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। বালকের মাতা নগরবাসিগণকে সবিশেষ অনুরোধ করিলেন, প্রাণদণ্ডের সময় যেন তাহারা তাঁহার পুত্রের প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু পিতা ইতিপূর্ব্বেই ইহা অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য কারাগার মধ্যেই, পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। অপরাধী পুত্রকে কারাগারের গবাক্ষেই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হইল।

দণ্ডবিধির কর্ম্মকর্ত্তা লিঞ্চ মহোদয়ের কর্ত্তব্যজ্ঞান নিশ্চয়ই অত্যন্ত সতেজ ছিল, এবং এজন্যই তিনি বিচারকের ন্যায়ানুগত কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে পুত্রস্নেহের বহু উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন।

জেনারেল গর্ডন তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের কাছে আপন জীবন বলি দিয়া-ছিলেন। খার্টোমে যখন তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলেই প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিতেন ; কিন্তু মিশরবাসিগণের সঙ্গে থাকাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন, কারণ তাহাদিগকে তিনিই তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের আচরণ তাঁহার নিকট প্রশংসনীয় মনে হয় নাই, তবু গর্ডন তাহাদের সঙ্গেই রহিলেন। ফলে খার্টোম

(Khartum) নগর যখন শেষটায় শত্রুগণের অধিকারে আসিল তখন তিনি নিহত হইলেন।

আজ্ঞাপালন ও শাসনানুগত্য

স্কাউট ও সৈন্যগণের পক্ষে যেমন সাহসী হওয়া প্রয়োজনীয়, তেমনই আজ্ঞাপালন ও শাসনানুগত্যও তাঁহাদের গুরুতর কর্ত্তব্য রূপে শিক্ষনীয়।

সৈন্যগণকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বার্কেনহেড নামে একখানা জাহাজ ছিল। একদা সেই জাহাজ ৬৩০ জন সৈন্য ও তাহাদের পরিবার এবং ১৩০ জন নাবিক লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। একরাত্রে জাহাজটি উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে এক সাগর শৈলে লাগিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। সৈন্যগণকে তৎক্ষণাৎ ডেকের উপর প্যারেডে করান হইল। জীবনতরী (লাইফবোট (নামাইবার জন্য কয়েকজন আদিষ্ট হইল। নারীগণ ও বালকবালিকাগণ তাহাতে আরোহণ করিল। অপর কয়েকজন আদেশ পাইয়া, ঘোড়াগুলিকে সমুদ্রে নামাইয়া দিল, যেন তাহারা সাতার দিয়া তীরে উঠিতে পারে। তারপর দেখা গেল পুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আর নৌকা নাই। সুতরাং তাহাদিগকে সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল। তখন জাহাজখানি অর্দ্ধবিদীর্ণ হইয়া ডুবিতেছিল। জাহাজের কাপ্তেন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জাহাজ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সাতার দিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা কর।" কিন্তু কর্ণেল সিটন্ আদেশ দিলেন "যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাক।" কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহারা সমুদ্রে সাতার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে, কেহ কেহ হয়ত নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিবে, তখন হয়ত নৌকাগুলি ডুবিয়া সকলেইমরিতে পারে। সুতরাং পুরুষেরা আপন

আপন স্থানে রহিয়া গেল ; এবং জাহাজ যখন সমুদ্রতলে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তাহারা সকলে মিলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া একত্রে নিমজ্জিত হইয়া গেল। জাহাজের ৭৬০ জন লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ১৯২ জন বাঁচিয়া রহিল। কিন্তু অন্যদের মধ্যে শাসনানুগত্য ও আত্মবলিদানের সদিচ্ছা না থাকিলে সম্ভবত ইহারাও প্রাণ হারাইত।

কিছুদিন হইল ফোর্ট জ্যাকসন্ নামে একখানা ট্রেনিং (Training) জাহাজের সহিত অন্য ষ্টীমারের সংঘর্ষ লাগে। ঐ ট্রেনিং জাহাজটি বহু বালক নাবিকে পূর্ণ ছিল। বার্কেনহেডে যেমন কেহই ভয় পায় নাই এবং চীৎকার বা আর্ত্তনাদ করে নাই, তেমনই এই জাহাজেও সকলে স্থিরভাবে আদেশ পালন করিতে লাগিল। বালকেরা তাড়াতাড়ি প্যারেডে দাঁড়াইল ; জীবনরক্ষার কটিবন্ধ (লাইফ-বেল্ট) পরিধান করিল এবং সম্মুখে বিপদ দেখিয়াও শান্ত হইয়া রহিল। পরমেশ্বরের কৃপায় একটি জীবনও নষ্ট হইল না।

স্পেনের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে জিব্রাল্টার—বৃটেনের অধিকৃত একটি সুরক্ষিত গিরিদুর্গ। আনুমানিক একশত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, স্পেন ও ফরাসীদেশের সৈন্য একযোগে ইহা অবরুদ্ধ করে। স্পেনের সৈন্যবাহিনী স্থলপথে আক্রমণ করে এবং ফরাসীগণ জলপথে অগ্রসর হয়। ক্রমাগত তিন বৎসর অতুলনীয় ধৈর্য্য সহকারে তাহার কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া ছিল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যবাহিনীও তাহাদের সমকক্ষ ছিল বলিয়া এত দীর্ঘকাল তাহারা গিরিদুর্গটি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত যুদ্ধ-জাহাজের বহর তাহাদিগকে মুক্ত করিল। পঞ্চদশ হুসার্স অশ্বারোহী সৈন্যদলের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক, জেনারেল ইলিয়ট (General Elliot), জিব্রাল্টারের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার অবিচলিত শৃঙ্খলা ও সুশাসন গুণে, এত দীর্ঘকাল দুর্গটি সুরক্ষিত

ছিল। দুর্গের প্রত্যেক ব্যক্তি, কোন দ্বিধা বা প্রশ্ন না করিয়া, আদেশ পালন করিবার শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। একদিন এক ব্যক্তি আদেশ পালন করিল না। জেনারেল ইলিয়ট্ তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, এই ঘোর বিপদের সময় যে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করে না, তাহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না—সে নিশ্চয়ই পাগল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জেনারেল আদেশ প্রদান করিলেন—লোকটির মস্তক মুণ্ডন করা হইবে, গায়ের চামড়ায় ফোস্কা তোলা হইবে, রক্ত বাহির করা হইবে এবং কোমর পর্য্যন্ত পাগলের জামা (ওয়েষ্টকোট) পরান হইবে। তারপর তাকে ছোট কুঠরিতে (cell) আবদ্ধ করা হইবে ; পাগলের পথ্য—শুধু জল ও রুটি মাত্র খাইতে দেওয়া হইবে এবং তাহার জন্য গির্জ্জায় প্রার্থনা করা হইবে।

বিনতি

পূর্ব্বকালে নাইট্‌গণ অন্যান্য গুণের সঙ্গে নম্র হইয়া চলা অভ্যাস করিতেন। যদিও তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধপরিচালনায় অন্যান্য লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা লইয়া তাঁহারা কখনই গর্ব্ব করিতেন না। স্কাউটগণেরও কখনই অহঙ্কার প্রকাশ করা উচিত নহে।

কখনও একথা কল্পনায় স্থান দিও না যে তুমি আপন কর্ম্মদ্বারা পৃথিবীতে যে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহার অপেক্ষা অধিক কিছুই পাইতে পার। তুমি বাস্তবিকই লোকের বিশ্বাসভাজন হইবার অধিকার লাভ করিয়াছ, যদি সর্ব্বদা সত্য কথা বলিয়া সে অধিকার অর্জ্জন করিয়া থাক ; তুমি যদি চুরি বিদ্যাদ্বারা কিছু অর্জ্জন করিয়া থাক, তবে তাহা শুধু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার অধিকার। কিন্তু এমন লোক বহু আছে যাহারা আপন অধিকার ও দাবী লইয়া বিস্তর হৈ-চৈ করে, অথচ এমন কোন কাজ তাহারা করে নাই, যাহাতে তাহাদের কোন প্রকার অধিকার

জন্মিতে পারে। প্রথমে তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে তোমাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চয়ই তাহার পরে পাইবে।

সৎসাহস

অতি কম লোকই সাহসী হইয়া জন্মগ্রহণ করে কিন্তু চেষ্টা করিলে সকলেই সৎসাহস অর্জ্জন করিতে পারে; বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে সৎসাহস লাভ করিবার জন্য যত্ন করিলে, তাহা অর্জ্জন করা কঠিন হয় না। সাহসী লোক বিপদের সম্মুখীন হইতে দ্বিধা বোধ করে না; কিন্তু যাহার সাহস কম, বিপদ দেখিলে সে দমিয়া যায়। ইহা অনেকটা স্নান করার মত। এমন বহু বালক আছে, যাহারা নদীতে অবগাহন করিতে গিয়া, পাড়ে বসিয়াই ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিবে; তাহার ভয়, জল না জানি কত গভীর, শীতে হয়ত শরীর হিম হইয়া যাইবে; কিন্তু সাহসী বালক দৌড়িয়া জলে পড়ে, ডুব দিয়া ভাসিয়া উঠে এবং কয়েক সেকণ্ড পরে আনন্দে সাঁতার কাটিতে থাকে। মূল কথা এই, সম্মুখে যখন কোন বিপদ দেখিবে, দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে যাইও না। যতই অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করিবে, ততই তুমি পশ্চাৎপদ হইবে। বিপদ দেখিয়াও ঝম্প দিয়া পড়, সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হও; তখন দেখিবে দূর হইতে ইহা যতটা ভয়ঙ্কর মনে হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ততটা নহে। বিপদের সম্মুখীন হইয়া গেলে, তাহাকে আর তত ভয়ঙ্কর মনে হয় না।

রুষ-জাপান যুদ্ধকালে, একটি রুষ-দুর্গের সিংহদ্বার চূর্ণ করিয়া দিবার জন্য কয়েকজন "অগ্রদূত" (pioneers) জাপানী সৈন্যকে আদেশ করা হইল, যেন তাহাদের দলের আক্রমণকারীরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায়। দলের প্রায় সকলেই গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল; মাত্র কয়জন বারুদ লইয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল. কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। বারুদের বস্তাগুলি যেরূপেই হউক, দরজায় দৃঢ়ভাবে

সংলগ্ন করিয়া অগ্নিসংযোগ করিতে হইবে। জাপানীরা বস্তাগুলি দরজায় লাগাইয়া বুক দিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া দেশলাই জ্বালিল এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সিংহদ্বার চূর্ণ করিয়া দিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেহও উড়িয়া গেল। কয়েকজন জাপানীর আত্ম বলিদানের ফলে তাহাদের সহচর সৈন্যবাহিনীর জন্য পথ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং তাহাতেই রুষ-দুর্গ জাপান সম্রাটের অধিকারে আসিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, ৮৯ নম্বর পাঞ্জাবী সৈন্যদলের নায়ক শা আহম্মদ খাঁ মেসোপটেমিয়ার বেইট-আয়িসা নামক স্থানে অনন্য-সাধারণ নির্ভীকতার জন্য যে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ লিখিয়াছেন—

"এক উন্মুক্ত-স্থানে শা আহম্মদ খাঁ 'মেসিন গান' (Machine gun) বিভাগের পরিচালকরূপে অবস্থান করিতেছিল; তথায় শত্রুগণ গোলা-বর্ষণ করিতেছিল। এই স্থান শত্রুর সুরক্ষিত পরিখা (trenched position) হইতে ১৫০ গজের মধ্যেই অবস্থিত। নায়কের দল আমাদের ব্যূহের সম্মুখে আমাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যস্থিত এক শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সঙ্গী সকল সৈন্য নিহত হইলে পর, সে একাকী তিন বার শত্রুগণের আক্রমণ বিপর্য্যস্ত করে, তখন তাহার সঙ্গে কেবলমাত্র দুইজন বেল্ট-ফিলার (যারা কার্ত্তুসের বেল্টে কার্ত্তস ভর্ত্তি করে) ছিল।

"আমাদের লাইনের এই ফাঁকটি সুরক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া শত্রুগণের ভীষণ গোলাবর্ষণের মধ্যে শা আহম্মদ ইহা রক্ষা করিয়াছিল।

"যখন শত্রুগণের অগ্নিবর্ষণের ফলে ম্যাসিন গানটিও উড়িয়া গেল তখন সে এবং তাহার সঙ্গী দুইজন বেল্ট-ফিলারস্ রাইফেল দ্বারা গুলি

চালাইতে আরম্ভ করিল এবং স্থানত্যাগের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থানটি অটলভাবে রক্ষা করিতে লাগিল।

"তিন জন লোককে তাহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল; ইহাদের সাহায্যে সে বন্দুক, গোলাগুলি এবং চলৎশক্তিরহিত একজন আহত সৈন্যকে বহন করিয়া আনিল। অবশেষে সে নিজে পুনরায় তথায় ফিরিয়া গিয়া অবশিষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া আনিল; কেবল দুইখানা শাবলমাত্র (shovels) আনিতে পারিল না।

"নায়ক শা আহম্মদের অসমসাহসিকতা এবং দৃঢ় সংকল্প না থাকিলে আমাদের ব্যূহ শত্রুসৈন্যদ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।"

ভারতবর্ষে রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় তাহা অতি প্রীতিকর। বিশেষভাবে তাহাদের পলোখেলার প্রতিযোগিতা দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইত।

এই চমৎকার খেলোয়াড়ী মনোভাব রাজপুতদিগকে প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে।

রাণা উম্রার সময়, তাঁহার অধীনে চন্দ্রাবৎ ও শক্তাবৎ নামে দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা ছিল। রাণার সৈন্যশ্রেণীর ডানদিকে কাহারা অবস্থান করিবে, ইহা লইয়া প্রতিযোগিতা। রাণা উম্রা অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া, শক্তাবৎ-সর্দ্দার বল্লোকেই এই মর্য্যাদা দান করিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রাবৎ-সর্দ্দার এই সংবাদ পাইয়াই রাণার নিকটে গিয়া তাঁহার দাবী উপস্থিত করিলেন। বাল্লোও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কলহটি ভীষণ আকার ধারণ করিল। তাঁহাদিগকে বাক্যযুদ্ধ ছাড়িয়া তরবারি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত দেখিয়া, রাণা এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিরত করিলেন, "শত্রুদুর্গ অন্তল্লা আমাদিগকে জয় করিতে হইবে, ইহাই শক্তি

পরীক্ষার স্থল হউক। যে দল আগে দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে, সেই দলই ডান দিকে অবস্থানের সম্মান লাভ করিবে।”

অন্তল্লা একটি প্রাচীরবেষ্টিত নগর, ইহার একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া শক্তাবৎগণ সর্ব্বপ্রথমে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইল। একটি জলাভূমি ঘুরিয়া আসিতে, চন্দ্রাবৎগণের কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা দরজা না পাওয়াতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। চন্দ্রাবৎ-সর্দ্দার প্রাচীরে এক মই সংলগ্ন করিয়া যখন সকলের দৃষ্টির সম্মুখে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলেন, তখন এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, ইহাদেরই জয় হইবে। কিন্তু বক্ষে একটি অবার্থ গুলির আঘাত লাগিয়া তাঁহার মৃতদেহ নীচে আপনার সৈন্যদের মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। তখন তাঁহার এক নিকট-তম আত্মীয় অগ্রসর হইলেন; মৃতদেহটি পৃষ্ঠে করিয়া প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলেন এবং সর্দ্দারের মৃতদেহ প্রাচীরের ভিতরে নগরের রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া উল্লসিত কণ্ঠে বলিলেন, “আমরাই জয়লাভ করিলাম। আমরাই নগরে প্রথমে প্রবেশ করিয়াছি।” এই বলিয়া তিনি নিহত সর্দ্দারের পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণও তাঁহার পাছে পাছে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল।

এদিকে শক্তাবৎ-সর্দ্দার সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য হাতী চালাইয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুগণ ইহা ইতিপূর্ব্বেই অনুমানে বুঝিতে পারিয়া দ্বারগাত্রে সুতীক্ষ্ণ লৌহকণ্টক বসাইয়া দিয়াছিল যাহাতে হস্তী একবার চেষ্টা করিয়া, কণ্টক-বিদ্ধ হইয়া আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করে। শক্তাবতের সৈন্যগণ যখন দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তখন দুর্গের ভিতর হইতে প্রাচীরের উপর দিয়া বহু গোলাগুলি তাহাদের উপর বর্ষিত হইতেছিল। এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করিবার উপায় ছিল না।

তাহারা বুঝিতে পারিল কোন দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিয়া পথ খুলিতে না পারিলে, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদল অগ্রে প্রবেশ করিয়া জয়লাভ করিবে। এই সঙ্কটকালে শক্তাবৎ-সর্দ্দার তাহার হাতীকে সিংহদ্বারের সন্নিকটে লইয়া গেলেন এবং হাওদা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেই লৌহকণ্টকের উপর নিজের দেহকে সংলগ্ন করিলেন, তারপর তাঁহার দেহের উপর চাপ রাখিয়া হাতীকে চালাইয়া দিবার জন্য মাহুতকে আদেশ করিলেন, যাহাতে হাতীর গায়ে কাঁটা না লাগে। সর্দ্দারের আদেশ শুনিয়া মাহুত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু আদেশ পালন করিল। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া হাতী গায়ের জোরে দ্বারে ধাক্কা দিল, মড় মড় শব্দে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ শক্তাবৎগণ উন্মুক্ত পথে বিজয়োল্লাসে দুর্গে প্রবেশ করিল ; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল অল্পের জন্য তাহারা হারিয়া গিয়াছে, কারণ তৎপূর্ব্বেই চন্দ্রাবৎগণ শহর অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই বলিয়া শক্তাবৎগণের পরাজয় অগৌরবের ছিল না।

দৃঢ়তা

নাইটগণ এমন এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, যাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত মরণের কথা মুখেও আনিতেন না ; শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা হাল ছাড়িয়া দিতেন না। কিন্তু সাধারণ লোকেরা বিপদ আসিবার পূর্ব্বেই, যখন আশঙ্কারও তেমন কোন কারণ দেখা যায় না, তখনই বিহ্বল হইয়া পড়ে। কর্ম্মটি আরম্ভ করিবা মাত্র ফলটি হাতে আসে না বলিয়া তাহারা কর্ত্তব্য কর্ম্মই পরিত্যাগ করে। অথচ যদি তাহারা কাজে লাগিয়া থাকিত, কাজটি করিত, তবে হয়ত সময়ে সফলকাম হইতে পারিত। আরম্ভে প্রত্যেকেরই কঠিন পরিশ্রম ও অকৃতকার্য্যতার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

জাপানে কোন বাড়ীতে সন্তান জন্মিলে পিতামাতা ঘরের বাহিরে একটি পুতুল কি একটি মৎস্য ঝুলাইয়া রাখেন। কন্যাসন্তান হইলে পুতুল এবং পুত্রসন্তান হইলে মৎস্য রাখা হয়। ইহা প্রতিবেশিগণের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি। পুতুল দেখিয়া তাহারা বুঝিবে, এই গৃহে একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে, ভবিষ্যতে সে সন্তান পালন করিবে। মৎস্য দেখিয়া সকলে বুঝিবে, এই গৃহে একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। মৎস্য যেমন বিপদপূর্ণ জলস্রোতের বিরুদ্ধে গমন করে, এই বালকও বড় হইয়া নানা আপদবিপদ ও প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিবে।

যে মানুষ কঠোর পরিশ্রম ও বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে পারে না, সে "মনুষ্য" নামের যোগ্যই নহে।

তোমরা হয়ত দুইটি ভেকের গল্প শুনিয়াছ। যাহারা শোনে নাই তাহাদের জন্য বলা হইতেছে।—একদিন দুইটি ভেক ভ্রমণে বাহির

অধ্যবসায় ঃ সরের মধ্যে ব্যাঙ

হইয়া একটি বৃহদাকার সরপূর্ণ পাত্রের নিকট আসিল। ভিতরে কি আছে দেখিতে গিয়া উভয়েই পাত্রমধ্যে পড়িয়া গেল।

একটি বলিল—ইহা নূতন রকমের জল, এই শক্ত জলে মানুষ কিরূপে সাঁতার দিতে পারে? এখানে সাঁতার দিবার চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং সরের তলায় পড়িয়া গেল এবং বুদ্ধিকৌশলের অভাবে ডুবিয়া মরিল। কিন্তু অন্য একটির বেশ পৌরুষ ছিল; সে সাঁতার দিবার জন্য দুরূহ চেষ্টা করিতে লাগিল। সর্ব্বদেহ উপরে ভাসাইয়া রাখিবার জন্য হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল; যখন মনে হইত, সে যেন ডুবিয়া যাইতেছে, তখন সে আরও বেশী জোরের সহিত সাঁতার কাটিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু আশা পরিত্যাগ করিল না। অবশেষে সে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং মনে মনে ভাবিতেছিল, আর চেষ্টা করিয়া ফল নাই; তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। তাহার হাত-পায়ের ভীষণ পরিচালনা দ্বারা সর মথিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, সে এক ঢেলা মাখনের উপর বসিয়া রহিয়াছে!

এইরূপ যখন দেখিবে চারিদিকের সকলই প্রতিকূল, তখন আপন মনে হাসিতে হাসিতে কোকিলের মত "বউ কথা কও" সুরে গান ধর— "লেগে থাক, লেগে থাক, লেগে থাক।" তাহা হইলেই বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। জীবনে সফলতা লাভ করিবার একটি প্রধান উপায় ব্যর্থতা ও নিরাশার দ্বারা অভিভূত না হওয়া।

স্ফূর্ত্তি এবং প্রফুল্লতা

চিত্তের স্থৈর্য্য যাহাতে না হারায়, তাহার উপর "নাইটগণ" বিশেষ জোর দিতেন। অশান্ত হইয়া ক্রোধ প্রদর্শন করাকে তাঁহারা অশিষ্টাচরণ বলিয়া মনে করিতেন। ইতিপূর্ব্বে যে কাপ্তান জন্ স্মিথের কথা বলা হইয়াছে, তিনি একজন সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ

ভাগে দুইটি বালকের নিকট (তিনি বালকদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন) তিনি তাঁহার জীবনের দুঃসাহসিক কর্ম্ম ও অদ্ভুত ঘটনাগুলি বর্ণনা করিতেন। তাহারা সেই সকল বিবৃতি খাতায় লিখিয়া রাখিত। তাহারা বলিয়াছে, তিনি তাঁহার বিপদের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া এতই উচ্চ-হাস্যের রোল উঠাইতেন যে তাহারা সমুদয় কথা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়, স্মিথ যদি এই প্রকার "সদানন্দ পুরুষ" না হইতেন, তবে তিনি যত বিপদ ও সঙ্কট অতিক্রম করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেকও অতিক্রম করিতে পারিতেন না। কারণ তাঁহার জীবনে বিবিধ প্রকারের ভীষণ বিপদরাশি উপস্থিত হইয়াছিল।

শত্রুগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে,—কখন কখন অসভ্য শত্রুহস্তে তিনি বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি তাঁহার প্রীতিকর ব্যবহারে শত্রুগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন ও ক্রমে শত্রুদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মিয়া যাইত; সুতরাং তাহারা নিজ হইতেই তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিত। অথবা যখন তিনি কোন স্থান হইতে পলায়ন করিতেন, তখন কেহই তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিত না।

তুমি যদি আনন্দের সহিত তোমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাক তাহা হইলে কাজগুলিও তোমার নিকট অনেক বেশী আনন্দের ব্যাপারই হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাকে সদানন্দ ও প্রফুল্ল দেখিলে, অন্য লোকের মনেও আনন্দ হইবে; আর অপরকে এরূপ আনন্দ দান করা স্কাউটের অন্যতম কর্ত্তব্য। স্যার জে, এম, ব্যারী লিখিয়াছেন:—"যাহারা অপরের জীবনে আনন্দ বিকিরণ করে তাহারা আপনাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।" ইহার অর্থ এই যে তুমি যদি অন্যকে আনন্দ দিতে পার, তবে নিজেও আনন্দ পাইবে।

সমস্ত জিনিষকেই যদি প্রফুল্ল অন্তরে গ্রহণ করিবার অভ্যাস করিতে

পার তবে তুমি প্রায় কখনই কোন কঠিন সঙ্কটে পড়িবে না। কারণ সমস্যা যতই কঠিন হউক, বিরক্তি যতই তীব্র হউক, বিপদ যতই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করুক, তোমার বুদ্ধি থাকিলে তুমি সেইগুলি জোর করিয়াও হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কর্ম্মজীবনের প্রথমভাগে অবশ্য এইরূপ করা কঠিন বোধ হইবে ইহা মানি ; কিন্তু বিপদ দেখিয়া যে মুহূর্ত্তে তুমি হাসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই বিপদের বেশীর ভাগ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে ; তখন অনায়াসে তুমি বিপদকে করতলগত করিতে পারিবে।

যে বালক ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, সে নিশ্চয়ই স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ শান্ত ও সৌম্য ভাব ধারণ করিতে পারে। এই গুণ লাভ করিতে পারিলে জগতের সকল কর্ম্মে, বিশেষতঃ নানা বাধা-বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে, ইহার সহায়তা পাইবে। বদ্-মেজাজী অশান্ত প্রকৃতি বালক যে অবস্থায় চাকুরী হইতে বিতাড়িত হইবে অথবা রাগে গড় গড় করিয়া অসহিষ্ণুভাবে নিজেই কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে ; শান্তস্বভাব সুধীর বালক তদনুরূপ অবস্থায় পড়িলে নিজেকে সামলাইয়া কাজে টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

অনেক বালক অশ্লীল ভাষায় কথা বলিয়া এবং শপথ গ্রহণ করিয়া (ঠিক্ যেমন কেহ কেহ তামাক টানিয়া) দেখাইতে চায় যে তাহারাও বেশ বয়স্ক লোক, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতাই বুঝা যায়। সাধারণতঃ যে সহজেই শপথ গ্রহণ করে, সে সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে ; একটু শক্ত সমস্যাতেই সে বুদ্ধিহারা হইয়া যায় এবং কাজে কাজেই তার উপর নির্ভর করা চলে না। যত বড় বিপদই উপরে পড়ুক না কেন, তুমি অবিচলিত থাকিতে চেষ্টা করিবে। যখনই দেখিবে, একটু বেশী উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছ, তখনই শপথ না করিয়া,

জোর করিয়া হাসিয়া ফেল, দেখিবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে চিত্তের সমতা বা শান্তভাব ফিরিয়া আসিয়াছে।

কাপ্তান জন্ স্মিথ্ কখনই ধূমপান করিতেন না এবং কোন প্রকার শপথ গ্রহণ করিতেন না। তিনি শপথকারীদের জন্য একটি প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্কাউটদের মধ্যেও সেই প্রতিকার গৃহীত হইয়াছে। স্মিথের ডায়েরীতে লিখিত আছে:—তাঁহার লোকেরা যখন গাছ কাটিত, তখন তাহাদের কোমল আঙ্গুলে ফোস্কা পড়িত; এই জন্য তাহারা গাছের গায়ে প্রতি তৃতীয় কোপ মারিবার সময় এমন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শপথ করিত যে তাহাতে কুঠারের আঘাতের শব্দ ডুবিয়া যাইত। ইহার প্রতিকারের জন্য তিনি প্রতিদিন শপথকারিগণের নাম লিখিয়া রাখিতেন এবং প্রত্যেক শপথের জন্য রাত্রিতে অপরাধীর হাতের আস্তিনের মধ্যে এক পাত্র জল ঢালিয়া দিতেন। ইহাতে অপরাধীর শরীর এমনই ভিজিয়া যাইত যে পুনরায় ভিজিবার ভয়ে, সপ্তাহমধ্যে তার মুখে আর শপথ-বাণী শুনা যাইত না।

স্যার উইলিয়ম ওস্‌লার বলিয়াছেন—ভাল ডাক্তার হইতে গেলে সাহস, প্রফুল্লতা ও প্রীতি—এই কয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী:—

"Courage," by Charles Wagner. 2s. nett. Published by T. Fisher Unwin, London.

"The Book of Golden Deeds," by C. M. Yonge. 3s. 6d. nett. Macmillan.

"Parents and Children," by Miss Charlotte Mason. 5s. nett. Published by Kegan Paul.

"Duty," by Samuel Smiles. 2s. 6d. nett. Murray.

"The Soul of a People," by H. F. Hall. 8s. 6d. nett. Macmillan.

আত্মসংযমের সাধনা

সকলের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একত্রে এক বন-ভোজনের আয়োজন কর ও ইহার ভিতর দিয়া নিঃস্বার্থতা অভ্যাস কর। কে কত চাঁদা দিয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করিবে না।

খেলা

ফুটবল, বাস্কেট-বল,বেইস্‌-বল প্রভৃতি যে সকল খেলায় কঠোর ভাবে নিয়ম মানিয়া খেলিতে হয়, সেই সকল খেলা শাসনানুগত্য ও নিঃস্বার্থতা শিক্ষাদানে খুবই উপকারী।

যিউ-যুৎসুতেও এই উদ্দেশ্যের অনুকুল বহু উৎকৃষ্ট বিষয় আছে। মধ্যযুগে যে ভাবে ধনুক-ধারীরা সুদূর লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করিত, তাহাও বেশ ভাল খেলা। স্কাউটগণ যথাসম্ভব নিজেদের তীর-ধনুক প্রস্তুত করিয়া লইবে। "দি হোআইট কোম্পানী", নামক গ্রন্থে Aylword-এর কার্য্যাবলী পাঠ কর।

"কোয়ার্টার ষ্টাফ প্লে" প্রাচীন কালে কৃষক ও শিক্ষার্থিগণ যে ভাবে খেলিত, সেইরূপে স্কাউটদের লাঠি দিয়া এই খেলা ভাল। স্কাউট অফিস হইতে ১২নং স্কাউট চার্ট (chart) (মূল্য চারি পেনি মাত্র) আনাইয়া দেখ।

"Baseball", by Newton Crane. 2s. G. Bell & Sons.

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২২

আত্মোন্নতি

ধর্ম্ম—মিতব্যয়িতা—জীবনে উন্নতির পন্থা

উপদেষ্টার প্রতি

এই ক্যাম্প-ফায়ারী কথায় বয়স্কাউট পরিকল্পনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের একটি ব্যাপক ক্ষেত্রের দ্বার উপদেষ্টাদের জন্য উন্মুক্ত

করা হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া তোমাদিগকে জাতির পক্ষে যথার্থ মূল্যবান কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার একটা সুযোগ দেওয়া হইবে।

"আত্মশিক্ষা" অর্থাৎ বালকেরা আপনা হইতে যে শিক্ষা লাভ করে তাহা তাহার প্রাণে স্থায়ী হয় এবং তাহাদ্বারাই তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়—কোন শিক্ষকের উপদেশ-বাক্য হইতে সেই প্রকার শিক্ষা-লাভ হইতে পারে না। এই কথা লৌকিক শিক্ষা হিসাবে যেমন সত্য, ধর্ম্ম-শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। শিক্ষক ও স্কাউট মাষ্টারের কার্য্য শুধু বালকদিগকে নিজেরা চেষ্টা করিতে উৎসাহ প্রদান করা এবং শিক্ষা করিবার যথার্থ পন্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করা।

বালকগণের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু বয়স্ক লোকেরা যে সকল প্রশ্ন ও তথ্য আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই সকল বিষয় বালকদের নিকট উপস্থিত করিলে, তাহার ফল এই হইবে যে, হয় তাহারা মনে মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিবে, নয় তাহারা ধর্ম্মাভিমানী হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃতি পরিচয়ই (পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার সাহায্যে প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়নই) বালকের পক্ষে ঈশ্বরের সত্তা সমগ্র হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিবার নিশ্চিত উপায়। আর ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সর্ব্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করিবার জন্য বালকের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় হইবে স্কাউটের পরোপকার সাধন, মিশনার ব্যাজ্ পাইবার জন্য সেবা ধর্ম্ম অনুশীলন ইত্যাদি।

রবিবারের স্কাউটিং—খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের দেশে স্কাউটগণ প্রতি রবিবারে কোন গির্জ্জায় বা ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া নিশ্চয়ই প্রার্থনায় যোগদান করিবে। অথবা ঐ দিনে তাহারা তাহাদের নিজেদের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানমূলক প্যারেডে উপস্থিত থাকিবে—এরূপ আশা করা যায়। তাহা হইলে ঐদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় স্কাউটগণ শান্তমনে স্কাউটিং অভ্যাস

করিতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাকৃতিক পর্য্যবেক্ষণ, গাছপালা ও পোকা-মাকড় সম্বন্ধে অনুসন্ধান, পশুপক্ষীর গতিবিধি লক্ষ্য করা, শহরে থাকিলে অথবা বাদলা-বৃষ্টির দিনে ভাল ভাল স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনী (Picture Gallaries), যাদুঘর (মিউজিয়াম) ইত্যাদি দেখিতে যাওয়া ; তা ছাড়া বীরব্রত (নাইটদের) সাহচর্য্য হিসাবে পরোপকার অভ্যাস, ফুল সংগ্রহ করিয়া কোন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া ও রোগীদিগকে উপহার দেওয়া অথবা তাহাদিগকে সংবাদপত্র পড়িয়া শোনান ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রবিবার বিশ্রামের দিন ; আলস্যে সময় কাটান—বিশ্রাম নহে। কিন্তু কারখানা হইতে খোলামাঠে বাহির হইয়া একঘেয়ে অভ্যস্ত কর্ম্মের আবেষ্টনী পরিবর্ত্তনই বিশ্রাম। ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার পরিচয় লাভ করিবে এবং ঈশ্বর-আরাধনার বিশেষ দিনে জনসেবামূলক কল্যাণ সাধন করিবে।

আত্মোন্নতি—দেশে যে দরিদ্রতা ও বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশেরই মূল কারণ এই যে, বালকগণ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পার হইলেই, হয় যথেচ্ছাচারী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—অথবা অতি অল্প বয়সেই তাহাদিগকে অল্প মজুরিতে সামান্য সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, যেমন ফুটফরমাইসের কাজ, চিঠি নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি চাপরাসীর কাজ। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক হইলে সাংসারিক জীবনের আরম্ভে তাহারা কোন বিশেষ কার্য্যকরী শিক্ষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ দেখা যায়। ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়েও কোন জ্ঞান লাভ করে না। অভ্যস্ত কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাহারা হাত দিতে পারে না। তাহারা অসহায় এবং বেকার শ্রেণীর অন্তর্গত, এমন কি চাকুরীর অযোগ্য হইয়া পড়ে। উপদেষ্টাগণ এই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূল্যবান কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা প্রত্যেক স্কাউটকে পৃথকভাবে ডাকিয়া,

তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, কোন্ কোন্ কর্ম্মে সে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহার একটা পরিকল্পনা করিয়া সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে তাহাকে উপদেশ দিবেন। আত্ম-নির্ভরশীল হইবার জন্য স্কাউটকে উৎসাহ দান করিবেন এবং নানারূপ হাতের কাজ করিতে ও অবসর সময় রুচি অনুযায়ী সখের শিল্পকর্ম্মে কাটাইতে তাহাকে সুযোগ দিবেন।

এখানে স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র উপদেশের ইঙ্গিত করা হইল। উপদেষ্টারা নিজের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাবলে হয়ত আরো বহুতর বিষয় ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারেন।

পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য

ভারতবাসীদের এক সম্মিলিত জাতিরূপে গঠিত হইতে না পারার যত কারণ আছে, তন্মধ্যে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমাবেশ একটি প্রধান কারণ।

রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট আকবর বিচক্ষণতার সহিত রাজ্য সুশাসন করিয়া এবং তাঁহার মধুর স্নেহময় প্রকৃতি দ্বারা বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে পূর্ব্বতন বৈরভাব পরিত্যাগ করাইয়া বন্ধুভাবে মিলিত করিয়াছিলেন। তিনি কখনই দলবিশেষের প্রতি উদাসীন হইয়া অন্য দলের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতেন না। গুরু নানকও নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল ধর্ম্মই এক সত্য হইতে আসিয়াছে,—বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও এই সত্য ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে ;—আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি বা জানিতেছি তাহার মূল কারণ—"সেই একই সত্য"। মুসলমান মৌলবী এবং হিন্দু পণ্ডিত, দরবেশ এবং সন্ন্যাসী—সকলের নিকটে সমানভাবেই গুরু নানক

তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, রাজার রাজা যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে লইয়া কোন বিবাদ-কলহ নাই, কারণ ঝগড়া এবং তর্কবিতর্ক করিয়া পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। সরল পবিত্র নিষ্ঠার সহিত তাঁহার চিন্তা করা এবং সচ্চরিত্রতা ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া দৈনিক জীবন যাপন করাই ধর্ম্মসাধনের প্রধান ও প্রথম উৎকর্ষ—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ।

হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু নানক তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন ও তাঁহার শিক্ষা এমন সত্যভাবে সকলের নিকট গ্রহণীয় হইয়া ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার দেহের উপযুক্ত সৎকার বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দাবী উপস্থিত করিয়াছিল। উভয় দলের ভিতর এই দাবীদাওয়া লইয়া যখন হাতাহাতি আরম্ভ হইবার উপক্রম, এমন সময় মৃতদেহের বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখা গেল, তথায় দেহ নাই, কিন্তু কতকগুলি গোলাপ ফুল পড়িয়া আছে। তখন সকলে বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং বস্ত্রাবরণখানি দুই খণ্ড করিয়া হিন্দুরা একখণ্ড দাহ করিল ও মুসলমানেরা অপরখণ্ড গোর দিল।

ভারতবর্ষেই হউক, কিম্বা অন্যান্য দেশেই হউক, ধর্ম্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, পরমেশ্বরের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন। আর ইহার প্রধান সাধনই তোমার মানবরূপ ভাইদের সেবা। সুতরাং অন্য লোকেরা ধর্ম্মের অন্যতম রূপের উপাসক বলিয়া তাহাদের সহিত তোমার বিবাদ হইবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শি ব্যতীত রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, ইহুদী প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে

প্রধান কথা এই যে, সকলেই এক পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান, পার্থক্য শুধু এই যে, তাহারা বিভিন্ন প্রণালীতে ভগবানের আরাধনা ও উপাসনাদি করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কোন বালকের সহিত তোমার পরিচয় হইলে, তাহাকে ধর্ম্মের জন্য পরিহাস ও বিদ্রূপ করিও না। মনে রাখিও সেও সেই একই ঈশ্বরের সেবার জন্য ব্রতী,—যদিও তাহার সেবার প্রণালী তোমার সেবার প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ এক না হইতে পারে।

ধর্ম্ম জিনিষটি আসলে অতি সরল :—

প্রথমতঃ, ঈশ্বরে নির্ভর।

দ্বিতীয়তঃ, পরের উপকার।

প্রাচীন কালের নাইটগণ—যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে জাতির স্কাউট ছিলেন—সকলেই অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বর-আরাধনায় যোগদান করিতেন, বিশেষতঃ যুদ্ধে গমন করিবার পূর্ব্বে অথবা কোন কঠিন বিপদপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা না করিয়া অগ্রসর হইতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, মৃত্যুর জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

নাইটগণ গির্জ্জায় গিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন ; তাছাড়া জীবজন্তু, তরুলতা এবং মনোরম প্রকৃতির শোভার মধ্যে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের হস্ত অনুভব করিতেন। বর্ত্তমান যুগের শান্তি স্কাউটগণেরও সেই একই ভাব ও আদর্শ ;—তাহারা যেখানে গমন করে সর্ব্বত্র সুদৃশ্য অরণ্যানী, অভ্রভেদী পর্ব্বত, বৃক্ষলতাহীন সুবিস্তৃত প্রান্তর দেখিয়া প্রীতি অনুভব করে ;—এই প্রকৃতি-রাজ্যে যে সকল জীবজন্তু বাস করে, স্কাউটগণ তাহাদের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে ও তাহাদের বিষয়ে নানা

প্রকার শিক্ষালাভ করিতে ভালবাসে এবং লতাগুল্মের ও ফুলের মধ্যে যে পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য রচনা-কৌশল ও দয়ার হস্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হয়। মানুষ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসপরায়ণ না হয় এবং তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা পালন না করে, তবে সে খুব সত্য মানুষ হয় না। সুতরাং প্রত্যেক স্কাউটের একটি ধর্ম্মবিশ্বাস থাকা চাই।

ঈশ্বরের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করিবার সময় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। যখনই তুমি কোন আনন্দ লাভ করিবে, তোমাদের কোন ভাল খেলায় বিশুদ্ধ আমোদ পাইবে, অথবা কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবে, তখনই পরমেশ্বরের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইও; দুই-একটি কথায় এই ভাবটি প্রকাশ করিলেই চলিবে, ঠিক যেমন আহারের পূর্ব্বে কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর। অন্যান্য সকলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট শুভেচ্ছা ও শুভ প্রার্থনা জ্ঞাপন করাও একটি অতি উত্তম অভ্যাস। যেমন, যখন দেখিলে বহু যাত্রী লইয়া একখানা ট্রেন যাত্রা করিতেছে, তখন তাহাদের সকলের জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর। মানুষের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য আছে তাহা সমাপন করিবার সময় সেবকের ভাবে ও সদাশয়তার সহিত করিবে। অপর দিকে, যখনই তুমি কোন উপকার লাভ কর, তখনই তার জন্য কৃতজ্ঞ হইবে ও সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

স্মরণ রাখিও, কেহ যদি তোমাকে কোন উপহার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে (দাতাকে) ধন্যবাদ না দেওয়া পর্য্যন্ত সেই জিনিষটি তোমার হইতে পারে না। সংসারে যতদিন বাঁচিয়া থাক, ততদিন সর্ব্বদা চেষ্টা করিও যাহাতে এমন কিছু ভাল কাজ করিয়া যাইতে পার, যাহা তোমার মৃত্যুর পরও থাকিয়া যাইবে। একজন লেখক বলিতেছেন, "আমি অনেক সময় চিন্তা করি, সূর্য্য যখন অস্ত যায়, তখন স্বর্গের আলোক হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী যেন একখানা কম্বল দ্বারা আবৃত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে যাঁহারা সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যেন কম্বলখানিতে এক একটি ছিদ্র করিয়া গিয়াছেন; সেইগুলিই নক্ষত্র। নক্ষত্রগুলি সব এক আকারের নহে—কোনটি বড়, কোনটি ছোট,—যেমন মানুষের মধ্যে কেহ কেহ বড় কাজ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা ছোট কাজ করিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বর্গে যাইবার পূর্ব্বে নিজ নিজ সৎকার্য্য দ্বারা কম্বলে ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছেন।”

পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে সৎকার্য্যদ্বারা কম্বলের মধ্যে তোমরা ছিদ্র রচনা করিতে চেষ্টা কর।

নিজে ভাল হওয়া বেশ ভাল; কিন্তু পরের ভাল করা তাহা হইতে আরো ভাল।

মিতব্যয়

এটা বড় মজার বিষয় যে তোমাদের মধ্যে এখন যে সকল বালক এই বহি পড়িতেছ, তাহার মধ্যে কেহ কেহ খুবই ধনী হইবে এবং কেহ কেহ হয়ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে। কে কিরূপ হইবে, তাহা ঠিক নিজেরই উপর নির্ভর করে।

তোমার ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা তুমি সহজেই বলিয়া দিতে পার। বাল্যকালেই যে অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ করে, সে বয়স্ক হইয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। প্রথমতঃ ইহা হয়ত শক্ত বোধ হইতে পারে কিন্তু সময়ে ইহা সহজ হইয়া উঠিবে। যদি রোজগার করিতে আরম্ভ কর এবং লাগিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে জানিও, তোমার পরিশেষে

কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী; বিশেষতঃ অর্থটা যদি কঠিন পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন কর।

শুধু সহজ উপায়ে যদি অর্থলাভের চেষ্টা কর,—যেমন ফুটবল ম্যাচে বা ঘোড়-দৌড়ে বাজি রাখিয়া টাকা করা, তবে কিছুকাল পরে নিশ্চয়ই তুমি সব হারাইবে। যাহারা বাজি ধরিয়া অর্থলাভের চেষ্টা করে, পরিণামে তাহারা কিছুই লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বাজি খেলার হিসাব রাখে অর্থাৎ যাহার হাতে বাজির টাকাটা জমা হয়, লাভবান্ হয় শুধু সেই ব্যক্তিই। তথাপি হাজার হাজার নির্ব্বোধ লোক বাজিতে টাকা দেয়; কারণ একবার হয়ত কিছু লাভ হইয়াছিল না হয় কোনদিন লাভ হইবে আশা রাখে!

বহু দরিদ্র বালক ধনী হইয়াছে—কিন্তু প্রায় প্রত্যেক স্থলেই এর কারণ দেখা যায় এই যে, তাহারা প্রথম হইতেই এই সংকল্প পোষণ করিয়াছিল; তাহারা এর জন্য খাটিয়াছিল এবং গোড়া থেকেই যাহা উপার্জ্জন করিত তাহার কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিত।

সেইরূপ অর্থসঞ্চয়ের সুযোগ তোমাদের সকলেরই আছে, যদি তোমরা এরূপ সুযোগ গ্রহণ করিতে চাও। কোটি কোটি টাকার মালিক জে. এস্‌টর, সাতটি জার্ম্মান ফ্লুট মাত্র মূলধন লইয়া দরিদ্র ফেরিওয়ালা বালকরূপে, কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। যত মূল্যে তিনি এইগুলি ক্রয় করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিলেন;—এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রাচীন কালের নাইটরা তাঁহাদের প্রচলিত বিধান অনুসারে মিতব্যয়ী হইতেন; অর্থাৎ নিজের-আমোদ প্রমোদে বহু অর্থ ব্যয় না করিয়া যতদূর সম্ভব সঞ্চয় করিতেন, যেন অপরের গলগ্রহ না হইয়া নিজের ভরণ-পোষণ নিজেই নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং যাহাতে অন্যদের সাহায্য

দানের জন্য আরও বেশী টাকা হাতে রাখিতে পারেন। নিজের অর্থ না থাকিলে, কাজ করিয়া যে কোনরূপে তাহা অর্জ্জন করিতে হইত ; কিন্তু তাঁহারা ভিক্ষা করিতে পারিতেন না। এই উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে মনুষ্যত্ব, পরিশ্রম এবং সংযত মিতাচারের যোগ হইয়া থাকে।

অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কাজ করিবার পক্ষে বয়স বড় কম—এরূপ কথা কোন ছেলের সম্বন্ধেই বলা যায় না।

কি রূপে লণ্ডনে শত শত দরিদ্র বালক আপন ভরণ-পোষণের জন্য সাহসের সহিত এবং সাধু উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে গিয়া লেখাপড়াও করিতেছে—পুলিশ-কোর্ট মিশনারী মিস্‌টার টমাস্‌ হোমস্‌ এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহারা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে, আটটা পর্য্যন্ত দুধ বা রুটীওয়ালার গাড়ী লইয়া রাস্তায় ঘুড়িয়া বেড়ায়, তারপর বিদ্যালয়ে যায়। অপরাহ্ণে কোন দোকানে বাসনপত্র পরিষ্কার করিতে দৌড়ায়। প্রত্যহ তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। যাহাদের মা আছেন, তাহারা মায়ের কাছেই অর্থ রাখে ;—যাহাদের মা নাই, তাহারা নিজেরাই সঞ্চয় করে, কিম্বা কোন ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখে। বার বৎসর বয়স না হইতেই তাহারা রীতি মত মানুষের মত গড়িয়া উঠে। ইহারা সকল দেশের বালকদের নিকট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ।

কি উপায়ে টাকা করা যায়ঃ বিবিধ উপায় ও পথ আছে, যাহা দ্বারা স্কাউট একাকী কিম্বা প্যাট্রোলের সহিত মিলিত ভাবে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। হাতওয়লা (আর্ম) চেয়ার প্রস্তুত করা, পুরাতন গৃহসজ্জা মেরামত করা ইত্যাদি দ্বারা বেশ অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবসা গড়িয়া তোলা যায়। ফ্রেট্‌ওয়ার্ক (Fretwork), কাঠ কাটিয়া লতাপাতা ছবি প্রভৃতি প্রস্তুতি করা) খোদাই কর্ম্ম,

ছবিতে ফ্রেম লাগান, পাখীর খাঁচা, দেরাজ, চুরুটের নল খোদাই তাহার কল্‌কে (bowl) ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া কোন দোকানদারের সাহায্যে বিক্রয় করা যায়।

যথাস্থানে অনুমতি লইয়া, কোন ঝোপ-জঙ্গল বা ঝাড় হইতে ছোট বড় লাঠির উপযুক্ত বৃক্ষশাখা ও বাঁশ কাটিয়া আনিতে পার। এই-গুলির নীচে ভারী কোন জিনিস ঝুলাইয়া রাখিয়া ইহাদিগকে সোজা করিয়া ও শুকাইয়া সুন্দর সুন্দর লাঠি বা ছড়ি তৈয়ার করিতে পার।

(বুট জুতার চামড়ার ফিতা) বুট লেস্‌ দ্বারা নূতন ধরণের বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে। সে দিন একজন স্কাউট এই প্রকারে বোতাম বিক্রয় করিয়া অল্পদিনের মধ্যে ১৫ শিলিং উপার্জ্জন করিয়াছিল। পুরাতন প্যাকিং বাক্স সংগ্রহ করিয়া, তাহার তক্তা খুলিয়া জ্বালানি কাঠের আঁটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পার। বাগানের জন্য জাল ও ঝাঁটা ইত্যাদি প্রস্তুত কর। কোন কোন স্থানে ভেড়া ছাগল, রেশমের কীট (গুটিপোকা), মৌমাছি প্রভৃতি পালন করিয়াও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জনের পথ করা যায়। ঝুড়ি প্রস্তুত, মাটির বাসন নির্ম্মাণ, বই বাঁধান প্রভৃতি কাজও অর্থলাভের উপায়। এক প্যাট্রোলের সকলে মিলিয়া সহরে সংবাদ-বাহকের কাজ করিতে পারে। অথবা সকলে মিলিয়া ফুল-বাগান ও সব্জী বাগান করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পার। স্কাউটিং ক্রীড়া প্রদর্শন এবং অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করাও অর্থ উপার্জ্জনের পথ। "স্কাউটিং গেমস্‌" নামক পুস্তকে ইহার প্রণালী বর্ণিত আছে।

বুট লেস্ দ্বারা বোতাম প্রস্তুত করিবার কৌশল

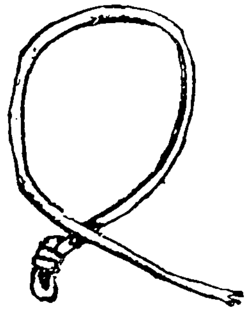

১

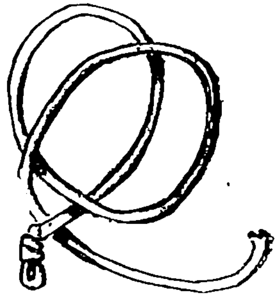

২

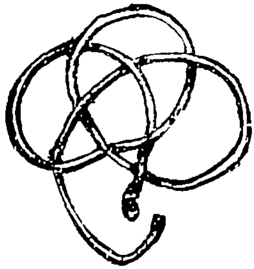

৩

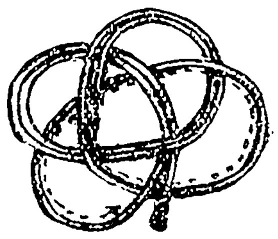

৪

যতক্ষণ না গ্রন্থিগুলি দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হয়
ততক্ষণ এরূপ করিতে থাক।

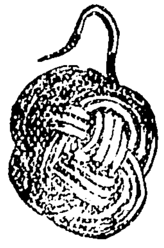

৫

বোতাম লাগাইবার গ্রন্থিটি পূর্ব্বের অবস্থান
হইতে সরাইয়া গ্রন্থির মধ্যবিন্দু হইতে
ঝুলাইয়া রাখা হয়।

৬

খুব জোরে টান, আলগা ঢিলা দিকটা
কাটিয়া ফেল, তাহলে বোতামটি
সম্পূর্ণ হইবে।

এইগুলি অতি সামান্য কয়েকটি ইঙ্গিত মাত্র। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে অর্থোপার্জ্জনের অসংখ্য পথ তোমরা নিজেরাই চিন্তা করিয়া আবিষ্কার করিয়া লইতে পার। কিন্তু টাকা উপার্জ্জন করিতে হইলে, তোমাদের পরিশ্রম করিতে হইবে।

টেড্ পেয়ন (Ted Payne) নামক একজন অভিনেতা তাঁহার এক অভিনয়ে বলিতেন, "আমি জানি না, আমার কি এক রোগ হইয়াছে, আমি বেশ খাই, বেশ 'পান' করি এবং আরামে ঘুমাই কিন্তু যখনই যে কোন লোক কোন প্রকারে আমার নিকট 'কাজে'র নাম করে, অমনি আমার সর্ব্বাঙ্গে এক শীতের কম্পন উপস্থিত হয়।"

হায়! হায়! ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য অনেক দেশে, কাজের নামে বহু লোকের গাত্রে এই প্রকার কম্পন আসে। অন্য অনেক লোক আবার এমন হাল্কা স্বভাবের বা পাখীর মত দুর্ব্বলহৃদয় যে কোন কাজ সামনে পড়িলেই তাহারা কম্পিত কলেবর হইয়া উঠে; অথবা যখন কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তাহারা মদের দোকানে গিয়া মদ খাইতে আরম্ভ করে। বিপদের সম্মুখীন হইয়া নানা উপায়ে বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কোন চেষ্টাও করে না।

টাকা সঞ্চয় করিবার জন্য একটি টাকার বাক্স রাখ; এবং যখন যাহা সঞ্চয় করিতে পার, সেই বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দাও। যখন দেখিবে বেশ কিছু জমা হইয়াছে, তখন বাক্স খুলিয়া সমুদয় টাকা কোন ব্যাঙ্কে অথবা ডাকঘরে জমা দিয়া নিজের নামে একটি হিসাব খোল। স্কাউট ব্যাজ (Badge) পরিধান করিবার অধিকার লাভ করার পূর্ব্বে, প্রত্যেক স্কাউটের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা করিয়া রাখা আবশ্যক। প্রথমে পয়সাটি বাঁচাইতে আরম্ভ কর, অবশেষে তুমি টাকাটা বাঁচাইতে পারিবে।

কিরূপে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হয়

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কিউবা দ্বীপের বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। (মানচিত্রে আমেরিকা ও কীউবা দ্বীপ দেখাও।)

তোমরা সকলে নিশ্চয়ই জান ;—আমেরিকা একজন সভাপতিদ্বারা শাসিত হয় ; তথায় রাজা নাই। তখনকার সভাপতি মেক্‌কিন্‌লী (McKinley) কিউবার বিদ্রোহী নেতা গার্সিয়ার (Garcia) নিকট একখানা চিঠি পাঠাইতে চান ; কিন্তু কিরূপে যে চিঠিখানা নেতার নিকট পৌঁছাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ বিদ্রোহিগণ অসভ্য জাতি ; জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম স্থানে তাহারা বাস করিত। সভাপতি যখন পরামর্শদাতাগণের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন তখন একজন বলিলেন, "রোয়ান্ (Rowan) নামে একটি যুবক আছে, কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে। আপনি তাহাকে দিয়া চিঠি পাঠাইতে চেষ্টা করুন না।" রোয়ান্‌কে ডাকিয়া পাঠান হইল। সভাপতি তাহাকে সমুদয় বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি চাই এই চিঠিখানা যেন গার্সিয়ার নিকট যায়।" বালকটি কেবল হাসিয়া বলিল "বুঝিয়াছি।" আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলে পর রোওয়ান্ পুনরায় সভাপতির দরজায় হাজির হইয়া বলিল :—"মহাশয়, আপনার চিঠি গর্সিয়াকে দিয়াছি।" এই কথা বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। অবশ্য তাহাকে পুনরায় মেক্‌কিন্‌লী ডাকিলেন এবং কিরূপে সে কাজ হাসিল করিল তাহা বর্ণনা করিতে বলিলেন।

দেখা গেল সে একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া কয়েকদিন জলপথে চলিয়াছিল। তারপর কিউবার সমুদ্রতীরে নামিয়া অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য

হইয়া গিয়াছিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে শত্রুগণের বাসস্থানের মধ্য দিয়া গিয়া গাসিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিল ও চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া সে দ্বীপের অপর পাশে গিয়া উপস্থিত হইল।

রোয়ান্ একজন যথার্থ স্কাউট ছিল। কোন আদেশ পাইলে এই ভাবেই স্কাউটদের তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। কাজ যতই কঠিন বোধ হউক না কেন, হাস্যমুখে তাহার সমাধা করিবে। কাজ যতই কঠিন হইবে, তাহার সম্পাদনে ততই আনন্দ পাইবে।

রোয়ানের উপর যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল অন্য বহু লোককে এইরূপ কাজ করিতে আদেশ করিলে, তাহারা নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত,—যেমন, কি প্রকারে কাজ আরম্ভ করিবে, কি উপায়ে সেই স্থানে যাইবে, খাবার জিনিস কোথায় পাওয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। রোয়ান্ সেরূপ লোক ছিল না। সে কেবল জানিয়া লইল, তাহাকে কি কাজ করিতে হইবে, অবশিষ্ট যাহা কিছু বিনা বাক্য-ব্যয়ে, নিজ বুদ্ধি বলে সম্পন্ন করিল। যে লোক এর মত কাজ করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিবে।

লণ্ডনের ডিষ্ট্রিক্ট্ সংবাদবাহক বালক (District messenger boys) সঙ্ঘে অনেক ভাল ভাল স্কাউট প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল বালককে বহু কঠিন কর্ম্মের ভার দেওয়া হয় এবং তাহারা এইগুলি সুসম্পন্ন করিবে বলিয়া সকলেই আশা করেন। এই জন্য তাহারাও নিজেদের শক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া সেই সকল কাজের ভার নেয়। বোকার মত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহারা কাজের লোকের মত চট্‌পট্ কাজ আরম্ভ করিয়া দেয় এবং তাহা হাসিল করে।

জীবনে যত কিছু বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয় সেইগুলিকে এই ভাবেই আয়ত্ত করিতে হয়। হয়ত এমনও কোন কাজ বা বিপদ উপস্থিত

হইতে পারে, যাহা তোমার পক্ষে বড় শক্ত বলিয়া মনে হইবে। তবুও তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইও না। হাসিবে এবং চিন্তা করিয়া কোন উপায় বাহির করিবে যাহাতে কাজটি সম্পন্ন করা যাইতে পারে; পরে সেই উপায় ধরিয়া চলিতে থাকিবে।

মনে রাখিও "বাধা-বিঘ্ন আর বাধা-বিঘ্ন থাকিবে না, যখন তুমি একবার হাস্যমুখে ইহাকে পরিহাস করিবে ও ইহার সহিত লড়িবে।"

যদি কোথাও কোন ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াই যায়,—ভীত হইও না। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, "যে কখনও ভুল করে নাই, সে কোন কাজই করিতে পারে নাই।"

স্মৃতিশক্তি

বিবিধ বিষয় মনে রাখিবার চেষ্টা করিয়া স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা কর। যাহার স্মৃতিশক্তি বেশী, সে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে আগে চলিয়া যাইবে। কারণ অনুশীলনের অভাবে বহুলোকের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

লিভারপুলে ওলিম্পিক্ থিয়েটারের দর্শকগণ এত বিস্মৃতিপরায়ণ হইতে লাগিলেন যে প্রতি রজনীতে অভিনয়ের পরে যে সব দ্রব্য দর্শকেরা ফেলিয়া যাইতেন ও হারাইতেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একখানা পৃথক ঘর ও পৃথক হিসাবের খাতা রাখা ম্যানেজারের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন তাহার মনে এক পন্থার উদ্ভাবন হইল; তিনি অভিনয় শেষ হইবার মিনিট কয়েক আগে চলচ্চিত্রের যন্ত্র সাহায্যে পর্দ্দার উপরে লিখিত অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন 'যাইবার পূর্ব্বে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ আসনের তলা অনুসন্ধান করুন।"

এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর হইতে পরিত্যক্ত দ্রব্যের সংখ্যা অনেকট কমিয়া গেল।

দর্শকগণ নানারকমের জিনিস ফেলিয়া যাইতেন; যেমন ঔষধের বোতল, লাগানো দাঁত ইত্যাদি;—এমন কি, একবার ৫০ পাউণ্ডের একখানা চেক্‌ও পাওয়া গিয়াছিল।

সমুদ্রের তলায় অতি ছোট ছোট কীটের স্তূপ একত্র জমা হইতে হইতে একটি বৃহৎ প্রবাল দ্বীপ গড়িয়া উঠে। ঠিক এইরূপেই নানা প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যগুলি লক্ষ্য করিয়া স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সেইগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিতে পারিলেই মানুষের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রচিত হয়।

ভাগ্য

যে স্থানে ট্রামগাড়ী থামে না, তেমন কোন স্থানে যদি ট্রামে উঠিতে চাও, তুমি কখন সে স্থানে বসিয়া থাক না এবং গাড়ীখানা চলিয়া যাইতে দেখিয়া বল না "আমার ভাগ্য কি মন্দ?" এই অবস্থায় তুমি লম্ফ দিয়া চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়। ভাগ্য সম্বন্ধে অনেকের ধারণাও সেইরূপ। তাহারা সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে, ভাগ্য তাহাদের প্রতি কখনও প্রসন্ন হয় না। ভাগ্য বলিতে কি বুঝি? কোন মূল্যবান বস্তু পাইবার অথবা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার সুযোগ। মূল কথা সুযোগের অন্বেষণ করা এবং পাইলেই আঁকড়াইয়া ধরা। সুযোগ দেখিলেই দৌড়াইয়া যাইবে, লাফ দিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিবে, আলস্যে বসিয়া থাকিয়া সম্মুখ দিয়া তাহাকে চলিতে দিবে না। সুযোগ যেন একটি ট্রামগাড়ী—যার থামিবার ষ্টেশন (স্থান) খুব কমই আছে।

তোমার জীবনপন্থা বাছিয়া লওঃ—তোমার জীবনের ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে বা ঘটিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক। বাল্যকালে তোমার হাতে এমন কোন কাজ যদি থাকে, যাহা করিয়া তুমি কিছু উপার্জ্জন করিতেছ, তাহা হইলে এখনই ভাবিয়া ঠিক কর, এই কার্য্য শেষ হইলে, তুমি অন্য কি কাজ করিতে পারিবে? কোনও প্রকার ব্যবসায়-

বাণিজ্য তোমার শিক্ষা করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইতি মধ্যে যাহা উপার্জ্জন করিতেছ, তাহা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখ; তাহা হইলে তোমার নূতন ব্যবসায় আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত, তোমার সঞ্চিত অর্থ দ্বারা তোমার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। তোমার প্রধান জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আর একটি কাজ শিখিয়া রাখ। কারণ—কোন কারণে জীবিকার প্রধান পথটি বন্ধ হইলে যাহা অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, দ্বিতীয়টির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে। একজন নিয়োগকর্ত্তা (চাকুরীদাতা) একদিন আমাকে বলিয়াছেন, যে বালকের অঙ্গুলিতে হলুদ রংয়ের দাগ (তামাক টানিয়া) পড়িয়াছে অথবা যে মুখ হাঁ করিয়া চলে (যে সব বালক মুখ দিয়া নিশ্বাস নেয় তাহারা সাধারণতঃ বোকা হয়),—তিনি এমন বালককে কোন কর্ম্মে কখনই নিযুক্ত করেন না। যাহার টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, যে কোনরূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না এবং যে সদা প্রফুল্ল, এমন লোক নিশ্চয়ই বেকার পড়িয়া থাকে না।

আত্মোন্নতির কর্ম্মাভ্যাস

সব্জী বাগান—প্যাট্রোল অথবা ট্রুপ সকলে মিলিয়া বা প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া বা অন্য কোন রূপে সব্জী ক্ষেত করিতে পারে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্কাউট তহবিলে টাকা জমা করিতে পারে।

এক বা ততোধিক ট্রুপের জন্য—এক টাকার অনধিক মূল্যের দ্রব্য দ্বারা যে স্কাউট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও ভাল কিছু প্রস্তুত করিতে পারিবে, তাহাকে এক বিশেষ মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা কর। যাহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে তাহাদের প্রত্যেকের প্রবেশ-ফি এক আনা হইবে।

এই সমস্ত জিনিসের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর। সঙ্গে সঙ্গে স্কাউট দ্বারা অভিনয়ের ও স্কাউট খেলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর। প্রবেশ-দ্বারে দর্শকের নিকট হইতে প্রবেশ-ফি আদায় করিবে। অবশেষে নিলামে সমুদয় জিনিস বিক্রয় করিবে। যে সকল জিনিসের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে, সেইগুলির জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক স্কাউট একটি টাকার বাক্স (Money Box) রাখিবে, তাহাতে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া প্রত্যেকটি পয়সা রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে বাক্সের টাকা কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে।

হিসাব-রক্ষা (Book-keeping), কলকব্জার কাজ (Mechanics), বিজলীর কাজ (Electricity), এবং দ্রুতলিপি বা শর্টহ্যাণ্ড(Short-hand) প্রভৃতির ক্লাশ খুলিয়া স্কাউটগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবে।

স্মরণশক্তি বাড়াইবার প্রণালী—বালকদিগকে কোন পুস্তক হইতে কিছু (একসঙ্গে দুই এক পংক্তি মাত্র) পড়িয়া শোনাও। তার পর তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, কে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কথা স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে। ইহাতে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয় এবং স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয়।

একজিটারের মিঃ জি. এল. বাউণ্ডি বালকগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজিটারের ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় দলে দলে বালকদিগকে লইয়া যাইতেন; সেই সকল কারখানায় তাহারা যাহা দেখিত তাহা নোট-বুকে টুকিয়া রাখিত ও মোটামুটি নক্সা আঁকিয়া যাইত। পরবর্ত্তী সভায় তাহারা সেইগুলি লইয়া আসিত এবং তাহারা যাহা যাহা দেখিয়াছে সেই সকলের বিবরণ সভায় পড়িয়া শুনাইত।

অষ্টম অধ্যায়

জীবন রক্ষা

অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২৩

আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাক

সেণ্ট জনের সেবাধর্ম্মী বীরগণ (The knights hospitallers)—
বালকবীরগণ, বীরবালিকাগণ—জীবনরক্ষার পদক।

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

[এই অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়, স্কাউটগণের নিকট কেবল ব্যাখ্যা করিয়া দিলেই চলিবে না। হাতে কলমে কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া দিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক স্কাউট নিজ হাতে তাহা অভ্যাস করিবে।

এই সকল বিষয়ে, হাতে কলমে শিক্ষা ব্যতীত কেবল মৌখিক শিক্ষা ও ব্যাখ্যার কোন মূল্যই নাই।]

সেণ্ট জনের ধর্ম্মবীর সম্প্রদায় (The Knights of St. John)

প্রাচীন কালের নাইটগণের এক নাম ছিল "সেবাশ্রমী বীরসম্প্রদায়" (Knights hospitallers), কারণ তাহারা দরিদ্র রোগীদের জন্য এবং দুর্ঘটনায় অথবা যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের জন্য হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করিতেন। তাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া এই সকল হাঁসপাতালের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। যদিও তাঁহারা সাহসী যোদ্ধা ও বীরপুরুষ ছিলেন, তথাপি ডাক্তারের কাজ এবং রোগিচর্য্যা উভয় কর্ম্মই নিজেরা সম্পন্ন করিতেন।

আট শত বৎসর পূর্ব্বে জেরুজেলামের সেণ্ট জন্ নাইটগণ এই কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের সেণ্ট জন্ অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী (St. John Ambulance Corps) তাঁহাদেরই প্রতিনিধিস্থানীয় একটি শাখা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় এই চলন্ত হাঁসপাতাল-বাহিনী অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। তাঁহাদের ব্যাজ (Badge) অষ্টমুখী শ্বেতবর্ণের একটি ক্রুশ (Cross)। ইহা কালজমির'উপর স্থাপিত; যখন আশ্রমের চিহ্নরূপে ইহা পরিধান করা হয়, তখন কাল রঙের ফিতা দ্বারা ইহা বাঁধিতে হয়।

আবিষ্কার-পর্য্যটকগণ (Explorers), শিকারী সকল এবং অন্যান্য স্কাউট যখন সভ্য জগতের বাহিরে থাকেন, ডাক্তার কবিরাজের সঙ্গে তখন তাঁহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না, এমন অবস্থায় নিজেদের এবং সঙ্গীয় অনুচরগণের কোন রোগ হইলে, কি দুর্ঘটনা ঘটিলে, কিরূপ প্রতিকার করিতে হইবে তাহা তাঁহাদিগকে জানিতে হয়। এই কারণেই বয়স্কাউটগণেরও রোগীর সেবা ও আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার বিষয়ে যথাসম্ভব শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য।

একদা আমার ভাই একজন বন্ধু সহ অষ্ট্রেলিয়ার অরণ্যমধ্যে ক্যাম্প

করিয়াছিলেন। বন্ধুটি সুবিধার জন্য আপন জানুদ্বয়ের মধ্যে বোতল রাখিয়া ছিপি খুলিতে চেষ্টা করি:তছেন, এমন সময় বোতলটি ভাঙ্গিয়া গেল এবং বোতলের ভাঙ্গা ধারাল কিনারা একটি বড় শিরা কাটিয়া উরুতে গভীর ভাবে বসিয়া গেল। আমার ভাই তৎক্ষণাৎ একটি ছোট পাথর কুড়াইয়া রুমালে জড়াইয়া একটি প্যাডের গদির মত প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তিনি তারপর ক্ষতস্থানের উপরের দিকে উরুদেশ বেষ্টন করিয়া রুমালখানা এমন ভাবে জড়াইয়া দিলেন যাহাতে পাথরটি ধমনীকে চাপা দিয়া ধরে। তারপর তিনি একখানা ছড়ি রুমালের গ্রন্থি মধ্যে পুরিয়া, ছড়িটি এমন শক্ত করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন যে ব্যাণ্ডেজটি দৃঢ়রূপে বসিয়া রক্তের গতি বন্ধ করিয়া দিল। এই সময় কি করা কর্ত্তব্য তাহা যদি তিনি না জানিতেন, অল্প কয়েক মিনিটেই বন্ধুটি রক্তপাত হইতে হইতে মারা পড়িতেন। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ দুর্ঘটনায় কি প্রতিকার করিতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন তাই তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন।

[স্কাউটগণকে শিখাইয়া দিতে হইবে, কিরূপে ধমনী বাঁধিতে হয়, ধমনীগুলির প্রবাহ শরীরে কি ভাবে সঞ্চালিত হয় তাহা বুঝাইয়া দাও, বস্তুতঃ আস্তিনের ও ট্রাউজারের ভিতরের দিকের শেলাইয়ের নীচেই ধমনী থাকে।]

অস্ত্রাঘাতে আহত স্থান কিরূপে বাঁধিয়া দিতে হয় তাহা জানার দরুন যাহারা "বয়স্কাউট" রূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল এরূপ বহু সৈন্য মহাযুদ্ধ-কালে তাহাদের মহাযোদ্ধাদের মধ্যে অনেক আহত সৈন্যের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, সুতরাং বয়স্কাউটগণ সর্ব্বদাই এই সকল সময়ে প্রাথমিক সাহায্যদান ও প্রতিকার বিধান করিতে পারে। কেবলমাত্র লণ্ডন নগরে এক বৎসর মধ্যে

রাস্তার দুর্ঘটনার ফলে ২১২ জন লোক মারা গিয়াছিল এবং ১৪০০ লোক আহত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া অন্যের জীবন রক্ষা করে, আমরা সকলেই তাহার খুব প্রশংসা করিয়া থাকি। সে একজন বীর।

বিশেষভাবে বালকেরা তাহার সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণাই করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে ব্যক্তি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয় সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নশ্রেণীর লোক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কোন পৃথক-শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীব নহে; প্রত্যেক বালক যদি আপনাকে সর্ব্বদা ইহার জন্য "প্রস্তুত" করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার নিকটেও অপরের জীবন রক্ষা করিয়া বীরত্বের গৌরব অর্জ্জন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে।

ইহা খুবই সম্ভব যে স্কাউটগণের প্রায় প্রত্যেকের সম্মুখেই কোনও সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। সেই দুর্ঘটনার প্রতিকার যদি তোমার জানা থাকে ও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রয়োগ করিতে পার তাহা হইলে একদিন তোমারই মতন আর একটি ভগবানেরসৃষ্ট জীবের সাহায্য করিয়াছ বা প্রাণ রক্ষা করিয়াছ বলিয়া তোমার সারাটি জীবন ভরিয়া আত্মপ্রসাদের আনন্দলাভ করিতে পার। "প্রস্তুত থাক"—তোমাদের এই আদর্শ বা নীতি-বাক্যটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। নানাপ্রকার দুর্ঘটনা আছে; তাহাদের কোন্‌টির কি প্রতিকার তাহা শিক্ষা করিয়া রাখ, এবং যে কোন দুর্ঘটনা সম্মুখে উপস্থিত হইলে তখন যাহা করণীয় তাহার জন্য প্রস্তুত থাক; এমন ভাবে প্রস্তুত হও যেন তোমার সম্মুখে সেই দুর্ঘটনাটি ঘটিবামাত্র তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতে পার।

বিভিন্ন প্রকারের দুর্ঘটনার সময় কি কি প্রতিকার করিতে হইবে তাহা বলিতেছি। তোমরা যথাসম্ভব নিজ হাতে এই সকল কাজ অভ্যাস

করিয়া আপনাদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবে। স্কাউটদের স্মরণ রাখিবার যোগ্য একটা প্রধান বিষয় এই যে তোমরা যে অবস্থায়ই থাক এবং যে কার্য্যই কর না কেন, মনে মনে ভাবিবে, "এখানে কিরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে?" এবং "তাহা ঘটিলে আমাকে কি প্রতিকার করিতে হইবে?"

তাহা হইলেই তুমি কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। আর যখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে, সর্ব্বদাই মনে রাখিবে, স্কাউটরূপে তোমাকেই সকলের পূর্ব্বে সাহায্যার্থে ছুটিয়া যাইতে হইবে। তোমার আগে যেন কোন বাহিরের লোক আসিয়া সেবা আরম্ভ করিয়া না দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন রেল-ষ্টেশনের বহু জনাকীর্ণ প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছ।

এই সময় মনে মনে চিন্তা করিবে;—এখন ঠিক ট্রেণ আসিবার সময়, ট্রেণের সম্মুখে এই প্লাটফর্ম্ম হইতে যদি কোন ব্যক্তি নীচে পড়িয়া যায়, তখন আমাকে কি করিতে হইবে? তৎক্ষণাৎ আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে নীচে লাফাইয়া পড়িতে হইবে এবং লোকটিকে রেলের রাস্তার উপর হইতে তুলিয়া অন্যদিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে হইবে; তাহাকে টানিয়া প্লাটফর্ম্মে তুলিয়া লইবার সময় পাওয়া যাইবে না।

এরূপ ভাবিয়া রাখিলে যদি দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তুমি তৎক্ষণাৎ নীচে লাফাইয়া পড়িয়া তোমরে মনের চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবে; আর অন্যেরা হয়ত ততক্ষণ ভয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া চেঁচামেচি করিবে, কি করা কর্ত্তব্য তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারায় আর কিছুই করিতে পারিবে না।

এইরূপ একটি ঘটনা সত্যই ঘটিয়াছিল। ফিন্‌স্‌বারি পার্ক ষ্টেসনে ট্রেণ যখন প্রবেশ করিতেছিল, তখন একজন মহিলা প্লাটফর্ম্ম হইতে

প'ড়িয়া গেলেন ; এলবার্ট হার্ডউইক্ নামে একটি লোক তৎক্ষণাৎ নীচে লাফাইয়া প'ড়িয়া দুই রেলের মধ্যস্থানে সটান্ শুইয়া পড়িল এবং সেই মহিলাটিকেও সেইভাবে ধরিয়া রাখিল। তাহাদের উপর দিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল কিন্তু কাহারও গায়ে আঁচড়ই লাগিল না। রাজা এই কার্য্যের জন্য হার্ডউইক্‌কে অ্যালবার্ট পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ট্রেণের তলায় দুই রেলের মধ্যে এই ভাবে পড়িয়া বাঁচিতে পারা যায় না। কারণ ইঞ্জিনের সম্মুখে যে বিঘ্নাপসারক (Cow catcher) থাকে, তাহার ধাক্কা লাগিয়া আহত হইতে হইবে।

যদি হঠাৎ কোথাও কোন আকস্মিক সন্ত্রাসের কারণ উপস্থিত হয় এবং তোমার চারিদিকে সকলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে, তবে প্রথমটা অন্যেরা যাহা করে তোমার মনেও সেইরূপ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। ধর, হঠাৎ সকলে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, অথবা থমকিয়া দাঁড়াইয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল, তোমার মনে যদি এরূপ ভাব উপস্থিত হয় তবে তাহা দমন করিয়া লইবে। অন্যেদের দেখাদেখি চলিয়া তাহাদের মত ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িও না। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া এই সময়ের ঠিক কর্ত্তব্য-টুকু স্থির করিয়া লইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে।

কর্ত্তব্য যা, তা কর। সর্ব্বত্র তোমার সহসৃষ্ট জীব মানুষকে সাহায্য করিবে ; বিশেষতঃ নারীকে।

বিপদের সময় অন্য লোকের ভয় দেখিয়া বিভ্রান্ত হইও না। সাহসের সহিত ঝাঁপাইয়া পড় ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখ, নিজের জীবনটা আগে নিরাপদ করার চিন্তা মনেও স্থান দিও না। বালকদের ধারণা এই, তাহারা বয়সে এত ছোট ও শরীরে এত খাট যে অপরের জীবন রক্ষা কার্য্যে তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারে না, ইহা একটি মস্ত ভুল ধারণা।

"Scouting for Boys" পুস্তক প্রণয়ন করার সময় হইতে এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে বয়স্কাউটগণ নিমজ্জমান লোককে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। এই সকল ঘটনা এমনই বিপদপূর্ণ ছিল যে, অন্যান্য লোক ভয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। আরো কয়েকটি ঘটনায় পুলিশকে সাহায্য করিয়াছে অথবা পলায়নপর ঘোড়া আটকাইয়া রাখিয়াছে এমন সব অবস্থায় যখন অন্যান্য লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া কেবল তামাসাই দেখিতেছিল। ইতিমধ্যেই বয়স্কাউটগণ সাহসিক কার্য্য করিয়া ৫৭টি ব্রোঞ্জ ক্রশ, ৯৩৬টি রূপার ক্রশ এবং ৯৯৪টি গিল্ট (সোনার) ক্রশ পুরস্কার পাইয়াছে ; ইহা ব্যতীত তাহারা অন্যান্য বহুবিধ পারিতোষিক লাভ করিয়াছে।

একটি স্কাউট শুনিতে পাইল, অনেক দূরে একস্থানে ঘরে আগুণ লাগিয়াছে। সাহায্য করিবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ছুটিল। একবার তাহার সার্টে আগুণ ধরিয়া গিয়াছিল এবং ক্রমাগতই তাহার জীবন বিপন্ন হইতেছিল। যেখানে বিপদ বেশী সেখানেই তাকে দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে উত্তাপ ও ধূমের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। চিকিৎসার প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার নিঃশ্বাস চালনা করিতে হইয়াছিল। তাহার এই দৃষ্টান্ত স্কাউট এবং অপরাপর সকলের জন্যই চমৎকার এবং অনুকরণযোগ্য।

একদিন অপরাহ্নকালে, একদল স্কাউট দেখিতে পাইল কয়েকজন স্ত্রীলোক এবং পুরুষ মানুষ একটি কূপের নিকট দাঁড়াইয়া "কূপে একটি শিশু পড়িয়া গিয়াছে" বলিয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। স্কাউট তৎক্ষণাৎ একটি দড়ি সংগ্রহ করিয়া কূপে নামিয়া পড়িল। সে শিশুকে ধরিয়া জলের উপর তুলিল এবং **বোলিন** গ্রন্থি দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া লইল। তারপর সেই দড়ির সাহায্যে নিরাপদে শিশুটিকে উপরে

আনা হইল। শিশুর পিতামাতা স্কাউটকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে শিষ্টতার সহিত তাহা লইতে অস্বীকার করিল।

একখানা নৌকা ২৩জন যাত্রীসহ নদী দিয়া যাইতে যাইতে জলমগ্ন হইল, এই যাত্রীগণের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তীরে অবস্থিত ৬।৭ জন স্কাউট এই বিপদের আর্ত্তনাদ শুনিয়াই যাত্রীদিগকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া গেল। তাহারা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং প্রায় দুইঘণ্টা দুঃসাহসিক সংগ্রাম করিয়া ১৫ জনের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। যে যাত্রী-দিগকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া আনা হইল, তাহাদিগকে তীরে তুলিয়া "প্রাথমিক সাহায্য দান" করা হইল। অবশিষ্ট যাত্রীগণের জন্যও তাহারা জলে অনুসন্ধানে করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। স্কাউটেরা তৎক্ষণাৎ সাহসের সহিত সাহায্যে অগ্রসর না হইলে যাত্রীদের অনেকেই মারা পড়িত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন স্কাউট বাড়ী ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে এক নিকটবর্ত্তি স্থানে চেঁচামেচি হইতেছে শুনিতে পাইল। সে দৌড়িয়া তথায় গিয়া দেখিল একটি কূপের চারিদিকে বহুলোক জড় হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোক তাহার শিশুসন্তান সহ কূপে পড়িয়া গিয়া, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। স্কাউট তৎক্ষণাৎ কয়েকখানা ধূতি সংগ্রহ করিল এবং একখানার সহিত অপরখানা বাঁধিয়া দড়ির মত লম্বা করিয়া লইল। উপরে কয়েকজন সেই "ধূতিদড়ির" এক প্রান্ত ধরিয়া রহিল এবং স্কাউটটি তাহার সাহায্যে কূপে অবতরণ করিল। সে শিশুটিকে মায়ের নিকট হইতে, তাহার নিজের কোলে লইয়া এবং মাকে দড়ির প্রান্ত ধরিয়া ভাসিয়া থাকিতে বলিয়া দড়ির সাহায্যে উপরে উঠিল। স্ত্রীলোকটির তখন মুষ্টি অবসন্ন হওয়াতে দড়ি হাত হইতে ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। স্কাউট শিশুকে রাখিয়া আবার কূপে নামিল ও

স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিল। এতগুলি লোকের মধ্যে স্কাউট ব্যতীত এমন আর কেহই ছিল না যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে সাহস করিয়া কূপে নামিয়া মাতা ও শিশুটিকে উদ্ধার করিতে পারিত।

নিম্নে একটি সংসাহসিকতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; যদিও ইহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর অনুরূপ নহে, তথাপি স্কাউট বালকোচিত বটে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মান্দ্রাজ নগরে, মেডক থিওলজিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে Cerebro-Spinal meningitis (মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড সম্পর্কিত জ্বর) প্রবল আকারে দেখা দিল।

কলেজের বয়স্কাউটগণ রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য অগ্রসর হইল এবং বিভিন্ন প্যাট্রোলে বিভক্ত হইয়া সুচারুরূপে কর্ম্ম চালাইতে লাগিল। অবশেষে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন, এমন ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগের সেবা-কার্য্যে এতগুলি ছাত্রকে নিযুক্ত রাখা ঠিক হইবে না। স্বেচ্ছাসেবকগণকে ডাকিয়া আনা হইল। ছয়জন স্কাউট নিবেদন করিল, তাহাদিগকে যেন সেবাশুশ্রূষার কার্য্য হইতে অপসারিত করা না হয়। এপ্রিল মাসের শেষভাগে, এত রোগী মরিয়া গেল যে এরপর রোগীর সংখ্যা বেশী রহিল না। এই জন্য স্থির হইল দুইজনের বেশী ছাত্রকে শুশ্রূষার জন্য রাখা হইবে না। এই দুইটি বালক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিতে লাগিল, এবং পরবর্ত্তি দুইমাস কাল ধরিয়া আপনাদের জীবনাশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থা কলেও সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়া রহিল। তাহারা আনন্দের সহিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া চলিল, তথাপি এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইল না। তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে তাহাদের কত সহধ্যায়ী ইহলোক হইতে চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়াও তাহারা বিচলিত হইল না। এইরূপে ইহারা স্কাউটের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের প্রকৃত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিল।

জীবন-রক্ষা পদক

তোমরা জান, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের কার্য্য করিয়া সৈন্যগণ ভিক্টোরিয়া ক্রুশ পুরস্কার পায়।

সেইরূপ শান্তিসময়ে, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও যাহারা বীরের মত অপরের জীবন রক্ষা করে, তাহাদিগকেও এরূপ সম্মানে অলঙ্কৃত করা হয়। এই সকল পুরস্কারের মধ্যে "অ্যালবার্ট পদক" সর্ব্বপ্রধান।

দি রয়েল হিউমেন সোসাইটিও পদক এবং সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন।

খনি মধ্যে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই ক্ষেত্রে যাহারা বীরত্বের কাজ করে তাহাদিগকে "এডওয়ার্ড পদক" পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিশেষ বীরত্বের জন্য "স্ট্যান্‌হোপ পদক" (The Stanhope Medal) নামে একটি পুরস্কার আছে।

বয়স্কাউট দলেও এরূপ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তিন প্রকারের মেডেল দেওয়া হয়—ব্রোঞ্জের, রূপার ও সোনালী ক্রুশ।

এই সকল পদক, সার্টিফিকেট ইত্যাদি পুরস্কারের মধ্যে "অ্যালবার্ট পদক" ও "এড্‌ওয়ার্ড পদকই" শ্রেষ্ঠ। রাজা স্বয়ং কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলে এই দুই পদক দিয়া থাকেন।

প্রত্যেক স্কাউটের এই সকল পুরস্কারের কোন একটি লাভ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। খুব সম্ভব একদিন না একদিন তোমার চক্ষুর সম্মুখে কোনও দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে, তখনই তোমার যথার্থ স্কাউট-ধর্ম্ম পালনের সুযোগ। কোন ঘটনায় বা বিপদে কিরূপ প্রতিকার করিতে হইবে ইতিপূর্ব্বেই যদি তাহা শিখিয়া রাখ, তাহা হইলে বিপদ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া যথাযোগ্য কর্ম্ম সাধন করিতে পারিবে—এবং এই সকল পদকে অলঙ্কৃত হইতে পাইবে। পদক পাও বা না পাও

পদক হইতে বহু মূল্যবান জিনিষ তুমি অর্জ্জন করিবে, তোমার নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া একজনের প্রাণরক্ষা করিবার আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে।

জীবন রক্ষার অভ্যাসগত শিক্ষা

স্কুয়েলার নিক্ষেপ।

স্কুয়েলার এক টুকরা বেত, ১৯″ ইঞ্চি লম্বা, স্থূল প্রান্তে ১৪ পাউণ্ডের এক খণ্ড সিসা সংযুক্ত, অন্যপ্রান্তে ইটালীয় শনের ছয়সুতি জীবন রক্ষক লাইন বাঁধা।

নিমজ্জমান মানুষের মস্তক ও দুই বাহুর অনুকরণে, দুইটি কাষ্ঠখণ্ড বাঁধিয়া সত্যিকার মানুষের আকারে গঠন করিয়া চাঁদমারি প্রস্তুত করিবে। এই "চাঁদমারি"টি (Target) কুড়ি গজ দূরে মাটিতে খাড়া করিয়া রাখিবে। প্রত্যেক প্রতিযোগী কোন নির্দ্দিষ্ট রেখার পেছন হইতে স্কুয়েলার নিক্ষেপ করিবে। সে দাঁড়াইয়াও ছুড়িতে পারে বা দৌড়িয়া ঠিক স্থানে আসিয়াও ছুড়িতে পারে। পুত্তলিকাটির অঙ্গের এমন স্থানে "লাইন" আসিয়া পড়িবে, যেন নিমজ্জমান ব্যক্তি তাহা হাত দিয়া ধরিতে পারে ; যে প্রতিযোগীর নিক্ষিপ্ত স্কুয়েলার সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার গায়ে ঠিকমত লাগিবে সেই জয়লাভ করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বপেক্ষা কম কুশলী তাকে বাহির করিবে।

এই প্রণালীতে লাইফ বেল্ট (জীবন রক্ষক সোলার কটিবন্ধ) নিক্ষেপ করিতে অভ্যাস কর।

দুই সারি স্কাউট দাঁড়াইবে, এক সারি শূন্য বালতি এবং অন্য সারি জলপূর্ণ বালতি চালনা করিবে। পর্য্যায়ক্রমে এক সারি জলপূর্ণ ও অন্য সারি শূন্য বালতি চালনা করিবে।

জল পরিচালনার নল (Hose) বহন করা, খোলা, বাঁধা একটির সহিত অন্যটি জোড়া দিয়া লম্বা করিয়া লওয়া, জলাকর্ষী নলে সংযুক্ত করা, ঠিক স্থানে জল নিক্ষেপ করা প্রভৃতি অভ্যাস কর।

মই, খুঁটি ও দড়ির ব্যবহার এবং দড়ি বা বিছানার কাপড় দ্বারা উপরতলা হইতে বাতায়ন পথে লোক নামানো, লাভ দিয়া যে পড়িতেছে তাহাকে চাদরে ধরা, গুলি হইতে আত্মরক্ষা (Shoot escape) প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী অভ্যাস করিবে।

ময়লা চাদর বা অন্য কাপড়ের পরিবর্ত্তে গালিচা এবং ডবল কম্বল ইত্যাদির দ্বারা নৌকার পাল খাটান অভ্যাস করিবে।

—

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২৪

দুর্ঘটনা ও তাহার প্রতিকার

ভীতিবিহ্বলতা—অগ্নি—জল-নিমজ্জন—পলায়নপর অশ্ব—
—বিবিধ—পাগলা কুকুর।

প্রতি বৎসর ভীতিবিহ্বল হইয়া বহুলোক প্রাণ হারাইয়া থাকে; এই সকল দুর্ঘটনা অতি সামান্য কারণ হইতেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে যদি দুই একটি লোক বুদ্ধি স্থির রাখিয়া কাজ করিতে পারে, তবে এরূপ প্রাণহানি সহজেই বন্ধ করা যায়।

অল্পদিন পূর্ব্বে নিউইয়র্ক সহরে একদিন অপরাহ্নকালে এক খেয়া জাহাজে একটি লোক কাঁকড়া ধরিতেছিল। সে তামাসা করিবার জন্য একটি কাঁকড়া জাহাজের উপর ছাড়িয়া দিল। কাঁকড়াটি জাহাজের বিড়ালকে এমনভাবে ধরিল, যে বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিয়া স্কুলের একদল

বালিকার মাঝখানে লাফাইয়া পড়িল, বালিকাগুলি তৎক্ষণাৎ ভীতিবিহ্বল হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জাহাজের শত শত যাত্রীর সকলেই তখন ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। সকলেই যত্র তত্র ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে জাহাজের পার্শ্বস্থ রেলিং ভাঙ্গিয়া গেল এবং আটজন লোক জলে পড়িয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া ডুবিয়া মরিল; কোন প্রকার সাহায্য প্রেরণের সময় হইল না।

বেশীদিন পূর্ব্বের কথা নহে, রাশিয়ার এক সহরে তামাকের একজন দোকানী সকালবেলা তাহার দোকান খুলিয়া দেখিল, হিসাব-পত্রাদির মেঝের উপর একটি কালো "বোমা" পড়িয়া আছে। বোমা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে রাস্তায় দৌড়িয়া চলিল। একজন পুলিশ দোকানীকে দৌড়িতে দেখিয়া মনে করিল, এক চোর পলায়ন করিতেছে; সে যখন দোকানীকে থামাইতে পারিল না, তখন বন্দুক ছুড়িল, বন্দুকের গুলি পলায়নপর ব্যক্তির উপর না লাগিয়া একজন ইহুদির গায়ে লাগিল। ইহুদীগণ তৎক্ষণাৎ মিলিত হইয়া মহা হাঙ্গামা বাঁধাইয়া দিল। তাহাতে বহুলোকের প্রাণ যায়। হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে তামাক ব্যবসায়ী দোকানে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, সেই বোমাটি পূর্ব্বস্থানে মেজের উপরই রহিয়াছে। তখন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ইহা বোমা নহে, একটি তরমুজ মাত্র।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বার্ণস্লেতে এক থিয়েটার ঘরে কতকগুলি বালকবালিকার মধ্যে অতিরিক্ত ভিড় দেখিয়া বিনা কারণেই এক ভীতিবিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আটটি বালক-বালিকা নিষ্পেষিত হইয়া মারা যায়। দুই জন লোক বুদ্ধি স্থির রাখিয়া উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে আরও বহু শিশু প্রাণ হারাইত। গ্রে

(Gray) নামক একজন লোক হাসিমুখে কয়েকটি বালক-বালিকাকে অন্যপথে আসিতে বলিল এবং যে ম্যাজিক লেণ্টার্ণ শ্লাইডে কাজ করিতেছিল, সে পর্দ্দার উপর একটি ছবি ভাসাইয়া তুলিল। এইরূপে দুই দিকে দুই প্রতিকার হওয়াতে এবং সকলের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হওয়াতে ভীতিবিহ্বলতা দূরীভূত হইল। ভীতিবিহ্বলতার সময় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা,—দুই একটি লোক বুদ্ধি স্থির রাখিয়া যদি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত প্রতিকার অবলম্বন করিতে পারে, তবে শত শত লোক শান্ত হইয়া পড়ে এবং বহুলোকের প্রাণ রক্ষা হয়।

স্কাউটগণ উত্তেজিত জনমণ্ডলীকে শান্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করিতে পারে। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে নিজেকে স্থির ও শান্ত রাখিও। সেই মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য কার্য্য কি তাহা নির্দ্ধারণ করিও এবং তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিও।

অগ্নি হইতে জীবন রক্ষা

গৃহদাহ হইতে নির্ভীক বীরত্বের সহিত লোককে রক্ষা করিয়া আনার বহু দৃষ্টান্তের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন সংবাদপত্রে এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। স্কাউটগণ এই সকল বিবরণ যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিবে ও নিজে নিজে কল্পনা করিবে,—তদনুরূপ অবস্থায় তাহারা কি করিত। এইরূপে বিবিধ দুর্ঘটনার সময়, কোন্‌টির জন্য কোন্ প্রতিকার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা ঃ—চ্যাথামে অবস্থিত অ্যাণ্ড্রোমিডা নামক রাজ-রণ-তরীর একজন তরুণ নাবিক কিংস্‌ল্যাণ্ড রোড্ দিয়া যাইতেছিল। সে হঠাৎ দেখিল, এক ঘরে আগুন লাগিয়াছে। তেতালার উপর হইতে একজন স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে যে, তাহার কয়েকটি

ছেলে-মেয়ে বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। নাবিকটি বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া গেল ; কষ্টে স্বষ্টে দেয়ালের পাশ ধরিয়া দোতালার জানালায় গিয়া, জানালার দরজা ভাঙ্গিয়া, তাহার দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইল। তখন স্ত্রীলোকটি ত্রিতল হইতে একটি শিশুকে ঝুলাইয়া ধরিল ; নাবিক শিশুকে ধরিয়া নীচে নামাইয়া দিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয়টি শিশুকে উপর হইতে মাটিতে নামানো হইল। অবশেষে দুইটি স্ত্রীলোকেও এই উপায়ে নামিয়া আসিল। সর্ব্বশেষে নাবিক যুবকটি নিজে ধূমে রুদ্ধশ্বাস হওয়াতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কিন্তু নীচের লোকেরা তাহাকে হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিল। নিজের আপদ-বিপদের কথা চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কিরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় এ বিষয়ে এই নাবিকের কাজটি স্কাউটগণের নিকট একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শোরহাম বীচে (Shoreham beach) এক ঘরে আগুণ লাগে, এক দল বয়স্কাউট্স্ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা যথার্থ কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিল। তাহারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল, অন্যান্য ঘরে আগুণ ছড়াইতে দিল না, তার উপর দুইজন ভদ্রমহিলার ও একটি শিশুর প্রাণ বাঁচাইল। এর পর তাহাদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করিয়া, ক্ষত-স্থান গুলি ড্রেস্ (Dress) করিয়া দিল।

আজকাল বয়স্কাউটদের মধ্যে কয়েকটিই কর্ম্মকুশল ফায়ার ব্রিগেড্ প্যাট্রোল আছে।

উপদেশ

নিম্নে কয়েকটি উপদেশ দেওয়া হইল :—

ঘরে আগুণ লাগিয়াছে দেখিলেই,—(১) ঘরের সকল লোককে আগুণ লাগার কথা জানাইয়া দাও।

(২) বড় সহর হইলে, সকলের চাইতে নিকটে যে পুলিশ কি ফায়ার ব্রিগেড্ ষ্টেশন আছে, তাহাতে সংবাদ পাঠাও।

(৩) প্রতিবেশীদিগকে জাগাইয়া মৈ, ধারী, কম্বল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আন, যেন উপর হইতে কেহ লাফাইয়া পড়িলে, তাহাকে ধরিতে পার।

বিপদপূর্ণ স্থান হইতে অজ্ঞান লোককে কি প্রকারে টানিয়া বাহিরে আনিতে হয়

ফায়ার এঞ্জিন আসিয়া পড়িলেই. স্কাউটদের প্রধান কাজ, আগ্নেয়যন্ত্রী, জলের নল প্রভৃতির নিকট হইতে মানুষের ভিড় দূরে সরাইয়া রাখিতে পুলিসকে সাহায্য করা।

মানুষের ভিড় সরাইবার জন্য "স্ক্রাম" (Scrum) নামে একপ্রকার ড্রীল আছে, ইহা খুব কাজে লাগে। স্কাউটগণ একসারি কি দুইসারিতে দাঁড়াইয়া পরস্পরের কোমর বাহুদ্বারা বেষ্টিত করিবে; তারপর মাথা নীচু করিয়া, জনমণ্ডলীকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইবে এবং এইরূপে তাহাদিগকে পশ্চাতে সরিয়া যাইতে বাধ্য করিবে।

রুগ্ন অথবা কোন অজ্ঞান লোককে বাহির করিয়া আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হইলে, পাগড়ী, রুমাল কি পুরাতন মোজা জলে ভিজাইয়া তোমার নাক ও মুখের উপরে বাঁধিয়া রাখিবে। অতঃপর মস্তক নত করিয়া অথবা হাত ও জানুতে ভর দিয়া, হামাগুড়ি দিয়া, যথা

সম্ভব ঘরের মেজের কাছাকাছি মুখ রাখিয়া চলিবে—মেজের নিকটে ধূম ও আগুণের তেজ কম লাগে। আগুণের ভিতর যাওয়া আসা করিতে হইলে একখানা ভিজা কম্বল গায়ে জড়াইয়া যাওয়াই ভাল। ভিজা কম্বলের মধ্যস্থানে ফুটো করিয়া, মাথা ঢুকাইয়া, কম্বলকে ফায়ার-প্রুফ আবরণ রূপে পরিণত করা যায়। ইহা পরিয়া তোমরা অনায়াসে অগ্নিশিখা ও জ্বলন্ত বহ্নি তেজের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পার। ইহা অভ্যাস করিবে।

নিকটে কোন স্থানে আগুণ লাগিলে, স্কাউটগণ তাহার প্যাট্রোলকে যথাসম্ভব শীঘ্র জড় করিবে; আগুণের শিখা কি ধূম লক্ষ্য করিয়া স্কাউট-চালে (Scout pace) চলিয়া খুব তাড়াতাড়ি অগ্নিকাণ্ডের স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে।

তৎপর প্যাট্রোল লিডার (Patrol Leader) পুলিশ কি ফায়ারমেন বা আগ্নেয়যন্ত্রীদের নিকট গিয়া সংবাদ দিবে, এবং ভিড় সরাইয়া দেওয়া, কোন স্থানে সংবাদ লইয়া যাওয়া, জিনিষ-পত্র পাহারা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করিতে চাহিবে।

যদি কাহারও কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে দেখ, তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিবে; কারণ অগ্নিশিখা কেবল উপর দিকেই চলে। তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া একখানা লেপ, কোট বা কম্বলদ্বারা তাহার শরীর অথবা যে স্থানে আগুন ধরিয়াছে সেই স্থানে জড়াইয়া দাও; সাবধান যেন তোমার কাপড়ে আগুন না লাগে। এইরূপ প্রতিকার করিবার রহস্য এই, যে স্থানে বাতাস চলিতে পারে না, তথায় আগুনও জ্বলে না।

ঘরের মধ্যে কোন অজ্ঞান লোককে দেখিতে পাইলে (এরূপ লোক প্রায়ই ভয়ে অভিভূত হইয়া বিছানা বা টেবিলের তলায় লুকাইয়া থাকে

তাহাকে কাঁধে বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে কিংবা চাদর বা দড়ির এক প্রান্ত তোমার গলায় ও অন্য প্রান্ত অজ্ঞান ব্যক্তির শরীরে বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া নিরাপদ স্থানে আনিবে; ঘন ধূম, বাষ্পের ঝাপটা, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়া অজ্ঞান ব্যক্তিকে আনিতে হইলে হাতে পায়ে ভর করিয়া, ঠিক মেঝের উপর দিয়া টানিয়া আনাই অধিকতর নিরাপদ।

অল্পদিন হইল একজন সৈন্য, তাহার আহত সৈন্যাধ্যক্ষকে শত্রুর গোলাবর্ষণের ভিতর দিয়া এইরূপে টানিয়া উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া "বিশিষ্টাচরণ পদক" ("Distinguished Conduct Medal") পুরস্কার পাইয়াছে।

এইরূপ কার্য্য করিতে হইলে, দড়ির দুই প্রান্তে দুইটি বোলিন গ্রন্থি প্রস্তুত করিবে; এক প্রান্তের ফাঁস অজ্ঞান ব্যক্তির হাতের নীচ দিয়া, তাহার বুকে জড়াইয়া দিবে, অন্য প্রান্ত তোমার নিজের গলায় ঢুকাইবে, তারপর তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিবে। অজ্ঞান ব্যক্তিকে টানিয়া আনিবার সময় তাহার মাথা সম্মুখের দিকে থাকিবে। বোলিনের দৈর্ঘ্য ঠিক হইলে, ইহা তাহার মস্তক উপরের দিকে তুলিয়া ধরিবে। (পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্র দ্রষ্টব্য)

জলে ডোবা হইতে উদ্ধার

বয়স্কাউট বীরগণ যত লোককে জলে ডোবা হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহার তালিকা দেখিয়া জানিতে পারা যায়, সাঁতার না জানাতেই অধিকাংশ স্থলে লোক জলে ডুবিয়া থাকে। সুতরাং ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা যে, সকলকেই সাঁতার শিখিতে হইবে। নিজে সাঁতার শিখিয়া তারপর শিখিতে হইবে কি করিয়া "জলে ডোবা" হইতে অপরকে বাঁচান যায়।

ইংলিশ চ্যানেলের বিখ্যাত সন্তরণবীর হলবিন সাহেব "The Boy's own paper" নামক সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন ঃ—বালকেরা সাঁতার শিখিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম শিখিবে কি প্রকারে জল হইতে নৌকায় উঠিতে হয় এবং নামিতে হয় ; (উঠিতে নামিতে হয় নৌকার গলুই দিয়া) দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস করিবে—দাঁড়, বৈঠা বা তক্তার উপরে কি প্রকারে আপনাকে ঠিক করিয়া রাখিতে হয় (ঘোড়ার মত ইহার উপরে চড়িয়া সোজা হইয়া বসিতে হইবে অথবা দাঁড়ের বা বৈঠার এক প্রান্ত ধরিয়া দুই পায়ে সাঁতার দিয়া তাহা ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হইবে) তৃতীয়তঃ কি প্রকারে ভাসমান "জীবন-রক্ষকে"র (Life buoy-এর) মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, Life buoy-এর নিকটস্থ পার্শ্ব জলের মধ্যে ডুবাইয়া তোমার মাথা ও ঘাড়ের উপর দিয়া অন্য প্রান্ত উল্টাইয়া দিবে, যে উহা ভাসিয়া উঠিলে তুমি তাহার মধ্যবর্ত্তী হইতে পার ; চতুর্থতঃ কি প্রকারে জীবন বাঁচাইতে হয়।

* * [সন্তরণ স্নানকক্ষে অথবা প্যারেড স্থানে এইগুলি অভ্যাস করিবে।] * *

মোটামুটিরকম সাঁতার জানা থাকিলেই, অন্যকে জল হইতে রক্ষা করা যায়, যদি কি প্রকারে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া আনিতে হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়া হয় ও কয়েকবার বন্ধুদের সঙ্গে ইহা অভ্যাস করা যায়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস জলের তলায় ডুবিবার পূর্ব্বে মানুষ তিনবার ভাসিয়া উঠে ; ইহা নির্ব্বোধের কথা। যে সাঁতার জানে না এবং জলে ডুবিতেছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সাহায্য না করিলে, সে জলে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তলাইয়া যায়। সকলের বড় কথা, নিমজ্জমান ব্যক্তি যেন তোমাকে জড়াইয়া না ধরে, তাহা হইলে সে তাহার সঙ্গে তোমাকেও ডুবাইবে। সর্ব্বদাই নিমজ্জমান ব্যক্তির পেছনের দিকে থাকিবে। সে

যদি তোমার কব্জায় ধরিয়া ফেলে, তোমার কব্জা তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে উল্টাইয়া দিয়া তাহার ধরা ছাড়াইয়া লইবে। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, নিজেকে তাহার পশ্চাৎ দিকে রাখিয়া, তাহার কনুই অথবা ঘাড়ের পশ্চাৎ দিকে ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরা। কিংবা তোমার বাহু, তাহার বগল দিয়া চালাইয়া, তোমার হাত তাহার বুকের আড়াআড়ি রাখিবে এবং তাহাকে শান্ত হইয়া থাকিতে বলিবে। সে তোমার কথামত চলিলে, সহজেই তাহাকে ভাসাইয়া রাখিতে পারিবে। তাহা না হইলে তুমি নিজে সাবধান থাকিও, সে যেন ভয়ে পাশ ফিরিয়া, তোমাকে জড়াইয়া না ধরে। সে যদি তোমার গলা জড়াইয়া ধরে, তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া নিবৃত্ত করিবে। তোমার হাতে তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিবে, অন্য হাতের তলা দ্বারা তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া তোমার আঙ্গুলের আগা তাহার নাকের তলায় রাখিবে; তোমার গায়ে যত জোর আছে, কোমর টানিয়া ধর এবং মাথায় ধাক্কা দাও; তাহা হইলে সে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। ইহাই হলবিনের মত।

কিন্তু আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া, এই সকল কার্য্যক্রম যদি ঘন ঘন অভ্যাস না কর, তাহা হইলে বিপদের সময়ে তুমি সেইগুলি স্মরণ করিতেই পারিবে না; সঙ্গীগণের প্রত্যেকে, পর্য্যায়ক্রমে নিমজ্জমান ব্যক্তির এবং উদ্ধারকর্ত্তার ভূমিকা অভিনয় করিবে।

* *[এইগুলি অভ্যাস কর।]* *

সাঁতার না শিখা পর্য্যন্ত কোন স্কাউটই সম্পূর্ণ কাজের লোক হইতে পারে না। বাই-সাইকেল শিক্ষা অপেক্ষা সন্তরণ শিক্ষা কঠিন কার্য্য নহে। সর্ব্বপ্রথম কুকুরের মত জলে ভাসিয়া চল, যেন জলের মধ্যে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিতেছে। অভিজ্ঞ সন্তরণকারিগণের ন্যায় সর্ব্ব

প্রথমেই বুক দিয়া সাঁতার কাটিতে যাইও না; তাহাতে প্রত্যেকবারেই তোমার মুখ জলের তলায় চলিয়া যাইবে। যে সময় কুকুরের ন্যায় হাত-পা অল্প অল্প নাড়িতে চেষ্টা করিবে, তখন তোমার কোন বন্ধু যেন তোমার পেটের তলায় বাঁশ বা তাহার হাত দিয়া তোমায় ধরিয়া রাখে। নবম ইপস্‌উইক ট্রুপের স্কাউট আর্চ্চিবল্ড রেজিনেল্ড কক্‌স্ অসমসাহসের সহিত একটি জীবন রক্ষা করিয়া ব্রোঞ্জ মেডেল (Bronze Medal) পুরস্কার পাইয়াছিল। বিবরণটি এই ঃ—একটি লোক ডুবিয়া মরিবার জন্য ওরওয়েল নদীতে গিয়া পড়িল,—পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে সে পাগল। কক্‌স্ নামক স্কাউট তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পাগলটাকে ধরিবামাত্র, সে কক্‌স্‌কে জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিল। স্কাউট লোকটির পশ্চাৎদিকে থাকিয়া এমন ভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখিল যে, যতবার সে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে চায়, ততবার স্কাউট লোকটির মাথা জলে ডুবাইয়া দেয়। এইরূপে দশ মিনিট কাল ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল, তারপর জল খাইতে খাইতে পাগলটি অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন কক্‌স্ তাহাকে তীরে তুলিয়া কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালনা দ্বারা সুস্থ করিল।

স্কাউট কক্‌স্ আমাদের পদক ব্যতীত তার সাহসের কার্য্যের জন্য "রয়েল হ্যুমেন সোসাইটি"র (Royal Human Society) একটি পদকও লাভ করিয়াছিল।

আর একটি ঘটনা ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশে ঘটিয়াছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে সাত বৎসর বয়সের একটি বালিকা কূয়ার মধ্যে পড়িয়া যায়। গুরুপ্রসাদ নামে একজন ভারতীয় স্কাউট কূয়ার পাশেই একটি ঘরে বাস করিত।

গুরুপ্রসাদ ঘরে বসিয়া জলে পতনের শব্দ শুনিয়াই রক্ষা করিবার

জন্য ছুটিয়া গেল। প্রথমতঃ সে এক গাছি দড়ি কূয়ার ভিতরে ঝুলাইয়া দিল ; কিন্তু বালিকাটী ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং দড়ি ধরিতে পারিল না। এইজন্য গুরুপ্রসাদ দড়ির একপ্রান্ত কূয়ার উপরে পাতিত লোহার বীমের সহিত বাঁধিয়া, সেই দড়ি ধরিয়া জল পর্য্যন্ত নামিয়া গেল এবং ডুব দিয়া বালিকাটিকে জলের উপর তুলিয়া আনিল। তারপর তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া উপরে টানিয়া তুলিল এবং তাহার পিতামাতার নিকট নির্ব্বিঘ্নে পৌছাইয়া দিল।

কূয়াতে নামিবার সময় গুরুপ্রসাদ ডানহাতে এমন আঘাত পাইয়াছিল যে, সে পরবর্ত্তী সপ্তাহে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিল না। কিন্তু সে বালিকাটীর জীবন রক্ষা করিয়া রজত ক্রুশ (Silver Cross) পুরস্কার পাইয়াছিল। স্কাউটগণ সর্ব্বপ্রথমে যে ৭৬৫টী মেডেল পাইয়াছিল তন্মধ্যে ৪৬১টী মেডেলই জলে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের প্রাণ বাঁচাইয়া পাওয়া।

যাহারা এখনও সাঁতার শিখিতে পার নাই, তন্মধ্যে কেহ যদি সাঁতার জলে পড়িয়া যাও, স্মরণ রাখিও নিম্নলিখিত উপদেশ মত কাজ করিলে তলাইয়া যাইবে না। প্রথমতঃ মস্তক যতদূর পার পশ্চাৎদিকে হেলাইয়া, মুখ উপরের দিকে তুলিয়া ধর। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, ফুসফুসকে বাতাসে পূর্ণ করিয়া রাখ—এই সময় ফুস্‌ফুস্ হইতে বাতাস যথাসম্ভব কম পরিত্যাগ করিবে। তৃতীয়তঃ হাত দুখানা জলের তলায় রাখিবে। কিছুতেই চীৎকার করিবে না, তাহাতে তোমার ফুস্‌ফুস্ হইতে বাতাস বহির্গত হইয়া যাইবে। কাহাকেও সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে গিয়া, হাত নাড়িয়া ইসারা করিবে না, তাহাতে তুমি ডুবিয়া যাইবে।

যদি দেখ জলে পড়িয়া কেহ ডুবিয়া যাইতেছে, এবং তুমি নিজে সাঁতার দিতে জান না, তবে নিমজ্জমান ব্যক্তির নিকট দড়ি, বৈঠা, কি

তক্তা ঠেলিয়া দাও, যেন সে পুনরায় ভাসিয়া উঠিয়া হাতের কাছে দড়ি কি অন্য কিছু ধরিতে পায়।

পলায়নপর অশ্ব হইতে রক্ষা

ঘোড়া ছুটিয়া পলাইলে মানুষের উপর বহু দুর্ঘটনা ঘটাইয়া থাকে। ঘোড়ার সম্মুখে গিয়া হাত নাড়িয়া ঘোড়াকে থামানো যায় না; কিন্তু অনেকে এই চেষ্টা করিয়া থাকে। ঘোড়াকে থামাইতে হইলে তাহার পাশাপাশি দৌড়াইতে হয়; ঘোড়ার বোম (shuft) ধরিয়া দৌড়াইলে আর পড়িবার ভয় থাকে না; অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তোমার দিকে ঘোড়ার মুখ টানিয়া রাখিতে চেষ্টা কর, যে পর্য্যন্ত না তাহাকে কোন দেয়াল বা ঘরের সম্মুখে আনিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে থামাইয়া দিতে পার। কিন্তু বালকের পক্ষে তার হাল্কা শরীর নিয়া এই কাজ করা খুব কঠিন; সুতরাং স্কাউটের কর্ত্তব্য ঘোড়ার পশ্চাতে না ছুটিয়া, ঘোড়া দ্বারা আহত ব্যক্তিদিগের সেবাশুশ্রূষা করা।

স্কাউট বালকেরা ছুটন্ত ঘোড়াকে ধরিয়া অনেক ক্ষেত্রেই পুরস্কার পাইয়াছে।

প্রথম রোদারহাইদ ট্রুপের পনর বৎসর বয়স্ক স্কাউট, এলবার্ট ষ্টীভেন্সন ডেট্‌ফোর্ডএর রাজপথ দিয়া যাইতেছিল; এমন সময় সে শুনিতে পাইল লোকেরা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! একজোড়া ঘোড়া ছুটিয়াছে একখানা শূন্য গাড়ী লইয়া।" এলবার্ট লাফ দিয়া সরিয়া আত্মরক্ষা করিল; আর একটু হইলেই গাড়ীর চাকার তলায় পড়িয়া যাইত। এইরূপে আত্মরক্ষা করিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিল:—"আমি একজন স্কাউট, সর্ব্বদাই সাবধানে থাকি; আমিই যদি গাড়ীর তলায় পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছি, তবে সাধারণ বালকের আর কথা কি? সে নিশ্চয়ই গাড়ী চাপা পড়িত।" এই সকল কথা মনে

হইতেই এলবার্ট গাড়ীর পেছনে ছুটিল এবং কোনপ্রকারে কষ্টেস্বষ্টে পশ্চাৎদিক দিয়া গাড়ীর উপরে পড়িল। -শকটচালকের আসনে সে গিয়া দেখিল, লাগাম ঘোড়া দুইটির মাথায় জড়াইয়া ঝুলিতেছে, ধরিবার উপায় নাই। সুতরাং সে ধাবন্ত ঘোড়া দুইটির মাঝখানে বোমের উপর দিয়া অগ্রসর হইল, এবং ঘোড়ার মাথার কাছে গিয়া দুই পায়ে দুই-দিককার চেনের উপর ভর করিয়া বোমের উপর চড়িয়া বসিল ও লাগাম দখল করিয়া নিল। তারপর সে জোরে লাগাম টানিয়া ঘোড়া দুইটির মাথায় মাথায় ঠোকা লাগাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমনি করিয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে থামাইয়া ফেলিল, এবং ইহাতে আর কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করিল।

এই বিবরণ হইতে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে "প্রস্তুত থাকিবার" উপদেশ পাই—এমন কি, অতি সাধারণ ভাবে বেড়াইবার সময়, বা বন্ধুদের সহিত কথা বলিবার সময়ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যেন কোন মানুষ বিপদে পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্যে ছুটিয়া যাইতে পারি।

বিবিধ দুর্ঘটনা

তোমাদের চোখের উপর কত রকম দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহার তালিকা করা যায় না ি মূল কথা, স্কাউটের স্মরণ থাকা চাই যে, তার মাথা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকিবে, যে কোন মুহূর্ত্তে তার ঠিক কর্ত্তব্য কি, তা সে বুঝিবে, এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনায়ও সে মানুষের মত কর্ত্তব্যপালন করিবে।

দ্বিতীয় 'লে' ট্রুপের স্কাউট এল্. রাড্ স্থ-বেরী নামক স্থানে একটি বালিকাকে খেলা করিতে দেখিল। তখন গাড়ী খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সে ছুটিয়া গিয়া টপকাইয়া, ট্রেনের মুখে লাইন পার হইয়া

একেবারে অন্তিম মুহূর্ত্তে বালিকাকে টানিয়া আনিল। বালকের মাথায় খুব চোট লাগিয়াছিল, এবং কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই বালকের যদি ক্ষিপ্রতার অভাব থাকিত, অথবা তার বুকের পাটা সে রকম না হইত, তবে বালিকাটির প্রাণরক্ষা পাইত না। রাড্ সাহসিকতার জন্য ব্রোঞ্জ মেডেল পাইয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রথম "ব্লোয়েম্ফন্টিন ট্রুপের স্কাউট, জে.সি. দাবেল দেখিতে পাইল একটি ছোট বালিকা ঘরের ছাদের উপর বৈদ্যুতিক তারে জড়াইয়া গিয়াছিল। দাবেলকে সাবধান করা হইল সেখানে গেলে তাহারও প্রাণ যাইতে পারে; তথাপি সে উপরে উঠিয়া বালিকাটিকে নামাইয়া আনিল। বালিকাটি বাঁচিল না, স্কাউটের গায়েও বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিয়াছিল।

প্রথম ইল্কেষ্টন ট্রুপের স্কাউট গ্রিগরী এক খনিতে কাজ করিতেছিল, এক অদ্ভুত রকম ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল, মাল গাড়ীর ট্রেন একস্থানে শিকল ছিঁড়িয়া বেসামাল ভাবে খনির ভিতর জোরে ছুটিয়া পড়িতেছে। সে তৎক্ষণাৎ ট্রেনের সম্মুখ দিয়া লাইন পার হইল এবং নিরাপদজনক কবজাটি (safety blocks) যথাস্থানে বসাইয়া ট্রেন থামাইয়া দিল। গ্রেগরী যদি তৎক্ষণাৎ সাহসের সহিত এই কাজটি না করিত, তবে হয়ত বহু লোকের প্রাণ যাইত। এই কার্য্যের জন্য সে রজত পদক পাইয়াছিল।

প্রথম অ্যাথার্টোন্ ট্রুপের স্কাউট লক্লি এক মেলায় একটি নাগরদোলা দেখিতেছিল; নাগরদোলাটি কোন বাষ্পীয় যন্ত্র হইতে সঞ্চারিত বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হইতেছিল। লক্লি দেখিতে পাইল, ইঞ্জিন চালকের হেলিয়া পড়ার ফলে পরিধেয় বস্ত্র কলের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে এবং চাকার টানে লোকটি কলের তলার দিকে পড়িয়া যাইতেছে। লক্লি অল্প অল্প ইঞ্জিন চালনার কাজ শিখিয়াছিল; তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া

ইঞ্জিনের উপর উঠিয়া লেভার টানিয়া ধরিল, এবং মৃত্যুমুখ হইতে লোকটির প্রাণ বাঁচাইল।

কিরূপে সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয় কোন্ মুহূর্ত্তের কি কর্ম্ম, তাহা জানিতে হয় এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয় তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে একজন রোভার স্কাউট এই প্রকার আচরণের দ্বারা স্কাউট রজত ক্রুশ (Scout Silver Cross) পুরস্কার পাইয়াছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ণ ৭-৩০ মিনিটের সময় বাক্‌ল্যাণ্ড নামক খেয়া জাহাজ কলিকাতা হইতে হুগলী নদী পার হইয়া হাওড়ায় যাইবার জন্য চাঁদপাল ঘাটের ফ্ল্যাটডিঙ্গা (Pontoon) হইতে নঙ্গর তুলিয়াছিল। তখন একখানি খেয়া নৌকা (ডিঙ্গী) হাওড়ার দিক হইতে আসিতেছিল, হঠাৎ ঘাটের কাছে ভাসমান বোয়ার (Buoyএর) সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া গেল, এবং ফ্ল্যাট ও বাকল্যাণ্ড জাহাজের মাঝখানটাতে আসিয়া পড়িল। নৌকার পাঁচজন যাত্রী সংঘর্ষের বিপদ আশঙ্কা করিয়া নৌকা হইতে জলে লাফাইয়া পড়িল। বাকল্যাণ্ড জাহাজ হইতে তৎক্ষণাৎ লাইফবেল্ট ছুড়িয়া দেওয়াতে যে চারিজন সাঁতার জানিত তাহারা তাহা ধরিয়া নৌকা ও ফ্ল্যাটের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাহাদিগকে তুলিয়া লওয়া হইল। পঞ্চম যাত্রী সাঁতার জানিত না; সে নদীস্রোতে ভাসিয়া চলিল। সেই সময় একজন রোভারস্কাউট বাকল্যাণ্ড জাহাজে ছিল; সে তৎক্ষণাৎ তাহার কোট খুলিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জাহাজ হইতে প্রায় ১৫গজ দূরে সে লোকটিকে ধরিয়া জাহাজের দিকে টানিয়া আনিতে লাগিল। মধ্যপথে একটি খুঁটি পাইয়া দুইজনে তাহা ধরিয়া রহিল; অবশেষে অন্য একখানা ডিঙ্গী নৌকা তাহাদিগকে তুলিয়া আনিল। সেই সময় খুব বেগে জোয়ার

আসিয়াছিল, তাছাড়া বৎসরের ঐ ঋতুতে হুগলি নদীর জল কৰ্দ্দমাক্ত থাকে এবং নদীর স্রোত ও আবর্ত্তসকল বিপদপূর্ণ হইয়া উঠে।

সুতরাং এই রোভার যে স্কাউট বালকদের রজত ক্রুশ পুরস্কার পাইয়াছিল, তাহা সৎপাত্রেই সাধু কার্য্যের জন্য অর্পিত হইয়াছিল।

পাগলা কুকুর

কুকুর যখন পাগল হয়, সে চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়ায়, এবং সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। নিকটে যখন কোন কুকুর পাগল হয়, তখন কি করা কর্ত্তব্য, তাহা প্রত্যেক স্কাউটেরই শিখিয়া রাখা আবশ্যক; এবং কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সততই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। একদিন স্যার টমাস্ ফাওয়েল বাক্সটন্ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কুকুরও ছিল। কুকুরটি হঠাৎ পাগল হইয়া সহরের মধ্য দিয়া দৌড়াইতে লাগিল।

স্যার টমাস্ কুকুরকে রাস্তার পাশের দিক দিয়া নিয়া এক বাগানের ভিতর ঢুকাইলেন। তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া কুকুরের নিকট দৌড়াইয়া গেলেন এবং তাহার ঘাড় ধরিয়া ফেলিলেন; কুকুর তাঁহাকে কামড়াইতে পারিল না। তখন মানুষ ও কুকুরে চলিল এক প্রচণ্ড লড়াই।

ইতিমধ্যে বাগানের মালী একগাছি শিকল আনিলে তিনি সেই শিকলদ্বারা কুকুরটিকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং শিকলের অন্য প্রান্ত একটি গাছের সঙ্গে না বাঁধা পর্য্যন্ত কুকুরকে ছাড়িলেন না। কুকুর এতই ক্ষেপিয়া গেল যে, কামড়াইয়া শিকল ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় হইল। স্যার টমাস্ বড় আর একটি শিকল লইয়া কুকুরকে পুনরায় আরও দৃঢ়রূপে বাঁধিতে গেলেন। বাগানের একটি উকন ঠেঙ্গা (Pitch Fork) লইয়া

প্রথমে তিনি কুকুরের গলা চাপিয়া ধরিলেন, তারপর দ্বিতীয় শিকল দ্বারা তাকে পুনরায় বাঁধিলেন, কুকুরকে পূর্ব্বের ন্যায় সেই গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া উকন ঠেঙ্গাটি সরাইয়া লইতেই, কুকুর এমনই লাফাইয়া উঠিল যে প্রথম শিকল ছিঁড়িয়া পড়িল; সৌভাগ্যক্রমে নূতন শিকল কুকুরকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই কুকুরটি মরিয়া যায়।

কুকুর কামড়াইতে আসিলে তোমার সম্মুখে একগাছি লাঠি অথবা তাহার অভাবে একখানা রুমাল, দুইহাত ফাঁক করিয়া ধরিয়া রাখ। সাধারণতঃ কুকুর তোমাকে কামড়াইবার পূর্ব্বে, সম্মুখের থাবা দ্বারা লাঠি বা রুমাল ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। এই সুযোগে তুমি তাহার চোয়ালের নীচে খুব জোরে পদাঘাত করিতে পারিবে।

জীবনরক্ষা অনুশীলন

'স্ক্রাম্' ('Scrum') অভ্যাস কর, অগ্নিস্থান হইতে জনতাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য লাঠি দ্বারা বেরা প্রস্তুত কর।

জলে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে তুলিয়া আনা এবং ধ্বস্তাধ্বস্তি করা অভিনয়ের দ্বারা অভ্যাস কর।

একজনের উপর অপর এক ব্যক্তি পিস্তল ছুড়িতে যাইতেছে;—তাহাকে কি প্রকারে বারণ করিবে।

লম্বা খুঁটী, টুয়াইন সূতা এবং ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা মই প্রস্তুত কর। অগ্নিনির্ব্বাপক জলের নল (Fire plugs), জলাকর্ষণ নল (Hydrants), পুলিসের থানা বা বীট, অগ্নিজ্ঞাপক (Fire alarms), অগ্নি প্রতিকার কার্য্যালয় (Fire Stations). চলন্ত হাঁসপাতাল (Ambulance), এবং হাসপাতাল কোথায় আছে, তাহা স্কাউটগণকে শিক্ষা দিবে।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী ঃ

The Book of Swimming and Diving," by Sid Hedges. Price 4s. 6d. nett, (Hutchinson.)

"Swimming Self-Taught." Price 6d.

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২৫

অপরকে সাহায্যদান

প্রাথমিক প্রতিবিধান—জলে ডুবিয়া যে ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়াছে, কিরূপে তাহার জ্ঞান ফিরাইতে হয়—কি প্রকারে রোগীকে বহন করিতে হয়

প্রাথমিক সাহায্য দান

* * [উপদেষ্টাগণের জন্য উপদেশ—"প্রাথবিক সাহায্যদান শিক্ষা দিবার সময়, প্রারম্ভেই এক ভুল করা হয় ;—প্রকৃত বিপদের সময় কি ভাবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সহিত অর্জ্জিত জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহা না শিখাইয়া বরং কিরূপে বালকেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন কোন রেলষ্টেশনে যে স্কাউট বালক ধনুষ্টঙ্কার রোগগ্রস্ত শিশুর সেবায় নিযুক্ত হইয়া, ইঞ্জিনের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া হঠাৎ ইহাকে এক বালতি গরমজলে ডুবাইয়া তুলিয়াছিল, সেই ঠিক কাজ করিয়াছিল। তার মাকে সে এইরূপ করিতে দেখিয়াছিল। অতএব বালকদিগকে শিক্ষা দিবার সময় অস্থি ইত্যাদির ল্যাটিন নাম শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা বরং দৃষ্টান্ত ও

ঘটনারই ব্যবহার করিবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে "প্রাথমিক প্রতিবিধানে"র বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু এই ক্যাম্প-ফায়ারী কথার শেষভাগে যে সকল পুস্তকের নাম আছে, তাহাতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। তাছাড়া ৮নং, ৯নং, ১০নং এবং ১৬নং "স্কাউট চার্টে"ও এই বিষয়ে অনেক কথা আছে, প্রত্যেক চার্টের মূল্য তিন পেনি] * *

কোনস্থানে এক ব্যক্তি আহত হইয়া পড়িয়াছে; তুমি একাকী আছ; নিকটে আর কেহ নাই;—এই অবস্থায় কি করিতে হইবে? লোকটি যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, তাহাকে চিৎ করিয়া রাখ। শরীর অপেক্ষা মাথা কিছু উঁচুতে থাকিবে যেন তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া না যায়, এবং সে যদি বমি করে বা তার মুখ দিয়া জল বাহির হয় সেইগুলি যেন পাশ দিয়া গড়াইয়া মুখ হইতে আপনা আপনি গড়াইয়া পড়িয়া যায়, এইজন্য মাথাটা একদিকে একটু কাৎ করিয়া রাখ। গলার এবং বুকের কাপড় ঢিলা করিয়া দাও। পরীক্ষা করিয়া দেখ, শরীরের কোন্ স্থানে আঘাত লাগিয়াছে এবং "প্রাথমিক প্রতিবিধান" বিষয়ে যাহা শিখিয়াছ অবস্থা বিবেচনায় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার কর। লোকটিকে যদি অজ্ঞান অবস্থায় পাইয়া থাক তবে প্রথম তাহার চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোন চিহ্ন পাও কি না। কোন চিহ্ন দেখিলে তাহা এবং অজ্ঞান ব্যক্তি কি ভাবে পড়িয়াছে ইত্যাদি বিষয় উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া টুকিয়া লও। কারণ ইহাও শেষে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে যে এই ব্যক্তি অন্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

* * [ইহার অনুশীলন কর, একজন হইবে আহত ব্যক্তি, অন্যজন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। আহত ব্যক্তির চারিদিকে চিহ্ন রচনা করিয়া রাখিবে] * *

প্যাট্রোল লইয়া বাহির হইলে, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে অথবা কোন আহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে প্যাট্রোল নায়ক একজন স্কাউটকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের নিকট পাঠাইবে, অন্য একজন স্কাউট সহনায়ক নিজে রোগীর শুশ্রূষা করিবে। সহকারী নায়ক অন্যান্য স্কাউটকে জল বা কম্বল আনয়ন করা, ক্যাম্বিস্ শয্যা প্রস্তুত করা, লাঠির সাহায্যে বেড়া প্রস্তুত করিয়া জনতা দূরে রাখা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত রাখিবে।

সাধারণতঃ রোগীকে সম্পূর্ণরূপে স্থির ও শান্তভাবে রাখাই সবচেয়ে ভাল। প্রয়োজন না হইলে, তাহাকে সরাইতে চেষ্টা করিবে না। এবং সে একটু সুস্থবোধ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিবে না।

* * [ইহার অনুশীলন কর] * *

জলমগ্নব্যক্তির জ্ঞানসঞ্চার প্রণালী

যে ব্যক্তি জলে ডুবিয়া অজ্ঞান হইয়াছে, তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে হইলে, তাহার ফুস্‌ফুসে যে জল প্রবেশ করিয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ নিঃসারণ করা প্রয়োজন। এই জন্য তাহাকে এমন ভাবে কাৎ করিয়া দিবে যেন তাহার মুখ নীচের দিকে থাকে, এবং মাথা ঝুলিয়া পড়ে। তারপর তাহার মুখ খুলিয়া রাখিবে ও জিব টানিয়া ধরিবে যেন অনায়াসে মুখ দিয়া জল আসিতে পারে। রোগীর দেহের ভিতর হইতে জল নিঃসারণ করিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইবে, এই অবস্থাতেও শরীর কিছু ঝুলিয়া থাকিবে এবং জিহ্বা বাহির করিয়া রাখিবে; তাহার শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইলেই তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিবে; কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া থাকিলে, তাহা চালনা করিবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবে।

শ্বাস চালনা করিবার নানাবিধ প্রণালী আছে; তন্মধ্যে "সেফারী কায়দা"ই ("Schafer System") সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। এই প্রণালী আর কিছু নয়, রোগীকে "উপুড়" করিয়া শোয়াও, চাপ দিয়া তাহার ভিতর হইতে বাতাস বাহির করা, এবং আবার তাহা ভিতরে প্রবেশ করান।

(১) রোগীকে জল হইতে তুলিয়াই, তাহার পরিহিত কাপড়-চোপড় খুলিবার বা শ্লথ করিবার চেষ্টা না করিয়া, মুখ নীচের দিকে রাখিয়া এবং হাতখানা উপরের দিকে বিস্তৃত ও সটান করিয়া 'উপুড়' করিয়া শোয়াইবে। ভিতরের জল যাহাতে সহজে বাহির হইয়া আসে, তজ্জন্য মুখখানা একটু পাশ ফিরাইয়া দিবে। অতঃপর, রোগীর মাথার দিকে তোমার মুখ রাখিয়া তাহার পাশেই জানু পাতিয়া কিম্বা রোগীর দুই দিকে দুই-পা দিয়া বসিবে।

(২) রোগীর কোমরের উপর দুই দিকে, দুই হাত রাখিবে; তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলী দুইটি সমান্তরাল ভাবে প্রায় পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকিবে এবং তোমার অন্যান্য অঙ্গুলী রোগীর বুকের পাঁজরের সর্ব্বনিম্ন অস্থি স্পর্শমাত্র করিবে।

(৩) হাত সোজা রাখিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়, যেন তোমার শরীরের ভার তোমার হাতের কব্জার উপর পড়ে। তারপর রোগীর কোমরের উপরে ধীর ও অবিচলিত ভাবে নিম্নমুখী চাপ দিতে থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে এক-দুই-তিন গণনা কর; যেন রোগীর পাকস্থলীতে মাটির চাপ লাগে, এবং তাহার বুকের বাতাস বাহির হইয়া পড়ে।

(৪) তারপর তোমার শরীর পশ্চাতে হেলাইয়া, হাতের মুঠো না ছাড়িয়া, রোগীর শরীরের উপরে যে তোমার শরীরে চাপ প্রয়োগ করিয়াছিলে তাহা শ্লথ কর। আস্তে আস্তে এক-দুই গণনা কর।

এইরূপে তোমার শরীরদ্বারা রোগীর শরীরের উপর দিয়া একবার

সম্মুখে ঝুঁকিয়া এবং অন্য বার পশ্চাতে হেলিয়া, পর্য্যায়ক্রমে চাপ দাও এবং তুলিয়া নাও। ইহাতে মাটিতে তাহার পেট চাপিয়া বসিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুক ও মুখের বাতাস বাহির হইয়া আসিবে, এবং পরে চাপ শ্লথ হওয়াতে পুনরায় বাতাস তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবে। যে পর্য্যন্ত না রোগী আপনা হইতেই নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে, সেই পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালাইবে।

এক মিনিটে প্রায় ১২ বার চাপ দেওয়া প্রয়োজন। রোগী শ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলেই আর তাহাকে চাপ দিবে না। কিন্তু তখনও রোগীকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি আবার তাহার শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে পুনরায় চাপ দেওয়া আরম্ভ করিবে। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস চালনা না হওয়া পর্য্যন্তই চাপ দিতে থাকিবে।

অনন্তর তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় শোয়াইবে, এবং তাহার শরীর গরম করিবার চেষ্টা করিবে, যেমন তাহার দুই উরুর মধ্যে, বগলে এবং পায়ের তলায় গরম ফ্ল্যানেলে অথবা বোতলে গরম জল লইয়া সেই বোতলের সেক্ দিবে; ভিজা কাপড় সব খুলিয়া লইবে, এবং গরম কম্বল শরীরে জড়াইয়া দিবে। রোগীকে প্রশ্ন করিয়া বা অন্য কোনরূপে বিরক্ত করিবে না, বরং যাহাতে সে শান্তমনে ঘুমাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু অন্ততঃ এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহাকে অতিশয় সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিবে।

এখন দুইজন স্কাউট মিলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি কয়েকবার অভ্যাস কর, কখন কি করিতে হইবে, ভালরূপে অভ্যাস করিয়া লও;—যেন সত্যসত্যই কাহারও প্রয়োজন হইলে; প্রতীকার করিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত (Be prepared) থাকিতে পার। এই প্রণালীর নাম সেফারী কায়দা (Schafer method)। জলে নিশ্বাস বন্ধ হইলে যেমন ইহা

প্রয়োগ করা যায়, তেমনই ধোঁয়া কি বাষ্পের ঝাপটায় শ্বাসবন্ধ হইলেও এই প্রক্রিয়াই কার্য্যকরী হয়।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস চালানো—শেফারী কায়দা

* * [স্কাউটেরা, দুই দুই জনে মিলিয়া এই প্রক্রিয়া অভ্যাস করিবে।] * *

অন্ত্রোপাঙ্গ প্রদাহ (Appendicitis) :—কেহ কেহ এই রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পড়ে; যদিও সাধারণতঃ পূর্ব্ব হইতেই শরীরে অসুখ বোধ হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে, পাকস্থলীতে, নাভীর নীচে দুই ইঞ্চি ডান দিকে, তীব্র যাতনা অনুভূত হয়। রোগী সাধারণতঃ যাতনা উপশমের জন্য ডান পা উপরের দিকে টানিয়া শয়ন করে। তাহার শরীরের উত্তাপও বৃদ্ধি পায়। এরূপ অবস্থায় কোনও পথ্য দিবে না, কেবল গরম সেক দিতে থাকিবে। ডাক্তারের জন্য লোক পাঠাইতে বিলম্ব করিও না।

দ্রাবক-দাহ (Acid Burning) :—অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন স্ত্রীলোক একটি লোকের মুখে ভিট্রিওল (Vitriol) ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। ইহা একটি অতি ভীষণ দ্রাবক, শরীরের যে স্থানে পড়ে, সেই স্থান দগ্ধ করিয়া মাংস পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই এক

জন পুলিসের লোক ছিল—সে ইহার প্রতিকার জানিত। সে তৎক্ষণাৎ ঈষদুষ্ণ জলে কিছু সোডা মিশাইয়া এসিড্ (acid) ধুইয়া ফেলিল, এবং যাহাতে বাতাস না লাগে এবং যাতনার লাঘব হয়, সেই জন্য তাহাতে ময়দার প্রলেপ লাগাইয়া দিল—যেমন আগুনে পুড়িলে দেওয়া হয়।

ব্যাণ্ডেজ (Bandage):—ভাঙ্গা হাড় বাঁধিবার জন্য একখানা ভাল ও বড় তিনকোণা ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন। ইহার দুই বাহু চল্লিশ ইঞ্চি করিয়া লম্বা হইবে।

ভাঙ্গা হাত কিম্বা স্কন্ধের অস্থির (collar bone-এর) জন্য ঝুলনা (sling) প্রস্তুত করিতে হইলে ব্যাণ্ডেজটি দ্বারা রোগীর গলায় ঝুলাইয়া বাঁধ, ব্যাণ্ডেজের দুই প্রান্ত রিফ্নট্ (reef-knot) দ্বারা সংযুক্ত করিবে; আহত হাতের দিকে ব্যাণ্ডেজের সূক্ষ্ম কোণ থাকিবে। হাত এই ঝুলনায় (slingএ) স্থাপন করিবে; এবং শীর্ষকোণকে হাতের পশ্চাৎ দিকে ঘুরাইয়া সেফটিপিন্ দ্বারা এমন ভাবে বাঁধিবে, যেন হাতের কনুই ঝোলার (sling) মধ্যে থাকে।

রক্তপাত (Bleeding):—শরীরের কোন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যদি খুব বেশী রক্তপাত হইতে থাকে, তবে আহত স্থানের ঠিক উপরে অর্থাৎ হৃদ্পিণ্ড হইতে যেদিকে আহত স্থানে শোণিতপ্রবাহ চলিতেছে, সেই দিকে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা জোরে চাপিয়া ধর, এবং রক্তপ্রবাহের গতি বন্ধ কর। তৎপর চ্যাপটা নুড়ী অথবা তদনুরূপ কোন শক্ত দ্রব্য দ্বারা প্যাড্ (pad) প্রস্তুত করিয়া, তাহা আহত স্থানের উপরে বাঁধিয়া দাও। তথাপি শোণিত বন্ধ না হইলে, আহত স্থানের ঠিক উপরে, প্রথমতঃ যে স্থানে আঙ্গুলের

চাপ দিয়াছ সে স্থানে, একখানা রুমাল কি পাতলা কাপড় ঢিলা করিয়া বাঁধ এবং রুমালের বাঁধনের ভিতরে একটি ছড়ি ঢুকাইয়া দিয়া ছড়িটি ঘুরাইতে থাক, তাহাতে রুমাল শক্ত হইয়া বাঁধা পড়িবে এবং তাহার চাপে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে।

* * [স্কাউটগণ ইহা অভ্যাস করিবে] * *

সম্ভব হইলে, শরীরের আহত স্থানকে অন্যান্য অঙ্গ হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবে। বরফ পাওয়া গেলে, আহত স্থানে বরফ, শীতল জল কি ভিজা নেকড়া স্থাপন করিবে।

কোন স্থান হইতে পড়িয়া গিয়া কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িলে এবং সঙ্গে সঙ্গে কান দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইলে, বুঝিতে হইবে মাথার খুলিতে আঘাত লাগিয়াছে। রোগীকে যথাসম্ভব স্থির করিয়া রাখিবে, "নাড়া-চাড়া" করিবে না। আঘাত পাইয়া সে যে স্থানে পড়িয়াছে, সেই স্থানে রাখিয়াই শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। রোগীর মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জল দাও। ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত এই ভাবে স্থির করিয়া রাখ। মুখে থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠিলে অথবা গলা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে বুঝিতে হইবে শরীরের অভ্যন্তরে আঘাত লাগিয়াছে। অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের বা পাকস্থলীর কোন রক্ত-কোষ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে রোগ যতটা সাজ্যাতিক নহে, তদপেক্ষা বেশী বলিয়া মনে হয়। পাতলা লাল রক্ত মুখের ফেনার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলে বুঝিবে, ফুস্‌ফুসে আঘাত লাগিয়াছে। যে লক্ষণই দৃষ্ট হউক না কেন, রোগীকে স্থির শান্ত করিয়া রাখিবে। শীতল জল পান করিতে কিম্বা বরফ চুষিতে দিবে।

কোন রোগীর বেশী শোণিতপাত হইলেও ভয় পাইবে না। প্রাচীন কালে ইংলণ্ডের নাপিতেরা পাঁচ ছয় পেয়ালা রক্ত একজন মানুষের শরীর হইতে বাহির করিত।

রক্তে বিষ সংযোগ (Blood poisoning) :—কোন ক্ষতস্থানে ময়লা লাগিলে দেহের রক্ত বিষাক্ত হইতে আরম্ভ করে। ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠে, বেদনা হয়, শিরাগুলি লাল হইয়া উঠে। গরম জলে সেক দেওয়াই উৎকৃষ্ট প্রতীকার।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থিভঙ্গ (Broken Limbs) :—কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া কিরূপে বুঝিতে পারিবে? শরীরের যে স্থানের অস্থি ভঙ্গ হইয়াছে, সেই স্থান ফুলিয়া যায়, বেদনা হয়। কখনো কখনো হাড় অস্বাভিকভাবে বাঁকিয়া যায়। রোগী ভাঙ্গা অঙ্গ নাড়িতে পারে না। ভাঙ্গা হাড় কিছুতেই নাড়াচাড়া করিবে না, কিন্তু হাড় সোজা রাখিয়া যথাস্থানে বসাইয়া শক্ত কোন দ্রব্য দিয়া বাঁধিয়া দিবে। এবং রোগীকে তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে কিম্বা হাসপাতালে পৌছাইয়া দিবে।

পোড়া :—যাহার শরীর পুড়িয়া গিয়াছে, তাহার শুশ্রূষা করিবার সময় তাহার পরিহিত কাপড় খুব ধারাল কাঁচি বা ছুরি দ্বারা কাটিয়া খুলিবে। সুস্থ মানুষ জামা প্রভৃতি যে প্রকারে টানিয়া খুলে সেই প্রকারে টানিয়া খুলিবে না। কাপড়ের কোন অংশ যদি পোড়া মাংসের সহিত লাগিয়া বসিয়া যায়, তাহা টানিয়া আনিবে না; ধারাল কাঁচি দ্বারা কাপড় যতদূর কাটিতে পারা যায়, ততদূর কাটিয়া লইবে। পোড়া গায়ে বাতাস লাগিলেই অতিশয় যাতনা বোধ হয়, সুতরাং যত শীঘ্র পার ঘায়ে বাতাস না লাগার ব্যবস্থা করিবে। বাতাস লাগিতে না দিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, খড়ি মাটি (খুব মিহি ভাবে গুঁড়া করিয়া) অথবা পরিষ্কার ভাল ময়দা ঘায়ের উপর ছড়াইয়া দিবে; অথবা নারিকেল তৈল কি তিসির তৈলে লিণ্ট (lint) ভিজাইয়া ঘায়ের উপর বসাইয়া দিবে; এবং অবশেষে "Cotton wool" দ্বারা সমুদয় ক্ষতস্থান জড়াইয়া দিবে, কিম্বা তাহাতে তৈল ঢালিয়া দিবে। রোগীকে গরম রাখিবে এবং গরম চা,

গরম দুধ, অথবা মদ্য (spirits) এবং জল পান করিতে দিবে। মেজর জন্ গ্যারোওয়ে, এম্-ডি, বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন, দগ্ধস্থানের যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য ময়দা বা তৈল না দিয়া, এক টুকরা কাগজ ক্ষত স্থানের উপরে খুব টান করিয়া বসাইয়া দিবে, তাহাতে কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে যাতনার উপশম হইবে।

শ্বাসবন্ধ (Choking) :—গলাবন্ধ (collar) ঢিলা করিয়া দাও, এক হাতে রোগীর নাক ধর এবং অন্য হাতের তর্জ্জনী বা চামচের গোঁড়া দ্বারা তাহার কণ্ঠনালী পরিষ্কার করিয়া দাও। জিহ্বামূল বা আল্‌জিবে চাপ দিলে রোগী বমি করিবে ও শ্বাসরোধক দ্রব্যটি বাহির হইয়া পড়িবে। সামান্য রকমের শ্বাসরোধ হইলে, মাথা পেছনের দিকে হেলাইয়া ধর এবং রুটির টুকরা ছোট ছোট বড়ির মত করিয়া, তাহার কয়েকটি জলের সহিত সেবন করাইয়া দাও। কখনো কখনো পিঠে বেশ ভাল রকম থাপ্পড় বসাইয়া দিলেও কাজ হয়।

কখনো কখনো কণ্ঠনালীতে কোন স্থান হঠাৎ ফুলিয়া গিয়াও শ্বাসরোধ হইতে পারে। এইরূপ লক্ষণ দেখিলে ফুটন্ত গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া গলায় গরম সেক দিবে ; এবং বরফ চুষিতে দিবে কিম্বা ঠাণ্ডা জল পান করাইবে।

আঘাতস্তম্ভ (Concussion or Stunning) :—পড়িয়া গিয়া অথবা মস্তকে আঘাত লাগিয়া মানুষ হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়ে। এই সময় রোগীকে কোন মদ্যজাতীয় মাদক পানীয় বা উত্তেজক কিছু সেবন করাইলে, কিম্বা নাড়াচাড়া করিলে রোগীর পক্ষে তাহা মারাত্মক হইবে। সম্ভব হইলে ২৪ ঘণ্টা তাহাকে এক জায়গায় স্থির করিয়া রাখিবে। এবং মাথায় বরফ কিম্বা ঠাণ্ডা জলের পট্টি দিবে। যদি নাক বা কান দিয়া রক্ত কি জলীয় পদার্থ নির্গত হয়, তবে বুঝিবে, সম্ভবতঃ মাথার খুলি

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খুলি ভাঙ্গিলে বড় বিপদের কথা। এই সময় রোগীকে একস্থানে সুস্থিরভাবে রাখাই বেশী প্রয়োজন।

তড়িৎ সংঘাত (Electric-Shock) :—প্রায়ই মানুষ বৈদ্যুতিক তার বা রেল স্পর্শ করিলে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। রোগীকে তৎক্ষণাৎ রেল হইতে সরাইয়া আনিবে—কিন্তু সেই সময় নিজে সাবধান হইবে, যেন তোমার গায়ে shock না লাগে। প্রথমতঃ কাচ পাওয়া গেলে তার উপর, নচেৎ শুষ্ক কাঠের উপর কিম্বা রবারের জুতা পায়ে দিয়া দাঁড়াইবে। রোগীকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে হাতে রবারের দস্তানা (gloves) পরিয়া লইবে। এই সকল দ্রব্য পাওয়া না গেলে, তোমার হাত শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা পুরু করিয়া জড়াইয়া লইবে এবং রোগীকে লাঠি দ্বারা সরাইয়া আনিবে।

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী দেশের সেণ্ট্ ওয়েন (St. Ouen) নামক স্থানে একটি বালক প্রজাপতি ধরিতেছিল; সে বৈদ্যুতিক রেলওয়ের বিদ্যুৎপ্রবাহযুক্ত রেলের উপর পড়িয়াই মারা গেল। একজন পথিকও তাহাকে তুলিতে গিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইল। একজন ইষ্টক-নির্ম্মাতা দৌড়িয়া গেল এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া সেও তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। এই দুই ব্যক্তি এরূপ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য তাহা আগে শিখে নাই, তাই পরকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেদের জীবন হারাইল।

মূর্চ্ছা (Fainting) :—তোমার রোগী যদি মূর্চ্ছা যায় এবং তার মুখ সাদা দেখায় (মাথায় রক্তের অভাবই মূর্চ্ছার কারণ), তবে তাকে বসাইয়া তাহার মাথা দুই জানুর মধ্যে নত করিয়া ধরিবে। কোন স্নায়ু (যেমন চক্ষুকোটরের উপরের স্নায়ু) চাপিয়া ধরিলে জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে পারে, অথবা নস্যি দিলেও রোগী সুস্থ হয়। যদি রোগীর মুখ লাল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিবে, মাথায় বেশী রক্ত উঠিয়াছে, মাথা

তখন তুলিয়া ধরিবে। সন্ন্যাস রোগ বা সন্দিগর্ম্মিতে মাথায় রক্ত উঠে।

শরীরের চামড়ায় বড়শী বিদ্ধ হওয়া :—সেদিন আমার চামড়ায় একটি বড়শী বিঁধিয়াছিল। ছুরি লইয়া প্রথমে টোপ ও সূতা কাটিয়া ফেলিলাম। তারপর বড়শীটি সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিতেই তার আগা চামড়ায় আসিয়া ঠেকিল। ছুরি দিয়া চামড়া একটু কাটিয়া দিতেই বড়শীর আগা সহজেই বাহির হইয়া পড়িল। তখন আগায় ধরিয়া টান দিয়া সমস্তটা বড়শী বাহির করিয়া নিলাম। বলা বাহুল্য, বড়শীতে উল্টো কাঁটা থাকাতে পিছন দিকে টানিয়া উহা বাহির করা যায় না।

ফিট্স্ (Fits) :—একটি লোক হঠাৎ চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল, হাত পায় আক্ষেপ ও বিক্ষেপ হইতে লাগিল, মুখে ফেনা বাহির হইল। তখন বুঝিবে লোকটির ফিট্ হইয়াছে। দাঁত দিয়া যাহাতে জিব কামড়াইয়া ধরিতে না পারে, তজ্জন্য দুই মাড়ীর মধ্যে একটি ছিপি বা কাঠের টুকরা গুঁজিয়া দিবে। এর বেশী কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। ফিটের পরে তাহাকে বেশ করিয়া ঘুমাইতে দিও।

তুষার দংশন (Frost bite) :—মেরুপ্রদেশে অথবা অত্যধিক শীতে মানুষ হিমদষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার কান, নাক, হাতের ও পায়ের আঙ্গুল ঠাণ্ডায় একেবারে জমিয়া যায়—শরীরের ঐ সকল স্থানে রোগী কোনরূপ বেদনা বা যাতনা অনুভব করে না, এই প্রত্যঙ্গগুলি অসাড় হইয়া পড়ে, এবং সাদা হইয়া মোমের মত হয়, অবশেষে বেগুনে হইয়া উঠে।

এই সকল লক্ষণ চোখে পড়িবামাত্র, বরফ দিয়া বা খালি হাতে হিমদষ্ট অঙ্গটি মর্দ্দন করিতে থাক, যে পর্য্যন্ত না তাহাতে রক্ত ফিরিয়া আসে।

এরূপ স্থলে রোগীকে উষ্ণতর ঘরে কিম্বা আগুনের নিকট নিয়া গরম করিতে কিছুতেই চেষ্টা করিবে না। গরম লাগিলেই স্থানটি চিরতরে অসাড় হইয়া পড়িবে।

চোখে ধূলাকুটা ঃ—রোগীকে চোখ রগড়াইতে দিও না। এইরূপ করিলে চোখে ব্যথা হইবে ও চোখ ফুলিয়া যাইবে এবং চোখে পতিত ধূলাকুটা বাহির করিয়া আনিতে অধিকতর কষ্ট হইবে। ইহা নীচের পাতিতে থাকিলে, নীচের পাতি যথাসম্ভব নিম্নমুখে টানিয়া ধর, তারপর ভিজা রুমালের কোণা কিম্বা সরু তুলি অথবা পাখীর পালকদ্বারা আস্তে আস্তে পতিত বস্তু বাহির করিয়া আন।

চোখের উপরের দিকে পড়িলে, উপরের পাতা "চক্ষুতারকা" হইতে উঁচাইয়া ধর এবং নীচের পাতাকে উপরের পাতার নীচে ঠেলিয়া দাও তাহা হইলে নীচের পক্ষ সাধারণতঃ উপরের চক্ষুপল্লবের অভ্যন্তর পরিষ্কার করিয়া আনিবে। আরও একটি প্রতীকার আছে। প্রত্যেক স্কাউট তাহা অভ্যাস করিবে। রোগীকে বসাইয়া তাহার পশ্চাৎ দিকে তুমি এমনভাবে দাঁড়াও, যেন রোগীর মস্তক তোমার বুকের উপর ভর দিয়া থাকিতে পারে। তারপর তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে কার্ড, দীপশলাকা কিম্বা চ্যাপটা অন্য কিছু রাখিয়া, রোগীর চক্ষুর উর্দ্ধপল্লবের উর্দ্ধদেশে স্থাপন কর; এবং পল্লবের অগ্রভাগ ধরিয়া শলাকার উপর দিয়া টানিয়া পল্লব উল্টাইয়া দাও। এইরূপে তাহা উল্টিয়া আসিলে, ভিজা রুমালের কোণা কিম্বা পাখীর পালক দ্বারা, ধূলাকুটা যাহা আছে বাহির করিয়া আনিবে। এবং চোখের পাতা পুনরায় যথাস্থানে নামাইয়া দিবে। চোখ বেশী ফুলিয়া গেলে, ঈষতুষ্ণ জলে ধুইয়া দিবে।

ধূলাকুটা চোখের ভিতরে কোন স্থানে গভীরভাবে বসিয়া গেলে, জলপাই তৈল কিম্বা ভেরেণ্ডার তৈল চোখের নীচের পাতিতে কয়েক

ফোঁটা দিবে। তারপর চোখ বন্ধ করিয়া তার উপর ভিজা প্যাড্ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে এবং ডাক্তারকে চোখ দেখাইবে।

* * [বর্ণিত পদ্ধতি অভ্যাস কর] * *

চক্ষু হইতে ধূলাকুটা বাহির করিবার জন্য কিরূপে চোখের তুলি প্রস্তুত করিতে হয়। একটুকরা কাগজ দুই ভাঁজ কর ও একখানা ধারাল ছুরি দ্বারা ইহাকে ৩০° ডিগ্রীর কোণবিশিষ্ট করিয়া কর্ত্তন কর। সূক্ষ্মাগ্র একটু ভিজাইয়া লও। তারপর

রোগীর চক্ষুতারকার উপর দিয়া চালাইয়া দাও, যেন চক্ষে পতিত দ্রব্যটিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ একটানেই দ্রব্যটি বাহির হইয়া আসে।

হিষ্টিরিয়া (Hysterics) ঃ—যাহাদের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে এরূপ লোকদের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের, উত্তেজিত হইলে, এই ক্ষোভোন্মাদ বা মূর্চ্ছা রোগ হয়। এবং তখন তারা হাঁপাইতে থাকে, কাঁদিতে থাকে অথবা চীৎকার করিতে থাকে। ইহার সর্ব্বোত্তম প্রতীকার, সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে এক ঘরে একাকী নিরালা বন্ধ করিয়া রাখিবে। তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিও না। এরূপ চেষ্টা করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইবে।

বিষ প্রয়োগ (Poisoning) ঃ—কোন ব্যক্তি কোন কিছু আহার করিয়াই যদি অসুস্থ বোধ করে, অথবা নিজেই বিষ ভক্ষণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় ; সর্ব্বপ্রথমেই তাহাকে কিছু দুধ কিম্বা কাঁচা ডিম খাইতে দাও, দুধ বা ডিম খাইলে পেটে সমুদয় বিষ একত্রিত করিয়া রাখিবে, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে দিবে না। তৎপর বিষদ্বারা মুখে ফোস্কা না পড়িলে কিম্বা মুখ দগ্ধ না হইলে, গরম জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পান করাও, তখন বমির সঙ্গে সমুদয় বিষ

বাহির হইয়া আসিবে। পাখীর পালক দ্বারা গলায় সুড়সুড়ি দাও; তাহা হইলেও বমি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উদর হইতে বিষ বাহির হইয়া পড়িবে। বিষ বাহির হইয়া আসিলে পর ডিম, দুধ এবং পাতলা চা খাইতে দাও। রোগী যে বিষ উদরস্থ করিয়াছে তাহা যদি এমন কোন এসিড হয়, যাহাতে অভ্যন্তর দগ্ধ করে, তবে তাহাকে বমি করাইবে না। কিন্তু দুধ অথবা ছল্লাদের (salad) তৈল খাইতে দিবে। রোগীর ঘুমের ভাব আসিলে তাহাকে জাগাইয়া রাখিবে—ঘুমাইতে দিবে না।

ধোঁয়া বা দূষিত বাষ্প (Smoke or Fumes) :—খনি, নর্দ্দমা এবং ঘরবাড়ী হইতে গ্যাস বাহির হইয়া ক্রমাগতই দুর্ঘটনা ঘটাইতেছে। কোন ব্যক্তিকে ধোঁয়া ইত্যাদি হইতে উদ্ধার করিতে যাইবার পূর্ব্বে, তোমার নিজের নাক ও মুখ ভিজা রুমাল দ্বারা আবৃত করিবে। তোমার মস্তক যথাসম্ভব মেজের কাছাকাছি নত করিয়া রাখিবে, এবং ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া, অজ্ঞান ব্যক্তিকে টানিয়া বাহিরে আনিবে। রোগীকে যত শীঘ্র সম্ভব পরিষ্কার বাতাসে বাহির করিয়া আনিবে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আনিবার উদ্দেশ্য এই—বেশী বিলম্ব ঘটিলে, তুমি নিজেই বিষাক্ত বাষ্প গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পার। রোগীকে বাহিরে আনিয়াই, তাহার গলার এবং বক্ষের পরিধান বস্ত্র ঢিলা করিয়া দিবে; তাহার "মুখে চোখে" জলের ঝাপটা প্রয়োগ করিবে, নাকের নীচে দগ্ধ পালক ধরিবে, যদি দেখ যে রোগীর নিশ্বাস বহিতেছে না। তবে পূর্ব্বে জলে ডোবার প্রতীকারের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই স্থলেও প্রয়োগ করিবে এবং তাহার দেহাভ্যন্তরে শ্বাস ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে।

সর্পদংশন :—ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ভয়ানক বিষাক্ত সর্প আছে। সুতরাং ভারতীয় স্কাউটগণের সর্পদংশনের প্রতীকার শিক্ষা

করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বিষাক্ত তীরের আঘাত এবং পাগলা কুকুরের কামড় ইত্যাদি দুর্ঘটনাতেও একই প্রতীকার প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, রোগীর শরীরের নাড়ী কয়েকবার চলিলেই তাহার সমস্ত শরীরে রক্তস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে, দংশনের বিষও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া প্রতীকার করিবে। প্রধান কথা এই ঃ বিষ যাহাতে ধমনীর ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় করিবে। শরীরের যে স্থান দষ্ট হইয়াছে, সেই স্থানের কিছু উপরে দড়ি কিম্বা রুমালদ্বারা কষিয়া বাঁধিয়া দিবে, যেন এই স্থানের বিষাক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিতে না পারে। তার পরে ক্ষতস্থান হইতে চুষিয়া চুষিয়া সমুদয় বিষ বাহির করিয়া আনিবে, সম্ভব হইলে ক্ষতটি আরো একটু কাটিয়া দিবে যেন যথেষ্ট রক্ত বাহির হয় ও তার সঙ্গে সমুদয় বিষ বাহির হইয়া পড়ে। বিষ তোমার মুখ দ্বারা চুষিয়া নিলে তোমার মুখে যদি কোন ক্ষত না থাকে তবে তোমার কোনই অনিষ্ট হইবে না। রোগীকে কফি, মদিরা প্রভৃতি উত্তেজকদ্রব্য বেশী করিয়া সেবন করাইবে। তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না, সমানে হাঁটাইবে, চিমটি কাটিয়া এবং চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে সজাগ রাখিবে।

অনুশীলনী—একজন সর্পদষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভান করিবে এবং অপরে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে। অভিনয়ের ভিতর দিয়া এই অভ্যাস চলিবে।

স্প্লিণ্ট্ বা কাঠের চিল্‌তা (Splints) ঃ—ভগ্নঅস্থি বাঁধিয়া রাখিবার জন্য যে শক্ত জিনিষ ব্যবহার করিতে হয় তাহাকে (চিল্‌তা) স্প্লিণ্ট্ বলে। যে কোন দ্রব্য দিয়া ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যেমন কাঠের ছোট তক্তা, স্কাউটের লাঠি, শক্ত করিয়া পাটকরা সংবাদপত্র ইত্যাদি ; স্প্লিণ্ট্ এতটুকু লম্বা হওয়া চাই যে, যে স্থলে হাড়

ভাঙ্গিয়াছে, তাহার উপরের ও নীচের সন্ধিস্থল (joints) পার হইয়া যায়। সম্ভব হইলে ভগ্ন অঙ্গের দুই দিকে দুইখানা স্থাপন করিয়া তাহার উপর পট্টি বাঁধিবে।

স্প্লিণ্ট্ এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত রুমাল কিংবা কাপড়ের লম্বা ফালি দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিবে; কিন্তু এত শক্ত যেন না হয় যে, ভগ্ন স্থানে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া পড়ে এবং স্ফীত স্থানের উপর চাপের দাগ পড়িয়া যায়।

* * [পটি বাঁধা অভ্যাস কর] * *

হুল ফোঁটা (Stings) :—বোলতার বিষ ক্ষারস্বভাব (Alkaline) অম্ল (acid) প্রয়োগে ইহার প্রতিক্রিয়া হয়, যেমন ভিনিগার অথবা কাঁচা পেঁয়াজের রস। মৌমাছির বিষ হইতে উৎপন্ন বিষ অম্লস্বভাব, ইহার প্রতীকার ক্ষারপ্রয়োগ (অ্যামোনিয়া বা সোডা)। এই প্রতীকার স্মরণ রাখিবার জন্য একটি কৌশল আছে। নীচের লাইনের কথাগুলির প্রথম অক্ষরের প্রতি মনোযোগ দাও—এমোনিয়া মৌমাছি বিষে, ভিনিগার বোলতা বিষে। (A)mmonia for (B)ee sting, (V)inegar for (W)asp sting)

আত্মহত্যা

কেহ আত্মহত্যা করিতে চাহিলে, কি প্রকার প্রতিকারে তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারে, স্কাউটগণ তাহাও শিক্ষা করিবে। যদি কেহ গলা কাটিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তখন প্রধান কথা এই, ধমনী কাটা গেলে তাহা হইতে রক্ত মোক্ষণ বন্ধ করিবে। যে স্থানে কণ্ঠাস্থি ও বক্ষের অস্থি মিলিত হইয়াছে তথা হইতে চোয়ালের কোণ পর্য্যন্ত ধমনী অবস্থিত। সুতরাং রক্ত পড়া বন্ধ করিবার উপায়—কাটার যে দিকটা হৃৎপিণ্ডের

বেশী নিকটে, সেই দিক দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি চাপিয়া তথাকার রক্তস্রোত বন্ধ করিয়া দেওয়া। অন্য কেহ সাহায্যের জন্য না আসা পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব শক্ত করিয়া ধমনী চাপিয়া রাখিবে।

* * [ইহা দেখাইয়া দিতে হইবে] * *

আত্মহত্যাকারী যদি বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে দুগ্ধ পান করাও এবং বমি করাও (acid ভক্ষণ করিলে বমি করাইবে না—পুস্তকের ৪৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), অঙ্গুলী কিম্বা পাখীর পালক দ্বারা কণ্ঠমূলে সুড়সুড়ি দিলে সহজে বমি হয়; অথবা বড় এক গ্লাস জলের সহিত বড় চাম্‌চের এক চামচ সরিষা বাটা কি লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা গলার ভিতরে দিয়া ঢুকাইয়া দাও।

দড়ির কি অন্য কিছুর ফাঁস লাগিয়া থাকিলে, তৎক্ষণাৎ দড়ি কাটিয়া দেহটি নামাইয়া আন, দড়ি কাটিবার সময় দেহটি অন্য হাতে ধরিয়া রাখিও। নামাইয়া আনিয়াই গলার ফাঁস কাটিয়া দাও, এবং গলার ও বক্ষের পরিধানবস্ত্র ঢিলা করিয়া দাও। পরিষ্কার মুক্ত বাতাসে রোগীকে শোয়াইয়া রাখ। মুখে এবং বুকে শীতল জলের ঝাপটা দাও। অথবা পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ জল ও শীতল জল দ্বারা ঝাপটা দাও। জলে ডুবা অজ্ঞান ব্যক্তির শ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে সকল প্রক্রিয়া আছে এইস্থলেও তাহাই প্রয়োগ কর।

টেণ্ডারফুট বা শিক্ষানবীস বালকেরা অজ্ঞান ব্যক্তি কি মৃত মানুষের গায়ে হাত দিতে ভয় পায়। কেহ কেহ রক্ত দেখিয়াও ভীত হয়। এটা বেশ জানিও যে এইরূপ নির্ব্বোধের মত মনোবৃত্তি লইয়া সে কোন কাজ করিতে পারিবে না। অজ্ঞান ব্যক্তি কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। মনের জোরে এই ভয় দূর করিয়া, একজন মৃত কি অজ্ঞান মানুষকে ছুঁইতে পারিলেই মিথ্যা ভয় দূর হইয়া যায়। এবং

কোন কসাইর দোকানে কয়েকবার যাওয়া আসা করিলেই, রক্ত দেখিলে আর ভয় থাকিবে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে রেডিং সহরে এক ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগাইয়াছিল। উপস্থিত দুইটি লোককে ঐ স্থানের মৃতদেহানুসন্ধানী কর্ম্মচারী (Coroner) ফাঁসিতে ঝুলানো মানুষটিকে নামাইয়া আনিতে বলিলেন, তাহারা নামাইয়া অন্য লোকজনকে ডাকিতে গেল এবং ইতিমধ্যে লোকটি মরিয়া গেল। এইজন্য ঐ স্থানের মৃতানুসন্ধানী কর্ম্মচারীটি ঐ লোক দুইটিকে খুব তিরস্কার করিয়াছিলেন। তোমাদের (স্কাউটগণের) কেহ উপস্থিত থাকিলে তোমরা এই অবস্থায় কি করিতে?

কি প্রকারে রোগীকে বহন করিয়া আনিতে হয়

আহত ব্যক্তিকে বহন করা ঃ—দুইজন স্কাউট তাহাদের চারি হাত সংযুক্ত করিয়া একপ্রকার আসন প্রস্তুত করিতে পারে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ডানহাতদ্বারা নিজ নিজ বামহাতের কব্জা ধরিবে, এবং সেই একই প্রকারে একজনের বামহস্তদ্বারা অপরের ডান হাতের কব্জা ধরিবে।

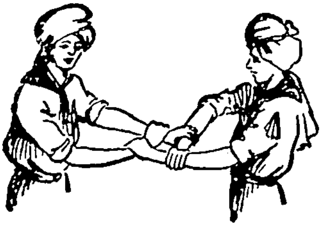

চারি হাতের আসন

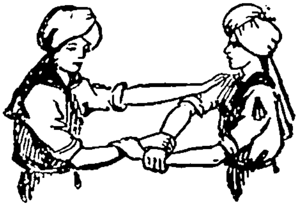

তিন হাতের আসন, এক হাত আরামে হেলানোর জন্য

যদি রোগীকে হেলান দেওয়াইবার প্রয়োজন হয়, তবে পূর্ব্বের মতই আসন তৈরি করিবে, কিন্তু তিন হাতে; এবং এক স্কাউটের একহাতে অন্য স্কাউটের বাহু ধারণ করিয়া চেয়ারের পিঠের কাজ করিবে।

নিম্নলিখিত যে কোন উপায়ে রোগী বহনের জন্য পালঙ্গ বা ষ্ট্রেচারের বন্দোবস্ত হইতে পারে ঃ—

(ক) ঝিলিমিলি, দরজা কিম্বা গেট, খড়, শুষ্ক ঘাস, কাপড়, বিছানা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া।

(খ) গালিচা, কম্বল, চট, ত্রিপল প্রভৃতির টুকরা বিস্তৃত করিয়া দুই পাশে স্কাউটের দণ্ড দুইটি জড়াইয়া লইবে। বালিশরূপে ব্যবহার করিবার জন্য কাপড় পাট করিয়া দিবে।

(গ) দুইটি কোট লও। তাহাদের হাত ভিতরের দিকে থাকিবে। এই কোট দুইটির চারি হাতের ভিতর দিয়া দুই পারে দুইটি লাঠি প্রবেশ করাইয়া কোটের বোতাম লাগাইয়া দাও।

(ঘ) একজোড়া ছালার নীচের দিকে দুইটি ছিদ্র করিয়া লও। তারপর দুইটি লাঠি এই ছালা দুইখানির ভিতর দিকে দুই পাশ দিয়া চালাইয়া দাও।

কোন রোগীকে ষ্ট্রেচারে করিয়া লইয়া রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, তাহাতে রোগী আরামে শুইতে পারিবে কিনা। অগ্রপশ্চাতের উভয় বাহক একসঙ্গে ষ্ট্রেচার তুলিবে। তাহারা ঘন ঘন পা ফেলিয়া চলিবে, কিন্তু একসঙ্গে পা ফেলিবে না। যে পশ্চাদ্দিকে থাকিবে সে সর্ব্বক্ষণ রোগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

লাঠি উপযুক্তমত লম্বা না হইলে, চারিকোণে চারিজন স্কাউট ষ্ট্রেচার ধরিয়া চলিবে।

* * [পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুশীলন কর] * *

অনুশীলন করিবার নিয়ম

* * [প্রাথমিক প্রতিবিধান অভ্যাস করাইবার সময় রোগীকে রক্ত এবং কাদায় লিপ্ত করিয়া দিবে, যাহাতে উদ্ধারকর্ত্তা ভয়প্রদ

অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখিতে অভ্যস্ত হয়, নতুবা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে, যথার্থ রক্ত কাদা দেখিয়া স্কাউটগণ হয়ত ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে।

উপদেষ্টাগণ যখন ক্লাব-ঘরে বক্তৃতা করিবেন, সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় অথবা নিকটস্থ কোন বাড়ীতে, সম্ভব হইলে তলার উপর গাঢ় ধূমপূর্ণ অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিবেন। অন্যান্য স্কাউটকে না জানাইয়া, দুই তিনটি স্কাউটকে বলিয়া রাখিবেন, তাহারা যেন আগুন লাগার সংবাদ শুনিলেই ভয়বিহ্বলভাবে ছুটাছুটি করিয়া অপরাপর সকলের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে।

সংবাদের জন্য কোন বালক ছুটিয়া আসিয়া উপদেষ্টার নিকট আগুনের কথা বলিবে, অথবা বোমা আওয়াজ করিবে। তারপর এক-জন কি দুইজন প্যাট্রোল আপন আপন প্যাট্রোল-লীডারের উপদেশে ও চালনায় অগ্নিনির্ব্বাপণের চেষ্টা করিবে। তখন ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কোন কোন স্কাউট অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোন দিকে আগুন বিস্তৃত হইয়াছে কি-না এবং কোন স্থান হইতে কাহাকেও উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে কিনা।

এই সকল স্কাউটের নাক ও মুখ ভিজা রুমালে আচ্ছাদিত থাকিবে। অজ্ঞান লোকদিগকে (ছালাদ্বারা মানুষের প্রতিরূপ প্রস্তুত করা যায়) খাট, টেবিল প্রভৃতির নীচে লুকাইয়া রাখিবে।

স্কাউটগণ তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া, কিম্বা টানিয়া বাহিরে আনিবে এবং নীচে মাটিতে শোয়াইয়া রাখিবে। দোতালা হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য কম্বল, স্যুট (chute) ব্যবহার করিবে।

অন্যান্য দল জল দেওয়ার নল স্থাপন করিবে অথবা বালতিদ্বারা জল ঢালিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে বালতি চালনা অভ্যাস করিবে।

আগুন হইতে উদ্ধার করিয়া আনা লোকদের অন্য একদল সেবা শুশ্রূষা করিবে এবং জ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। আর এক দল ঘেরানো বেড়া ("স্ক্রাম অথবা ফেন্স") রচনা করিয়া জনমণ্ডলীকে কিছু দূরে আটকাইয়া রাখিয়া পুলিসকে এবং অগ্নিসেনাকে (Fire-brigade) সাহায্য করিবে] * *

খেলা

"টানা দৌড়" (Dragging Race) :—এক দল (প্যাট্রোল) স্কাউট রোগীর ভূমিকা অভিনয় করিবে ; তাহারা এক সারিতে ৫০ গজ দূরে শয়ন করিবে। আর একটি প্যাট্রোল দড়ি লইয়া দৌড়াইয়া আসিবে, উপযুক্ত গ্রন্থিদ্বারা রোগীকে বাঁধিবে এবং টানিয়া যথাস্থানে লইয়া আসিবে। প্যাট্রোলদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে একবার রোগী এবং পরে উদ্ধারকর্ত্তার ভূমিকা অভিনয় করিবে। যাহারা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে কার্য্য শেষ করিবে, সেই দলেরই জয় হইবে। গ্রন্থিগুলি (knots) ঠিক ভাবে বাঁধিতে হইবে, রোগীদের কোট তাহাদের মাথার তলায় রাখিবে।

পঠিতব্য গ্রন্থাবলী

"Talks on Ambulance Work," by "Gilcraft." 1s. 6d. nett.

"First Aid to the Injured." Price 2s. St. John Ambulance, St. John's Gate, Clerkenwell, London.

Handbook of Instruction, published by the Royal Life Saving Society. Price 1s. 3d.

"Ambulance Illustrated." Dr. Cullen. Price 1s. (Gowans and Grey.)

"Aid to the Injured or Sick." H. W. Gell, M.B. Price 4d.

National Health Society's Booklets (1d.) on hygiene and sanitation. National Health Society, 90 Buckingham Palace Road, London, S.W.1.

অভিনয়াদি

বালকদের "লাইফ-ব্রিগেড" পুস্তকের সূচিপত্র হইতে ইঙ্গিত লইয়া "জীবনরক্ষা" অভিনয়ের কয়েকটি পরিকল্পনা হইতে পারে। এই সকল অভিনয় অভিনেতা ও দর্শক উভয়েরই প্রিয়।

দ্বিচক্রযানের দুর্ঘটনা :—বালকেরা ক্যাম্প হইতে ফিরিতেছে। এক জন বেপরোয়া দ্বিচক্রী বা সাইক্লিস্ট। দুর্ঘটনা। আঘাতের প্রাথমিক প্রতিবিধান। আহতকে উপস্থিতমত-প্রস্তুত খাটে করিয়া হাসপাতালে বহন।

বায়ু স্ফোটন (Gas Explosion) :—মিসেস্ কডল্স্ পুত্রকন্যাসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের ভয়ঙ্কর একটা রেলওয়ে দুর্ঘটনা দর্শন। বাড়ী ফিরিবার পথে মিসেস্ কডল্সের সঙ্গে এক জন বন্ধুর দেখা। গ্যাসের চুলা জ্বালাইয়া পিতার জন্য চা তৈয়ার করিতে মেরিয়াকে প্রেরণ। পিতা কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ঘর গ্যাসে পূর্ণ। সাহায্যের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স অভিনেতাদের আগমন। অগ্নিনির্ব্বাপকের উত্তোলন-যন্ত্র এবং কৃত্রিম শ্বাসপরিচালনা। ভূমিকায় A000 নং কনেষ্টবলের আগমন। গ্যাস হইতে আত্মরক্ষার উপায় না দেখা। সাহসী কিন্তু অবিবেচক পুলিসের দুঃখময় মৃত্যু।

অগ্নিকাণ্ডের অভিনয়।—৫নং সুবুর্বি-ভিলায় সন্ধ্যা। "আগুন" "আগুন" বলিয়া চীৎকার। গৃহবাসীর নিদ্রাভঙ্গ। জনতাকে দূরে রাখিবার জন্য বাধা প্রদান। স্মৃটে হইয়া আগুন হইতে পলায়ন। লাফাইয়া পড়িবার চাদর নিয়া অগ্নিযোদ্ধাদের আগমন। জীবনরশ্মি এবং অগ্নিনির্ব্বাপকের মই। অবশিষ্ট গৃহবাসীদের উদ্ধার।

সারোদ্ধার (Synopsis) :—শ্রমিকরা দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এমন সময় সশব্দ বিস্ফোটন। ঘরের ভিতরে আগুন ধরা। বাহিরের

দেয়াল একখানা ভাঙ্গিয়া পড়া। একটি লোক সেদিক দিয়া চলিতে গিয়া আহত। যাহারা আহত হয় নাই তাহাদের একজন হতভাগ্য শ্রমিকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত; সাহায্যার্থ অন্যদের ছুটাছুটি এবং অ্যাম্বুল্যান্স ও অগ্নি-নির্ব্বাপক যন্ত্রসহ পুনরাগমন। জলন্ত গৃহের চূড়া হইতে গালিচার উপর লাফাইয়া পড়িয়া কয়েক জনের অব্যাহতি।

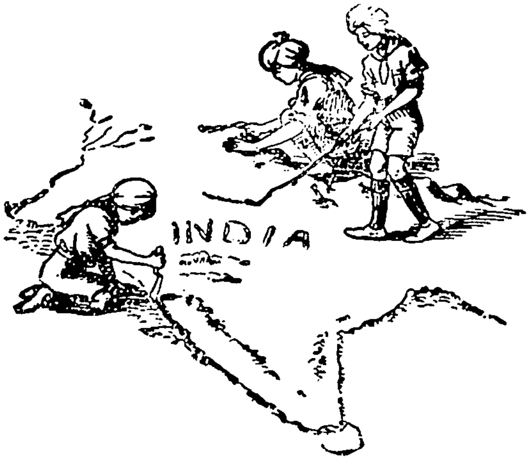

নবম অধ্যায়

স্বদেশপ্রীতি

অথবা পৌরজনরূপে আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

ক্যাম্পফায়ারী কথা—সং ২৬

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিসমবায়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দেখাইবার জন্য খুব বড়মানচিত্রের প্রয়োজন। The Arnold Forster or the Navy League or the League of the Empireএর মানচিত্রগুলি এ বিষয়ে উপযোগী।

ছোট একটি গোলক খুব সস্তা মূল্যে ক্রয় করা যায়। এই গোলক-দ্বারা মানচিত্র হইতেও পরিষ্কার ও উত্তমরূপে দেশগুলির আয়তন এবং একটি হইতে অন্যটির দূরত্ব বুঝাইতে পারা যায়।

পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্কাউটগণের নিকট ইহার অপেক্ষাকৃত চিত্তাকর্ষক এবং অভিনয়োচিত অংশগুলি বিবৃত করিবে। সম্ভব হইলে যে সব স্থানে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সব স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া এ-সব কথা বলিবে।

স্বদেশপ্রীতি

প্রত্যেক সাধু-মনোবৃত্তিসম্পন্ন বালকই চায় যে তার নিজের দেশটি এমন হইবে, যাকে নিয়া সব বিষয়ে গৌরব করা চলে। তোমরা যারা ভারতের লোক, তোমাদের এমন দেশ ও এমন ইতিহাস আছে, যার গৌরবে তোমরা খুবই গৌরবান্বিত হইতে পার। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পূর্ব্ব-পুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া গর্ব্ব করাই তোমাদের কাজ নয়। তাহাদের মত কাজ তোমাদিগকে করিতে হইবে, যাতে তোমাদের দেশ আরো মহৎ হয়, আরো সুখী হয়, তোমরা যেমন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব করিতেছ, তোমাদের পর-পুরুষেরাও যেন তেমনি তোমাদের গৌরব করিতে পায়। এর মধ্যে চমৎকার জিনিষ এইটা যে তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ত্তব্যে তৎপর হইয়া—সেটা যেরূপ কর্ত্তব্যই হউক না কেন,—এবং সর্ব্বদাই নিজের অপেক্ষা বরং দেশবাসীর কল্যাণসাধনে চেষ্টা করিয়া, স্বদেশকে মহৎ ও শ্রীসম্পন্ন হইতে সহায়তা করিতে পার।

বালকেরা প্রায়শ সংসারের কোন অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই রাজনৈতিক আলোচনায় ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং মাথায় কতকগুলি অসম্পূর্ণ ধারণা লইয়া বক্তৃতা দিতে থাকে, ইহাতে দেশের উপকার না হইয়া বরং অপকারই বেশী হয়। উত্তেজনাপূর্ণ বাগাড়ম্বরের চেয়ে নীরব কর্ম্মেরই প্রয়োজন বেশী। উদার দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিও; মনে রাখিও যে প্রত্যেক প্রশ্নেরই দুইটা দিক আছে; আরো মনে রাখিও যে অপক্ষপাতভাবে সেই দুইটা দিক দেখিয়া না নিয়াই যদি আপন সংকল্প গঠন কর তবে রাজনীতিক হইবে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র-নীতিকুশল (statesman) হইতে পারিবে না।

এই উদার দৃষ্টির অভাবে এত লোক স্বদেশপরায়ণ হইতে চাহিয়াও

কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না, বরং শুধু দলাদলিতে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠে, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রশ্নের শুধু নিজের ক্ষুদ্র দিকটাই তারা দেখে।

নাসিরউদ্দিন হোদ্জা সম্বন্ধে একটা গল্প আছে, যে একদিন তিনি পারস্যের সীমান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন একটি শশক যেন আপন প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ওভাবে পলাইতেছ কেন?" শশক উত্তর করিল "যেহেতু পারস্যের শাহ্ হুকুম দিয়াছেন যে যত উট আছে, সবগুলিকে বধ করিতে হইবে।"

"কিন্তু তুমি উট নও!" হোদ্জা জিজ্ঞাসিলেন। শশক উত্তর করিল "তা নয়"। কিন্তু একটা মৃত শশক পারস্যের শাহ্‌কে বুঝাইতে চাহিতেছে যে সে উট নয়—ইহা অপেক্ষা হাস্যকর কিছুর কল্পনা আপনি করিতে পারেন কি?

ভারতবর্ষ

প্রথমতঃ তোমাদের মহান্ দেশের ইতিহাস পাঠ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছু হইতে পারে না; এবং অতি মনোমুগ্ধকর সেই ইতিহাস—এত সব বীরের বিপদ্‌বরণ ও কীর্ত্তি-কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

এদের সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমার চিত্তাকর্ষণ করেন আকবর। চারিশত বৎসর আগেকার লোক হইয়াও তিনি আধুনিক স্কাউটদের অনুকরণ-যোগ্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কারণ, তিনি ছিলেন চরিত্রবান, মর্য্যাদাবান, সাহসী, উদারচিত্ত, দয়ালু এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।

তিনি নিজে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু অপর সব ধর্ম্মকেই সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

আর একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন শিবাজী—তিনি হিন্দু।

বাস্তবিক, তোমাদের ইতিহাসে প্রত্যেক ধর্ম্মের ও প্রত্যেক জাতির চমৎকার চমৎকার লোক আছেন—রাজপুত, আফগান, মহারাষ্ট্র, এবং অন্যান্য।

এদের মধ্যে যখন যে জাতি বড় হইয়াছে, সে-ই অপর সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু সেই সব যুদ্ধ প্রায়ই ছিল স্বার্থপ্রণোদিত—অপর জাতি ও সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশের দ্বারা কলঙ্কিত। দেশ তাই প্রায় চিরদিনই একটা অশান্তির উপর দোল খাইত, উপদ্রুত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইত, কোন রাজ্য কোনদিন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিত না।

অবশেষে ভারতবর্ষ যখন আপনার মধ্যে শতধা বিভক্ত হওয়ায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, ফরাসীরা তখন এই অন্তর্বিপ্লবের সুযোগে দেশটাকে অধিকার করিতে উদ্যত হইল।

সেই সময়ে ফরাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধ চলিতেছিল, ভারতবর্ষেও সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। তখন ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষকে কোন রকম শুধু ধরিয়া রাখা, যেন ফরাসীরা দখল করিয়া না নিতে পারে। পরিণামে কিন্তু য়ুরোপীয়দের মধ্যে এই কলহ ভারতবর্ষের পক্ষে কল্যাণকর হইল; কারণ ইহাতে এ দেশের আত্মকলহ দূর হইয়া গেল, ইংরাজরা শিল্প-বাণিজ্যের সূত্রপাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে সুনিয়ন্ত্রিত শাসন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইল। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাঁহারা এই ব্যবস্থা করিলেন। এই সূচনা হইতে ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশসাম্রাজ্য নামে পরিচিত সাধারণ রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ইহার অপরাপর প্রধান রাষ্ট্র ও সামন্তরাজ্য অষ্ট্রেলিয়া; কানাডা;

পূর্ব্ব-আফ্রিকা, য়ুগাণ্ডা, ও সুদান; দক্ষিণ আফ্রিকা; নাইজেরিয়া; নিউজিল্যাণ্ড।

তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা সামন্তরাজ্য বহু, যেমন, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, গিয়ানা (ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সমান), উত্তর বোর্ণিও, নিউগিনি, সোমালিভূমি, প্রণালী উপনিবেশ, স্বর্ণোপকূল, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জিব্রাল্টার, মাল্টা ইত্যাদি, এবং পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রতি সমুদ্রে বহু সংখ্যক দ্বীপ। সমুদ্রান্ত রাজ্যসমূহ মিলিয়া আয়তনে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ১১৪ গুণের মত বড়। আমরা একই সম্রাটের শাসনাধীন প্রজাগণ (fellow subjects) সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ কোটী; তাহাতে মানুষের যত জাতি আমাদের জানা; তার প্রত্যেক জাতির লোক আছে। বন্য পশুরও যত জাতি আমাদের জানা, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আছে।

কি প্রকারে ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্র গড়িয়া উঠিল

এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্রিটিশ দেশ সাম্রাজ্যে আপনা আপনি আসিয়া মিলিত হয় নাই। ইহাদিগকে মিলিত করিবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমেরিকাঃ—ইংরাজ জাতি যখন প্রথম আমেরিকায় গেল, তখন স্যার ওয়াল্টার র্যালে, কাপ্তান জন স্মিথ, এবং অপরাপর অগ্রণী প্রধানকে তাঁহাদের ঝিনুকের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে চড়িয়া চারি পাঁচ মাস পর্য্যন্ত জল ঠেলিতে হইয়াছিল। এই সব জাহাজের কোন কোনটার পরিমাপ ৩০ টনের বেশী ছিল না। আজকাল সেই দেশে যাইতে পাঁচ ছয় মাসের পরিবর্ত্তে পাঁচ ছয় দিন লাগে—তাও পঞ্চাশ হাজারটনী জাহাজে।

অত্যন্ত সীমাবদ্ধ পরিমাণের জল ও লবণ দেওয়া খাদ্য লইয়া

অত বড় একটা সমুদ্রযাত্রা গ্রহণ করা—সে কত বড় বুকের পাটা হইলে হয়! আবার যখন তাঁরা মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ভূমিতে অবতরণ করিলেন, তখন কত কত শত্রুকে জয় করিতে হইল; বর্ব্বর জাতি-ত বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ওলন্দাজ, স্পেনীয়ার্ড এবং ফরাসীর মত যুরোপীয়কেও জয় করিতে হইয়াছে। তারপর সেই কঠোর পরিশ্রম!—ভূমিকর্ষণ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা, বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করা।

নাবিকের কৃচ্ছ্রসাধন, সৈনিকের কৃচ্ছ্র সাধন, ঔপনিবেশিকের কৃচ্ছ্রসাধন—সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এই সকল প্রাচীন ব্রিটিশ কাপ্তান—স্যার ফ্রান্সিস্ ড্রেক্, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, হকিন্স্, ফ্রোবিসার এবং আমার মনে হয় সর্ব্বোত্তম ক্যাপ্টেন্ জন্ স্মিথ্।

কাপ্তান জন্ স্মিথ্ লিন্কলন্শায়ারের লউথ্ গ্রামার স্কুল ত্যাগ করিয়া এক আপিসে কেরাণী হন, কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই যুদ্ধে চলিয়া যান। দুই বৎসর যুদ্ধ করিবার পর তিনি বাড়ী ফিরিয়াছিলেন।

তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, যখন তিনি বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, তখন জীবন-সংগ্রামে ছিলেন আনাড়ী। বিপদের ভিতর দিয়া জীবন পরিচালিত করিবার বিদ্যা তিনি বাল্যকালে যথারীতি অর্জ্জন করেন নাই। সুতরাং তখন তখনি স্কাউটিং শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বনের মধ্যে তিনি একটি কুঁড়েঘর নির্ম্মাণ করিয়া পশুদের অনুসরণ, পশুবধ এবং পশুমাংস রন্ধন শিক্ষা করিলেন; মানচিত্র পড়িতে ও আঁকিতে শিখিলেন; অস্ত্রের ব্যবহারও শিখিলেন এবং তারপর স্কাউট বিদ্যায় যথার্থ কৃতিত্ব লাভ করিয়া আবার যুদ্ধে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর তিনি নাবিক হইয়া কয়েকবার বেশ শক্ত জল-যুদ্ধে লড়াই করিলেন, এবং অবশেষে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার উদ্দেশে একটি আমেরিকা অভিযানে যোগ দিলেন। তিনখানা জাহাজে তাঁহারা লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলেন; তার মধ্যে সকলের বড় জাহাজখানা শত-টনী এবং সকলের ছোটখানা ত্রিশ-টনী। কিন্তু এই জাহাজগুলিই তাহাদিগকে পাঁচ মাসে যথাস্থানে লইয়া গেল, এবং তাঁরা জেম্‌স্‌ নদীর তীরে এক উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

এখানে জন্‌ স্মিথ্‌ একদিন শিকারে বাহির হইয়া লাল ইণ্ডিয়ান্‌ বা আদিম আমেরিকান্‌দের হাতে বন্দী হন। তারা তাঁকে হত্যা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহাদের রাজকন্যা পোকৃহন্তাস্‌ তাঁর জীবন ভিক্ষা করিয়া লইলেন। ইহার পর শ্বেতাঙ্গ ও লাল ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ভাব হইয়া গেল। স্মিথের লেফটেনাণ্ট রলফ্‌ পোকহন্তাস্‌কে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গেলেন। জন্‌ স্মিথ্‌ আমেরিকায় বহু অদ্ভুত ও উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনায় আপনাকে বিপন্ন করিয়া একদিন দৈবাৎ বারুদের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হন এবং পীড়িত অবস্থায় বাড়ী আসিয়া অবশেষে লণ্ডনে মারা যান।

তাঁহার চরিত্র ছিল অপূর্ব্ব। কোন প্রলোভন তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি, অদম্য উৎসাহ ও দুর্জ্জয় সাহস তিনি ধারণ করিতেন। কোন বিঘ্ন তাঁকে পরাজিত করিতে পারিত না—তা সে যত বড়ই হউক; কারণ ঘোরতম বিপদের অবস্থাতেও তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল থাকিত। তাঁহার আদর্শবাক্য ছিল, "আমাদের জন্ম নিজের জন্য নয়, পরের মঙ্গলের জন্য।" এবং কাজেও তিনি এই আদর্শ রক্ষা করিতেন। বৃদ্ধ জন্‌ স্মিথের আর একটি বচন ছিল, "আমরা যেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যাবলী এমন

ভাবে অনুসরণ করিয়া চলি, যাহাতে আমরা তাহাদের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য হই।”

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল মহত্ত্ব ও বীরত্বপূর্ণ কাজ করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহা স্মরণ রাখি, এবং আমরাও যেন তদনুরূপ কোন মহৎ কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করি। এই সকল নাবিক স্কাউটগণ যেরূপ সাহস ও আনন্দের সহিত বিপদ, পরিশ্রম ও দুঃখকষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া এই সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছেন, আমরা যেন সেইরূপ স্বেচ্ছায় কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হই।

এখানেই স্কাউট ব্রতের সার্থকতা।

যুদ্ধ করাই তাহাদের একমাত্র কাজ ছিল না। যদিও কোন কোন স্থান যুদ্ধ করিয়া জয় করা হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্জ্জিত হইয়াছিল। সেই সব দেশে আমাদের লোকেরা শান্তি ও ন্যায় বিচার স্থাপিত করিয়াছেন এবং ক্রীতদাস প্রথা ও অত্যাচার নিপীড়ন দূর করিয়া বাণিজ্য, শিল্প এবং ধন-সম্পদের উন্নতি করিয়াছেন। উপনিবেশগুলি প্রারম্ভে অতি ক্ষুদ্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা এক একটি নূতন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ব্রিটিশ সাধারণ-তন্ত্র সাম্রাজ্য গঠনে সহায়তা করিয়াছে এবং প্রত্যেকে এক একটি বিরাট ও শক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু সকলেই আদিস্থান গ্রেট্-ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থান বলিয়া মনে করিতেছে। যদি গ্রেট-ব্রিটেন শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ও অধিকৃত হয় তবে তাসের ঘরের ন্যায় সমগ্র সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

এই বিপদাশঙ্কা সকল সময়ই রহিয়াছে। এই বিপদের ভয় আমাদের বরাবরই আছে। এমন কি, যখন সাম্রাজ্যের আয়ের পথ ছিল না,

এবং ইহা জয় করিবার ব্যয় ইহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী হইত, তখনও এই ভয় ছিল। প্রাচীন কালে আমরা ওলন্দাজদের সঙ্কল্পিত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছি। স্পেনীয়রা তাহাদের আর্ম্মাডা লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল; ঝড়ের দেবতাকে ধন্যবাদ, আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছিলাম। তারপর ফরাসীরা আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিবার পর তাহাদের জয়যাত্রা ট্রাফালগারে নেলসনের হাতে প্রতিহত হইল এবং ওয়াটারলুতে ওয়েলিংটনের হাতে তাহাদের অনিষ্টকারী শক্তি চিরপরাজয় লাভ করিল। ফরাসী সম্রাট তাঁহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত ছিলেন যে ইংলণ্ড অধিকারের স্মৃতিরক্ষার জন্য কতকগুলি পদক নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ক্রিমিয়াতে রুশিয়ার পরাজয়ে সাহায্য করিবার পর হইতে গত মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত আমাদের মহাদেশের (য়ুরোপের) প্রতিবেশীদের সহিত আমরা শান্তিতে কাল কাটাইতেছিলাম। এই যুদ্ধে আমরা সর্ব্বশেষে পাশবশক্তির উপর ন্যায়ের জয়লাভ প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এবং আশা করি, এটাই আমাদের শেষ মহাযুদ্ধ। আমাদের কর্ত্তব্য এখন শান্তির জন্য কাজ করা। সমুদ্রপরপারের ব্রিটিশ ভ্রাতাদের সঙ্গে যতদিন আমাদের বন্ধুতা থাকিবে, সাম্রাজ্য ততদিন শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ।

আমাদের সাম্রাজ্য কতকগুলি কাঠির আঁটির মত। প্রত্যেকটি কাঠি পৃথক পৃথক নেও, ভাঙ্গা খুব সহজ; কিন্তু যতদিন তারা দেশানুরাগের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে, সমস্ত আঁটিটি কেউ ততদিন ভাঙ্গিতে পারিবে না।

সাম্রাজ্য রক্ষার উপায়

কোন স্কুলপাঠ্য পুস্তকে গল্প আছে, একটি গর্ব্বিত গর্দ্দভ সকলকে মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, সকলেই তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। কিন্তু যখন তাহার উপর ঘুষি ও লাথি পড়িতে লাগিল, তাহার গর্ব্বিত স্বর কাতরধ্বনিতে পরিণত হইল, এবং সে লেজ গুটাইল। বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধেও একই কথা।

ইহা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় যে পৃথিবীতে সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ ও শান্তিতে বাস করে—সকল জাতিরই সেইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; পরস্পরকে গালি দেওয়া অথবা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। কিন্তু যদি কেহ তোমাকে ভয় দেখাইতে আসে তাহাকে দমন করিবার একমাত্র উপায়, তাহাকে আঘাত করিবার শক্তি তোমারও আছে, এবং যদি সে বাধ্য করে, তবে তুমিও সে শক্তি প্রয়োগ করিবে, এটা দেখাইয়া দেওয়া।

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট এডওয়ার্ডের নাম ছিল "শান্তি স্থাপনকারী" ("Peace-maker"); এবং আমাদেরও কর্ত্তব্য, অপর জাতির সহিত শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা। আমরা স্কাউটগণ এই কাজ করিতে পারি; কারণ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল আমাদের স্কাউট ভাইরা আছেন। পত্রদ্বারা এবং পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা আমাদের পরিচয় ও বন্ধুতা আরো ঘনিষ্ঠ করিয়া নেওয়া উচিত। কিন্তু ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, ব্যক্তিগত মানুষের ন্যায় জাতিবিশেষও সময় সময় ধৈর্য্যচ্যুত হয়, এবং অপর দেশের ও অপর জাতির ন্যায্য অধিকার লুপ্ত করিয়া আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পায়; সেই সময় যদি কোন জাতি, এটুকু দেখাইতে না পারে যে সে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে এবং আত্মরক্ষা করিতে

সমর্থ, তবে সেই দুর্ব্বল জাতি আক্রান্ত ও পরাজিত হইবেই। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য প্রতিবেশিগণের সহিত সদ্ভাব ও শান্তি রক্ষা করা। কিন্তু অন্য কোন জাতি আসিয়া যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন ভয়ে দূরে সরিয়া গেলে, অথবা তোমার হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ও প্রাণ দিবার জন্য বেতনভোগী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রত্যেকেই স্বদেশের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন কর, চাঁদমারিতে (Rifle Range) গিয়া বন্দুক ছোড়া অভ্যাস কর, যেন আবশ্যক হইলে দেশের অন্যান্য সুসন্তানের ন্যায় তুমিও মাতা, ভগ্নি, স্ত্রী এবং শিশুসন্তানগণের জীবন ও সম্মান বাঁচাইবার এবং নিজ নিজ সম্পদ ও ঘরবাড়ী নিরাপদ রাখিবার সংগ্রামে তোমার ন্যায্য স্থান গ্রহণ করিতে পার।

স্মরণ রাখিও, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, রোম সাম্রাজ্যও তখনকার হিসাবে প্রায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত সুবিস্তৃত ছিল। রোম রাজ্য যদিও বহুতর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অবশেষে তাহারও পতন হইল। ইহার প্রধান কারণ যুবক রোমবাসিগণ মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যেমন ফুটবল টিমগুলি বেতনভোগী খেলোয়াড় নিযুক্ত করিয়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ রোমান যুবকগণও নিজেরা যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া, আরামে দিনাতিপাত করিত এবং বেতনভোগী সৈন্যদ্বারা দেশ রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইত। তাহারা নিজে যুদ্ধ-শিক্ষা ও অস্ত্র চালনা শিক্ষা না করিয়া, তাহাদের যুদ্ধ করিতে বেতন দিয়া অপর লোক নিযুক্ত করিত। সেই প্রাচীন গৌরবমণ্ডিত দেশের প্রতি তাহাদের কোন অনুরাগ ও শ্রদ্ধাপ্রীতি ছিল না; পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ এবং উন্নত করিবার জন্য কোনরূপ সাহায্য দান করিবার ইচ্ছাও তাহাদের লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

সুতরাং রোম দেশ অধিকতর শক্তিশালী জাতির করকবলিত হইয়া পড়িল। সকলকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আমাদের সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যবলেরও এই দশা না ঘটে। ইহা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে আমাদের তরুণদের উপর—তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ অবলম্বন। স্বদেশপ্রীতিহীন তরুণ রোমকদের মত সংকল্পহীনতা ও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের দ্বারা পিতৃপুরুষোপার্জ্জিত সাম্রাজ্য হারাইয়া অপমান ঘাড়ে লইও না।

ষোল বৎসরের বালকও ইচ্ছা করিলে ছাব্বিশ বৎসর বয়সের পুরুষের ন্যায় বিজ্ঞ ও শক্তিশালী হইতে পারে। আশা করি প্রত্যেক স্কাউটই স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য হিসাবে এই চেষ্টা করিবে।

স্বদেশপ্রেমিকতায় যেন তোমাদিগকে বাহিরের কেহ পরাজিত করিতে না পারে।

খেলোয়াড়ের মত তোমার কর্ত্তব্যের ভাগ প্রাণপণে সাধন কর।

যেখানে যার স্থান সেইখানে কাজ করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন খেলার অংশ অভিনয় কর।

আন্তর্জ্জাতিক স্কাউটিং

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে সহস্র সহস্র সৈন্য এবং অন্যান্য বহুলোক প্রাণ হারাইয়াছে—ভারতবাসী, ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরাজ, আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, ইতালিয়ান্, রুষিয়ান, তুর্কী প্রভৃতি—ইহাদের সংখ্যা করা যায় না।

মহাযুদ্ধের একটি বিশেষ কারণ এই ছিল, যে, এক জাতির ও এক দেশের লোক, অপর জাতি ও অপর দেশ সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিত; তাহাদের নিজ নিজ দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বুঝিতে দিয়াছিল,

যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—এইজন্যই তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল—কিন্তু যুদ্ধের পর সকলেই অনুতপ্ত হইয়াছে।

শান্তির সময় যদি তাহারা পরস্পরের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে একে অন্যকে ভালভাবেই জানিত এবং নিশ্চয়ই তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইত না।

এখন যানবাহনের নব আবিষ্কার এবং উন্নতিতে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করা এত সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, বেতার-যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে দূর দেশকে এত নিকট বলিয়া মনে হইতেছে, যে. বিভিন্ন দেশের লোক পরস্পরের সহিত অনায়াসে আলাপ-পরিচয় করিয়া লইতে পারে।

তারপর বয়স্কাউট ও গার্লগাইড আন্দোলন সকল জাতির মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর মধ্যে বেয়াল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন দেশ আছে, যেখানে গেলে তার প্রত্যেক দেশে স্কাউটভাইদের সাক্ষাৎ পাই; সকলের এক বিধি, এক প্রতিজ্ঞা, আমাদের মত একজাতীয় স্কাউটিং কর্ম্ম। এখনই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হাজার হাজার স্কাউট মেলামেশা দর্শন বিনিময়ের জন্য পরস্পরের দেশে আনাগোনা করিতেছে। এইরূপে অন্যের দেশটা কি তাহা জানিবার কৌতুক ত তাহাদের লাভ হইতেছেই, তা'ছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ লাভ এই হইতেছে যে, পরস্পরের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হয় বিদেশীরূপে নয়, বন্ধুরূপে। আরো কয়েকবৎসর যদি আমাদের এই কার্য্য ব্যাপক ভাবে চলে, তবে যুদ্ধবিগ্রহকে আমরা প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিব; কারণ আমাদের সাথীর অভাব কোন দেশেই থাকিবে না।

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

নিম্নলিখিত গানগুলির কথা ও সুর শিক্ষা দেওয়া চাই :—

“ভারতবর্ষের একটি গান” “ম্যাপল্ পাতা” (কানাডা), “অষ্ট্রেলিয়ার গান”, অন্যান্য উপনিবেশ সঙ্গীত।

“স্কাউটের প্যাট্রল গীতি।”
ঠাকুরের “প্রভাত সঙ্গীত।”
“আজ দেশে এক রাজা আছেন”
(“ক্যাডোনিয়ার রাজা”)।
“সবল হৃদয়—ওকের মত।”
“ব্রিটেনের পতাকা।”
“সকল দেশের স্কাউট।”
“রাজারে বাঁচাও ভগবান।”

Secretary. League of the Empire, Caxton Hall, Westminster, S. W.—এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২৭

পৌরজনরূপে স্কাউটের কর্ত্তব্য—পৌর-সৈনিক হিসাবে কর্ত্তব্য—পুলিশকে সহায়তা করা—আন্তর্জ্জাতিকতা

পৌরজনরূপে স্কাউটের কর্ত্তব্য

শুভেচ্ছা—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, চরমপন্থী সাধারণ-স্বত্ববাদীরা (কম্যুনিষ্টরা) কখনই ইংলণ্ডে বিপ্লব ঘটাইতে

পারিবে না; কারণ ইংরাজগণ অন্যকে এত বেশী ঘৃণার চক্ষে দেখে না, যে তাহাতে একটি পূরোপূরি বিপ্লবের সংঘটন হইতে পারে।

আমি ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। মানসিক জড়তার জন্যই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক ইংরাজরা অপরকে তীব্রভাবে ও গভীরভাবে ঘৃণা করিতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে সময় ইংরাজ সৈন্যদের শত্রুপক্ষের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হওয়া উচিত ছিল তখনও সাধারণতঃ তাহারা প্রফুল্ল অন্তরে সদ্ভাবপরায়ণ থাকে এরূপ দেখা গিয়াছে। বোয়ার যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ সৈন্য বোয়ারদের উপর গুলি করিতে অস্বীকার করিয়াছিল; তাহারা বলিতে লাগিল "ইহারা সামরিক কর্ম্মচারী নহে—নাগরিক মাত্র, ইহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিতে পারিব না।" তারপর মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্য জার্ম্মানদিগকে বন্দী করিত;—তাহাদিগকে সঙ্গিনের দ্বারা বিদ্ধ করিতে পারিত না; তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের দ্বারা জ্বালাতন করিত এবং "ফ্রিজ" বলিয়া ক্ষেপাইত, এমন কি ইংরাজের প্রতি ঘৃণাসূচক গানটি গাহিতে বলিত।

আমি যতদূর তোমাদের দেখিয়াছি, তোমরা ভারতীয় বালকেরাও এই একই প্রকৃতির লোক; সদানন্দ, খোসমেজাজ এবং বন্ধুত্বপরায়ণ। এইরূপ সদয়ভাব পোষণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য—ইহা তোমাদের চরিত্রের অঙ্গ করিয়া রাখিবে। এইরূপে হৃদয়ের প্রসন্নতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে, তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হইয়া উঠিবে। ইহাতে প্রথমে তোমাদের জীবনের এবং পরে দেশের জন্য সর্ব্বোচ্চ সফলতা লাভ করিতে পারিবে।

আমি বলিতাম, "একটু হাসি এবং একখানা লাঠিদ্বারা সমুদয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলা যায়।" ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমি ইহা

পরীক্ষা করিয়াছি, এখন দেখিতেছি লাঠির কোন প্রয়োজন নাই; অর্থদ্বারা অথবা ভয় দেখাইয়া যাহা লাভ করা যায় না, হাসির দ্বারা তাহার অনেক বেশী লাভ করা যাইতে পারে।

সহযোগিতা (Co-operation)—একটি প্রবাদ আছে, গৃহেই দানশীলতা আরম্ভ হয়। দানশীলতা অর্থ শুভ ইচ্ছা ও সদয়ভাব, অর্থাৎ প্রেম। চরিত্রে ও জীবনে এই প্রেমের ভাব গড়িয়া তুলিতে হইলে, সকলের প্রথমে আপন গৃহেই তাহা অভ্যাস করা প্রয়োজন,— নিজ পরিবার মধ্যে—সহাধ্যায়িগণের সহিত—প্রতিবেশিগণের প্রতি স্নেহ ভালবাসার আদান-প্রদানই স্বাভাবিক। কখনও ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না অথবা কাহারও সহিত কদর্য্য ভাষায় কথা বলিবে না। যদি বিরক্তিজনক কোন কারণ ঘটে হাসিয়া ফেল এবং যাহার প্রতি মনে বিরক্তির ভাব জাগিতেছে তাহার কোন সেবা কি উপকার সাধন কর। প্রতিদিন পরোপকার করিবার সঙ্কল্প বড় ভাল জিনিষ, যদি সরল প্রাণে ইহা পালন করিবার কথা সর্ব্বদা মনে রাখ। বাল্যকাল হইতে অনবরত ইহা পালন করিলে পরে ইহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়ায়। যখন তুমি পূর্ণবয়স্ক হইবে, তখন বিস্তৃততরভাবে ইহার অনুশীলন করিতে পারিবে, এবং তোমার দেশকে মহত্তর করিবার ব্রতসাধনে ইহা একটি প্রবল শক্তি হইয়া থাকিবে। ইহাতে প্রফুল্লচিত্তে বহুতর আদান-প্রদান আবশ্যক। কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষের সহিত একমত হইতে বা একসঙ্গে কাজ করিতে মন সায় দেয় না। কিন্তু মনে রাখিও, তোমার নিজের তৃপ্তির জন্য নয়,—স্বদেশের কল্যাণকামনায় তোমাকে ইহা করিতে হইবে।

"যে গৃহে একতা নাই সে গৃহের পতন অবশ্যম্ভাবী।" খেলোয়াড় এবং কর্ম্মী সকলের পক্ষেই এই প্রবাদ সত্য। দলের এক ব্যক্তি

একদিকে, অন্যব্যক্তি অন্যদিকে চলিলে, কোন কার্য্যেই সফলতা লাভ করা যায় না। কিন্তু যাহারা হৃদয়ের সদয় ও কোমল ভাব লইয়া, এক প্রাণে কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারা যে কোন বাধাবিঘ্ন, ভয়-বিপদ অতিক্রম করিয়া সফলকাম হইতে পারে। স্কাউটগণের প্রধান কাজ বিশেষতঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের প্রধান কাজ হইবে সকলে মিলিত হইয়া স্বদেশসেবায় ও স্বদেশের হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা।

যদি নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তোমরা স্বদেশের হানি করিবে। ভেদবিবাদ তোমাদিগকে দূর করিতেই হইবে।

তুমি যদি তোমার চেয়ে যারা দরিদ্র ও ছোটজাতের ছেলে, তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য দেখাও, তবে তুমি ভদ্রপদাভিমানী বড়লোকের চালে চালিয়াৎ। আর যদি তুমি তোমার চেয়ে যারা ধনী ও উচ্চবংশে জন্মিয়াছে সেই সকল ছেলেকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে তুমি একজন নির্ব্বোধ।

আমাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। পৃথিবীতে যখন আমরা যে অবস্থায় থাকি, সেই অবস্থার মধ্য হইতেই যতটুকু সম্ভব শ্রেয় আদায় করিয়া নিতে হয়, এবং আমাদের আশেপাশে বহু লোকের সহিত একত্রে মিলিয়া মিশিয়া এক পথে চলিতে হয়।

মানুষ যেন এক প্রকাণ্ড দেয়ালের গায়ে এক একটি ইট। প্রত্যেকটি ইটের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থান আছে,—যদিও এইস্থানটুকু প্রাচীরগাত্রের প্রশস্ততার তুলনায় অতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

কিন্তু এই একখানা ইট ভাঙ্গিয়া পড়িলে কি স্থানচ্যুত হইলে, অন্য সবগুলি ইটের উপরে এক অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত চাপ পড়িতে

আরম্ভ করে, যার জন্য দেয়ালটির গায়ে ফাটল ধরে এবং তাহা ধ্বসিয়া পড়ে। কোন বড় কাজে বা পদে নিজকে ঠেলিয়া তুলিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যাকুল হইও না। এরূপ ভাব লইয়া জীবনের যাত্রা আরম্ভ করিলে অশেষ রকমে তোমাকে নিরাশ হইতে হইবে।

স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর, অথবা যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ তাহার উন্নতির জন্য খাটিয়া যাও; দেখিবে, হাতের কাজটি সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই তোমার উচ্চতর কর্ত্তব্যে পদোন্নতি লাভ এবং তোমার আকাঙ্ক্ষিত সমুদয় সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় মনোযোগের সহিত সেইগুলি আয়ত্ত করিয়া আপনাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া লও। কেবল নিজের আমোদ-আহ্লাদ হইবে ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু স্বদেশের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য আছে, আত্মোন্নতি সাধনেই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি তোমরা গণিত, ইতিহাস ও সাহিত্য-শিক্ষায় প্রস্তুত হও, তাহা হইলেই সংসারে শ্রীসম্পদ লাভ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

পুলিশ কর্ম্মচারীর সহায়তা

বড় বড় সহরে স্কাউটগণ বিশেষভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্য করিতে পারে।

সর্ব্বপ্রথম তাহাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন, পুলিশের দাঁড়াইবার নির্দ্দিষ্টস্থান কোথায় কোথায়, সকলের চেয়ে কাছে পুলিশ ষ্টেশন এবং ফায়ার ব্রিগেড্ ষ্টেশন কোথায়? স্কাউটের আরো জানা চাই, আগুন লাগিলে বিপৎ সঙ্কেত করা যায় কোন্ কোন্ স্থানে, এবং নিকটবর্ত্তী হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান কোথায় আছে।

কোন স্থানে কাহারো কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তুমি যদি প্রাথমিক সাহায্য দান করিতে না পার নিকটস্থ কনেষ্টবলের নিকট দৌড়াইয়া যাইবে, এবং গাড়ী মোটর ইত্যাদি আনিয়া দিতে তুমি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ তাহা জানাইবে। কোন কনেষ্টবলের শিষ্ শুনিয়া যদি বুঝিতে পার সে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে, দৌড়িয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। তাহাকে সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য; কারণ সে একজন সরকারী কর্ম্মচারী, সহরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত। শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক নাগরিকের একটি প্রধান কাজ।

যদি কোন হারান শিশু, কি কুকুর, কি কোন হারানো দ্রব্য দেখিতে পাও, তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী থানায় লইয়া যাইবে। রাস্তার গ্যাস ও বৈদ্যুতিক তারে এবং জলের কলে কোন গোলমাল দেখা গেলে কোথায় গিয়া সংবাদ দিতে হইবে, তাহাও জানিয়া রাখিবে।

গ্রামে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবে, কি প্রকারে গ্রাম পরিষ্কার করিতে হয়; এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি পল্লীমঙ্গল সাধনে তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পার কি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম ও শুভকামনার প্রভাব যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাব অপেক্ষা অনেক বড়। উদারচিত্ত মহৎ অন্তঃকরণের রাষ্ট্রনীতিকুশল ব্যক্তিদের কাছে বাক্যবাগীশ পরনিন্দুক ক্ষুদ্র রাজনীতিকেরা চিরদিন পরাজিত। সদাশয় আকবর ভারতে এই নীতি অবলম্বন করিয়াই শত্রু জয় করিয়াছিলেন। যুদ্ধে হয়ত যাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, প্রণয় দ্বারা তাঁহাদিগকেও জয় করিয়াছিলেন।

সুতরাং তোমরা সাধ্যানুসারে প্রেম ও শুভাকাঙ্ক্ষার ভাব বিস্তার করিতে ভয় পাইও না।

সাধারণতন্ত্র

স্কাউট প্রতিষ্ঠানের কৃপায় ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের ছোট বড় সকল দেশেই স্কাউট ভাইদের পরস্পর সহযোগিতা দেখা যায়। প্রত্যেক দেশের স্কাউটগণের লক্ষ্য নিজ দেশকে শক্তিশালী করা ও ধন-সম্পদে উন্নত করা। ভারতীয় স্কাউটগণও সেই আদর্শ ধরিয়া ই চলিবে। তাহা হইলেই সাধারণতন্ত্র আঁটি বাধা কাঠির মত দৃঢ় হইয়া থাকিবে; কিন্তু পৃথক করিয়া লইলে প্রত্যেকটিই সহজভঙ্গুর হইয়া যাইবে। আর যদি প্রত্যেকটি কাঠি আপনা আপনি শক্ত হয়, অধিকন্তু রাজানুগত্য ও দেশানুরাগের বন্ধনে দৃঢ়সম্বন্ধ থাকে, (যে বন্ধন সমগ্রকে অংশের সঙ্গে যুক্ত রাখে—) তাহা হইলে এই বিশাল সাধারণতন্ত্রের আঁটিটি বিশ্বের কল্যাণের জন্য অজেয় ও শক্তিশালী হইয়া থাকিবে।

আন্তর্জ্জাতিকতা

সাধারণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্য, দুর্ব্বল জাতিদের আক্রমণ বা ভয় প্রদর্শন করা নহে, কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং দুর্ব্বল ও অবনত দেশসমূহে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ধন সম্পদের ব্যবস্থা করা। এই ভাবেই ইহা বরাবর শক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। এই উদ্দেশ্য যেমন গৌরবময়, ইহার ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তিও তেমনি মহীয়ান্ উজ্জ্বল।

তোমরা স্কাউটগণ, ভাগ্যবান্। এই মহান্ ব্রত সাধনে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তোমরা বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পার, কারণ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্কাউট ভ্রাতৃমণ্ডলী রহিয়াছে। স্কাউট-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া তোমরা সমুদয় পৃথিবীব্যাপী ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরূপে বৃত হইয়াছ। এই ভ্রাতৃসঙ্ঘ সদা-প্রফুল্ল, মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন যুবকদল দ্বারা গঠিত। কাহারো প্রতি ইহাদের দ্বেষ হিংসা নাই,

দেশ, বর্ণ, জাতিধর্ম্মের পার্থক্য নিয়া ইহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে না, ইহারা সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ অপেক্ষা স্বদেশের সেবাকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া চলে এবং পরস্পরের সহিত শুভাকাঙ্ক্ষা বিনিময় করিয়া বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রয়াসী হয়।

খেলা

গুলী-ছোড়া—দুই প্যাট্রোল প্রতিযোগিতা করিবে। চাঁদমারি (Target) বোতল অথবা ইষ্টক খাড়া করিয়া প্রতিযোগী প্যাট্রোল দলের প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করিবে। চাঁদমারি হইতে ২০।২৫ গজ দূরে উভয়দল দণ্ডায়মান হইবে। "গুলী চালাও" এই আদেশ দিবামাত্র তাহারা চাঁদমারিতে ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিবে। চাঁদমারির কোন বোতল কি ইট পড়িয়া গেলেই, ইহা যে স্কাউটের প্রতিনিধি সেই স্কাউটকে মধ্যস্থ (umpire) বসাইয়া দিবেন। সে মরা। যথেষ্ট ঢিল বা নুড়ী পাওয়া গেলে এক প্যাট্রোলের সমুদয় প্রতিনিধি নিপতিত না হওয়া পর্য্যন্তই ঢিল ছোড়া চলিবে। অথবা প্রত্যেক প্যাট্রোলকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নুড়ী বা ঢিল দেওয়া যাইতে পারে; অথবা এক মিনিট কি দুই মিনিট সময় নির্দ্ধারণ করিয়াও দিতে পারা যায়।

দুর্গ অধিকার—একটি শক্ত বড় টেবিল কিম্বা উচ্চ বাঁধের উপর এক প্যাট্রোল দাঁড়াইবে, তাহারা আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করিবে। অন্যদল রক্ষাকারী দলকে স্থানভ্রষ্ট করিবার জন্য টানিয়া নীচে নামাইয়া আনিবে। রক্ষাকারী দলের অর্দ্ধেক স্কাউট টেবিল বা বাঁধের পিছনে দাঁড়াইতে পারে। রক্ষাকারী দল আক্রমণকারিগণের কোন স্কাউটকে টানিয়া প্রাচীরের উপর তুলিয়া পিছনে মাটিতে নামাইয়া দিতে পারিলে, সে মারা গেল। লাথি বা আঘাত নিষিদ্ধ।

ক্যাম্পফায়ারী কথা—নং ২৮

একতায় প্রতিষ্ঠা—বিরোধে পতন

আমাদের সাধারণতন্ত্রের নিশান—জাতীয় সঙ্গীত—স্কাউটের গান

উপদেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত

* * [ক্যাম্পে প্রত্যহ প্রাতে নিশান উত্তোলন করিবে ও বিশেষ বিশেষ দিনে প্রদর্শনী, খেলা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবে। যেমন রাজার জন্মদিনে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিনে, প্রতি বৎসর ২৪শে মে তারিখে, অথবা ২৩শে এপ্রিল, সেণ্ট জর্জের স্মৃতিদিবসে।

স্থানীয় শহরের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস অথবা সাধারণতন্ত্রের ইতিহাসের বিশেষ কোন ঘটনা অবলম্বনে স্কাউটদের দ্বারা ট্যাব্‌লো অথবা ছোটখাট মূক অভিনয়ের ব্যবস্থা করিবে।

এই সকল অনুষ্ঠানে বালকেরা আনন্দলাভ করে, এবং ঐতিহাসিক বিবরণ তাহাদের মনের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া দেয়। দর্শকগণ বহু শিক্ষ লাভ করে এবং তাহাদের তহবিলের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়।

সহরের কিম্বা গ্রামের পঞ্চায়েত বৈঠকে স্কাউটগণকে লইয়া যাও এবং এইগুলি কি প্রকারে পরিচালিত হয় তাহা দেখিতে দাও।

সমসাময়িক বিবিধ প্রশ্ন বা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা সভার বন্দোবস্ত কর।] * *

আমাদের স্কাউটগণ চলন্ত পল্টনের পতাকাকে অভিবাদন করিবে। এইরূপ পতাকা সাধারণতঃ দুইটি ব্যবহৃত হয়; একটি "রাজকীয় পতাকা" অন্যটি "পল্টনের পতাকা।"

রাজকীয় নৌবহর শ্বেত পতাকা উড়ায়। রাজকীয় কেলি তরণী (Royal-Yacht Squadron) বহরের কেলি তরণী ব্যতীত অন্যরা ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। সাদা নিশানের উপরে সেণ্ট জর্জের লাল ক্রশ সম্মিলিত করিয়া শ্বেত পতাকা প্রস্তুত হয়, ইহার এক কোণে "য়ুনিয়ন্ জ্যাক্" থাকে। ইহা জাহাজের পেছন দিকে উড়ান হয়; সম্মুখের দিকে একটি ক্ষুদ্র "য়ুনিয়ন জাক্" লাগানো থাকে।

যুদ্ধজাহাজগুলিতে কেতু (Pennant) অর্থাৎ সরু লম্বা কষাগ্রের মত পতাকা ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্য জাহাজে রক্ত-পতাকা তোলা হয়। কোন বাণিজ্য জাহাজের কাপ্তান যদি পেন্‌সন্ প্রাপ্ত নৌকর্ম্মচারী অথবা সংরক্ষিত (রিজার্ভ) রাজকীয় নৌ-কর্ম্মচারী হন, তবে তিনি নীল নিশান ব্যবহার করিতে পারেন, যদি তাঁহার সঙ্গে যে সকল কর্ম্মচারী থাকিবেন, তন্মধ্যে অন্ততঃ দশজন (নিজেকে ও অন্য শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের লইয়া) সংরক্ষিত রাজ-নৌবিভাগের অফিসার ও নাবিক হন। কিন্তু প্রথমেই তাঁহাকে রণপোত মন্ত্রিসভা হইতে নীল পতাকা উড়াইবার অনুমতিসহ সনদ লইতে হইবে এবং নৌবলসংক্রান্ত কাগজপত্রে এই সনদ পাওয়ার কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

সৈনিক বিভাগে এবং গবর্ণমেণ্টের অট্টালিকায় "য়ুনিয়ন ফ্ল্যাগ্" উত্তোলিত হইয়া থাকে। বেসরকারী গৃহে সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য লোকেরা রক্ত-পতাকা উত্তোলন করিবেন; ইচ্ছা করিলে য়ুনিয়ন ফ্ল্যাগও ব্যবহার করিতে পারেন।

রাজা কিম্বা রাণী উপস্থিত থাকিলেই শুধু রাজপতাকা উত্তোলিত হয়; ইহাতে ইংলণ্ডীয় সিংহ, আয়ারলণ্ডের বীণা এবং স্কটলণ্ডের সিংহ থাকে।

ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যে আপন আপন বিভিন্ন পতাকা ব্যবহার করা হয়। তাহাতে দণ্ডের নিকট উপরের দিকে য়ুনিয়ন জ্যাক্ এবং অগ্রভাগে, (যে ভাগ হাওয়ায় উড়ে) দেশের নিজস্ব প্রতীক থাকে।

ভারতবর্ষের পতাকায় য়ুনিয়ন্ জ্যাকের সঙ্গে ভারত নক্ষত্র (Star of India) অঙ্কিত থাকে।

সম্মেলন পতাকা (Union flag), ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকা ইহা সেণ্ট জর্জের নিশান—সাদা জমির উপরে লাল ক্রুশ দ্বারা গঠিত। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম জেমস্ ইহার সহিত স্কট্লণ্ডের পতাকা সংযুক্ত করেন। স্কট্লণ্ডের নিশান—সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজের সাদা ক্রুশ; নীল জমির উপর কোণাকুনি আঁকা।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারলণ্ডের সেণ্ট প্যাট্রিক নিশান এই পতাকার সহিত সংযুক্ত হয়। ইহা লাল ক্রুশ—সাদা জমির উপর কোণাকুনি আঁকা। সুতরাং বর্ত্তমান পতাকা ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড এবং আয়ারলণ্ডের মিলনের প্রতীক।

নিশান উত্তোলনের ঠিক এবং উল্টা দুই দিক আছে; ইহা তোমাদের সকলেরই শিক্ষা করিয়া জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কারণ অনেক সময়ই দেখা যায় নিশান উল্টা করিয়া উত্তোলিত হইয়াছে। নিশান উল্টা করিলে, তাহার অর্থ হয়, তোমরা বিপদে পড়িয়াছ। কিন্তু লোকেরা ভুল করিয়া অথবা নিশান তুলিবার ঠিক প্রণালী না জানিয়া নিশান উড়াইয়াই এই ভুল করে। লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে "কোণাকুনি" অবস্থিত লাল বর্ণরেখার একদিকে সরু সাদা টান আছে এবং অন্যদিকে চ্যাপটা সাদা টান আছে। চ্যাপটা সাদা টান নিশানের দণ্ডের নিকট (Hoist) উপরের দিকে থাকিবে। এবং ফ্লাইর দিকে

(অর্থাৎ নিশানের যে দিকটা উড়িতে থাকে) উহা নীচের দিকে থাকিবে।

রাজা প্রথম জেম্‌স্‌-এর ডাকনাম জ্যাকেস্‌ হইতে জ্যাক্‌ শব্দের প্রচলন হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কারণ তিনিই ইহা প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু এর চাইতেও বেশী সম্ভব জ্যাক্‌ শব্দটি নাইট-গণের পরিধান বস্ত্র জ্যাকেট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; নাইটগণ তাঁহাদের বর্ম্মের উপর আপন জাতির পরিচায়করূপে এই জ্যাকেট্‌ পরিধান করিতেন। ইংরাজ নাইটগণ সেণ্ট জর্জের রক্তক্রুশ-চিহ্নিত সাদা জ্যাকেট পরিতেন। নিশানের উপরের দিক্‌ নীচের দিকে রাখিয়া নিশান তুলিলে বুঝিতে হইবে বিপদ ঘটিয়াছে। নিশান দণ্ডের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত নিশান তুলিলে ইহা শোকচিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়।

যুদ্ধজাহাজে উঠিলে যখনই Quarter deckএ, অর্থাৎ জাহাজের পশ্চাৎ দিককার পাটাতনে যাইবে তখনই অভিবাদন করিবে।

জাতীয় সঙ্গীত শুনিলেই, উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং মাথার টুপি খুলিয়া লইবে; উর্দ্দি পরিয়া থাকিলে "Stand at the alert" অর্থাৎ "হুসিয়ার"! আদেশের অবস্থায় দাঁড়াইবে।

২৪শে মে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন। ইহাকে সাম্রাজ্য দিবস (Empire Day) বলে। স্কাউটগণ এইদিনে সাম্রাজ্যের প্রতি সবিশেষ সম্মান দেখাইবার জন্য পতাকা উত্তোলন এবং অভিবাদন করিবে।

সম্মেলন পতাকা শুধু ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়ারলণ্ডের মিলনের প্রতীক নহে। ইহার আর একটি বিশেষ অর্থ আছে; তাহা গ্রেট-ব্রিটেনের সহিত সমুদ্র-পরপারবর্ত্তী রাজ্য সকলের মিলন। ইহাতে আরও বুঝায় গ্রেটব্রিটেনে ও অন্যান্য রাজ্যে আমাদের ভাই যাঁরা আছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতর সাথী-সম্বন্ধ।

ব্রিটিশ জাতীয় সাধারণতন্ত্র নামক বৃহৎ অট্টালিকার প্রাচীরে আমরা এক একখানা ইষ্টক। আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, কোন রাষ্ট্রনৈতিক মতদ্বৈধ অথবা অপর কোন প্রশ্ন যেন এত তীব্র হইয়া না উঠে যাহা আমাদিগকে বিভক্ত করিয়া দিতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও রাজ্য সকলের মধ্যে আমাদের সাধারণতন্ত্রের যে শক্তি ও পদমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা যদি আমরা রক্ষা করিতে চাই তবে আমাদিগকে হাতে হাত মিলাইয়া চলিতে হইবে। এই মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে আত্মসম্মানে ও পরের প্রতি শিষ্টাচারে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে হইবে।

সাম্রাজ্যেরে এক কর—দাঁড়াক সে নিবিড় মিলনে ;
যেন কাঁধে কাঁধে বাঁধি হাত প্রজাপুঞ্জ মর্ম্মে মর্ম্মে করে অনুভূতি
ভ্রাতৃত্বের ঘনস্পর্শ, চলুক সবাই কর্ম্ম পথে
এক মহা জাতি সম—দৃঢ় সত্য যেন তরোয়াল।

জাতীয় সঙ্গীত
(God save the King)

ভগবান রক্ষা করুন আমাদের অনুকম্পাপরায়ণ রাজাকে !
দীর্ঘজীবন লাভ করুন আমাদের উদারচিত্ত রাজা।
ভগবান রক্ষা করুন রাজাকে।
তাঁহাকে সর্ব্বত্র জয়ী কর
সুখী কর—মহীয়ান্ কর
দীর্ঘকাল যেন শাসন করেন আমাদেরে,
ভগবান রক্ষা করুন রাজারে !

হে প্রভু ! হে আমাদের ভগবান, জাগ্রত হও।
ছিন্নভিন্ন করে দাও তাঁর শত্রুদলকে—
নিপাত সাধন কর তাদের !

বিভ্রান্ত হোক তাদের কূটনীতি,
বিফল হোক তাদের অসাধু কৌশল।
তোমার উপরেই আমাদের সকল আশা স্থাপন করেছি—
ভগবান রক্ষা কর আমাদের সবাইকে।

তোমার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ দান
বর্ষিত হোক তাঁর উপরে,
দীর্ঘকাল তিনি রাজত্ব করুন।
রক্ষা করুন আমাদের বিধি-বিধান;
রাজার কর্ত্তব্য তিনি সাধন করুন,
যেন আমাদের কণ্ঠ থেকে, মর্ম্ম থেকে জাগে গান—
ভগবান রক্ষা কর রাজাকে।

"রাজারে বাঁচাও ভগবান"—গড সেভ দি কিং
[God Save The King]

গড্ সেভ্ আওয়া (র) গ্রেশস্ কিং
লঙ লিভ্ আওয়া (র্) নোবল কিং
গড সেভ্ দ' কিং।
সেণ্ড্ হিম্ ভিক্টোরিয়াস্
হ্যাপি (আ)ণ্ড গ্লোরিয়াস্
লঙ টু রেন ওভার আস্;
গড সেভ দ' কিং।

ও, ল (র্) ড আওয়া (র্) গড এরাইস্,
স্ক্যাটার হিজ এনিমিজ,
'ণ্ড মে'ক দেম ফল।
কন্‌ফাউণ্ড দেয়া (র্) পলিটিক্স্
ফ্রাস্ট্রেট দেয়া (র্) নেভিস্ টি(ট্রি)ক্স্
অন দী আওয়া (র্) হোপস্ উয়ি ফিক্স্
গড সেভ আস্ অল।

দাই চয়েসেস্‌ট্‌ গিফটস্‌ ইন ষ্টোর
অন্‌ হিম্‌ বি প্লিজড্‌ টু পোর্‌
লং মে হি রেন্‌।
মে হি ডিফেণ্ড আওয়া (র্‌) লজ
এণ্ড এভর্‌ গিভ আস্‌ কজ
টু সিঙ উইদ্‌ হা (র্‌) ট্‌ এণ্ড ভয়েস্‌
গড সেভ দ্' কিং।

ভারতের গান

"বন্দে মাতরম্‌"

(বঙ্কিমচন্দ্র)

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্‌
বন্দেমাতরম্‌।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্‌
বন্দেমাতরম্‌!
ত্রিংশৎ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে;
দ্বি-ত্রিংশৎ কোটি ভুজে ধৃতখর করবালে;
কথয়ন্তি জনাস্তাং কথং মাতরবলাম্‌?
রিপুদল বারিণীং মাতরম্‌
বন্দেমাতরম্‌!

কানাডার গান

"দ্ ম্যাপ্ল্ লীফ্ ফর্ এভার্"

[The Maple leaf for ever]

সিকেন্দর মুর (Alexander Muir)

আদিমকালে ব্রিটন দ্বীপের কূল থেকে
ভয় না জানা বীর এল এক "উল্ফ" বলে ;
জাগল নিশান ব্রিটেনিয়ার বীর্য্যে তার,
সুন্দর কানাডা দেশের ভূঁইতলে।
থাকুক জেগে ; আমাদের সে গৌরব ও গর্ব্ব !
প্রেমের ডোরে রাখব বেঁধে অবিশ্রাম
ক্ষুপ-কমল ও শেয়াল কাঁটা ; গোলাপ লতায় জড়িয়ে থাক
ম্যাপল্ পাতা চিরশ্যাম।

প্রিয় কেতন ম্যাপল্ পাতা,
ম্যাপল পাতা চিরশ্যাম !
রাজায় মোদের রক্ষ বিভু
আশীষ করুক স্বর্গধাম
ম্যাপল পাতা চিরশ্যাম।

যশ ছড়ান রম্যভূমি ইঙ্গভূমির মঙ্গলে
স্বর্গ থেকে ঝরুক হাসি নিরন্তর
বৃদ্ধ মোদের স্কচভূমিরে ঋদ্ধি দেহ ভগবান
আয়ার ভূমি শ্যামল তারে দেহ বর।
দীর্ঘোচ্চ সুরের ধারা জাগুক তবে কাঁপায়ে
গিরি ও বন ঘনশ্যাম,
রাজায় মোদের রক্ষ বিভু,
আশীষ কর স্বর্গধাম
ম্যাপ্ল্ পাতা চিরশ্যাম।

অষ্ট্রেলিয়ার গান

(মিসেস্ সি, জে, কার্লটনের কথা ও কার্ল লিঙ্গারের সুর দেওয়া)

এক যে আছে দেশ, তাহাতে গ্রীষ্মকালের আকাশে
আলোকভরা হাজার বরণ বিকাশে!
মন-ভুলানো মিলন মাঝে মিলায় তারা বিলাসে!
ঘাস গজান টিলা আর উচ্চ বনমণ্ডলী
গোলাব-লাল আলোয় হাসে উজ্জ্বলি,
সবার পরে উজ্বল নভ—লিপ্ত যাহে কজ্জলী,
অষ্ট্রেলিয়া।

এক যে দেশ, আকাশে তার বাঁধনহারা উল্লাসে
গিরিশিখর হ'তে সাগর, বাতাসে
গর্ব্বে কেতন্ তুল্‌চে বিজয় বিলাসে
স্বাধীনতার তনয়গণে সেই বিজয়ী কেতন বয়,
তাই বাতাসের সুধা পরশ বেড়ী পরা দাসের নয়,
ব্রিটেন্-দুহিতাদের মাঝে সুন্দরী সে অসংশয়
অষ্ট্রেলিয়া।

স্কাউটদের প্যাট্রোল গান

(কিপ্লিংএর অনুকরণে)

এই আমাদের বিধি বিধান
স্কাউট বিধান আছে মোদের শুধু এক :
প্রথম এবং শেষটি তাহার, বর্ত্তমান ও অতীতে
অথবা সে ভবিষ্যতে—"চেয়ে দেখ!"

আমি, তুমি, সে, সকলে চেয়ে দেখ !
আমরা, তোমরা, তারা, সবাই চেয়ে দেখ !
যদিও তুমি দেখনি, কি দেখতে না,
অথবা দেখতেই তুমি পারতে না,
খুব স্ফূর্তিসে সবাই তবু চেয়ে দেখ !

দিনটি স্বরু করবে যখন, দেখ চেয়ে
তল্পীতল্পা মনের মত বাঁধলে কি ?
আধেকখানা ঘরেই রেখে ভুল করে
আধেকখানা সঙ্গে নিয়ে পারলে কি ?
জুতার ফিতার বাঁধন হল শক্ত কি ?
বুট জোড়া কি মজবুত ? আর ব্যথা পায়ে পাও না ত ?
নইলে রাতে দেখবে পায়ে ফোস্কাটি।
(কোরাস্) প্যাট্রোল সবে চেয়ে দেখ !

পাখী কোথায় আকাশে, তা দেখ চেয়ে,
মাঠে কোথায় পশুগুলি দেখ চরে ;
তারাই তোরে বলবে কোথায় কোন্ ছলে
অদেখাটি লুকিয়ে আছে চুপ করে।
কালপাখী ঝোপ ছেড়ে ঐ যায় ছুটে,
চমকে যখন তাকায় পশু, মনে রেখ,
বুদ্ধিমন্ত নেতা তখন থামবেই ;
(কোরাস্) আর প্যাট্রোল সবে চেয়ে দেখ।

সমুখ যখন মুক্ত, তখন দেখ চেয়ে
ভাব্‌চিস্ তুই জয় বুঝি তোর হাতের ধন !

দ্যাখনা চেয়ে দুইটি পাশ আর পেছনটি
ওখান থেকে সুরু হয় সব আক্রমণ
কাটুস্ কুটুস্ শুনলেই তা ইঁদুর নয়
গুপ্ গাপ্ সব রুই নয়, তা মনে রেখ !
হয়ত টুপি—পাথর বলে ভাবচ যায় ;
(কোরাস্) প্যাট্রোল সবে চেয়ে দেখ।

হারা খেলায় হারে যখন ধৈর্য্যও,—
দৃষ্টি ফেল আপনারি অই অন্তরে।
কষা জুতার অজুহাতটি সত্য কি ?
নিন্দ কারে তর্কে কিবা উত্তরে ?
বিধানটির এই সবার চেয়ে শক্ত ঘা,
কিন্তু স্কাউট তৈরী এতে হয়ে থাকে,
কাজ এড়ান ঠোঁট বাঁকানোয় চলবে না।
(কোরাস্) প্যাট্রোল সবে চেয়ে দেখ।

অথবা—

নাইক কোন বিধি বিধান—আমাদের
স্কাউট বিধান একটি শুধু—শুধু এক !
প্রথম এবং শেষটি তাহার, বর্ত্তমান ও অতীতে,
ভবিষ্যতে বা পূর্ণকালে—"চেয়ে দেখ।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- হেড কোয়ার্টার্স্ আফিসে গানের সুরও পাওয়া যায়।

স্কাউট বালকদিগের শিক্ষাদান

স্যার জে. মিলাইস প্রণীত "র‍্যালে-এর বাল্যজীবন।" এই প্রকার উপদেশ হইতেই চরিত্র গঠন হয়।

দশম অধ্যায়

উপদেষ্টাদের প্রতি ইঙ্গিত

"Aids to Scoutmastership" এই পুস্তকখানা দেখ।

সার সঙ্কলন

* * একটি উপায় আছে—যাহা দ্বারা স্কাউট অফিসারগণ জাতীয়মঙ্গল করিতে পারেন। যে সকল জাতি আমাদের সাধারণ তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের প্রত্যেকের চরিত্রের উপর এই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে; আবার প্রত্যেক জাতির শক্তি নির্ভর করে তাহার পৌর-জনের চরিত্রবলের উপর। এই উদ্দেশ্যে চরিত্র বিকাশের চেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়গুলিতে অতি সামান্যই হইয়া থাকে। অথচ এখন ইহা যতটা প্রয়োজনীয় আছে, কোনদিনই ততটা ছিল না।

চরিত্রে ও উৎকৃষ্ট পৌরজীবনে বালকদের আত্মশিক্ষার উপায় স্বরূপ শান্তি স্কাউট ব্রতের পরিকল্পনা।

সকল শ্রেণীর যুবকগণই বিনাব্যয়ে এই শিক্ষাদান-পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করিতে পারে; প্রত্যেক যুবক অল্প কয়েকটি বালককে শিক্ষা দিলেই চলিবে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে কার্য্যগত প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে।

কি প্রকারে বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠান গঠন করা যায়।

শিক্ষাদন কার্য্য পরিচালনা করিবার এবং অন্য লোকের কাছে ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় সম্বন্ধে ভাবী উপদেষ্টাদের প্রতি ইঙ্গিত।

এই বিষয়ে কি কি পুস্তক পাঠ করা উচিত। * *

আপন দেশকে ক্ষমতাশালী এবং সম্পদশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করাই প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের লক্ষ্য। ইহা দ্বারাই স্বদেশবাসিগণকে সুখশান্তি এবং নিরাপত্তা দান করা যায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে পরিচিত সাধারণতন্ত্র জাতিসঙ্ঘের সভ্যরূপে যে সকল দেশ সম্মিলিত, তাহাদের জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধি অনেকটা নিশ্চিত।

যদিও তাহাদের মিলন কোন সন্ধিপত্র দ্বারা সমর্থিত নয়, তবু কার্য্যতঃ বাণিজ্যে ও দেশরক্ষায় সন্ধিপত্র অপেক্ষা এই অলিখিত সর্ত হীন নহে।

কিন্তু এই বাহিরের সাহায্য ছাড়াও প্রত্যেকদেশের আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থার প্রয়োজন, যদি সে সার্থকতা লাভ করিতে চায়।

ইহার অর্থ এই:—প্রত্যেক নাগরিকের চরিত্রবল থাকা প্রয়োজন;—নাগরিকগণ কর্ম্মকুশল ও শক্তিশালী হইবে; স্বদেশবাসিগণের সেবার আদর্শ লইয়া তাহাদের জীবন ও কর্ম্ম পরিচালিত হইবে।

দেশের লোকের মধ্যে এই অবস্থা আনয়ন করিতে হইলে বাল্যকাল

হইতেই তাহাদের শিক্ষার অঙ্গরূপে এই সকল প্রয়োজনীয় গুণ তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ইহা গ্রহণ করা সহজ নহে।

অপর দিকে, এই শিক্ষা ব্যতীত যুবকগণের জীবনে বাঞ্ছিত চরিত্রবল আনয়ন করা সুকঠিন।

দেশে রাজনীতিকের অভাব নাই। কিন্তু রাজনীতিকদের দ্বারা কখনই কোন জাতি গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রকুশলী এবং বিশিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকেরই প্রয়োজন বেশী। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের আবির্ভাব হয় বড় অল্প এবং অনেকদিন পর পর।

বালকগণের মধ্যে চরিত্রবল গঠন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া স্কাউট প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহাতে বালকগণ উত্তরকালে সুদক্ষ কর্ত্তব্য-পরায়ণ নাগরিকে পরিণত হইতে পারে। দেশপ্রেমিক নেতারা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দমনে এই কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

যিনি স্বদেশকে ভালবাসেন, দেশের সেবা করিতে চান, দেশের কনিষ্ঠ ভাইদের কল্যাণসাধন করিতে চান, তাঁহার জন্য প্রশস্ত ও মনোরম সুযোগ এখানে উপস্থিত।

তিনি স্কাউটমাষ্টার হইতে পারেন। শিক্ষার একটি প্রথম স্তর হইল, স্কাউটমাষ্টারকে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্যের লক্ষ্য কি? সেই লক্ষ্যকে সর্ব্বদাই চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে হইবে। কত লোক যে সোপান পরম্পরার প্রথম বা দ্বিতীয় পংক্তির মধ্যেই আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, কি কি দোষত্রুটির জন্য দেশে কু-নাগরিকের উদ্ভব হয়। সেইগুলিকে স্কাউটব্রত দ্বারা সমূলে নষ্ট করিতে হইবে। নিম্নলিখিত তালিকা এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিতেছে ঃ

শিক্ষার উপাদানরূপে স্কাউটসাধনা

সাধারণ জাতীয় দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতা	কারণ	মূল উৎপত্তি স্থান	প্রতিষেধক	স্কাউটসাধনার প্রতিকার—বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক—নিয়মিত পদ্ধতি অনুসারে বিকাশ করিয়া তুলিবে :
ধর্ম্মহীনতা, শাসনানুবর্ত্তিতার অভাব, দেশাত্মবোধের অভাব, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবনতি, অপরের প্রতি অবজ্ঞা এবং নিষ্ঠুরতা	উচ্চতর নীতিজ্ঞানের (অথবা বিবেকবুদ্ধির) প্রতি উদাসীনতা	আত্ম-সংযমের অভাব	শিক্ষা : ১। চরিত্র গঠনে	১। চরিত্রগঠন :— সৎসঙ্গ ও সাধু পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা, আত্ম-সম্মানজ্ঞান দ্বারা, কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা, আত্ম-শাসন দ্বারা, দায়িত্ববোধের দ্বারা, উদ্ভাবনী-শক্তিদ্বারা, কর-শিল্পশিক্ষা দ্বারা, সৃষ্টিমধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ অধ্যয়ন করিয়া, ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা, ন্যায়বুদ্ধির অনুসরণ দ্বারা, পরহিত-পরায়ণতার দ্বারা, স্বদেশের জন্য ব্যক্তিগত সেবার দ্বারা।
হিংসামূলক অপরাধ ও বল-প্রয়োগ, উন্মত্ততা, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, অমিতব্যয়িতা ও দরিদ্রতা	মাদকতা - নেশা-খুরী মদ, গাঁজা, আফিং, তামাক প্রভৃতি			
লোকদেখানো ভাব, আলস্যে ঘুরিয়া বেড়ান, কর্ত্তব্য এড়াইবার ভাব, হীননৈতিক আদর্শ, জুয়াখেলা, অবৈধতা রোগ	স্বার্থপ্রণোদিত আরামস্পৃহা			
স্বাস্থ্যাভাব, ঘৃণ্য মলিনতা, শিশুমৃত্যু, মানসিক খর্ব্বতা, শারীরিক বিকলতা	পিতামাতার দায়িত্ব হীনতা এবং অজ্ঞানতা	স্বাস্থ্যবিষয়ে এবং শরীরতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানের অভাব	২। শারীরিক স্বাস্থ্যবিষয়ে	২। শারীরিক সুস্থতা :— উন্মুক্ত স্থানে ব্যায়াম দ্বারা (কেবল ড্রিল নহে), নিজের শারীরিক উৎকর্ষের পূর্ণ আদর্শ বিষয়ে দায়িত্ববোধ দ্বারা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-বিধির ক্রিয়াগত অনুশীলন দ্বারা।

এই বিষয়ে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ প্রদর্শন করিয়া "The Times" নামক বিলাতের সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে ঃ—বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ইহাই নয় যে ইহার দ্বারা বালকেরা টাকা রোজগারের কলের চাকার সঙ্গে ঠিকমত জোড়া লাগিবার জন্য তৈরি হয় না, কিন্তু ইহার ভিতর হইতে যেসব বাহির হইয়া আসে তাহাদের চরিত্রবল থাকে না এইটিই প্রধান দোষ, অথচ একমাত্র এই চরিত্রই রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদরূপে চরম আশ্রয়।

কোথায় এবং কি প্রকারে প্রতিকার প্রয়োগ করিতে হইবে ?

উদীয়মান তরুণ সমাজ এবং তাহাদের জীবনগঠনই প্রতিকারের স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্র।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট ঠিক কথাই বলিয়াছেন—"জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে যদি তোমরা স্থায়ী কিছু করিতে ইচ্ছা কর, তবে সে বয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই সেই কার্য্যটি আরম্ভ করিবে; বালকদিগকে নিয়া কাজ করিলেই সফলতা লাভের সম্ভাবনা আছে, পূর্ণবয়স্কদের লইয়া নয়।"

জন্ ওয়ানামেকার্ বলিতেছেন ঃ—

"একজন পূর্ণবয়স্ক লোককে রক্ষা করিলে মাত্র একব্যক্তিকে রক্ষা করা হইল। কিন্তু একটি বালককে রক্ষা করিলে একটি পূরণের বিবর্দ্ধিত সংখ্যাকেই রক্ষা করা হইল।" অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে বহুলোককে রক্ষা করিবার উপায় হইল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বালকগণ উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সজীবতায় পূর্ণ, এই সত্যটির প্রতি এখনও জনসাধারণের তেমন মনোযোগ হয় নাই। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সৎপথে পরিচালনা করিলেই তাহারা

কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মকুশল নাগরিকরূপে পরিগণিত হইতে পারে। এই চমৎকার উপাদানটিকে ধ্বংসের পথে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে; শুধু তাই নয়, এর চেয়েও গুরুতর এবং ভীষণ আশঙ্কার কথা এই যে, কেবল সুশিক্ষার অভাবে ও উপযুক্ত নেতার অভাবে এই মূল্যবান সামগ্রীটিকে দেশের অনিষ্ট সাধনের পথে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। বালকেরা যে সময় জীবনপথের সমস্যাপূর্ণ সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হয় যেখানে, সু এবং কু, ভাল ও মন্দ এই দুই বিভিন্ন দিকে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন-ধারা প্রবাহিত হইতে পারে ঠিক সেই সময় কোন পরিচালকের হস্তে নিয়ন্ত্রিত না হওয়াতে এই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

এই বালকগণ যখন বড় হইবে, ইহারাই আবার বহু পুত্রের পিতা হইবে; আপন আপন পুত্রগণকে ঠিক পথে চালাইয়া ইহাদিগকেই কর্ত্তব্য-পরায়ণ নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই যখন এই শব্দটির অর্থ অতি অস্পষ্ট ভাবেও ধারণ করিতে পারিল না, তখন ইহারা আপন আপন সন্তানগণকে কি প্রকারে শিক্ষা দিবে? এই দোষ কেবল মাত্র তাহাদেরই নহে!

বর্ত্তমানে সরকারের অনুমোদিত যে শিক্ষা ভারতবর্ষের বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ এবং অনেকগুলি পরীক্ষা পাশের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের যে গুণটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় তাহার বিকাশসাধনের জন্য কিছুই করা হইতেছে না, অথচ তাহার স্থান প্রতি অল্পই রাখা হইয়াছে।

দেশের সহস্র সহস্র বালককে "ব্যর্থ বিনষ্ট"দের দলে ভিড়িয়া জল-স্রোতের মত ভাসিয়া চলিতেই দেওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে এই মহাপতন হইতে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই হইতেছে না। উদ্ভাবনীশক্তি,

বীরত্ব, মিতব্যয়িতা, সুনাগরিকতা অথবা স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা কোন শিক্ষাই পায় না।

(ক) ইহার প্রতিকার কি প্রকারে সম্ভব ?

(খ) কি প্রকার কার্য্যপ্রণালীর ভিতর দিয়া এই প্রতিকার করা যাইতে পারে ?

(গ) ব্যক্তিগত ভাবে একজন সাধারণ লোক কিরূপে এই কার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন ?

উত্তর :—

(ক) উদীয়মান তরুণসমাজের মধ্যে প্রতিকারচেষ্টা আরম্ভ করিতে হইবে।

(খ) এখন যাহারা বালক, ভবিষ্যতে তাহারা মানুষরূপে গড়িয়া উঠিবে ; তাহাদের অন্তরে "চরিত্রবল" ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। চরিত্র বলিতে নির্ভীক পুরুষোচিত আত্মনির্ভরশীলতা এবং নিঃস্বার্থপরতার স্ফুরণ বুঝায়।

(গ) এই সুমহৎ জাতীয় সাধনায় নাগরিকগণ ব্যক্তিগত হিসাবে কি করিতে পারেন, তাহা বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই যাহা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইহা বালক সম্প্রদায়ের সামান্য সীমান্তরেখা মাত্র স্পর্শ করিয়াছে।

বালকদিগকে শিক্ষা দিবার কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক যুবক অগ্রসর হইতেছেন না। এই কারণেই এখনও ইহা তেমন বেশী সংখ্যক বালকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

যাঁহারা অন্তরে স্বদেশের হিতকামনা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য এখানে গৌরবময় কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা অগ্রসর হউন, এবং নেতার স্থান গ্রহণ করিয়া "পরবর্ত্তী পুরুষের" বালকগণের

জীবনও আপনাদের মত সুন্দর স্বভাবসম্পন্ন করিবার জন্য তাহাদের প্রেরণা দিন।

স্কাউট-কলার মধ্যে আছে উদ্ভাবনীশক্তি, সহনশীলতা, সাহসিকতা, বিশ্বাসপরায়ণতা ইত্যাদি সীমান্ত অরণ্যবাসী ঔপনিবেশিকদের গুণ, এবং তার সঙ্গে নাইটদের বীরধর্ম্ম। এই সকল নৈতিক ও দৈহিক গুণের আদর্শকে কার্য্যকরীভাবে মূর্ত্ত করিয়া বালকদের কাছে অনুকরণের জন্য ও দৈনিক অনুশীলনের জন্য উপস্থিত করা হয়।

এই শিক্ষা ও উপদেশকে বালকদিগের দিক হইতেই আমরা দেখিয়া থাকি ; এবং তদনুসারেই ইহা গড়িয়া তুলি। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠনও এমনি যে ইহাতে উপদেষ্টার অভাব সকল দূর করিবার জন্য তাহার পরিচালন-ক্ষমতাকে যথাসম্ভব কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের শাসন হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে এবং বিরক্তিকর তত্ত্বাবধান লাল ফিতার বাঁধাধরা কাজের প্রণালী অথবা ব্যয়বাহুল্য হইতে বিমুক্ত থাকিয়া তাহার জন্য স্থানীয় লোকের সহায়তা পাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরিচালনা ঃ—স্যার উইলিয়ম্ ওস্‌লার বলিয়াছেন, ভাল ডাক্তার হইতে হইলে 'সাহস, প্রফুল্লতা এবং স্নেহ' এই তিনটি গুণের প্রয়োজন।

আমি দেখিতেছি, ভাল নাগরিক হইতে গেলেও ঠিক এই গুণ কয়টিরই আবশ্যকতা আছে। বয়স্কাউটগণকে কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য শিক্ষার প্রথম সোপানস্বরূপ এই সকল গুণই তাহাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। স্কাউট বালকদিগকে শিক্ষাদান কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে স্কাউট-মাষ্টারকেও ঠিক এই সকল গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে।

এই সকল গুণ কি অর্জ্জন করিয়াছ ? যদি করিয়া থাক, তবে অগ্রসর হও এবং জয়লাভ কর। যদি তোমার এই সকল গুণ না থাকে, অর্জ্জন

করিয়া লও, তাহা হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কারণ তোমার স্কাউটব্রত পালনে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে, স্কাউট মাষ্টারের আপন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমাদের শিক্ষার অর্দ্ধেকটা সম্পন্ন হইয়া যায়।

শিক্ষাকার্য্যে 'চালাইয়া নেওয়া' এবং 'ঠেলিয়া নেওয়া', পরিচালনা ও তাড়না এই দুই প্রণালীর পার্থক্য এখানেই বিদ্যমান। চালাইয়া নেওয়াতেই সফলতা লাভ হয়।

শিক্ষাঃ—বিদ্যাদানে সফলতা লাভের মূলমন্ত্র ছাত্রকে শিখাইয়া দেওয়া নহে, কিন্তু যাহাতে নিজে নিজেই সে শিখে সেই প্রবৃত্তি জন্মান। শিক্ষণীয় বিষয়কে ছাত্রের চিত্তাকর্ষকরূপে উপস্থিত করিতে হইবেঃ মাছকে প্রলুব্ধ করিতে হইবে পোকা দ্বারা টোপ প্রস্তুত করিয়া, শক্ত, শুষ্ক বিস্কুটের টুকরা দ্বারা নহে।

বালকদের শক্তি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রণালী অনুসারে তাহাদিগকে বিবিধ গুণ ও হস্তশিল্প ইত্যাদি এমনতর সব বিষয়ে কৃতী করিতে হয়, যে সকল বিষয় শিখিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনে তাহারা লাভবান হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত সব বিদ্যার জন্য স্কাউটদিগকে ব্যাজ দেওয়া হইয়া থাকেঃ—বৈদ্যুতিক শিক্ষা, কেরাণীর কাজ, কৃষকের কাজ, বাগানের মালির কাজ, টেলিগ্রাফের কাজ, সূত্রধরের কাজ প্রভৃতি। আর মূল স্কাউটিং শিক্ষার জন্য প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাজ ত দেওয়াই হয়। এই সকল ব্যাজে সন্তরণ, অগ্রবর্ত্তন বা পথসন্ধান (Pioneering), রন্ধন, অরণ্যচরণ (Woodmenship), নৌকা পরিচালনা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত এবং কর্ম্মকুশলতাময় কর্ম্মে তাহাদের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। বালকেরা যাহাতে নিজের নিজের শারীরিক উন্নতি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্ন করে এবং ইহাকে আপন কর্ত্তব্য

ও দায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করে তাহার জন্য আমরা তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া থাকি। তাহাদের আত্মমর্য্যাদার উপর নির্ভর করি এবং তাহারা কাহারো কোন উপকার করিবে বলিয়া আশা করি।

আমাদের শিক্ষা অসামরিক। এমন কি সাধারণ ড্রিল বা কসরতেরও সীমা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। কারণ কসরৎ মানুষের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, অথচ স্কাউট প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশ সাধন করা। সমরক্ষেত্র হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, এই নীতি ও প্রণালী গ্রহণ করিয়া ভুল করা হয় নাই। স্কাউট-শিক্ষায় শিক্ষিত বালকেরা শুধু যে খুব ভাল সৈনিক হইয়াছে, তা নয়; তাহারা কতকগুলি কুচকাওয়াজে গড়া যন্ত্র না হইয়া অসাধারণ নির্ভরযোগ্য ও নিয়মানুবর্ত্তী যোদ্ধাও হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক (Inter-denominational); কোন বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বালকদের ধর্ম্মগুরু ও পিতামাতার অধিকার গ্রহণ করি না, অথবা তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু বালকের পৈতৃক ধর্ম্ম ও বিশ্বাসানুরূপ অনুষ্ঠান পালন সম্বন্ধে জোর দিয়া থাকি। একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা দৈনন্দিন জীবনে বীরধর্ম্ম ও পরোপকার সাধন।

রাজনীতির সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই; এখানে শ্রেণী কি বর্ণ-বিভেদও স্বীকার করা হয় না।

ক্রম এবং প্রণালী ঃ—স্কাউটিংএর জন্য অল্পবয়স্ক শিশুদের উৎসাহকে পরিতৃপ্ত করা, চরিত্র গঠনের যোগ্যতম বয়সে শিশুকে ধরিয়া জালেফেলা এবং স্কাউট ট্রুপে যোগ দিবার পূর্ব্বে তাহার অন্তরে স্কাউট সম্বন্ধীয় ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এই উদ্দেশ্য লইয়া উলফ কাব্ (Wolf Cub) শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়।

যে যে স্থলে এই কার্য্যপ্রণালী বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থলে ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। এই বুদ্ধি-বিবেচনার একটি অঙ্গস্বরূপ ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাবদিগকে শিক্ষা দিবার সময় স্কাউটের অনুশীলনগুলি অতিরিক্ত বেশী বা পুরা মাত্রায় শিক্ষা দিলে, স্কাউট হইবার উপযুক্ত বয়সে তাহাদিগের আকর্ষণ করিবার মত নূতনত্ব কিছু থাকিবে না ও স্কাউটশ্রেণীতে যোগ দিবার পথে অন্তরায় ঘটিবে।

বয়স্কাউট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ সফল করিয়া তুলিতে হইলে বালকদিগকে পর্য্যায়ক্রমে কাব্, স্কাউট ও রোভার স্কাউটের স্তর দিয়া প্রগতি লাভ করিতে হইবে।

এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের তাহা বলা কঠিন। তবে রোভার স্কাউটেই এই শিক্ষার পরিণতি। এই স্তরেই যুবক প্রথম দুই স্তরের লব্ধ যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ জনসেবার অধিকার পাইয়া থাকে ও পৌরজন বলিয়া গণ্য হয়।

রোভার স্কাউটগণ দেশের সেবায় সাহায্য করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে এই অনুষ্ঠানকেও সাহায্য করিবে; কারণ তাহাদের মধ্য হইতেই নূতন স্কাউট-মাষ্টারগণ গড়িয়া উঠিবেন।

সুতরাং স্কাউটিংএর প্রত্যেক স্তরেই একই আদর্শের অনুসরণ করা হয়;—প্রত্যেক স্তরে ছাত্রগণের মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষা তদনুরূপ ও তদুপযোগী পরিবর্ত্তন আনয়ন করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরেই আমরা বালকদের মধ্যে বিকশিত করিতে চাই—

চরিত্র এবং ধীশক্তি
করশিল্প এবং কর্ম্মকৌশল
স্বাস্থ্য এবং শক্তি
সেবাপরায়ণতা

ইহাই হইল আমাদের আদর্শ।

নিম্নে লিখিত পাঁচটি সোপানের ভিতর দিয়া সুন্দররূপে ও সংক্ষেপে শিক্ষাদান প্রণালীর বিবৃতির সার উদ্ধার করা হইয়াছে ঃ—

প্রস্তুতি—শিক্ষণীয় বিষয়ের কার্য্যক্রম এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখা।

উপস্থাপন—শিক্ষণীয় বিষয়সম্বন্ধীয় কার্য্য এবং তাহার ফল দেখাইয়া দেওয়া।

ব্যাখ্যান—কাজ কিরূপে করিতে হয় তাহার সবিস্তার বর্ণনা।

অনুকরণ—ছাত্রগণের নিজের হাতে কাজ করা।

প্রশ্নোত্তর—ছাত্রকে উপদেষ্টার প্রশ্ন করা এবং উপদেষ্টাকে ছাত্রের প্রশ্ন করা।

সংগঠন (ORGANISATION)

কোন বড় খেলায় সফলতা লাভ করিতে হইলে, সুনির্দ্দিষ্ট সংগঠন এবং পরিষ্কার নিয়মপ্রণালী থাকা প্রয়োজন।

স্কাউট প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত পথে কৃতকার্য্যতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে। "আদর্শনীতি, গঠন ও বিধানাবলী" ("Policy, Organisation and Rules") নামক পৃথক পুস্তিকায় ইহার নিয়মপ্রণালী আছে। এই পুস্তিকা ভারতীয় প্রধান কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

জাতীয় কাউন্সিলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শনীতির জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার শাসন দায়িত্ব প্রাদেশিক কমিশনার এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনারগণের সাধারণ নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রাদেশিক স্কাউট পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সমিতিসমূহের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের দ্বারাই শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

ভারতীয় মুখ্য কার্য্যালয় পরিষদ এবং সমিতি

পরম আশ্রয় (Patron) ঃ—মহামান্য যুবরাজ অনুগ্রহ করিয়া

ভারতীয় বয়স্কাউট আন্দোলনের পরম আশ্রয়ের পদ গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় প্রধান স্কাউট ঃ—সর্ব্বদেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ভারতের দেবপাদ বড়লাট ভারতবর্ষের ও বর্ম্মার প্রধান স্কাউট হইয়াছেন।

স্বয়ং সম্রাট হইতেই লর্ড বেডেন্ পাওয়েল সমিতিসঙ্ঘ স্থাপনের রাজকীয় সনদ (Royal Charter of Incorporation) লাভ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক প্রধান স্কাউট ঃ—একই হেতুতে প্রদেশের প্রধান শাসনকর্ত্তারা প্রাদেশিক প্রধান স্কাউট নিযুক্ত হন। সম্পর্কিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার অধিকার তাহাদের থাকে।

প্রধান কমিশনার ঃ—রাজকীয় সনদের সর্ত্ত অনুসারে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্কাউট আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন শাখা এবং সাম্রাজ্যিক মুখ্য-কার্য্যালয়ের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট যোগ স্থাপন করিতে হইয়াছে। সুতরাং সাম্রাজ্যিক মুখ্যকার্য্যালয় কর্ত্তৃক সাধারণ পরিষদের সুপারিশ অনুসারে প্রধান কমিশনার নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই সুপারিশ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান স্কাউটের হাত দিয়া পাঠান হয়।

ভারতীয় সাধারণ পরিষদ

সাধারণের পরিষদের কার্য্য শুধু মন্ত্রণামূলক হইবে। পরামর্শ দেওয়ার দরকার হয় যাহাতে এই বিধানাবলীর উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় এ জন্য।

ইহার সভ্যগণ ঃ—প্রধান কমিশনার, সভাপতি, প্রাদেশিক কমিশনার-গণ, প্রাদেশিক পরিষদের অধ্যক্ষগণ (Presidents) এবং যে সব প্রদেশে প্রাদেশিক সমিতির অধীন দশ বা ততোধিক স্কাউট ট্রুপ আছে, (এগুলি

এক বা ততোধিক স্থানীয় সমিতির তত্ত্বাবধানে থাকিতে পারে)—তাহাদের প্রত্যেকের মনোনীত দুই দুইজন প্রতিনিধি।

যে সব প্রদেশে প্রাদেশিক সমিতির অধীন (স্থানীয় সমিতির সংখ্যা নিরপেক্ষ) ট্রুপের সংখ্যা দশের কম, তাহাদের প্রত্যেকের মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ—যাহাদিগকে উক্তপরিষদ আপনাদের সহযোগী হিসাবে সভ্যরূপে গ্রহণ করিবেন (Co-opt); কিন্তু এইরূপ সহযোগীরূপে গৃহীত সভ্যের সংখ্যা পূর্ব্বোক্ত সভ্যদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

সাধারণ পরিষদের সভ্যগণ ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সভ্য থাকিবেন; কিন্তু পুনরায় সভ্যরূপে নিযুক্ত প্রতিনিধিরূপে মনোনীত বা সহযোগীরূপে গৃহীত হইতে পারিবেন।

বিকেন্দ্রীকরণ

প্রাদেশিক বিভাগের ভিত্তির উপর শাসনকার্য্য পরিচালিত। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে নিখিল-ভারতীয় একটি ঐক্যের ভাব জাগ্রত রাখাও বাঞ্ছনীয়। শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিখিল-ভারতের সাধারণ পরিষদ ও প্রধান কমিশনরের কর্ত্তব্য।

প্রাদেশিক পরিষদ্‌বর্গ

শাসন পরিচালনায় সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির দিকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে, এই নীতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাদেশিক কর্ম্মপরিচালনা বিষয়ে কোন বাঁধাধরা গঠনপ্রণালী বিধিনির্দ্দিষ্ট হইল না; কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি মান্য করিয়া সংগঠনকার্য্য চলিবে:—

(ক) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে ইহা পরিচালিত হইবে; গভর্ণমেণ্ট বা গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরূপে কেহই ইহার কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(খ) ভারত-সরকারের শাসন ও বিচার বিভাগীয়, সৈন্য বিভাগীয়, রেলওয়ে বা পুলিস ইত্যাদি নানা বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে সমিতিতে কার্য্যাধিকার গ্রহণ করিতে বলা যাইতে পারে; কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারীরূপে কোন কাজ করিতে পারিবেন না; যা করেন, বেসরকারী ব্যক্তিরূপে করিবেন।

(গ) প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সংগঠনের বিধিব্যবস্থা প্রণালী প্রধান কমিশনরের নিকট সমালোচনার জন্য উপস্থিত করিতে হইবে; তিনি নিজে অথবা ইচ্ছা করিলে সাধারণ পরিষদের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজন-বোধে ইহার সমালোচনা সংগঠন-কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবেন।

(ঘ) প্রাদেশিক পরিষদের মনোনয়ন অনুসারে প্রধান কমিশনর কর্ত্তৃক প্রাদেশিক ও সহকারী প্রাদেশিক কমিশনরগণ নিযুক্ত হইবেন। প্রাদেশিক প্রধান স্কাউট এবং প্রধান কমিশনর দ্বারা তাঁহাদের নিয়োগপত্র স্বাক্ষরিত হইবে।

(ঙ) প্রাদেশিক এবং সহকারী কমিশনর প্রাদেশিক সমিতি হইতে কোন বেতন গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(চ) বেতনভোগী স্কাউট কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং তাহাদের সেবা গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যথাযোগ্যভাবে প্রাদেশিক কমিশনর অথবা প্রাদেশিক পরিষদের আদেশের অধীন হইয়া চলিবেন। কোন প্রকার শাসনক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে দেওয়া হইবে না। এই সকল কর্ম্মচারীকে "সংগঠনকারী কমিশনার" (Organising Commissioner), অথবা তার চেয়ে ভালো

"সংগঠনকারী সম্পাদক" (Organising Secretary) এই পদবী দেওয়া যাইতে পারে। ক্যাম্প চিফ, ডেপুটি ক্যাম্প্ চিফ্ এঁরাও বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইতে পারেন, কিন্তু শাসন সম্বন্ধে এই নিয়মের অধীন হইবেন।

স্থানীয় সমিতি

স্থানে স্থানে স্কাউট-আন্দোলন প্রসারিত করিবার জন্য ও ইহার সংরক্ষণের জন্য সহরে কিম্বা গ্রামে স্থানীয় সমিতি গঠিত হইতে পারে। ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক যে-কেহ, দ্বিতীয় বিধি পালন করিলে সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। প্রাদেশিক পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ ভাবে স্থানীয় সমিতি আপন উপবিধি (Bye-laws) রচনা করিবেন ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিবেন। (প্রতিবর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নূতন করিয়া গঠিত হইবে)।

কোন স্থানে নূতন স্থানীয় সমিতি গঠন করিতে হইলে, একজন স্কাউট কমিশনার অথবা তাঁহাদ্বারা মনোনীত কোন প্রতিনিধি একটি সভা আহ্বান করিবেন; এবং সেই স্থানের কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বরণ করিবেন। স্থানীয় বাল-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি, স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এবং যাঁহারা বালকদের হিতকর অনুষ্ঠানে উৎসাহশীল, তাঁহাদের আহ্বান করা হইবে ও তাঁহাদের মত লইয়া স্থানীয় সমিতির সভ্য মনোনীত হইবে।

স্থানীয় সমিতি একজন করিয়া অধ্যক্ষ, প্রতিনিধি অধ্যক্ষ, সভাপতি, অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন; (অতঃপর ইহারা প্রতিবর্ষে নূতন করিয়া নির্ব্বাচিত হইবেন।

স্থানীয় সমিতির এলাকার মধ্যে কাজ করিবার জন্য সনদ্প্রাপ্ত স্কাউট কর্ম্মচারী মাত্রেই স্বপদসিদ্ধ (ex-officio) সভ্য হইবেন; কিন্তু

স্কাউট কমিশনর এবং তালুক বা জেলা স্কাউট মাষ্টার ব্যতীত ইঁহাদের আর কেহ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পদমর্য্যাদামূলক সভ্য হইতে পারিবেন না। স্থানীয় সমিতির উপবিধি অনুসারে অন্যান্য সভ্য মনোনীত হইবেন।

কমিশনরের নিম্নশ্রেণীর কোন স্কাউট কর্ম্মচারী প্রাদেশিক পরিষদের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত স্থানীয় সমিতির অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না, কিন্তু যাঁহাদের সনদ নাই এরূপ ভদ্রলোকেরা উক্তপদে মনোনীত হইতে পারিবেন।

স্থানীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে যত জন স্কাউট কর্ম্মচারী থাকিবেন, অন্ততঃ তত জন বাহিরের অন্য সদস্য থাকিবেন। ইহা অত্যাবশ্যক যে, স্থানীয় সমিতি একজন কর্ম্মকুশল ও উৎসাহী সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। স্কাউট কর্ম্মচারিগণ স্থানীয় সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইতে পারেন। স্থানীয় সমিতির সম্পাদককে বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

স্থানীয় সমিতি যে সীমার মধ্যে কার্য্য পরিচালনা করিবে, তাহা প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা কমিশনর, বা (এই পদে কেহ না থাকিলে) প্রাদেশিক কমিশনরের সুপারিশে নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন; এবং এই সীমার ভিতরে স্থানীয় সমিতির কর্তৃত্ব বা শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়া একটি সনন্দ প্রদান করিবেন, এবং ইচ্ছা করিলে এই প্রদত্ত সনন্দ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

স্থানীয় সমিতির কর্ত্তব্য ;—

(ক) গ্রুপ গুলির স্বাধীনতার এবং কার্য্যের প্রবর্ত্তনায় যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ করিয়া আপন আপন সীমানা মধ্যে স্কাউট-আন্দোলনকে উৎসাহ দান করা এবং তাহার তত্ত্বাবধান করা।

(খ) সম্ভব হইলে অপরাপর বাল-প্রতিষ্ঠানের সহযোগে কাজ করা।

(গ) তাঁহাদের সীমার মধ্যে কাজ করিবার জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য-ব্যক্তিদিগকে স্কাউট কর্ম্মচারী মনোনীত করা এবং তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক পরিষদ হইতে সনদ পাওয়াইবার জন্য জেলা কমিশনরের নিকট সুপারিশ করা।

(ঘ) আপন আপন এলাকার মধ্যে কোন গ্রুপ স্কাউট বা কাব অফিসার, রোভার স্কাউট, স্কাউট বা কাব্‌কে রেজিষ্টারীভুক্ত করা বা জেলা কমিশনরের অনুসন্ধান সাপেক্ষভাবে রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করা বা সাময়িকভাবে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা। রেজিষ্টারী না হইলে কোন কর্ম্মচারী, গ্রুপ, ট্রুপ, প্যাক্‌, প্যাট্রোল, রোভার, স্কাউট, কিম্বা কাবকে স্বীকার করা যায় না। স্থানীয় সমিতি গ্রুপ স্কাউট মাষ্টারের উপর তাঁহার গ্রুপের স্কাউট বা কাবকে তালিকাভুক্ত করিবার অথবা সাময়িকভাবে কর্ম্ম-নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন, কিন্তু রোভার স্কাউট, স্কাউট বা কাব্‌ গ্রুপ-মাষ্টারের আদেশের বিরুদ্ধে স্থানীয় সমিতির নিকট কি জেলা কমিশনরের নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনা করিতে পারে।

(ঙ) আপন এলাকার সমুদয় রোভার স্কাউট, স্কাউট, অথবা উল্‌ফ কাবের ব্যাজ মঞ্জুর করিবার এবং গ্রুপ, রোভার স্কাউট, স্কাউট, কাব্‌কে পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব স্থানীয় সমিতি গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণদ্বারা ব্যাজ কমিটি গঠিত হইতে পারে; এই কমিটিতে স্কাউট-মাষ্টার ও উপদেষ্টাদিগকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ট্রুপের অথবা নিজেরা যাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্যে যোগ দিতে পারিবেন না।

(চ) প্রয়োজন হইলে, অর্থসংগ্রহের জন্য গ্রুপ কমিটি গঠন করিতে এবং সম্পত্তির ট্রাষ্টি বা ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত করিতে উৎসাহাদান।

(ছ) যে স্থানে জলস্কাউট আছে অথবা নৌকাচালনাকে ট্রুপ শিক্ষার অংশরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সকল স্থলে বিশেষ কমিটি গঠন করিয়া জলযান এবং নৌকাগুলির সাজসরঞ্জাম এবং সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে জাগ্রত দৃষ্টি রাখিবার জন্য এবং যে সকল স্কাউট নৌকা প্রভৃতি ব্যবহার করিবে তাহাদিগের নিরাপত্তার জন্য উপবিধি প্রণয়ন করান।

(জ) সমুদয় উপবিধির দুই প্রস্থ প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য প্রাদেশিক পরিষদে প্রেরণ করা (ইহার এক কপি ফাইলে থাকিবে)।

(ঝ) প্রতি বৎসর স্কাউটদের আদমসুমারি (সংখ্যা) গণনা করা।

ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহে (স্বাধীন বা করদ) স্কাউট সমিতি

ভারতীয় স্বাধীন বা সামন্ত রাষ্ট্রমধ্যে গঠিত স্কাউট সমিতিগুলি, ইচ্ছা করিলে, বয়স্কাউট সঙ্ঘের অঙ্গীভূত হইতে পারে, তবে দেশীয় রাষ্ট্র-মধ্যে যে স্কাউটসমিতি গঠিত হইবে, সেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকরণ মঞ্জুর করিতে হইবে ; এবং মঞ্জুরীর পর রাষ্ট্রীয়সমিতিকে ব্যাদেন পাওয়েল বালস্কাউটসঙ্ঘের আদর্শনীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই রাষ্ট্রের স্থানীয় অবস্থানুসারে আভ্যন্তরীণ গঠনকার্য্য চলিবে। ভারতীয় বালস্কাউটসঙ্ঘ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে শুধু উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া এবং নানাবিধ সংবাদ প্রেরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন, এবং দেখিবেন, যেন "ভারতীয় স্কাউট বিধানাবলী, প্রথম ভাগ" (Scout rules in India, Part I) পুস্তকে বয়স্কাউটসঙ্ঘের যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সমিতির ভাবগত ঐক্য রক্ষা হয়।

গ্রুপসমূহ

একটি রোভার-স্কাউট-ক্রু, একটি স্কাউট ট্রুপ এবং একটি কাব্‌প্যাক্‌ মিলিয়া পূর্ণ স্কাউট-গ্রুপ গঠিত হয়। কিন্তু ইহাদের যে কোন একটি গঠন করিতে পারিলেই, তাহাকে রেজেষ্টারীভুক্ত করা যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক প্যাট্রোলে এক ট্রুপ হয়। প্রত্যেক ট্রুপের জন্য একজন স্কাউট-মাষ্টার নিযুক্ত করা প্রয়োজন। সম্ভব হইলে তৎসহ অন্ততঃ একজন এসিষ্ট্যাণ্ট স্কাউট-মাষ্টার নিযুক্ত হওয়া চাই, যেন কাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কোন ট্রুপে তিন প্যাট্রোলের বেশী থাকিলে, প্রতি তিন প্যাট্রোল অথবা তাহার অংশের জন্য, এক একজন এসিষ্ট্যাণ্ট স্কাউট-মাষ্টার নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কোন স্থানীয় সমিতির (Local Association) রেজেষ্টারীভুক্ত না হইলে, কোন গ্রুপকেই যথারীতি স্বীকার করা যায় না।

প্রত্যেক ট্রুপ যথাসম্ভব সত্বর, "ট্রুপ কোর্ট অব অনার" বা পঞ্চায়েৎ গঠন করিবেন। এই কোর্টে স্কাউট-মাষ্টার, এসিষ্টাণ্ট স্কাউট-মাষ্টার এবং প্যাট্রোল লীডারগণ থাকিবেন। ইচ্ছা করিলে, সেকেণ্ডগণকে কোর্টের সভ্য করিতে পারা যায়। "ট্রুপ কোর্ট অব অনার" প্রতি সপ্তাহে কিম্বা প্রত্যেক পক্ষে মিলিত হইবে। ট্রুপের কার্য্য সুন্দর ও সুচারুরূপে এবং নিয়মিতভাবে চলিতেছে কি না, কোর্ট তাহা অনুসন্ধান করিবেন। 'ট্রুপ কোর্ট অব অনার"-এ স্কাউট-মাষ্টার (তদভাবে এসিষ্টাণ্ট স্কাউট-মাস্টার) সভাপতির কার্য্য করিবেন। অবস্থাবিশেষে প্রাদেশিক কমিশনর এক প্যাট্রোল দ্বারাই এক ট্রুপ গঠন করিতে আদেশ দিতে পারেন।

একজন স্কাউট কেবল এক গ্রুপের অন্তর্গত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যোগ্যতা থাকিলে সাময়িকভাবে অন্য গ্রুপেও সংশ্লিষ্ট হইতে পারে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অফিসারের স্বাক্ষরিত অন্তরায়ণ পত্র (Transfer paper) প্রদর্শন করিতে না পারিলে, কোন বালকই ছয় মাসের মধ্যে অন্য গ্রুপের অথবা অপর কোন বালক প্রতিষ্ঠানের (Boys Organisation-এ) সভ্যরূপে তালিকাভুক্ত বা গৃহীত হইতে পারিবে না।

স্কাউট-মাষ্টারকে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণকে লইয়া গ্রুপসমিতি গঠিত হইতে পারে ; তাঁহারা ক্লাবগৃহের ব্যবস্থা, ক্যাম্পিং ভূমির বন্দোবস্ত ও ট্রুপের স্কাউটদের কর্ম্মে নিয়োগ সম্বন্ধে সাহায্য, এবং গ্রুপের সম্পত্তির "অছি" নিয়োগ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

কোন মহাপুরুষের বা বীরপুরুষের নামে ট্রুপের নামকরণ হইতে পারে, যদি তাহাতে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি না থাকে।

স্কাউট-মাষ্টার

যিনি বয়স্কাউটসঙ্ঘ হইতে স্কাউট-মাষ্টারী সনদ্ পান, এবং নিজে একলা বা অপরের সহযোগে সনদের উদ্দিষ্ট ট্রুপ পরিচালনা করেন, তাঁকে স্কাউট-মাষ্টার বলে।

যখন কোন স্কাউট মাষ্টার একাকী বা অন্য সহকারীযোগে কোন ট্রুপের পরিচালক থাকেন না, তখন তাঁহার সনদ বাতিল হইয়া যায়। সেই সনদ তখন বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রণালী মতে মুখ্য কার্য্যালয়ে ফেরৎ পাঠাইয়া দিতে হয়।

স্কাউট-মাষ্টারের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন ঃ—

(ক) "ভারতীয় বালকদের স্কাউট সাধনা" (Scouting for Boys in India) পুস্তকের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান বিশেষ স্কাউট বিধান এবং প্যাট্রোল পরিচালনার প্রণালী ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান।

(খ) স্কাউটব্রত-পরিকল্পনার মূলে যে ধার্ম্মিক ও নৈতিক লক্ষ্য ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে তাহার মর্ম্মানুভূতি ও তাহাতে সম্পূর্ণ অনুরক্তি।

(গ) ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ও চরিত্রবল, যাহাতে বালকদের উপর তাঁহার কল্যাণকর নৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা যায় এবং সংকল্পের যথেষ্ট দৃঢ়তা, যাহাতে উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি কার্য্যভার চালাইতে পারেন।

(ঘ) প্রাদেশিক কমিশনরের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বয়স কুড়ির নীচে হইবে না।

(ঙ) স্কাউটদের সভার জন্য কোন রকম একটা ক্লাবঘরের বন্দোবস্ত করিয়া নিবার ক্ষমতা।

(চ) প্রাদেশিক বা সহকারী প্রাদেশিক কমিশনর বিশেষ বিবেচনায় অব্যাহতি না দিলে, স্কাউট কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোনরূপ স্কাউট অফিসার হওয়ার যোগ্য শিক্ষালাভ অবশ্য করণীয়।

(ছ) ট্রুপের সঙ্গে তিনমাস শিক্ষানবিসী। স্থানীয় সমিতি, অথবা ভারপ্রাপ্ত কোন সমিতি স্কাউট-মাষ্টারদিগকে মনোনীত করিবেন। সেই এলাকা মধ্যে কোন জেলা-কমিশনর থাকিলে পর প্রাদেশিক মুখ্য কার্য্যালয় হইতে সনদ পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুমোদন লইতে হইবে।

বয়ঃক্রম

রোভার স্কাউট ব্যতীত অন্যান্য স্কাউটের বয়ঃক্রম ১১ বৎসর হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে হইবে। প্যাট্রোল লীডারগণের বয়স ১৭ বৎসরও হইতে পারে। এই বিধির ইহা উদ্দেশ্য নহে যে কোন স্কাউট-এর বয়স ১৬ বৎসর হইলেই, তাহাকে ট্রুপ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

কাবের বয়স সাত বৎসরের অধিক এবং ১২ বৎসরের কম হওয়া প্রয়োজন। ১১ বৎসর বয়সে কাবকে স্কাউট শ্রেণীতে লওয়া যাইতে পারে।

রোভার-এর বয়স ১৭ বৎসর হওয়া প্রয়োজন।

রেজিষ্টারীকরণ

যথাবিধি গঠিত গ্রুপকে রেজিষ্ট্রেসনের সনদ (Charter of Registration) দেওয়া যায়; এই উদ্দেশ্যে গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে লিখিত আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হয়। এই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্কাউট-মাষ্টার বা কাব্-মাষ্টারের সনদের সর্ত্তগুলি পালন করিবেন; এবং সই অঞ্চলের স্থানীয় সমিতি এবং স্থানীয় সমিতির অভাবে স্কাউট কমিশনর তাহা সমর্থন করিবেন।

(১) গ্রুপ স্কাউট-মাষ্টারই একক রোভার স্কাউট, স্কাউট, এবং কাবের তালিকা রাখিবেন।

(২) কোন গ্রুপের রেজেষ্টারী সিদ্ধ করাইতে হইলে তার ভাবী স্কাউট-মাষ্টার 'B' বা 'C' ফারম্‌এর দুই কপি যথাযথভাবে পূরণ করিয়া তাহা জেলা-কমিশনরের (কেহ থাকিলে) নিকট প্রেরণ করিবেন। তিনি উভয় ফারমে নাম সহি করিয়া, অনুমোদন ও স্বাক্ষরসহ ফেরত দিবার জন্য প্রাদেশিক কমিশনরের নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রাদেশিক কমিশনর এক কাপি তাঁহার আপিসে রাখিবেন এবং অপর কাপি সনদসহ স্কাউট-মাষ্টারের নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলেই গ্রুপ রেজিষ্টারী হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে। রেজিষ্টারীভুক্ত যত ট্রুপ ও প্যাক্ আছে, তাহাদিগকে তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বৎসর বৎসর নূতন করিয়া করাইতে হইবে।

(৩) স্থানীয় সমিতির রেজিষ্টারীকরণ—কোন নূতন গঠিত সমিতির সম্পাদক "A" ফারমের দুই কাপি পূর্ণ করিয়া, তাহার এক কাপি ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনরের স্বাক্ষরসহ প্রাদেশিক মুখ্য কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৪) পরিবর্ত্তন :—স্থানীয় সমিতির সম্পাদক ও তাঁহার ঠিকানার

কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাদেশিক মুখ্য কার্য্যালয়ে জানাইতে হইবে।

অর্থসংস্থান

এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এই যে, বালকদের দিক হইতে অর্থ সঞ্চিত বা অর্জ্জিত হইবে, ভিক্ষালব্ধ হইবে না।

আয়ব্যয়ঃ—গ্রুপ তার সভ্যগণের নিকট হইতে সামান্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারে। ইহা গ্রুপ ব্যাঙ্কে মাসে মাসে জমা দিতে হইবে। গ্রুপ স্কাউট-মাষ্টার গ্রুপের হিসাব প্রকাশিত করিবেন; বালকগণ চাঁদাদান করিলে হিসাব পরিদর্শন করিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে। জমা-খরচ লিখিবার একটি সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত এবং স্থানীয় সমিতি বিনা ব্যয়ে প্রতি বৎসর বার্ষিক হিসাব পরীক্ষা করাইবেন। যে স্থলে গ্রুপের জন্য বাহির হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে হয়, সেই স্থলে গ্রুপ কমিটি সেই চাঁদার ব্যবহারাদির ব্যবস্থা করিবেন, স্কাউট-মাষ্টার নিজের হাতে ইহার ভার লইবেন না।

স্থানীয় সমিতির অর্থসংস্থানঃ—গ্রুপগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য এবং তাহাদের আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার জন্য, স্থানীয় সমিতি নিজ নিজ এলাকা হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। সাময়িক চাঁদা বা এককালীন দান, যাহা এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইবে, তাহা স্থানীয় সমিতির কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। কোন বিশেষ স্কাউট-মাষ্টারের নিকট এই টাকা থাকিবে না। স্থানীয় সমিতি রেজিষ্ট্রেসন্ ফিস্ বাবদ তাহার অধীন প্রত্যেক ট্রুপ হইতে কিছু অর্থ চাহিতে পারেন এবং স্থানীয় সমিতির সভ্যগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারেন।

মুখ্য কার্য্যালয়ের অর্থসংস্থানঃ—ব্যাজ এবং সাজসরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া তাহার লাভের টাকা। কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ও কর্ম্মচারীদের ব্যয়

নির্ব্বাহের জন্য প্রধানতঃ জনসাধারণের দানের উপর সমিতিকে নির্ভর করিতে হয়। বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে আয়ব্যয় ও তহবিলস্থিত টাকার হিসাব প্রকাশ করিতে হইবে। গ্রুপও স্থানীয় সমিতিকে মুখ্য কার্য্যালয়ের তহবিলে টাকা যোগাইতে হইবে না; কিন্তু আশা করা যায়, তাঁহারা নিজ নিজ ব্যয় স্থানীয় চাঁদা দ্বারা সঙ্কুলান করিতে পারেন।

গ্রুপ পরিচালনা

ফল

"বালকদের স্কাউট সাধনা ("Scouting for Boys") নামক পুস্তকের ইঙ্গিত লইয়া "বয়স্কাউট" প্রতিষ্ঠান আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে; ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের সর্ব্বত্র ইহা বিস্তৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য বিদেশীয় রাজ্যেও তাহা প্রসারিত হইয়াছে। মনে হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সকল শ্রেণীর বালকদের চিত্তাকর্ষণ করে ও সকল দেশেরই পক্ষে ইহা উপযোগী হইতে পারে। ইহা দ্বারা পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রীভাবের বন্ধন দৃঢ়তর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা। স্বর্গত মহামান্য রাজা এডওয়ার্ড এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সম্মান দেখাইয়া, গ্রীষ্মকালে স্কাউট বালকদের একটি কুচকাওয়াজ স্বয়ং পরিচালিত করিয়া, এবং রাজকীয় উদ্যানগুলির কোন কোনটি তাহাদের বিশেষ ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া এই আন্দোলনের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাপূর্ণ সমাদর প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার পরলোকগমনে এরূপ সদয় ও উৎসাহপূর্ণ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া এই আন্দোলন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কিন্তু মহামান্য রাজা জর্জ্জেরও (বর্ত্তমানে স্বর্গগত) মহানুভবতা আমাদের সৌভাগ্যে লাভ হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার পিতার অনুরূপই উৎসাহ দানে আশ্বাসিত করিবার জন্য আমাদের পরম-আশ্রয় বা প্যাট্রন হইয়াছেন। উইণ্ডসরে তিনি একবার ৩০,০০০ স্কাউটের র‍্যালি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাণীমাতা আলেকজেন্দ্রা লণ্ডন সহরে ১৫০০০ স্কাউট পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মহামতি ডিউক অব কেন্ট আমাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে ব্যক্তিগতভাবে ইহার জন্য যতদূর সম্ভব সাদর ও সাগ্রহ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং ক্যানাডায় স্কাউট-প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক কিছু সাহায্য করিয়াছেন। মহামান্য যুবরাজও ব্যক্তিগতভাবে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগরক্ষা করেন, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে সমবেত স্কাউটদিগকে পরিদর্শন করিয়া এবং স্কাউট-মাষ্টারদিগকে উৎসাহদান করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি ওয়েলসের প্রধান স্কাউট, ভারতবর্ষে ইহার পৃষ্ঠ-পোষক (Patron), এবং স্বয়ং স্কাউটদের উর্দ্দি পরিধান করিয়া থাকেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রা পার্কে তিনি ৬০০০০ স্কাউটের এক অভি-নন্দনবাহিনী (Posse of Welcome) পরিদর্শন করিতে গিয়া এমন "জয়োল্লাস" লাভ করিয়াছিলেন, যাহার সেরা ইতিহাসে আর কোথাও কখনও মিলিবে না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বার্কেনহেডের এ্যারো পার্কে যে আন্তর্জ্জাতিক "জাম্বোরি" অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি এরূপ অভূতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। রাজকীয় সনন্দ প্রদান করাতে, রণপোত সচিব-সংসদ্ স্কাউটগণকে উপকূলরক্ষক (Coast guards) নিযুক্ত করাতে, সমর কার্য্যালয় স্কাউটদের উর্দ্দিকে সরকারী ভাবে স্বীকার করাতে, এবং স্থানীয় কপক্ষগণ নানাকার্য্যে স্কাউটদের

সেবা গ্রহণ করাতে, এই শিক্ষার প্রতি সরকারের আস্থা ও সমাদর প্রকাশ করা হইয়াছে। জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়া ইহার অনুকূলে তাহাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ভ্রমণকালে যুবরাজ বয়স্কাউটগণের প্রতি গভীর অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন, এবং বিলাতে ফিরিয়া যাওয়ার পর ভারতে ও ব্রহ্মদেশে স্কাউটগণ কিরূপ উচ্ছ্বাসের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দলে দলে সমবেত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্কাউট-মাষ্টারের কর্ত্তব্য

প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুসারে স্কাউট-মাষ্টারকে প্রথমতঃ তিন মাস কাল শিক্ষানবিশী করিতে হয়, তৎপর তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী দেখিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে, তাঁহাকে সনদ দেওয়া হয়, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য স্কাউটিং কর্ম্মের সাধনায় তাঁহার আশানুরূপ মন লাগিতেছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহাকে সুযোগ দেওয়া। এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, প্রথমে একজন উচ্চ আশা ও আদর্শ লইয়া তাহাতে যোগ দিবার জন্য আসে, তারপর সে দেখিতে পায় যে কর্তৃপক্ষের সব মতের সহিত সে সায় দিতে পারিতেছে না, অথবা হয়ত তার নিজেরই সেই স্বাভাবিক শক্তি নাই যাহাতে বালকদের সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিলিয়া-মিশিয়া চলিতে পারে ; এবং এরূপ আরো অনেক ত্রুটি তার চোখে পড়ে। পাণ্ডিত্য বা বিদ্যার দৌড় দেখিয়া এখনও অনেক স্থলে স্কুলের শিক্ষক-দিগকে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হয় ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে বালকদের প্রকৃতি বিষয়ে যাহাদের সবিশেষ জ্ঞান আছে এবং তাহাদের প্রতি যাহারা সমবেদনা-পরায়ণ তাহাদিগকেই স্কাউট-মাষ্টারের সনদ দেওয়া হইয়া থাকে।

স্কাউট-মাষ্টারের মতিগতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ বালকেরা বহুল পরিমাণে তাঁহাকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের চরিত্র গড়িয়া তোলে, এজন্য তাঁহাকে আপনার ব্যক্তিগত রুচি বা মর্য্যাদা জ্ঞান অপেক্ষা তাঁহার পদগৌরবের এই প্রশস্ততর উদার দিকটার প্রতিই বেশী দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং সমষ্টির মঙ্গলের জন্য নিজের সংকীর্ণ ভাব বা নীচ মনোবৃত্তিকে বিদূরিত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহাই যথার্থ বিনীতি। বর্ত্তমান সময়ের ইহাই কঠিন সমস্যা। আমাদের জাতীয় জীবনের ইহাই প্রধান সঙ্কট যে, আমাদের যথেষ্ট আত্মসংযম নাই; আমরা আমাদের নিজের মতকে রাষ্ট্রীয় কল্যাণের চেয়ে উপরের স্তরে তুলিয়া ধরি। উদীয়মান তরুণ সমাজের শিক্ষার মধ্যে এই অপূর্ণতার সংস্কার করিতেই আমরা চেষ্টা করিতেছি। দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমাদের শিক্ষাদানকার্য্য বেশীর ভাগ চলিয়া থাকে।

এই জন্য যদি কোন ভাবী স্কাউট-মাষ্টার বুঝিতে পারেন যে, তিনি কোন বালকদিগকে চালাইতে পারিতেছেন না অথবা স্থানীয় সমিতি ও কর্ত্তৃপক্ষের সহিত "বনিবনাও" করিয়া চলিবার মত আত্মবিনীতি তাঁর নাই, তবে তাঁর পক্ষে সঙ্গত কাজ হইবে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করা। তাঁহার মনোবৃত্তি দ্বারা বালকদিগের কোন ক্ষতি হইবার পূর্ব্বেই এটি তাঁর করা উচিত।

কি প্রকারে বালকদিগকে আকর্ষণ করিতে হইবে

এই সংক্ষিপ্ত উপদেশে ঠাকুরমাকে কমলা চুষা (বা ডিমের সারটুকু চুষে খাওয়া) শিখাইতে চাই না। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে বালকদের শিক্ষা দান বিষয়ে যাঁহাদের কোন অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা হয় নাই, কেবল তাঁহাদের নিকটেই ইহা উপস্থিত করিতেছি। অথবা আমাদের পরি-

কল্পনা সম্বন্ধে যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে সেইগুলির উত্তরে কি ব্যাখ্যান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিবার যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্যই এই উপদেশ দিতেছি।

এই ক্ষেত্রে আমার যে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই লাইন কয়টি লিখিতেছি; আর তাহাতে এই পথনির্দ্দেশক পুস্তকের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যেভাবে সাজান হইয়াছে, তাহার ধারাটুকু বুঝিবারও কতকটা সহায়তা হইতে পারে।

যাঁহারা বালকদিগকে ভাল আবহাওয়ার মধ্যে আনিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদিগকে ধীবরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি; যেন তাঁহারা মাছ ধরিতে যাইতেছেন।

তুমি নিজে যে খাদ্য ভালবাস সেইরূপ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা যদি বঁড়শীর টোপ দাও, তাহা হইলে খুব সম্ভব বেশী মাছ ধরা পড়িবে না। বিশেষতঃ ভীরু ও সেয়ানা রকমের শিকারী মাছগুলি ত কাছেই আসিবে না। সুতরাং মাছেরা যে খাদ্য খাইতে ভালবাসে বঁড়শীতে সেইরূপ টোপ দিয়া, জলে বঁড়শী ফেলা হয়।

বালকদের পক্ষেও ঠিক তাহাই। অতি উন্নত ধরণের চিন্তা বলিয়া তুমি যাহা মনে কর, সেই সকল বিষয় যদি তুমি প্রচার করিতে যাও, তবে তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে না। যাহা কিছু দেখিতে বড় বেশী "ভালমানুষি" ধরণের তাহা দেখিলে একটু বেশী স্বাধীনচেতা বালকেরা তোমার নিকট হইতে সরিয়া পড়িবে। অথচ এইপ্রকার বালকদেরই আমাদের টানিয়া আনা চাই। ইহার একমাত্র উপায় বালকদের সম্মুখে এমন কিছু উপস্থিত করা, যাহা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিবে এবং যাহাতে তাহাদের মনে আনন্দ জন্মাইবে। আমার মনে হয় তোমরা বুঝিতে পারিবে যে স্কাউটিং ইহাই করিতেছে।

একবার দলে ভিড়িলে তারপর ধীরে ধীরে তোমার ইচ্ছামত আদর্শ তুমি চাট্‌নীর মত তাদের মনে ঢুকাইয়া দিতে পারিবে।

বালকদিগকে বশ করিতে হইলে তোমাকে তাহাদের "বন্ধু" হইতে হইবে। কিন্তু তাড়াহুড়া করিয়া অধীরভাবে এই বন্ধুত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিও না। প্রথমতঃ, তোমার সঙ্গে মিশিতে নিশ্চয়ই বালকদের লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইবে এবং তাহা দূর হইতে কিছু সময় লাগিবে—ততদিন তোমায় অপেক্ষা করিতে হইবে।

মিষ্টার এফ. ডি হাও তাঁহার "Book of the Child" নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত গল্পটির ভিতর দিয়া সংক্ষেপে ঠিক পথটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"একটি লোককে প্রত্যহ অতি নোংরা এক রাস্তা দিয়া যাইতে হইত। একদিন সে দেখিতে পাইল, মলিন মুখ ও জীর্ণশীর্ণ হাত-পাবিশিষ্ট একটি বালক নর্দ্দমার জল নির্গমন স্থানে একটি কলার খোসা লইয়া খেলা করিতেছে। লোকটি বালকের দিকে চাহিয়া অভিবাদন করিল, বালকটি তাহাতে ভয়ে জড়সড় হইয়া পলাইল। লোকটি বালককে দেখিয়া পুনরায় মাথা নত করিল। বালক ঠিক বুঝিয়াছিল যে এখানে ভয় করিবার কিছুই নাই; সে লোকটির দিকে থুথু ফেলিল। তৃতীয় দিনে ছোট্ট ছেলেটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কেবল চাহিয়া রহিল। তার পরের দিনে সেই লোকটি যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিল তখন তাহাকে দেখিয়া ছেলেটি "হেই" করিয়া উঠিল। কালে বালকটি আশা করিয়া থাকিত যে লোকটি তাহাকে অভিবাদন করিবে, এবং তাহার অভিবাদনের উত্তরে হাসিয়া প্রত্যভিবাদন জানাইত। অবশেষে লোকটির জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হইল, যখন ছোট বালকটি তাহার অপেক্ষায় রাস্তার কোণে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং ময়লা হাতে তাহার অঙ্গুলী মুঠা করিয়া ধরিত।

রাস্তাটি খুব মনোরম ছিল না, কিন্তু তাহার জীবনের মধ্যে এই স্থানটিই ছিল একটি উজ্জ্বলতম স্মৃতি।"

গ্রুপ আরম্ভ করিবার প্রণালী

প্রথমতঃ কয়েকটি বালকের সঙ্গে খেলা করিবে; ধীরে ধীরে তাহাদের নিকট স্কাউটিং বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিবে, অবশেষে যখন এই স্কাউটিং-এর জন্য তাহাদের বিশেষ উৎসাহ জন্মিবে তখন ট্রুপ গঠনের কথা উপস্থিত হইবে।

অতঃপর বালকদের পিতামাতা এবং অন্য যাহারা স্কাউটিং-এ সাহায্য করিতে পারিবেন এবং যাঁহারা ট্রুপকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন, এমন লোকদের লইয়া একটি গ্রুপ সমিতি গঠন করিবে।

একটি গ্রুপ তহবিল সংগ্রহ করিবে। তাহাতে প্রতি স্কাউটের জন্য ১৫৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত জমা থাকিবে। কারণ স্কাউটের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য ১০৲ টাকা এবং এক সপ্তাহ ক্যাম্পে বাস করিতে গেলে ৮৲ টাকা ব্যয় পড়ে। কোন কোন স্থলে স্কাউট মাষ্টারগণ স্কাউটের পোষাক ও সাজসরঞ্জাম করিয়া দেন, এবং স্কাউটকে সপ্তাহে কয়েক আনা জমা দিয়া এগুলির মূল্যের পরিমাণ শোধ করিতে দেন, অন্যান্য স্থলে তাঁহারা নিজ ব্যয়ে পোষাক প্রস্তুত করেন, এবং বালকদের নিকট হইতে তার ভাড়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; বালকের আচরণ সন্তোষজনক না হইলে যে কোন সময়ে তাহার পোষাক ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার নিজেরা রাখেন।

প্যাট্রোল প্রথা ঃ—প্রথমটায় একসঙ্গে অনেকগুলি বালক লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে তোমার চেষ্টা বিফল হওয়াই নিশ্চিত। আমি আট জন বালক লইয়া আরম্ভ করিতে বলি।

তার পরের স্তর হইবে, বালকদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বিভিন্ন প্যাট্রোলের লীডার পদে বরণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বাছিয়া নেওয়া এবং তারপর তাহাদিগকে স্কাউটের কার্য্যে এবং কর্ত্তব্যে বিশেষভাবে শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া।

বালকদিগকে স্থায়ী গ্রুপ বা প্যাট্রোলে বিভক্ত করিতে হইবে। ইহাদের এক এক প্যাট্রোলে ছয় হইতে আটজন স্কাউট থাকিবে, প্রত্যেকটি প্যাট্রোল এক একটি স্বতন্ত্র এককরূপে গণ্য হইবে এবং প্রত্যেক প্যাট্রোল একজন দায়িত্বশীল নেতার অধীনে থাকিবে। ট্রুপ সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইবার জন্য ইহাই দরজার চাবির মত আসল উপায়।

এক ট্রুপে মোট ৩০।৪০টি স্কাউটের বেশী থাকিবে না। অন্যথায় এর চেয়ে বেশী হইলে—একজন স্কাউট-মাষ্টারের পক্ষে প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতিমানবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

প্যাট্রোলগুলির মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা ও বিজিগীষা দ্বারা প্যাট্রোল-প্রীতি জাগাইতে হইবে। ইহাতে বিশেষ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। কারণ ইহার সাহায্যে বালকগণের মধ্যে একটি সঙ্গীতের সুর সৃষ্ট হইয়া তাহাদের হৃদয়কে উন্নতরাজ্যে লইয়া যায় এবং সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ ও কর্ম্মকুশলতার একটি উচ্চতর আদর্শ ফুটাইয়া তুলে।

সুরুতে বালকদের শিক্ষা দিবার সময় প্যাট্রোল-প্রথা এবং মর্য্যাদা-রক্ষিণী-সভার (কোর্ট অব অনারের) মূল্য হয়ত কতকটা হালকাভাবে ধরা হইত। কিন্তু স্কাউট-মাষ্টারগণ ক্রমে ক্রমে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং নিজ নিজ ট্রুপের মধ্যে ইহার প্রয়োগ বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। এইটিই অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে স্কাউট-প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য দেখাইবার একমাত্র মূলমন্ত্র। এই প্রণালীটি যেখানেই যথাযথভাবে কাজে

লাগান হয়, সেখানেই সফলতা লাভ অব্যর্থরূপে সুনিশ্চিত। ইহা না হইয়াই পারে না।

কর্ম্মক্ষেত্রেই হউক আর ক্রীড়াক্ষেত্রেই হউক, বিনীতিতেই হউক আর কর্ত্তব্য পালনেই হউক, প্যাট্রোলই স্কাউটিং-এর নিম্নতম একক বা চক্রাণু।

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করাই চরিত্র-গঠন-নীতির একটি অমূল্য সোপান। প্যাট্রোলের দায়িত্বপূর্ণ অধিনায়কতা করিবার জন্য প্রতি প্যাট্রোলের একজন নেতা নিযুক্ত করিলে এই উদ্দেশ্য সত্বর ও সাক্ষাৎভাবে সফল হয়। প্যাট্রোলের প্রত্যেক বালকের ভার লইয়া ও তাহাকে আপনার বশে আনিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের উৎকৃষ্ট গুণগুলি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নেতাকে প্রয়াসী হইতে হইবে। ইহা শুনিতে খুব বড় রকমের বিধান বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন প্যাট্রোল মধ্যে উপযুক্ত প্রতিযোগিতার ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক প্যাট্রোল-সমাজের প্রাণে একাত্মবোধ বা প্যাট্রোল-প্রীতি (Patrol Esprit-de-Corps) জাগান যায়। তাহাতে সেই প্যাট্রোলের প্রত্যেক স্কাউটই উপলব্ধি করে যে, দলের মধ্যে তাহার নিজের একটা দায়িত্ব আছে, এবং তাহার গ্রুপের সম্মান কতক পরিমাণে তাহার কর্ম্ম-কুশলতার উপর নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়ে একজন স্কাউট-মাষ্টার অতি উৎকৃষ্ট একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধারণাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বহু শ্রমস্বীকারের ফলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। আমি এই পুস্তকখানির প্রতি স্কাউট-মাষ্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইহাতে অভিজ্ঞ স্কাউট-মাষ্টারদের শ্রম লাঘব হইবে, এবং তরুণ স্কাউট-মাষ্টার এবং প্যাট্রোল-নায়ককে কেন ও কিরূপে প্যাট্রোল-

প্রথা চালাইতে হয় এই সব বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবে। পুস্তকখানির নাম "প্যাট্রোল প্রণালী" ("The Patrol System") ইহার লেখক স্বর্গীয় কাপ্তান্ অনারেব্ল্ রোলাণ্ড ফিলিপ্স্।

মর্য্যাদারক্ষিণী বা ইমানদারী পঞ্চায়েত
(The Court of Honour)

প্যাট্রোল-লীডার এবং কখনও কখনও সহকারীরা কোর্ট অব অনার গঠন করে। ট্রুপের আভ্যন্তরীণ কার্য্য এই কোর্ট অব অনার দ্বারা পরিচালিত হয়। ট্রুপের স্থায়িত্ব, সজীবতা ও সফলতার জন্য এই কোর্ট অব অনারের সংগঠনই সকলের চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। ইহা স্কাউট-মাষ্টারের করণীয় বহুতর ছোটখাট দৈনন্দিন কাজের (Routine works) ভার ও ভাবনা তাহার মাথা হইতে সরাইয়া লয়, ও তাছাড়া ছেলেদের উপর তাহাদের ট্রুপের কাজকর্ম্ম চালাইবার গুরুতর চিন্তা ও প্রকৃত দায়িত্ব ছাড়িয়া দেয়।

বিগত মহাসমরের সময় যখন স্কাউট-মাষ্টারগণ স্বদেশের সেবার কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন প্যাট্রোল-নায়ক এবং কোর্ট অব অনারের সাধুপ্রচেষ্টার কল্যাণেই গ্রেট ব্রিটেনের বহুসংখ্যক ট্রুপ টিঁকিয়াছিল; এবং বেশ ভাল ভাল জনহিতকর কাজ করিতে পারিয়াছিল।

গ্রুপের অন্তর্গত কাব্, স্কাউট এবং রোভার বিভাগের প্রতিনিধিদের লইয়া নিয়মিত ভাবে কোন না কোন রকমের আলোচনাসভা বেশ কার্য্যকরী হয়। ইহাদ্বারা গ্রুপের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় ও নিশ্চিত হয়; এবং সমস্ত ট্রুপের কার্য্য-প্রণালী ও সাধারণ মূলনীতি প্রস্তুত করিবার পক্ষে বহুল পরিমাণে সহায়তা হয়। ইহাকে গ্রুপ কাউন্সিল বলা হয়।

প্রস্তুত থাক

স্কাউটিং শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কথা এই, শিক্ষককে বালকদিগের অবস্থায় নিজকে দাঁড় করাইয়া তাহাদের চোখ দিয়া সব জিনিস দেখিতে হয়। বালকেরা যে বিষয়কে যে ভাবে আয়ত্ত করিতে চায়, শিক্ষককেও সেই বিষয়টি সেই ভাবে তাহাদের কাছে উপস্থিত করিতে হইবে। অর্থাৎ জোরজবরদস্তি করিয়া বালকের মুখে বা মনে কোন কিছু ঢুকাইয়া গিলাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে, বালক যাহাতে নিজেই নিজের শিক্ষক হয়, তাহা করিতে হইবে।

তারপর সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমার নিজের চরিত্র বালকদের জীবনে অবিলম্বে প্রতিফলিত হইবে। তুমি যদি অধীরতা প্রকাশ কর, তবে বালকেরাও ধৈর্য্যহীন হইয়া উঠিবে এবং সমস্তই বিগড়াইয়া যাইবে।

কিন্তু এই সব বিষয় শিখাইতে গেলেই দেখিবে (যদি না তুমি স্বর্গের দেবদূত হইয়া জন্ম লইয়া থাক) যে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজেও শিক্ষালাভ করিতেছ।

প্রথমে তোমাকে ব্যর্থতার বেদনার জন্যই "প্রস্তুত" থাকিতে হইবে ; যদিও প্রায়ই দেখিবে, বহুল পরিমাণে অপ্রত্যাশিত সফলতার পাল্লাটি তোমার এই নিরাশার ওজন ছাড়াইয়া ভারী হইয়া উঠিতেছে।

প্রথম হইতেই বালকদের সাধারণ অমনোযোগের জন্য "প্রস্তুত" থাকিবে ; যদি তখনই সেই অনুসারে তাহার শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া তোল তবে আমার বোধ হয় তোমাকে বিফলতার অভিজ্ঞতা অল্পই পাইতে হইবে। বালকদিগকে এক বিষয়ে অনেকক্ষণ চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখার শিক্ষা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহারা এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিবে, তাহা আশা করিও না। তাহাদের সঙ্গে চলিতে,

তাহাদের কদমের সঙ্গে তাল রাখিয়া অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে; এত বড় মাত্রা দিবে না, যা তারা এক চুমুকে পান করিতে না পারে। তাহারা যাহাতে অল্পক্ষণের জন্য কোন বিষয়ের স্বাদগ্রহণ করিয়া আনন্দ পায়, তদনুরূপ অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া, তার পর আর এক চুমুক দিয়া ধীরে ধীরে মাত্রার পরিমাণ বাড়াইলে অবশেষে তাহারা স্থিরভাবে ও স্থায়ীভাবে এই রসটুকু উপভোগ করিবে।

যেমন কোন এক বিষয় শিখাইতে গিয়া তুমি যদি বাঁধা গতে বক্তৃতা দিতে স্বরু কর, তবে বালকেরা শীঘ্রই বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিবে, তাহাদের চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, এবং তাহারা মানসিক ক্লান্তি অনুভব করিবে; কারণ মনকে ইচ্ছাখুশী স্থানে চালাইয়া নিয়া বক্তৃতার বিষয়কে সেখানে ধরিয়া রাখিবার কৌশল এখনও তাহাদের আয়ত্ত হয় নাই। আমাদের শিক্ষার গুরু এবং গূঢ় মর্ম্মই, মনকে ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করা। এইজন্য তোমার বিষয় সম্বন্ধে বালকদিগকে কি কি বলিতে হইবে, প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের পূর্ব্বেই তাহা ঠিক করিয়া লইবে। তার পর কথা বলিবার স্বযোগ পাইলেই তাহাদের নিকট দুই চার কথার অবতারণা করিবে, একেবারে অনেক কথা বলিবে না। ক্যাম্প্-ফায়ার সম্বন্ধে দুই এক কথা, খেলার ও অনুশীলনের অবকাশে দুই এক কথা, এইরূপভাবে বিষয়টি উপস্থিত করিবে; একসঙ্গে স্বদীর্ঘ বক্তৃতায় কিছু ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিবে না।

এই জন্যই এই সার সংকলন পুস্তকের মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে বিভাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

বক্তৃতার মধ্যে ঘন ঘন হাতে কলমে পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতি দেখাইয়া ও অনুশীলন ঢুকাইয়া দিয়া বালকদের মন আকৃষ্ট করিবে এবং তোমার বক্তব্য তাহাদের চিত্তে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে।

আপন আপন প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার স্বাধীন অধিকার স্কাউট-মাষ্টারগণকে দেওয়া হইয়াছে। যে সকল কৃতিত্বের চিহ্ন (Efficiency badges) দেওয়া হয়, তাহাতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়, শিক্ষার সুযোগ ও বৈচিত্র্য আছে। যে-সব স্কাউট-মাষ্টারের বিভিন্ন বিষয় নিজে শিক্ষা দেওয়ার সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ বা অনাস্থা আছে তাঁহারা সাধারণতঃ সময় সময় কোন বন্ধুর অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন।

বহু স্কাউট-মাষ্টার তাঁহাদের অধীন ট্রুপ বা প্যাট্রোলের কাজ কোন বিশিষ্ট পথে পরিচালিত করেন ; যেমন কোন কোন ট্রুপ অগ্নিসৈন্য বা ফায়ার-ব্রিগেডের কার্য্যে দক্ষ হয়, কেহ কেহ জলস্কাউট হয়. প্যাট্রোল-গুলির কোনটি আবার সঙ্কেতবার্ত্তা বিনিময়ে, কোনটি বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রেরণে, কোনটি অ্যাম্বুল্যান্সে, কোনটি সেবায় বা এইরূপ অপর কোন কার্য্যে কৃতী হয়।

কৃতিত্বের চিহ্ন

প্রত্যেক বালকের মনে যাহাতে কোন সখের শিল্পে রুচি বা হাতের শিল্পশিক্ষার অনুরাগ জন্মে, এই উদ্দেশ্যে এই ব্যাজগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; যেন ইহাদের কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে ও সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আশাহীন ও সহায়হীন অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে না হয়।

তা ছাড়া অল্পবুদ্ধি ও পশ্চাৎপদ বালকদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য স্কাউট-মাষ্টারের হাতে ইহা একটি যন্ত্রস্বরূপ, যদি স্কাউট-মাষ্টার এই প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বজায় রাখিয়া কৃতিত্বের বিচার করেন। সেই আদর্শটির মাপকাঠি—কোন্ বিষয়ে কোন্ স্কাউট কতদূর ও কিরূপ উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু এরূপ জ্ঞান বা

কৌশল অর্জ্জন করিতে গিয়া সে কতটুকু চেষ্টা ও যত্ন প্রয়োগ করিয়াছে তাহা।

বুদ্ধিমান স্কাউট-মাষ্টার,—যিনি প্রত্যেক বালকের মনোবৃত্তি অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনি—প্রত্যেক বালকের এমন কোন উৎসাহপ্রদ শিল্পকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে পারেন, যাহাতে গ্রাম্য বালক অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত বালকের সমকক্ষভাবে যাত্রা সুরু করিতে পারে, এবং অল্পবুদ্ধি বালক, কোন কিছু করিতে পারিবে বলিয়া যাহার সম্বন্ধে কেহ কোন আশা রাখেন নাই, তাহাকেও স্কাউট-মাষ্টার তাহার প্রথম দুই-একটি কাজে সফলতার পথ সুগম করিয়া দিয়া তাহার উদ্যমকে প্রবলতর করিয়া দিবার পথে প্রেরণা দিতে পারেন।

ক্লাব-ঘরের প্রয়োজনীয়তা

যদি গ্রামে একটি মাত্র প্যাট্রোলই থাকে, তাহার স্কাউটদের জন্যও একটি ক্লাব-ঘর ভাড়া করিলে অথবা সপ্তাহে কয়েক রাত্রির জন্য এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার অনুমতি লইলে স্কাউট সাধনা পথে সংগ্রামের অর্দ্ধেক জয় লাভ হয়। অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্য ঘরখানিতে যথেষ্ট আলো ও বাতাস চলাচলের বন্দোবস্ত থাকিবে। নিসর্গচিত্র ও প্রাচীন কালের লোকদের প্রতিকৃতির পরিবর্ত্তে ঘটনাচিত্র থাকিলে ঘরের আকর্ষণ বাড়িবে। মনোরম ছবিওয়ালা পুস্তক ও সাময়িক পত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

প্রথমাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ হইতে পুস্তক, সংবাদপত্র, চেয়ার, টেবিল ও খেলার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ছোটখাট রকমের পানীয় এবং জলযোগের একটি দোকান খোলা যাইতে পারে। ইহা খুব সতর্কতার সহিত পরিচালিত হইলে তাহার আয়ের দ্বারাই ক্লাবের প্রয়োজন সংকুলান হইতে পারিবে।

স্কাউটগণ নিজেরাই ঐ ঘর পরিষ্কার করিবে, সুসজ্জিত করিবে এবং আসবাবপত্র প্রস্তুত করিবে।

ঘরের মধ্যে বিনীতি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। এই সকল কার্য্য সুপরিচালনের জন্য প্যাট্রোল-লীডার দায়ী থাকিবে। সপ্তাহে সপ্তাহে পালাক্রমে এক এক প্যাট্রোলের উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিবে।

ক্লাব-গ্রাউণ্ডের জন্য যদি একখণ্ড জমি পাওয়া যায় খুবই ভাল হয়—এই জমি পতিত হয় অথবা রাস্তা হইতে দূরে থাকে, তাহাতে ক্ষতি হইবে না। এমন একটা স্থানের প্রয়োজন যেখানে স্কাউটগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিতে পারে, আগুন জ্বালাইতে পারে, বাস্কেটবল খেলিতে পারে, বাগান করিতে পারে এবং পদচিহ্ন অনুসরণের ব্যবস্থা ইত্যাদি হইতে পারে।

ক্লাব-ঘরের যাবতীয় কাজের পরিচালনা যথাসম্ভব বালকগণ নিজেরাই করিবে। শিক্ষক আপনাকে আড়ালে রাখিয়া বালকগণকে প্রথম প্রথম ভুল করিতে দিবেন; ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে কার্য্যকরী বুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান জাগিয়া উঠিবে।

আমেরিকার শহরে ও গ্রামে বালসমিতির (Boys' club) সংখ্যা অনেক বেশী বাড়িয়া চলিয়াছে ও এগুলি জনসাধারণের কাছে অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এইগুলি বালকেরা নিজেরাই চালায়।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সন্ধ্যাকালে বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমগুলি বালকদিগের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়া এ বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেও অতি সহজে এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যত ছোটই হউক না কেন, যদি বালকদের নিজেদের একটি ক্লাবরুম থাকে, তাহা হইলে ইহাতে তাহাদের মধ্যে স্বত্বস্বামিত্বজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞান জাগিয়া

উঠে—বিশেষতঃ যদি তাহারা আসবাবপত্র নির্ম্মাণ, ছবি ঝুলান ইত্যাদি কাজ নিজেদের হাতে করিয়া লয়।

আসবাবগুলি এরূপে নির্ম্মাণ করিবে, যেন ছুটাছুটি খেলার সময় সেই গুলিকে গৃহকোণে পাট করিয়া রাখা যায়, যেমন—কাঠের ভাঁজকরা চেয়ার (folding chair), ছোটখাট টেবিল, পুস্তক ও খেলার জিনিষ তুলিয়া রাখিবার জন্য একটি তাক্ ইত্যাদি।

আদর্শ ক্লাবে দুইটি কামরা থাকিবে—একটি চুপচাপ ঘরে বসিয়া খেলা, পুস্তক পাঠ এবং আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি করার জন্য—অন্যটি ছুটাছুটি খেলা ও ব্যায়াম ইত্যাদি করার জন্য।

বালকদের পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে সঞ্চয়শীলতা অভ্যাস করাইবার জন্য একটি সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবে।

উর্দ্দির ব্যবহার অর্দ্ধেকটাই বালকদিগকে কর্ম্মক্ষম হইবার উদ্দীপনা দিবার জন্য এবং নিজেদের পোষাক নিজেরা কিনিবার মত অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য। উত্তরকালে কিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে সেই শিক্ষার দিকে ইহা অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দেয়।

অভিনয়

বালকেরা অত্যন্ত কল্পনাবিলাসী, কৌতূহলী ও উপাখ্যানপ্রিয়। অভিনয় তাহারা খুব বেশীই ভালবাসে, যদিও বাহিরে তাহারা এই অভিনয়-প্রীতিটা তত দেখাইতে চায় না।

তোমার কাজ শুধু তাদের এই প্রবৃত্তির তোয়াজ করা এবং তারা যা চায়, তাই দিবার জন্য তোমার কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দেওয়া। তাহাতে এরূপ বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিবে, যাহার জন্য তোমায় খুব

গম্ভীর মুখে থাকিতে হইবে, যেন ঘটনাটা সম্পূর্ণ বাস্তব; তেমন কোন সঙ্কট অবস্থায় যদি একবার হাসিয়া ফেল, তবে তৎক্ষণাৎ বালকেরা বুঝিয়া লইবে যে এ সকলই প্রহসন, তাহা হইলে ইহার প্রতি তাহাদের আস্থা চিরতরে লোপ পাইবে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কোন প্যাট্রোলকে যখন তাহার প্যাট্রোলজীবরূপে গৃহীত জন্তুর ডাক ডাকিতে বল, তখন তাহাদের চেষ্টা অনেক সময় হাস্যোদ্দীপক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু শিক্ষক যদি এই সময়ে সম্পূর্ণ গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন, বালকেরাও তাহা হইলে এটা একটা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইবে, এবং একবার তাহাদের চেষ্টা সিদ্ধ হইলে ডাকটি হইবে প্যাট্রোল বালকদের নিকট তাহাদের দলের সমষ্টিগত একাত্মবোধের (esprit-de-corps) যাদু-মন্ত্র।

বালকদের কাছ থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ যা কিছু টানিয়া বাহির করিতে ও সারবস্তু আদায় করিতে হইলে তোমায় দাঁড়াইতে হইবে ঠিক সেই জমির উপর—যেখান থেকে তাদের চোখে সব কিছু দেখা যায়। যেমন তাদের কাছে, তেমনি তোমার কাছেও আমবাগান হইবে অরণ্য, পিছনে দাঁড়াইয়া পাণ্ডবগণ; এমন কি সহরের পার্কগুলিও জঙ্গল হইতে পারে, তাহাতে কিলবিল করিবে সব বড় বড় শীকার; অথবা তার সঙ্কীর্ণ অপরিচ্ছন্ন নিম্নপথ হইবে ভল্লুকে ও দস্যুতস্করে পরিপূর্ণ গিরিসঙ্কট।

একবার এই পথ অবলম্বন করিলে দেখিবে, তোমার কাছে কি ভয়ঙ্কর নিরানন্দময় এবং ব্যর্থতাপূর্ণ মনে হইবে সেই কসরৎ শিক্ষার একঘেয়ে ব্যবস্থা—কল্পনাহীন স্কাউট-মাষ্টারগণ শিক্ষাদানের জন্য যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বালকদিগকে কি শিখাইবে আগে চিন্তা করিয়া বাহির কর, তারপর তাহা অভ্যাস করাইবার মত খেলা রচনা করিয়া লও।

বেকন্ বলিয়াছেন, নাট্যাভিনয় শিশুশিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় এবং কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

এদিকে ভারতীয় বালকগণের দক্ষতা আমাকে বেশ আনন্দ দিয়াছে।

ইহাতে বালকদের অনুকরণ এবং বুদ্ধি-কল্পনার স্বাভাবিক শক্তি বিকাশ পায়; এই গুণগুলি চরিত্রবিকাশের সহায়। আবার বালকেরা নিজে ঐসব নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনার অভিনয় করিলে নৈতিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা তাহাদের মনে যেরূপ অঙ্কিত হয়, শিক্ষকের শত বক্তৃতাতেও তাহা হয় না।

শিক্ষার দিক হইতে ঐতিহাসিক রূপনাট্য (pageants) খুব চমৎকার কল্পনা। যে যে স্থানে এই রূপনাট্যের শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেখানেই যুবাবৃদ্ধ সকলে তাহাদের নগরের ও পিতৃপুরুষের ইতিহাস কিছুটা শিখিয়াছে এবং এমন ভাবে শিখিয়াছে যে জীবনে আর তাহা ভুলিবার নয়; আবার এই সঙ্গে তাহারা শ্রেণীবৈষম্য ভুলিয়া কোন পারিশ্রমিকের আশা না করিয়া তাহাদের সমাজের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করিতেও শিখিয়াছে।

উপদেষ্টারা দেখিবেন, ইতিহাসের যে সব দৃশ্য ও ঘটনা তাঁহারা বালকদের মনে আঁকিয়া দিতে চান, সেই সব তাঁহাদের স্কাউটদিগকে দিয়া অভিনয় করাইলে কাজটি বাস্তবিকই সুফলপ্রদ হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস এইরূপ অভিনয়যোগ্য ঘটনায় পূর্ণ।

অভিনয় যখন কিছুটা উৎকর্ষের উচ্চসীমায় পৌছিয়া পাকা হইয়া উঠিবে, তখন ইহার সাহায্যে স্কাউট-তহবিলের জন্য অর্থোপার্জ্জন চলিতে পারে।

বয়ঃকনিষ্ঠগণের উপর দায়িত্ব অর্পণ

স্কাউটিং সাধন প্রণালীর আসল জিনিসটি এই যে, ইহাদ্বারা কার্য্যভার

বা দায়িত্ব প্রধানতঃ প্যাট্রোল-লীডারদের দিয়া ছোটদের প্রতি অর্পিত বা ন্যস্ত হয়।

সম্ভব হইলে তোমার অব্যবহিত পরেই কর্ত্তৃত্বভার দেওয়া যাইতে পারে এমন একজন ভাল সহকারী নিযুক্ত করিয়া লও; যেন তুমি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে, উপদেশের কার্য্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে পারে এবং ট্রুপ-পরিচালনা-কার্য্যের বহু খুঁটিনাটি বিষয় তাহার হাতে দেওয়া যাইতে পারে; ইহাতে তোমার কার্য্যভার লাঘব হইবে।

কোর্ট অব্ অনার্ এবং প্যাট্রোল-লীডারের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ কর এবং তাহাদিগকে বুঝিতে দাও যে তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর। তাহাদের নিকট হইতে অনেক কিছু পাইবার আশা রাখিও, তাহা হইলে অনেক কিছু পাইবে।

স্কাউটদের শিক্ষাদীক্ষার সফলতা লাভের ইহাই একমাত্র দাবী। প্যাট্রোলের একাত্মবোধ এবং বিভিন্ন প্যাট্রোলের মধ্যে বন্ধুভাবে প্রতি-যোগিতা জাগাইয়া তুলিলে, সমস্ত ট্রুপের কর্ম্মকুশলতার আদর্শ অবিলম্বে উচ্চতর স্তরে পৌঁছাইতে পারিবে ও সুফল পাইবে। সমস্ত কাজই নিজে করিতে যাইও না, বা সে চেষ্টাও করিও না; তাহা হইলে বালক-গণ সব বিষয়েই কেবল তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে ও তোমার সমস্ত শিক্ষাপ্রণালী নিস্তেজ হইয়া পড়িবে।

শাসনানুবর্ত্তিতা

বিনীতি বা শাসনানুবর্ত্তিতার প্রতি জোর দিও; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আদেশ দেওয়া মাত্রই তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করা,—শক্ত-ভাবে এটি আদায় করিও।

যখন বালকদিগকে ছুটাছুটি করিবার জন্য অনুমতি দিবে, কেবল

তখনই তাহারা ইচ্ছামত চলিবে; সময় সময় এইরূপে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া খুবই ভাল।

কোন জাতিকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হইতে হইলে তাহার খুব ভালভাবে সংযম শিক্ষা করা ও বিনীতিপরায়ণ হওয়া চাই। প্রত্যেক ব্যক্তি শাসনানুবর্ত্তী হইলে, জনমণ্ডলীর মধ্যে আপনা হইতেই শাসনানুবর্ত্তিতা গড়িয়া উঠে। শাসনানুবর্ত্তিতা বলিতে, ধৈর্য্যের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পালন এবং কর্ত্তব্যের বিবিধ আহ্বানের স্থির আনুগত্য বুঝায়।

দমননীতির দ্বারা এইভাব জাগান যায় না। ইহা জাগাইবার উপায়, উৎসাহ দেওয়া এবং বালককে প্রথমে আত্মশাসন করিতে, ও পরের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ ও আনন্দকে বলি দিতে শিক্ষা দেওয়া। এই শিক্ষা বহুল পরিমাণে দেওয়া যায় দৃষ্টান্তদ্বারা—বালকের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া এবং তাহার নিকট হইতে বিশ্বস্ততার বেশ উচ্চ আদর্শের দাবী করিয়া; বালকেরা কি করে বা না করে, তাহার জন্য প্রকৃতপক্ষে নায়ককে দায়ী করিয়া, প্যাট্রোল-প্রথার সাহায্যে বহুল পরিমাণে দায়িত্ববোধ জাগান যায়।

আমাদের প্রকৃত কাজ এইখানেই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে স্যার হেন্‌রি নিভেট্ রাণী এলিজাবেথকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন;—রাষ্ট্র যদি দেশের যুবকদিগকে শিক্ষাদান এবং বিনীতিপরায়ণ করিয়া তোলার বিষয়ে অবহেলা করে, তবে তাহাদ্বারা শুধু যে অকর্ম্মণ্য স্থলযোদ্ধা ও জলযোদ্ধার সৃষ্টি হয় তাহা নহে, ইহা হইতেও গুরুতর অকল্যাণ হয়, ইহার ফলে নাগরিক জীবনে সমাজসেবায় অপটু পৌরজনেরও সৃষ্টি হয়। তাঁহার নিজের কথায় বলিতে গেলে,

"For want of true discipline the honour and wealth

both of Prince and Countre is desperatlie and frivolouslie ruinated."

"প্রকৃত বিনীতির অভাবে রাজার ও দেশের সম্মান ও সম্পত্তি উভয়ই অর্ব্বাচীনের মত নষ্ট করা হয়—ফিরিয়া পাইবার আর কোন আশা থাকে না।"

শিশুকে মন্দ অভ্যাসের জন্য শাস্তি দিয়া তাহাকে শাসনানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দেওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে উচ্চতর এমন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে, যাহা তাহার সমগ্র চিত্তকে অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে, এবং ধীরে ধীরে তাহার পুরাতন মন্দ অভ্যাস ছাড়াইয়া এবং তাহার কথা ভুলাইয়া তাহাকে ভালর দিকে লইয়া যাইবে।

ইন্দ্রিয়-সংযম

এই সংক্ষিপ্তসার পুস্তকে বালকদের শিক্ষা বিষয়ে বহু প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছি, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের মত গুরুতর বিষয় অতি অল্পই আছে।

এই বিষয় বালকদের পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া না দিলে এবং খোলাখুলিভাবে উপদেশ না দিলে তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

তরুণ-তরুণীদের পক্ষে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে যে রহস্যপূর্ণ লজ্জাভিনয় দ্বারা আমরা এতদিন চাপা দিয়া আসিতেছি, তাহাতে অপরিমেয় ক্ষতি হইতেছে। যে গোপনতার সহিত আমরা বালকদিগকে এই রহস্যের সকল জ্ঞান হইতে দূরে রাখিতেছি, সেই গোপনতাই তাহাদিগের মনে আপন আপন ধারাতে একই রকম গোপনভাবে তাহা জানিবার জন্য অধিকতর প্ররোচনা জোগাইতেছে এবং সেইজন্য অধিকতর অকল্যাণও সাধিত হইতেছে।

সরলভাবে,—সবিস্তারে বিষয়টি বুঝাইয়া দিলে উপকৃত না হয় এমন

কোন বালকের কথা আমার জানা নাই। এই কৃত্রিম সলজ্জ ভাবের অভিনয় করিয়া যদি স্কাউট-মাষ্টার আপন বালকদিগকে এই অতি সূক্ষ্ম সুকোমল হিমশৈলে উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেন, তাদের কোনরূপ ইঙ্গিত উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া না দেন, তবে তাঁহার ত্রুটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধের পর্য্যায়ে পড়িবে। "রোভারিং টু সাক্সেস্" (সিদ্ধিপথে জয়যাত্রা) নামক পুস্তকে এই বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

জলস্কাউট ব্রত

দেশের হিতের পক্ষে ইহা মূল্যবান হইবে এবং বহুসংখ্যক বালকের উপকার হইবে, এই কারণে স্কাউটিং শিক্ষায় জলস্কাউটের স্থান দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীনকালে ভারতীয়গণ নৌবিদ্যায় ও রণতরী-চালনা-কৌশলে বিশেষ দক্ষ ছিলেন (মুখার্জ্জী প্রণীত "Indian Shipping" দ্রষ্টব্য)।

বহুস্থানে, ক্যাম্পে না গিয়া নৌকা, দৌড়ের নৌকা বা ছিপ অথবা জাহাজের খোল সংগ্রহ করতঃ নৌবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; তাহাতে শ্রমকষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্ভাবনী শক্তি, কর্ম্মশীলতা এবং স্বাস্থ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

জলস্কাউট তৈরি করা যে কত মূল্যবান তাহা গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে। তখন রণতরীসচিবসঙ্ঘ প্রায় ১৮০০ স্কাউটের উপর যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল ততদিনের জন্য সমুদ্রের উপকূল পাহারা দিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের অনেকগুলি জলস্কাউটকে সাঙ্কেতিক বার্ত্তা প্রেরণ ও অপরাপর নৌবহরের কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মিতব্যয়িতা

দেশে যে আর্থিক বিপদ এবং বেকারসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, ইহার

সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটি কারণ লোকের মধ্যে "সঞ্চয়শীলতা"র অভাব। সমাজ-সংস্কারকগণের পক্ষে নূতন নূতন উপায়ে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম আমাদের অন্নসমস্যা সমাধানের এই ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা বিশেষ মনোযোগ সহকারে করিলে ভাল হয়। এইটুকু ঠিকমত করিতে পারিলে তাঁহারা হয়ত দেখিবেন যে তাঁহাদের করণীয় অতি অল্পই বাকী থাকিবে। ভারতবর্ষে যথেষ্ট ধনসম্পদ রহিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে সকলেরই যথেষ্ট আয় ঘরে আসিতে পারে। কোন কোন স্থলে মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়া লোকেরা অর্থসঞ্চয় করে, নিজেদের বাসগৃহ ক্রয় করে এবং নিজেদের বাড়ীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ও সন্তুষ্টচিত্তে বাস করে। তাহাদিগকে শ্রমশীল ও উপার্জ্জনশীল আত্মীয়গণের গলগ্রহ হইয়া অতৃপ্ত জীবনযাপন করিতে হয় না। এই সঞ্চয়শীলতা দেশে বেশ ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দেশের উদীয়মান তরুণ সমাজ যদি সঞ্চয়শীলতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বনে জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে জাতির "চরিত্রবল ও ধনবল" অনেক বাড়িয়া যাইবে।

স্কাউটিং সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা

স্কাউটিং সাধনাপ্রণালী প্রচার করিবার সময় তোমরা অবশ্য এমন সমালোচকগণের সাক্ষাৎ পাইবে যাঁহারা ইহার নানাবিধ অঙ্গ নিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবেন :—যেমন, ইহার ক্ষাত্রভাব (সামরিকতা) ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, কসরতের অভাব, খেলাধূলা ও সমরনৃত্যের অসঙ্গতি ইত্যাদি। এই সকল আপত্তির অধিকাংশ বিষয়েই এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে ; এখন কয়েকটি বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিতে চাই :—

সামরিকত্তা বা রণপ্রবণতা

"স্কাউটিং ফর্ বয়েজ" (Scouting for Boys) নামক পুস্তকে যে সকল ভাব বা আইডিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি, সময়ে সময়ে তাহার অনেকগুলিরই সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের যেরূপ খোলাখুলি সমালোচনা হইয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী স্বাধীন সমালোচনা আর কোন বিষয়েই হয় নাই। এই অনুচ্ছেদটি ইতিপূর্ব্বে যেভাবে লিখিয়াছিলাম, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা এখনো ঠিক সেভাবেই অবিকল রাখিতে চাই।

স্কাউট-ব্রতের সঙ্গে কোন সামরিক অভিপ্রায়ের কিছুমাত্র যোগ নাই। উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠাতাগণের উদ্ভাবনী শক্তি, আত্মনির্ভর প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকে, শান্তি স্কাউটরা সেই সকল গুণের অনুশীলন করে, যাহাতে তাহারা মানুষের মধ্যে মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বালকদিগকে সৈন্যরূপে গড়িয়া তোলা অথবা তাহাদিগকে রক্ত-পিপাসু হইতে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে মোটেই নাই। বরং এটা ঠিক যে তাহাদিগকে "দেশানুরাগের" নামে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে প্রত্যেক পৌরজন দেশের অধিবাসীরূপে যে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করে, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ বিদেশীর আক্রমণ হইতে নিজের দেশ রক্ষা করিবার কর্ত্তব্যটুকু অন্যসকল সহজনপদের সঙ্গে আপনার ন্যায্য অংশ অনুসারে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত থাকা পৌরজন মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই কঠিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করিয়া, এ কাজটি অন্য লোকের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকে, সে না সাহসিকতার কাজ করে, না ন্যায়বুদ্ধি ও সাধুতার পরিচয় দেয়।

সভ্যজগতে যুদ্ধবিগ্রহ স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এমন কোন ব্যক্তি তথা-কথিত "সমরায়োজনের বিরোধী" (Anti-militarist) থাকিতে পারে,

এরূপ দেখা যায় না। যুদ্ধবিগ্রহের ভীষণ নিষ্ঠুর ফল সে নিজেই ভালরূপে দেখিয়াছে। জাতি বা রাষ্ট্রসকল যতদিন পর্যাপ্ত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবে একমত না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত সে নিজ দেশের উপর বিদেশীর আক্রমণ আহ্বান করিয়া আনিতে পারে না; অথবা দেশরক্ষা বিষয়ে অবহেলা করিয়া শত্রুগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। এরূপ করা ও গণ-শিক্ষা দ্বারা চুরি বন্ধ করিবার পূর্ব্বে দণ্ডনীয় অপরাধ নিবারণের জন্য পুলিশের পাহারা উঠাইয়া দেওয়া একই কথা। "সামরিক শাসন-বিরোধিতা" (Anti-militarism) এবং সমরবিরোধী নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন (anti-military convictions) এই দুইটির যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণে গোলমাল হওয়াতেই এই ভুল হয়, আর এই ভুলটি সহজেই হইয়া থাকে।

আমাদের প্রায় সকলেই সামরিক শাসনের বিরোধী অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যে অস্ত্রবলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার বিরোধী। কিন্তু অল্প লোকই, বিশেষতঃ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখিলে, সমরবিরোধী, অর্থাৎ দেশরক্ষার্থে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষাদানের বিরোধী।

হৃদয় বলিয়া একটা কিছু যে মানুষের আছে, সে নিশ্চয়ই যুদ্ধবিরোধী। স্কাউট বালকদের শিক্ষাসাধনা নিশ্চিতভাবে শান্তি-কামী।

কসরৎ

বালকেরা নহে, কিন্তু বহু রাজকর্ম্মচারী স্কাউটিং শিক্ষায় আরও বেশী পরিমাণে ড্রিল প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ক্রমাগতই আমাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সমর বিভাগে চৌত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যদিও শাসনানুবর্ত্তিতার দিক হইতে

ড্রিলের বেশ মূল্য আছে, তবু ইহার অনিষ্টকারিতাও পরিষ্কার দেখা যায়। সংক্ষেপে এর কুফলগুলি এই :—

(১) সামরিক কসরতে দুর্ব্বলচিত্ত কল্পনাহীন শিক্ষক বালকদের ব্যাপৃত রাখিবার মত একটা কিছু পান। তিনি চিন্তাও করেন না, ইহাতে বালকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে কি না, অথবা ইহাদ্বারা তাহাদের কোন উপকার হইতেছে কি না; কিন্তু বহু পরিশ্রম হইতে তিনি নিজে বাঁচিয়া যান।

(২) সামরিক কসরৎ ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে। কিন্তু আমরা স্কাউটদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাগুলি ফুটাইয়া তুলিতে চাই। ড্রিল শিক্ষা একবার হইয়া গেলে যে বালক একটু না একটু উদ্যম লইয়া ছুটাছুটি করিতে চায়, সে বিরক্ত হইয়া পড়ে। তাহার উৎসাহের উদ্দীপনা কমিয় যায়। আমাদের লক্ষ্য তাহাদিগকে অরণ্যপ্রান্তবাসীদের মত তরুণ করিয়া রাখা; নকল সৈন্য গড়িয়া তোলা নহে।

এই প্রকার সাধনপ্রণালীর পথে চলিয়াই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা কাজ করিয়াছিলাম এবং আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে, যে সকল বয়স্কাউট যুদ্ধের সময় তাহাদের সম্রাটের সেবায় দেশের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের যুদ্ধোদ্যমের ফল দেখিয়া এবং সমর-ক্ষেত্রের সৈনিক কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে তাহাদের রণকুশলতার বিবরণ পাঠ করিয়া, আমার উপরের উক্তিগুলির কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না; বরং এই সকল বিবরণ আমার উক্তিকে সমর্থনই করিতেছে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

বহুতর সৈনিক কর্ম্মচারী স্কাউটগণের প্রশংসাজনক পত্র লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন বলিতেছেন ঃ—

"সমরাঙ্গনের একজন কর্ম্মচারী হিসাবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে

এরূপ দেখা যায় না। যুদ্ধবিগ্রহের ভীষণ নিষ্ঠুর ফল সে নিজেই ভালরূপে দেখিয়াছে। জাতি বা রাষ্ট্রসকল যতদিন পর্য্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবে একমত না হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত সে নিজ দেশের উপর বিদেশীর আক্রমণ আহ্বান করিয়া আনিতে পারে না; অথবা দেশরক্ষা বিষয়ে অবহেলা করিয়া শত্রুগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। এরূপ করা ও গণ-শিক্ষা দ্বারা চুরি বন্ধ করিবার পূর্ব্বে দণ্ডনীয় অপরাধ নিবারণের জন্য পুলিশের পাহারা উঠাইয়া দেওয়া একই কথা। "সামরিক শাসন-বিরোধিতা" (Anti-militarism) এবং সমরবিরোধী নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন (anti-military convictions) এই দুইটির যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণে গোলমাল হওয়াতেই এই ভুল হয়, আর এই ভুলটি সহজেই হইয়া থাকে।

আমাদের প্রায় সকলেই সামরিক শাসনের বিরোধী অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যে অস্ত্রবলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার বিরোধী। কিন্তু অল্প লোকই, বিশেষতঃ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখিলে, সমরবিরোধী, অর্থাৎ দেশরক্ষার্থে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষাদানের বিরোধী।

হৃদয় বলিয়া একটা কিছু যে মানুষের আছে, সে নিশ্চয়ই যুদ্ধবিরোধী। স্কাউট বালকদের শিক্ষাসাধনা নিশ্চিতভাবে শান্তি-কামী।

কসরৎ

বালকেরা নহে, কিন্তু বহু রাজকর্ম্মচারী স্কাউটিং শিক্ষায় আরও বেশী পরিমাণে ড্রিল প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ক্রমাগতই আমাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সমর বিভাগে চৌত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে যদিও শাসনানুবর্ত্তিতার দিক হইতে

ড্রিলের বেশ মূল্য আছে, তবু ইহার অনিষ্টকারিতাও পরিষ্কার দেখা যায়। সংক্ষেপে এর কুফলগুলি এই :—

(১) সামরিক কসরতে দুর্ব্বলচিত্ত কল্পনাহীন শিক্ষক বালকদের ব্যাপৃত রাখিবার মত একটা কিছু পান। তিনি চিন্তাও করেন না, ইহাতে বালকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে কি না, অথবা ইহাদ্বারা তাহাদের কোন উপকার হইতেছে কি না; কিন্তু বহু পরিশ্রম হইতে তিনি নিজে বাঁচিয়া যান।

(২) সামরিক কসরৎ ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে। কিন্তু আমরা স্কাউটদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাগুলি ফুটাইয়া তুলিতে চাই। ড্রিল শিক্ষা একবার হইয়া গেলে যে বালক একটু না একটু উদ্যম লইয়া ছুটাছুটি করিতে চায়, সে বিরক্ত হইয়া পড়ে। তাহার উৎসাহের উদ্দীপনা কমিয় যায়। আমাদের লক্ষ্য তাহাদিগকে অরণ্যপ্রান্তবাসীদের মত তরুণ করিয়া রাখা; নকল সৈন্য গড়িয়া তোলা নহে।

এই প্রকার সাধনপ্রণালীর পথে চলিয়াই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা কাজ করিয়াছিলাম এবং আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে, যে সকল বয়স্কাউট যুদ্ধের সময় তাহাদের সম্রাটের সেবায় দেশের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের যুদ্ধোদ্যমের ফল দেখিয়া এবং সমর-ক্ষেত্রের সৈনিক কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে তাহাদের রণকুশলতার বিবরণ পাঠ করিয়া, আমার উপরের উক্তিগুলির কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না; বরং এই সকল বিবরণ আমার উক্তিকে সমর্থনই করিতেছে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

বহুতর সৈনিক কর্ম্মচারী স্কাউটগণের প্রশংসাজনক পত্র লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন বলিতেছেন :—

"সমরাঙ্গনের একজন কর্ম্মচারী হিসাবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে

সর্ব্বাপেক্ষা বড় একটি কারণ লোকের মধ্যে "সঞ্চয়শীলতা"র অভাব। সমাজ-সংস্কারকগণের পক্ষে নূতন নূতন উপায়ে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম আমাদের অন্নসমস্যা সমাধানের এই ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা বিশেষ মনোযোগ সহকারে করিলে ভাল হয়। এইটুকু ঠিকমত করিতে পারিলে তাঁহারা হয়ত দেখিবেন যে তাঁহাদের করণীয় অতি অল্পই বাকী থাকিবে। ভারতবর্ষে যথেষ্ট ধনসম্পদ রহিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে সকলেরই যথেষ্ট আয় ঘরে আসিতে পারে। কোন কোন স্থলে মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়া লোকেরা অর্থসঞ্চয় করে, নিজেদের বাসগৃহ ক্রয় করে এবং নিজেদের বাড়ীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ও সন্তুষ্টচিত্তে বাস করে। তাহাদিগকে শ্রমশীল ও উপার্জ্জনশীল আত্মীয়গণের গলগ্রহ হইয়া অতৃপ্ত জীবনযাপন করিতে হয় না। এই সঞ্চয়শীলতা দেশে বেশ ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দেশের উদীয়মান তরুণ সমাজ যদি সঞ্চয়শীলতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বনে জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে জাতির "চরিত্রবল ও ধনবল" অনেক বাড়িয়া যাইবে।

স্কাউটিং সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা

স্কাউটিং সাধনাপ্রণালী প্রচার করিবার সময় তোমরা অবশ্য এমন সমালোচকগণের সাক্ষাৎ পাইবে যাঁহারা ইহার নানাবিধ অঙ্গ নিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবেন:—যেমন, ইহার ক্ষাত্রভাব (সামরিকতা) ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, কসরতের অভাব, খেলাধূলা ও সমরনৃত্যের অসঙ্গতি ইত্যাদি। এই সকল আপত্তির অধিকাংশ বিষয়েই এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে; এখন কয়েকটি বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিতে চাই:—

সামরিকতা বা রণপ্রবণতা

"স্কাউটিং ফর্ বয়েজ" (Scouting for Boys) নামক পুস্তকে যে সকল ভাব বা আইডিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি, সময়ে সময়ে তাহার অনেকগুলিরই সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের যেরূপ খোলাখুলি সমালোচনা হইয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী স্বাধীন সমালোচনা আর কোন বিষয়েই হয় নাই। এই অনুচ্ছেদটি ইতিপূর্ব্বে যেভাবে লিখিয়াছিলাম, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা এখনো ঠিক সেভাবেই অবিকল রাখিতে চাই।

স্কাউট-ব্রতের সঙ্গে কোন সামরিক অভিপ্রায়ের কিছুমাত্র যোগ নাই। উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠাতাগণের উদ্ভাবনী শক্তি, আত্মনির্ভর প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকে, শান্তি স্কাউটরা সেই সকল গুণের অনুশীলন করে, যাহাতে তাহারা মানুষের মধ্যে মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বালকদিগকে সৈন্যরূপে গড়িয়া তোলা অথবা তাহাদিগকে রক্ত-পিপাসু হইতে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে মোটেই নাই। বরং এটা ঠিক যে তাহাদিগকে "দেশানুরাগের" নামে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে প্রত্যেক পৌরজন দেশের অধিবাসীরূপে যে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করে, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ বিদেশীর আক্রমণ হইতে নিজের দেশ রক্ষা করিবার কর্ত্তব্যটুকু অন্যসকল সহজনপদের সঙ্গে আপনার ন্যায্য অংশ অনুসারে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত থাকা পৌরজন মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই কঠিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করিয়া, এ কাজটি অন্য লোকের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকে, সে না সাহসিকতার কাজ করে, না ন্যায়বুদ্ধি ও সাধুতার পরিচয় দেয়।

সভ্যজগতে যুদ্ধবিগ্রহ স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এমন কোন ব্যক্তি তথা-কথিত "সমরায়োজনের বিরোধী" (Anti-militarist) থাকিতে পারে,

পারি, আমাকে যদি সৈন্যশ্রেণীতে গ্রহণ করিবার জন্য লোক বাছিয়া লইতে হয়, তবে আমি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সামরিক শিক্ষানবীশ (cadet) অপেক্ষা শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ স্কাউট বালককেই অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া সকল সময়েই মনে করিব। বাস্তবিক, দুইজন সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের চেয়ে একজন স্কাউটকে গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করিব। কারণ সমবেত সেনাদলের কসরতের (Platoon and Company drill) অভ্যাস স্কাউটটি অতি অল্প কয়দিন মধ্যেই আয়ত্ত করিতে পারে ; কিন্তু স্কাউটগণ যে সকল বিষয় জানে, সামরিক শিক্ষার্থিগণকে তাহা শিক্ষা দিতে বহু দিন লাগিবে।"

ধর্ম্ম

স্কাউট-প্রতিষ্ঠান বালকদের ধর্ম্মবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। এটা তাহাদের ও তাহাদের পিতামাতার নিজস্ব বিষয়, কিন্তু তাহারা যাহাতে নিজ নিজ উপদিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়া চলে এজন্য তাহাদিগকে আমরা উৎসাহিত করি। এরূপ না করিলে স্কাউট-প্রতিষ্ঠানের মত একটি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণতঃ যে প্রণালীতে এই ধর্ম্মসাধনা চলে তাহার মধ্যে প্রায়ই গলদ থাকে। ধর্ম্ম জিনিসটা দৈনন্দিন জীবনের একটি অবশ্যকরণীয়-কার্য্যরূপে প্রতিপালিত হইলে ইহার গৌরব নষ্ট হয় না ; বরং তাহাতে ধর্ম্মের প্রতি বালকদের আস্থা বাড়ে। এই পুস্তকে ধর্ম্মাচরণের অর্থ ইচ্ছা করিয়াই কতকটা উদারভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। যে প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়ের বালকগণ যোগদান করিবে, তাহাতে আমাদের ইচ্ছামত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা যায় না। ইহার অর্থ এই নহে যে, বালকদের শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্মা-

চরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আমরা অনিচ্ছুক। চার্লস্ স্টেজ্‌ল্ (Charles Stelzle) প্রণীত "Boys of the Streets and How to Win Them," নামক পুস্তকে লিখিত আছে ঃ—

"বালশিক্ষার পদ্ধতিতে ধর্ম্মের যথেষ্ট স্থান দিতে গিয়া আমরা সময় সময় এতই বাড়াবাড়ি করি যে, তাহাতে আমাদের পদ্ধতিতে বালককে যথেষ্ট স্থান দিতে ভুলিয়া যাই।"

ভারতবর্ষের স্কাউট আন্দোলনের পরিচালনায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

"স্কাউটসঙ্ঘ অসাম্প্রদায়িক। ইহা আশা করা যায় যে রোভার স্কাউট এবং কাব এদের যে যেরূপ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক সে সেই ধর্ম্মের উপদেশগুলি দৈনন্দিন জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসকেও শ্রদ্ধাসহকারে সম্মান করিবে। যে স্থানে এক গ্রুপের সকল বালক কোন এক বিশেষ ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী, সেখানে আশা করা যায়, স্কাউট-মাষ্টার অথবা কাব্-মাষ্টার সেই ধর্ম্মের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান ও উপদেশ বাঞ্ছনীয় ও শুভকর মনে করেন, তার ব্যবস্থা করিবেন।"

"যে গ্রুপের স্কাউট ও কাবগণের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মের বালক আছে, তার প্রত্যেকেই যাহাতে স্ব স্ব বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্মাচরণ করে, সেইরূপ উৎসাহ দেওয়া উচিত, গ্রুপের সমুদয় বালককে একত্রিত করিয়া কোন মিলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। ক্যাম্পে বাস কালে দৈনিক যে কোন আকারের প্রার্থনার ব্যবস্থা হয় তাহা অতি সহজ ও সরলভাবে হওয়া উচিত, এবং তাহাতে যোগ দেওয়া বালকদের ইচ্ছাসাপেক্ষ হইবে।"

ডেরা

ক্যাম্প বালকদের পক্ষে লোভনীয় জিনিষ—যার দিকে তারা উৎসুক ভাবে চাহিয়া থাকে, এবং স্কাউট-মাষ্টারের পক্ষে ইহা একটি স্বর্ণ সুযোগ।

স্কাউটিং শিক্ষার দিক হইতে দেখিতে গেলে, বড় বড় ক্যাম্প সুবিধা-জনক নহে। একটি বড় ক্যাম্পের পরিবর্ত্তে, ছোট ছোট কয়েকটি ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করা শ্রেয়ঃ। প্রত্যেক প্যাট্রোল তার প্রতিবেশীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি চক্রাণ্তে থাকিবে।

রাত্রিকালে যে সকল অনুষ্ঠান হইবে, সেইগুলি সমস্ত রাত ধরিয়া কখনই চালাইবে না। ঠিক সাড়ে এগারটার মধ্যেই এসব অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিবে, যেন বালকদিগকে অযথা সজাগ রাখা না হয়। রাত্রি-বেলার কার্য্যে শিক্ষনবীশ স্কাউটদিগকে (tenderfoot) অন্ধকারে থাকিতে অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, দুই দুইজন করিয়া জোড় বাঁধিয়া নিযুক্ত করিবে।

ক্যাম্প-লুণ্ঠন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ দলের জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; ইহাতে কেবল অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘপথ (অর্থাৎ ছয় মাইলের বেশী) একসঙ্গে মার্চ করিয়া যাওয়া বালকদের পক্ষে অনিষ্টকারী। একটি ভুল ধারণা আছে যে, দীর্ঘপথ চলিলে সহনশীলতার অভ্যাস হয়। সহনশীলতার জন্য বালকের খাদ্যের ও শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন; তাহাতেই ভবিষ্যৎ কষ্টসহিষ্ণুতার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রতিদিনকার শিক্ষার জন্য স্কাউট-মাষ্টার পূর্ব্বেই আপনার কার্য্যসূচী তৈরি করিয়া রাখিবেন। বালকদিগকে বাহিরে লইয়া গিয়া সেখানে স্কাউট-মাষ্টার সে-সময়ে কি কি বলিবেন বা করিবেন তার ভাবনা-

চিন্তায় সময় কাটাইলে বালকদের উৎসাহ ও কর্ম্মক্ষমতার পক্ষে তা বড়ই অনিষ্টকর হয়।

ক্যাম্প নানাদিক দিয়া বালকগণকে আকৃষ্ট করে, যেমন—উন্মুক্ত-স্থানে দিন যাপন, ঝোপ, জঙ্গল, মাঠ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, উপস্থিত মত রান্না করিয়া নিবার সাজসরঞ্জাম ও উপায়ের উদ্ভাবন, জঙ্গলে ও মাঠে খেলা, পদাঙ্কানুসরণ, পথপরিচয়, পথপ্রদর্শন, ছোটখাট কষ্ট স্বীকার এবং আনন্দপূর্ণ ক্যাম্প-ফায়ার সম্মিলন ইত্যাদি।

প্রকৃতি পাঠ (Nature love)—সর্ব্বোপরি ক্যাম্পে প্রবাসের মূল্য এই যে, ইহাতে বালকেরা প্রকৃতির মধ্যে সাক্ষাৎভাবে বাস করিবার সুযোগ পায়।

প্রকৃতির রাজ্যে যে কি আনন্দ তাহা বুঝিবামাত্র, ইহার মোহ প্রায় সকল শ্রেণীর বালককেই আকৃষ্ট করে।

সহরবাসী বালকেরা যখন গ্রামে যায়, তখন সেই স্থানের নবীনত্ব চলিয়া গেলেই তাহাদের আর কিছু ভাল লাগে না, এবং তাহাদের অভ্যস্ত চলচ্চিত্রালয় (Kinema) ও বাজারের দোকানগুলিতে তাহারা ফিরিয়া যাইতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

কিন্তু উপরে যে ক্যাম্পিং-এর আনন্দের কথা বলা হইয়াছে যখন তাহারা ইহার আস্বাদ পায় এবং প্রকৃতির বিস্ময়কর মহিমার দিকে তাহাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন তাহারা যেন তরুণ অরণ্যপ্রান্তবাসীর মতই হইয়া উঠে সেটা আমরা চাই।

ইহার অর্থ, তাহাদের নিকটে পশুপক্ষীর "ডাক" এবং "চালচলনের" বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা, আকাশের নক্ষত্রাবলীর চমৎকারিত্ব, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ও সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে অনুভব করিতে দেওয়া, তরুলতা কি স্তন্যপায়ী জীব, পোকা-মাকড় কি সরীসৃপ

প্রভৃতি অসংখ্য শ্রেণীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন আকারের জীবজন্তুর দেহযন্ত্রের সূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে অত্যাশ্চর্য্য রচনাকৌশল রহিয়াছে ও এ সকল কলকৌশল যে ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ লক্ষ জীবের দেহে পুরুষানুক্রমে অবিকল সংক্রমিত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। এই সকলের ভিতর দিয়া উপদেষ্টা বালকদের চিত্তে সূক্ষ্মতর পর্য্যবেক্ষণ, প্রাকৃতিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টি, জীবতত্ত্বের জ্ঞান, স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধের যথার্থ সুষ্ঠু ধারণা, এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপলব্ধি—এ সকলের অনুশীলন ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।

প্রকৃতি হইতে এইরূপে জ্ঞান বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা কেবল ক্যাম্পে কিম্বা পল্লী অঞ্চলেই আবদ্ধ নহে।

বেশী দিন হয় নাই, আমি বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলাম "ভেড়ার ঠ্যাঙে ভগবান মিলে।"—তারপর দেখিলাম, এই মন্তব্যে আমি জাপানীদের একটা প্রবাদের নকল করিয়াছি মাত্র, তারা বলে "হেরিং মাছের মাথায়ও ঈশ্বরকে দেখা যায়।" ইহার অর্থ এই, প্রকৃতি হইতে দূরে থাকিয়াও, হে'র'এর মস্তক কিংবা ভেড়ার পদ প্রভৃতির মধ্যে যে রচনাকৌশল রহিয়াছে, ব্যবচ্ছেদের দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহা তদনুরূপ আরও অসংখ্য জীবের দেহস্থ রচনাকৌশলের পরিচয়মাত্র; অথবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে একটি নীল মক্ষিকা (Blue bottle) পরীক্ষা কর, মানুষের আঙ্গুলের চিহ্ন পরীক্ষা কর (দেখিবে তার কোন দুইটি সমান নহে), মানুষের চক্ষু পরীক্ষা কর, দেখিবে কি করিয়া ইহা দৃশ্য বস্তুর ছাপ অদৃশ্যচিন্তায় পরিচালিত করে, আবার ইন্দ্রিয়ের অতীত ইচ্ছাশক্তি হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ক্রিয়ারূপে তাহার ফল উৎপাদন করে।

এইগুলি প্রকৃতি পাঠের একটি প্রধান সোপান। পুষ্পব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, কেমন করিয়া পুংকেশর স্ত্রীকেশরের গর্ভাধান করে, তাহা হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, বীজ আবার কিছুকাল তাপে ও হাওয়ায় উষ্ণ হইয়া জীবন্ত বৃক্ষের চারায় পরিণত হয়—ঠিক যেমন প্রকৃতির সেই একই বিধানে পক্ষীমাতারা প্রাণাধার (অন্তঃসত্ত্ব) ডিম্ব প্রসব করে, আর এই ডিম্বে নিয়মিত সময় ধরিয়া তাপ দেওয়ার ফলে ইহা ভাঙ্গিয়া এক একটি পক্ষিশাবক বাহির হইয়া পড়ে। জীব-জন্তুর জগতেও এরই অনুরূপ জীবন-প্রবাহ নিরন্তর ধারাক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

এই সূত্র ধরিয়া জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিচার স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া পড়ে—যদিও এতদিন ইহা লইয়া আলোচনা করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য মনে হইয়াছে।

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিমধ্যে আমরা বাস করি; প্রকৃতির এই জীবন-প্রবাহ ব্যাপার আমাদের চারিদিকে এবং আমাদের মধ্যে চিরকাল চলিতেছে; অথচ সমস্ত সময়েই মনুষ্যরচিত কতকগুলি আদব-কায়দার ও কৃত্রিম আচার-ব্যবহারের খাতিরে এ বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তা বলা আমাদের বারণ কারণ ইহা নাকি "অশ্লীল"।

ইহার ফল এই হইতেছে যে শুধু অজ্ঞতার জন্য বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র তরুণের জীবন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, অথচ সুসময়ে সামান্য উপদেশ-বাক্যেই তাহারা বাঁচিয়া যাইত।

ইহাকে গোপন করিয়া রাখার ফলেই যুবকদের মনে এই সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহাদের এ বিষয়ে নানা ভুল ধারণা জন্মে। কিন্তু যদি বালকদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুরুজন সরল ও সাধুভাবে সময়ে সময়ে ইহার "ইষ্টানিষ্ট" তরুণদের

বয়সের উপযোগীভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তবে সমাজে যে গুপ্তপাপ ও প্রমেহ রোগের এখন এরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহা এত বেশী ছড়াইয়া পড়িত না।

মাসিক সংবাদপত্র "Scouter" এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "The Scout" কে স্ফীত করিয়া তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু স্কাউট-মাষ্টার-দিগকে বলিতে চাই যে এই দুইখানি পত্রিকাই তাহাদিগকে ও স্কাউট-দিগকে আমার বক্তব্য জানাইবার এবং এই পুস্তকে স্থানাভাবে যাহা বলা হইল না, তাহার বিস্তৃততর আলোচনা করিবার একমাত্র মুখপত্র।

স্কাউট-মাষ্টার এবং যাঁহারা বালকদিগকে স্কাউটিং সাধনা শিক্ষা দিবার জন্য ব্রতী, তাঁহারা শিক্ষাশিবিরে (Training camp) দশ দিন স্কাউটিং শিক্ষা গ্রহণ করিলে ভাল হয়—স্কাউট-মাষ্টারগণের উপকারার্থে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই সময় সময় এইরূপ ট্রেনিং-ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। প্রাদেশিক মুখ্য কার্য্যালয় হইতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

কৃতকার্য্যতার পরীক্ষা

স্কাউট-মাষ্টারের শ্রম সফল হইতেছে কি না, তাহা বিচার করিবার একটি মাত্র কষ্টিপাথর—এই প্রণালীতে যে বালকেরা তাঁহার কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারা এই শিক্ষার ফলে উৎকৃষ্টতর পৌরজন রূপে গণ্য হয় কিনা। কুচকাওয়াজে ক্ষিপ্রগতি ও চতুর হওয়া, সুষ্ঠুভাবে ক্যাম্পে প্রবাসী হওয়া, অভিজ্ঞ সঙ্কেত-বাত্তিক হওয়া ইত্যাদি লক্ষ্যই যথেষ্ট নয়; মূল লক্ষ্যে পৌছিবার এগুলি সোপান মাত্র। তাঁহার আসল নজর রাখিবার বিষয় হইতেছে, তাহারা মূল লক্ষ্যে পৌছিয়াছে কি না; তাহারা প্রকৃতপক্ষে সুস্থ, সুখী, সেবাপরায়ণ নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে কি না?

সংক্ষিপ্ত সংকলন

আমাদের পরিকল্পনার মোট লক্ষ্য বালকের চরিত্রকে সেই অবস্থায় ধরা, যেখানে ইহা উৎসাহের আগুনে লাল হইয়া হাতুড়ির ঘায়ের জন্য তৈরি হইয়াছে; তারপর তাহাকে ঠিক আকারটি দেওয়া এবং তাহার ব্যক্তিত্বকে উৎসাহ ও সাহস দিয়া ফুটাইয়া তোলা—যেন বালক আত্ম-শিক্ষার ভিতর দিয়া অদূর ভবিষ্যতে লোক হিসাবে ভাল ও পৌর হিসাবে দেশের অমূল্য সম্পদ হইতে পারে।

যে দেশের পুরুষেরা যে কোন অবস্থায় উপযোগী ব্যবস্থা বিষয়ে সব চেয়ে কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় সেই দেশই শান্তির সময় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হইতে পারে। সুতরাং জাতির গঠনে মানুষরূপ যে উপকরণটি আছে, তাহার অপব্যয় নিবারণ করিবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা আমাদের কর্তব্য। প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত জীবন আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে, এবং এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বালককে আমাদের হাতে নিতে হইবে, বিদ্যালয়ের বাহিরে তাহার চরিত্রশিক্ষা বিদ্যালয়ের অন্তর্গত পুঁথিগত শিক্ষার অনুপূরকরূপে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, এবং সংসারে ঢুকিবার পূর্ব্বেই তাহাকে মানুষ করিয়া দিতে হইবে।

অপর দেশের সঙ্গে এ একটা মানুষগড়ার প্রতিযোগিতা।

ইহা একটি জাতীয় কর্ত্তব্য, ইহাতে দেশের প্রত্যেকে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং প্রত্যেকেরই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। "প্রত্যেক স্কাউট অফিসার এবং এই পুস্তকের প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকা যদি স্কাউটদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন করেন," তবেই লক্ষ লক্ষ বালকের চরিত্রগঠনকার্য্য সম্ভব হইবে।

বরফের গোলা (স্নো-বল) চালাইবার মত এই যে স্কাউট আন্দোলন,

যাহাতে একজনে শিখিয়া পাঁচজনকে শিখায়, এতে যদি দেশপ্রেমিকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দেন, এবং সেই উচ্চতর লক্ষ্যটি সর্ব্বদা সম্মুখে ধরিয়া রাখেন, তবেই আশা করা যায় যে আমরা ভারতবর্ষে ও সমগ্র বৃটিশ সাধারণতন্ত্রে নৈতিক ও শারীরিক শক্তি সঞ্চার করিবার সাধনায় যথার্থ সহায় হইব।

কিন্তু জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবার পথে সর্ব্বদাই এই একটি বিপদ আছে যে, ইহাতে আমরা সঙ্কীর্ণচিত্ত এবং অন্যান্য জাতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হইতে পারি। যদি আমরা ইহাকে এড়াইয়া চলিতে না পারি, তাহা হইলে যে অকল্যাণকে দূরে রাখিবার জন্য আমরা এত ব্যগ্র, তাহাই আমাদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে স্কাউট-আন্দোলনে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশেই স্কাউট ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, এবং আমরা ইতিমধ্যেই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের একটি সুপরিস্ফুট প্রাণকেন্দ্র রচনা করিয়াছি। ইহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে অতি আশ্চর্য্যরূপে—১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সেই বিশ্ব-জাম্বোরিতে; এবং ইহার প্রচ্ছন্নশক্তিত্বের পরিপূরণ হইতেছে সম-জাতীয় ও সহযোগী "গার্লগাইডস্" আন্দোলনের ব্যাপকতর সংগঠনের দ্বারা।

সব দেশেই স্কাউট তৈরির লক্ষ্য এক; তাহা হইল পরোপকার বা সেবাধর্ম্মে নিপুণতা। এইরূপ একটি সাধারণ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা সেবাধর্ম্মে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃমণ্ডলীরূপে অগ্রসর হইতে পারি, এবং এমন কাজ করিতে পারি, যাহার প্রভাব দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

বালকদিগকে শিক্ষা দিতে গিয়া আমরা প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তি ও কর্ম্মকুশলতাকে এমনভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিব, যেন জীবনের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে যে-পৌরসম্প্রদায়ে তার স্বাভাবিক স্থান, তার একজন দক্ষ

খেলোয়াড় সে হইতে পারে। জাতীয় জীবনেও এই একই আদর্শে কাজ করিয়া এমন চেষ্টা আমাদের করা উচিত, যেন সকল জাতির মিলিত দলে সফলতার সহিত কাজ করিবার মত মনোবৃত্তি ও কর্ম্মকুশলতার বিকাশ সাধনে আমরা সহায় হই।

তাহা হইলে যদি প্রত্যেকে তার নিজের স্থানে থাকিয়া খেলে, এবং আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সৎপথে ন্যায়বিধান অনুসারে খেলে, তবে পৃথিবীময় সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, এবং পরিণামে সেই অবস্থা আসিবে, যার জন্য এতকাল সকলে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—সেই মানুষে মানুষে সদ্ভাব ও শান্তির অবস্থা।

—সমাপ্ত—

মুদ্রাকর :—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।